# তাওহীদ-কৌমুদী

আব্দুল হামীদ মাদানী

# সূচীপত্র

# গোড়ার কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد :

তাওহীদের উপর লেখা বইয়ের আলোকে এ বইয়ে শির্কের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে বলে এর নাম দিয়েছি 'তাওহীদ-কৌমুদী'। শির্কের অন্ধকারে তাওহীদের আলো পড়লে সমাজের সংস্কার আশাব্যঞ্জক। চারিদিকে জাতি-বিজাতির শির্কী কর্মকান্ডে জড়িত মানুষদের জড়াজড়ি যৌথ পরিবেশের আলোক-লতা তাওহীদের 'শাজারাহ ত্বায়্যিবাহ'কে জর্জরিত ক'রে ফেলেছে। যে নাস্তিক, সেও এক শ্রেণীর মুশরিক। সেও অর্থপূজা করে অথবা পূজা করে কোন রাজনীতিক মহাশক্তির। তাগূতের পূজা বা গায়রুল্লাহর ইবাদতে রমরমা পরিবেশ। চারিদিকে তারই অমাবস্যা। তাওহীদের চন্দ্রিমা কোথাও পূর্ণিমার আকারে দৃষ্ট হলে সেখানেও দুশমনরা পূর্ণগ্রাস গ্রহণ আনয়নের চেষ্টা করে। কেউ গালাগালি করে, কেউ হত্যার ফতোয়া দেয়, কেউ হিংসার বিষোদ্গিরণ করে। তবুও তাওহীদের মশাল যেমন মক্কা-মদীনায় জ্বলে সারা বিশ্বকে আলোকোজ্জ্বল করেছিল, তেমনি সেই মশালধারীরা আজও নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। সে মশালকে কেউ নিজ মুখের ফুঁ দ্বারা নির্বাপিত করতে চাইলেও তা নির্বাপিত হওয়ার নয়।

'ফানূস বানকে জিসকী হিফাযত হাওয়া কারে,
ওহ শামা' কিয়া বুঝে, জিসে রওশন খুদা কারে।'

তাওহীদের আহবান বহু মানুষের নিকট সমাদৃত নয়, কোন কোন জামাআতে অভ্যর্থিত নয়। কারণ তাতে নাকি সুসংহত সমাজে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়। তাই তাঁরা তাওহীদকে এড়িয়ে চলতে চান। শির্কের ছাই-চাপা আগুনকে ঢাকা রেখেই শরবত-পানির দাওয়াত দেন। তাঁরা বুনিয়াদ ছাড়াই ইমারত গড়তে চান!

তাওহীদ হল প্রাণ। আর যে মানুষের প্রাণ নেই, তার দেহে অলংকার ও বেশভূষা কি প্রতিমার মতো নয়?

নামাযের দাওয়াত অবশ্যই ভাল, কিন্তু তার আগে তো উযূ-গোসল শিক্ষা দিতে হবে। পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার বিধান শিখাতে হবে। যে জিনিস দেহে-মনে থাকলে নামায শুদ্ধই নয়, সে জিনিস দূরীভূত না ক'রে নামাযী বানিয়ে ফল কী? যে রাষ্ট্রে তাওহীদ নেই, সে রাষ্ট্রও কি ইসলামী রাষ্ট্র? যে ইসলামে তাওহীদ নেই, সে ইসলাম আবার কোন্ ইসলাম?

বলা বাহুল্য, আমাদের প্রচেষ্টা 'শুরু থেকে শুরু কর, পুরু ভিতে দালান গড়।' মহান আল্লাহ যেন সেই প্রচেষ্টাকে কবূল করেন। আমীন।

বিনীত---
*আব্দুল হামীদ ফাইযী*
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
২৫/৯/১৪৩২
২৫/৮/২০১১

# শির্কের ভয়ঙ্করতা

মহান আল্লাহর কুরআনের প্রথম আদেশ হল, 'আল্লাহর ইবাদত কর।' আর প্রথম নিষেধ হল, 'আল্লাহর সঙ্গে শরীক করো না।' তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢١) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} (٢٢)

سورة البقرة

অর্থাৎ, হে মানুষ সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা ধর্মভীরু হতে পার। যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ ক'রে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেছেন। সুতরাং জেনে শুনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করো না। *(বাক্বারাহঃ ২১-২২)*

তাঁর প্রথম আদেশ তাওহীদ। তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি যুগে-যুগে নবী-রসূল পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন,

{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ} (٣٦)

سورة النحل

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও তাগূত থেকে দূরে থাক। *(নাহলঃ ৩৬)*

কিন্তু মানুষের মনই মন্দ-প্রবণ। আর শয়তান তার প্রকাশ্য শত্রু। সুতরাং অধিকাংশ মানুষ শির্কের পঙ্কিলতায় ডুবে থেকেছে।

পাপ বহু রকমের আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপ হল, সবচেয়ে বড় সত্তার বিষয়ে করা পাপ। সবচেয়ে বড় হলেন মহান আল্লাহ। আল্লাহু আকবার। আর তাঁর শানে যে অন্যায়, তা হল সবচেয়ে বড় অন্যায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (١٣)

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যখন লুক্বমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলেছিল, 'হে বৎস! আল্লাহর কোন অংশী করো না। আল্লাহর অংশী করা তো চরম অন্যায়।' *(লুক্বমানঃ ১৩)*

ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কী?' উত্তরে তিনি বললেন, "এই যে, তুমি তাঁর কোন শরীক নির্ধারণ কর---অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" আমি বললাম, 'এটা তো বিরাট! অতঃপর কোন্ পাপ?' তিনি বললেন, "এই যে, তোমার সাথে খাবে---এই ভয়ে তোমার নিজ সন্তানকে হত্যা করা।" আমি বললাম, 'অতঃপর কোন পাপ?' তিনি বললেন, "প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচার করা।"

আর এ ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে,

{وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} (٦٨) سورة الفرقان

অর্থাৎ, (আল্লাহর বান্দারা) আল্লাহর সঙ্গে কোন উপাস্যকে অংশী করে না, আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে হত্যা নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ সব করে, তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন ওদের আযাব বর্ধিত করা হবে এবং সেখানে তারা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে। *(ফুরক্বান ৬৮-৬৯ আয়াত) (বুখারী ৪৪৭৭,৭৫৩২ প্রভৃতি, মুসলিম ৮৬নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

নবী ﷺ বলেছেন,

(( الكَبَائِرُ : الإشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ )).

"কাবীরাহ গুনাহসমূহ হচ্ছে, আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, প্রাণ হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া।" *(বুখারী)*

মহান আল্লাহ বান্দার সকল পাপকে ইচ্ছা করলে ক্ষমা ক'রে দিতে পারেন, কিন্তু শির্কের পাপকে ক্ষমা করেন না। তিনি বলেছেন,

{إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا } (٤٨) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা ক'রে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শির্ক) করে, সে এক মহাপাপ করে। *(নিসা ঃ ৪৮)*

{إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا } (١١٦) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা ক'রে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শির্ক) করে, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। *(নিসা ঃ ১১৬)*

এ ক্ষমাশীলতা ঠিক সেই স্বামীর মতো, যে তার স্ত্রীর সকল ভুল-ত্রুটি ক্ষমা ক'রে দেয়, কিন্তু যখন সে তার ভালোবাসায় কাউকে শরীক করে, তখন তাকে ক্ষমা করতে পারে না। কারণ সে ভুল মহাভুল। সে অপরাধ অমার্জনীয় অপরাধ। তার অন্যান্য বড় গুণ থাকলেও ঐ দোষের ফলে সব ধূলিস্মাৎ হয়ে যায়।

মুশরিকদেরও অন্যান্য নেক আমল পন্ড হয়ে যায়। তাদের অন্য কোন পুণ্যই কাজে লাগে না। যেহেতু শির্ক এসে এক গ্লাস দুগ্ধে এক বিন্দু মূত্র পড়ার মতোই সমস্ত পুণ্যকেই বিনষ্ট ক'রে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا} (٢٣) سورة الفرقان

অর্থাৎ, আমি ওদের কৃতকর্মগুলির প্রতি অভিমুখ ক'রে সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণা (স্বরূপ নিষ্ফল) ক'রে দেব। *(ফুরক্বান ঃ ২৩)*

সবচেয়ে বেশি আমল, সবচেয়ে বড় আমল নবীগণের। তাঁরা শির্ক করলে তাঁদের আমলও ধ্বংস হয়ে যেতো। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (٨٨) سورة الأنعام

অর্থাৎ, এ আল্লাহর পথ নিজের দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এ দ্বারা পরিচালিত করেন, তারা যদি অংশী স্থাপন (শির্ক) করত, তাহলে তাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হত। *(আনআম ঃ ৮৮)*

নবীগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বড় আমল শেষনবী ﷺ-এর। তিনিও যদি শির্ক করতেন, তাহলে তাঁর আমলও পন্ড হয়ে যেতো। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٦٥) سورة الزمر

অর্থাৎ, তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী (প্রত্যাদেশ) করা হয়েছে যে, যদি তুমি আল্লাহর অংশী স্থির কর, তাহলে অবশ্যই তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্তদের শ্রেণীভুক্ত। *(যুমার ঃ ৬৫)*

মুশরিকদের সাথে ব্যভিচারীদের একটা চারিত্রিক মিল আছে। মুশরিক আল্লাহর খায়-পরে, কিন্তু পূজা করে অন্য কিছুর। অনুরূপ ব্যভিচারিণী খায়-পরে স্বামীর, কিন্তু মন-যৌবন দেয় অন্য কাউকে। এই জন্য মুশরিক ও ব্যভিচারীর মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক স্বাভাবিক। মহান আল্লাহ বলেন,

{الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (٣) سورة النور

অর্থাৎ, ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা অংশীবাদিনীকেই বিবাহ করবে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা অংশীবাদীই বিবাহ করবে। বিশ্বাসীদের জন্য তা অবৈধ। *(নূর ঃ ৩)*

এই জন্য মুশরিকদের সাথে মু'মিনদের বিবাহ-শাদী বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} (٢٢١) البقرة

অর্থাৎ, অংশীবাদী রমণী যে পর্যন্ত না (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস করে, তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। অংশীবাদী নারী তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও নিশ্চয় (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাসী ক্রীতদাসী তার থেকেও উত্তম। (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস না করা পর্যন্ত অংশীবাদী পুরুষের সাথে (তোমাদের কন্যার) বিবাহ দিও না। অংশীবাদী পুরুষ তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাসী ক্রীতদাস তার থেকেও উত্তম। কারণ, ওরা তোমাদের আগুনের দিকে আহবান করে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় ইচ্ছায় বেহেশ্ত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে

তারা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। *(বাক্বারাহ ঃ ২২১)*

যারা শির্ক করে, তাদের অবস্থা বর্ণনা ক'রে মহান আল্লাহ বলেন,

{حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} (٣١) سورة الحج

অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে, তাঁর কোন শরীক না করে; আর যে কেউ আল্লাহর শরীক করে (তার অবস্থা) সে যেন আকাশ হতে পড়ল, অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। *(হাজ্জ ঃ ৩১)*

মুশরিকদের চিরস্থায়ী ঠিকানা হল জাহান্নাম। জান্নাত তাদের জন্য হারাম। মহান আল্লাহ ঈসা ﷺ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

{لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ} (٧٢) سورة المائدة

অর্থাৎ, তারা নিঃসন্দেহে অবিশ্বাসী (কাফের), যারা বলে, 'আল্লাহই মারয়্যাম-তনয় মসীহ।' অথচ মসীহ বলেছিল, 'হে বনী ইস্রাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপাসনা কর। অবশ্যই যে কেউ আল্লাহর অংশী করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্ত নিষিদ্ধ করবেন ও দোযখ তার বাসস্থান হবে এবং অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।' *(মায়িদাহ ঃ ৭২)*

জাবের ﷺ বলেন, এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! (জান্নাত ও জাহান্নাম) ওয়াজেবকারী (অনিবার্যকারী) কর্ম দু'টি কী কী?' তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তার সাথে কোন জিনিসকে অংশীদার করবে (এবং তওবা না ক'রে ঐ অবস্থাতেই সে মৃত্যুবরণ করবে) সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" *(মুসলিম)*

❖ শির্ক আল্লাহর শানে অপবাদ ও অপমান।

রাজার সাথে দারোয়ানকে কোন বিষয়ে শরীক করলে যেমন রাজার অপমান হয়, তেমনি স্রষ্টার সাথে সৃষ্টিকে শরীক করলে অবশ্যই তাঁর অপমান হয়। আল্লাহর সৃষ্টি মানুষকে আল্লাহর আসনে বসালে, পশু ও জীব-জন্তুকে তাঁর আসন দিলে, জড়-পদার্থকে 'স্রষ্টা' মানলে কি তাঁর অপমান হয় না?

{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (٦٧) سورة الزمر

অর্থাৎ, ওরা আল্লাহর যথোচিত কদর করেনি। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে এবং আকাশমন্ডলী থাকবে তাঁর ডান হাতে গুটানো। পবিত্র ও মহান তিনি, ওরা যাকে অংশী করে তিনি তার উর্ধ্বে। *(যুমার ঃ ৬৭)*

❖ শির্ক মানবতার অপমান।

যে মানুষ সৃষ্টির সেরা, যে মানুষকে মহান আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি ক'রে ফিরিশ্তা দ্বারা সিজদা করিয়েছেন, সে মানুষ যদি অপর মানুষের কাছে মাথা নত করে অথবা

অপর কোন সৃষ্টি, জীব-জন্তু বা জড়-পদার্থের সামনে মাথা নত করে, তাহলে সেটা কি তার অপমানের একশেষ নয়? মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً} (٧٠) سورة الإسراء

অর্থাৎ,আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছি এবং যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি, তাদের অনেকের উপর তাদেরকে যথেষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৭০)*

❖ শির্ক কুসংস্কার ও অমূলক বিশ্বাসের বাসা।

অধিকাংশ শির্ক সংঘটিত হয় কোন অমূলক ধারণা, কুসংস্কারমূলক বিশ্বাস ইত্যাদির ফলে। প্রত্যেক মুশরিকই কুসংস্কার ও কুবিশ্বাসে জর্জরিত। অবান্তর গাল-গল্পে তারা খুব বিশ্বাসী, যেগুলোকে তারা তাদের শরীকদের 'কারামত' মনে করে।

❖ শির্ক অবাস্তব ভয় ও অমূলক আতঙ্ক এবং সন্দেহের উৎপত্তিস্থল।

মুশরিকদের মনে কেমন যেন আতঙ্ক ও ভয় থাকে। ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে তাদের মন। শির্ক করার কারণে তারা অবাস্তব বিষয়েও ভয় খায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ} (١٥١) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যারা অবিশ্বাস করে তাদের হৃদয়ে আমি ভীতির সঞ্চার করব, যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করেছে; যার সপক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। জাহান্নাম হবে তাদের নিবাস। আর অনাচারীদের আবাসস্থল অতি নিকৃষ্ট! *(আলে ইমরান ঃ ১৫১)*

❖ শির্ক ফলপ্রসূ আমল (কর্ম) ব্যাহত করে।

যেহেতু শির্ক তার অনুসারীদেরকে মাধ্যম ও সুপারিশকারীদের উপর ভরসা ও নির্ভর করতে শিক্ষা দেয়। ফলে তারা সৎকর্ম ত্যাগ করে বসে এবং পাপকর্মে আলিপ্ত থাকে, আর বিশ্বাস এই রাখে যে, ওরা তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে।

❖ শির্ক উম্মাহকে বিচ্ছিন্ন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

{مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣١) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} (٣٢) سورة الروم

অর্থাৎ, তোমরা বিশুদ্ধ-চিত্তে তাঁর অভিমুখী হও; তাঁকে ভয় কর। যথাযথভাবে নামায পড় এবং অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না ; যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মত সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে; প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত। *(রূম ঃ ৩১-৩২)*□

## শির্ক প্রসারের কারণসমূহ

প্রকৃতিগতভাবে মানুষের মনে তাওহীদ থাকে। শিশু যখন জন্ম নেয়, তখন

ইসলামের প্রকৃতির উপর জন্ম নেয়। অতঃপর সে বিভিন্ন কারণে ভিন্ন-ভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়। অধিকাংশ মানুষ মুশরিকে পরিণত হয়। তার কতিপয় কারণ নিম্নরূপ ঃ-

### ❁ অজ্ঞতা ও পরিবেশ

অনেক সময় মানুষ নিজের অজান্তেও শির্ক ক'রে বসে, যখন অজ্ঞতা তার মনে-প্রাণে বাসা বেঁধে থাকে। আর তখন পরিবেশ থেকে যা পায়, তাই গ্রহণ ক'রে নেয়। ছোট শিশু যেমন মায়ের মুখে 'জুজু' নামে ভয় পায়, অথচ সে জানেও না যে 'জুজু' বলে কিছু নেই।

অনেক তাওহীদী ভাই বলেন, তাওহীদের জ্ঞান আসার পরেও কবরস্থানের পাশ দিয়ে একাকী যেতে গা বাজে। যে গাছে দড়ি দিয়ে কেউ গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে, সে গাছের নিচের পথে একাকী চলতে ভয় লাগে।

অনেক সময় আচরিত কর্ম অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে অথবা পরিবেশে দেখে দেখে স্বাভাবিক পরিগণিত হয়ে গেলে তা আর 'শির্ক' বলে ধারণা থাকে না। ফলে মনের অজান্তে সেই আচরণ হয়ে বসে।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কসম ক'রে বলে, 'লাত ও উয্যার কসম', সে যেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

একটি দুর্বল বর্ণনায় আছে, সাহাবী সা'দ ؓ বলেন, আমরা জাহেলী যুগের নিকটবর্তী মানুষ ছিলাম। কিছু কথা আলোচনা করতে করতে লাত ও উয্যার কসম খেয়ে ফেললাম। অতঃপর নবী ﷺ-এর কাছে খবর হলে তিনি কালেমা পড়ার নির্দেশ দিলেন। *(নাসাঈ ৩৭৭৬নং)*

আমাদের তাওহীদী পরিবেশের অনেক ভাই-বোনকে ঐ শ্রেণীর দেব-দেবীর কসম খেতে শোনা যায়। তবে সম্ভবতঃ তার অর্থ তাঁদের খেয়াল ও উদ্দেশ্য থাকে না। যেমন ভাত খেতে খেতে তর্ক বাধলে অকস্মাৎ কোন কথার নিশ্চয়তা দিতে ভাত ছুঁয়ে বলে ফেলেন, 'লক্ষ্মী ছুঁয়ে বলছি!'

সাহাবী আবু ওয়াক্বেদ আল-লাইষী বলেন, রসূল ﷺ-এর সাথে আমরা হুনাইনের পথে বের হলাম। তখন আমরা কুফ্রের নিকটবর্তী (সদ্য নও-মুসলিম) ছিলাম। মক্কা-বিজয়ের দিন মুসলমান হয়েছিলাম। (পথে) মুশরিকদের একটি কুল গাছ ছিল; যার নিকটে ওরা ধ্যানমগ্ন হত এবং (বর্কতের আশায়) তাদের অস্ত্র-শস্ত্রকে তাতে ঝুলিয়ে রাখত; যাকে 'যা-তে আনওয়াত্ব' বলা হত। সুতরাং একদা আমরা এক কুল গাছের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। (তা দেখে) আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য একটি 'যা-তে আনওয়াত্ব' ক'রে দিন যেমন ওদের রয়েছে। (তা শুনে) তিনি বললেন, 'আল্লাহু আকবার! এটাই তো পথরাজি! যার হাতে আমার জীবন আছে তাঁর কসম! তোমরা সেই কথাই বললে, যে কথা বানী ইস্রাঈল মূসাকে বলেছিল, 'আমাদের জন্য একটা দেবতা গড়ে দিন, যেমন ওদের অনেক দেবতা রয়েছে!' মূসা বলেছিলেন, 'তোমরা মূর্খ জাতি।' অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী (জাতির) পথ অনুসরণ করবে।" *(তিরমিযী ২১৮০নং, মুসনাদ আহমাদ ৫/২১৮)*

বুঝা গেল, পুরনো অভ্যাস ও পরিবেশের আকর্ষণে অনেক সময় তাওহীদের ব্যাপার তালগোল খেয়ে যেতে পারে। যারা পূর্বে মুশরিক ছিল, তারা তো বটেই, এমনকি যারা মুশরিকদের মাঝে বসবাস করে, বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা করে, উঠা-বসা ও চলা-ফেরা করে, তাদের মাঝেও শির্ক অনুপ্রবেশ করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাওহীদের জ্ঞান যদি

মনে-মগজে বদ্ধমূল না হয়, তাহলে 'এ্যাক্সিডেন্ট' স্বাভাবিক।

এ জন্যই ধারাবাহিক শিক্ষার প্রয়োজন খুব বেশি। সন্দিগ্ধ মনের সন্দেহ দূর করতে হক্কানী উলামার সাহচর্য অতীব জরুরী। তাওহীদ-বিরোধী কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ার আগে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা অত্যাবশ্যক।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (٧) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, তোমরা যদি না জান, তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর। *(আম্বিয়াঃ ৭)*

মুআবিয়াহ ইবনে হাকাম ﷺ বলেন, আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি জাহেলী যুগের অত্যন্ত নিকটবর্তী (অর্থাৎ আমি অল্পদিন হল অন্ধযুগ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি) এবং বর্তমানে আল্লাহ আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করেছেন। আমাদের কিছু লোক গণকদের নিকট (ভাগ্য-ভবিষ্যৎ জানতে) যায়।' তিনি বললেন, "তুমি তাদের কাছে যেয়ো না।" আমি বললাম, 'আমাদের কিছু লোক অশুভ লক্ষণ মেনে চলে।' তিনি বললেন, "এ এমন জিনিস, যা তারা নিজেদের অন্তরে অনুভব করে। সুতরাং এ (সব ধারণা) যেন তাদেরকে (বাঞ্ছিত কর্মে) বাধা না দেয়।" আমি নিবেদন করলাম, 'আমাদের মধ্যে কিছু লোক দাগ টেনে শুভাশুভ নিরূপণ করে।' তিনি বললেন, "(প্রাচীনযুগে) এক পয়গম্বর দাগ টানতেন। সুতরাং যার দাগ টানার পদ্ধতি উক্ত পয়গম্বরের পদ্ধতি অনুসারে হবে, তা সঠিক বলে বিবেচিত হবে (নচেৎ না)।" *(মুসলিম)*

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বহু মুসলিমের ঘরে ইসলামী চর্চা নেই। ফলে সেখানে চলে বিজাতীয় আচরণ। বিজাতীয় চাল-চলন ও আক্বীদা-বিশ্বাস সে ঘরের ছেলে-মেয়েদের মনে বদ্ধমূল হয়। বহু-ঈশ্বরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদ, মানবতাবাদ, নাস্তিক্যবাদ ইত্যাদি বিশ্বাস নিয়ে বড় হয়। ফলে নামে 'মুসলিম' থাকলেও কামে কিন্তু 'মুশরিক' বা 'নাস্তিক' থেকে যায়।

অনেকে প্রচার-মাধ্যম থেকে নিজ 'দ্বীন' গ্রহণ করে। যেখান থেকে দ্বীনের কিছু কথা পাওয়া গেলেও অধিকাংশ বিষয়ই থাকে দ্বীন-বিধ্বংসী। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এমন সব কথা প্রচারিত হয়, যাতে মানুষের 'দ্বীন' বিলীন হয়ে যায়। পাঠক-শ্রোতা-দর্শকদের মনে বদ্ধমূল হয় দ্বীনহীনদের কথা, 'এই দুনিয়ায় দু'টি জাত, পুরুষ ও নারী। বাকী সব মানুষের অনাসৃষ্টি!'

ইসলামে 'জাত-পাত' না থাকলেও 'দ্বীন-ধর্ম' তো আছে। কিন্তু অজ্ঞরা 'ইসলাম'কেও একটা 'জাত' মনে করে। অথচ ইসলামই হল সমগ্র মানবমন্ডলীর জন্য একক বিধান।

বড় বড় শিক্ষিত হয়েও নেহাতই মূর্খের মতো গায়রুল্লাহর সামনে মাথা নত করে। এমন এমন কথা বলে, যা শুনলেও হাসি পায়। যেহেতু যে শিক্ষা তাদের জন্য ফরয ছিল, সে শিক্ষা তো তারা মোটেই গ্রহণ করেনি।

উচ্চ শিক্ষিত হয়েও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুশরিক থাকে। গায়রুল্লাহর কাছে মানত মেনে সুখ-সমৃদ্ধি প্রার্থনা করে! আবার এরাই অনেক সময় আওড়ায়, 'সত্যের ছদ্মবেশে যাহা কিছু তোমার সম্মুখে আসিবে, সত্যকে যদি তুমি শ্রদ্ধা কর, তবে তাহাকে সহস্র প্রশ্নে জর্জরিত না করিয়া কিছুতেই মানিয়া লইবে না।' *(ডেভিড হিউম)*

কিন্তু শির্কের ক্ষেত্রে শয়তান তাদেরকে প্রশ্ন ও যুক্তি প্রয়োগের সময় দেয় না।

ভূতুড়ে পরিবেশে ভয়াতুর মনের জমিতে শির্কের আগাছা জন্মায় বেশি। এ পরিবেশে যাদুকে 'কারামত' মনে করা হয়, তেলেস্মাতি কর্মকান্ডকেও 'মু'জিযা' মনে করা হয়। অতিপ্রাকৃত বিষয় মাত্রকেই 'মহিমা' ধারণা করা হয়। কচি বাঁশ গাছ থেকে পানি পড়লে, তা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পানি মনে করা হয়। অস্বাভাবিক ঝরনাকে 'কারামতির যমযম' ভাবা হয়। অস্বাভাবিক হাত-পা বা মুখের শিশুকে অলৌকিক শিশু ধারণা করা হয়। অস্বাভাবিক শব্দকে শুভাশুভ জ্ঞান করা হয়। অস্বাভাবিক গাছ বা পাথরকে দৈব ধারণা করা হয়। পরিবেশে অনেক কিছুকেই অকারণে 'কারামত' ও 'মহিমা' জ্ঞান ক'রে শির্কের পাপে লিপ্ত হয় অনেকে। অস্বাভাবিকতাই তাদের কুসংস্কারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অসাধারণ কোন ঘটনাকে 'মহিমা' রূপে বিশ্বাস করতে তাদেরকে বাধ্য করে।

কোন গাছের নিচে বা পড়ো বাড়িতে অস্বাভাবিক কিছু দেখলে, শুনলে অথবা শুঁকলে অমনি সেখানে লাতা দেওয়া, ধূপ দেওয়া, বাতি দেওয়া শুরু হয়ে যায়। তার পরেই শির্কী তৎপরতা আরম্ভ হয়।

অথচ অলৌকিক কোন জিনিস 'উপাস্য' বা 'পূজনীয়' হতে পারে না। যদি কোন অলীর নদীর বাঁধের উপর বাস করার ফলে বন্যায় বাঁধ না-ই ভাঙ্গে, তাহলে তার মানে এই নয় যে, সকলে তাঁকে সিজদা করবে, তাঁর নামে মানত মানবে।

যদি কোন ছেলের কপালে আরবীতে 'আল্লাহ' শব্দ লেখা অবস্থায় জন্মই হয়, তাহলে তার মানে এই নয় যে, সকলে তাকে সিজদা করবে, তার নামে মানত মানবে।

যদি কোন বুযুর্গের কবরে আলো দেখা গেল, তাহলে তার মানে এই নয় যে, সকলে তাঁর কবরকে সিজদা করবে, তাঁর নামে মানত মানবে। তাঁর কবরের উপর মাযার তৈরি করতে হবে।

তাছাড়া এই শ্রেণীর আখড়া তো এক একটা বড় অর্থকরী প্রতিষ্ঠান। বসে বসে 'খাদিম' হয়ে পেট চলে এবং অর্থও সঞ্চয় হয়। আর সরল সাধারণ লোক সেই ব্যবসায় সহযোগিতা করে। তারাও যেন মনস্কাম পূরণ করার সঠিক স্থান খুঁজে পায়।

এ নির্জন এলাকায় বাঁশ গাছ কেন? ভাবনা ও জিজ্ঞাসার পর আবিষ্কার হল, সেখানে কোন বুযুর্গ লাঠি রেখে মারা গেছেন। সেই লাঠি থেকে এই বাঁশ! অথবা শোনা গেল যে, কোন বুযুর্গের বাঁশের ছিলকার জিভ-ছিলা থেকে এই বাঁশ জন্ম নিয়েছে। বাস! কারামতি জেনে শুরু হয়ে গেলে বাঁশপূজা। নানা আয়োজনের মাঝে ধীরে ধীরে সে জায়গা সাইন-বোর্ড-ওয়ালা তীর্থস্থানে পরিণত হয়ে গেল।

শিশুবেলায় আম-বনে আম খেতে গিয়ে ঝোঁপে একটি নতুন ব্লেড কুড়িয়ে পেয়ে আনন্দিত হয় শিশুরা। খোঁড়া হওয়ার পরে ঘোড়া পাওয়ার মতো যথাসময়ে আম-কাটার একটি হাতিয়ার পাওয়া অবশ্যই খুশীর কথা। কিন্তু সে শিশু একটি বারও ভেবে দেখে না যে, এই ঝোঁপে নতুন ব্লেড এল কীভাবে? কেউ যে এই নির্জনতায় নিজের গুপ্তাঙ্গের লোম সাফ ক'রে ফেলে গেছে---সে কথা তার দেমাগেও আসে না, আসার কথাও নয়। ফলে মনের আনন্দে সে সেই নতুন ব্লেড দিয়ে আম কাটে আর খায়!

অনুরূপ সরল মনের মুশরিকরাও। তারা ভেবেও দেখে না, কেন এই অস্বাভাবিকতা? বরং না ভেবেই তারা যেন তাদের হারানো মানিক খুঁজে পায়!

একটা প্রসিদ্ধ গল্প প্রচলিত আছে। গ্রাম থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে সাপ্তাহিক

হাট। সেখানে এক পান-ওয়ালা পান বিক্রি করত। এক হাটের দিন সকালে যাওয়ার পথে এক বিশাল বটগাছের নিচে মাথা থেকে পানের ঝুড়ি নামিয়ে বিশ্রাম নিল। পুনরায় ঝুড়ি মাথায় তুলে নিতে যাওয়ার সময় ভর্তি ঝুড়ি থেকে কয়েকটি পান পড়ে গেল। ঝুড়ি নামিয়ে পানগুলিকে তুলে নিতে গিয়ে দেখে শেষ পানটির নিচে শিয়ালের গু রয়েছে। আমানতদার পান-ব্যবসায়ী ভাবল, গু-লাগা পান মানুষকে বিক্রি করা অন্যায় হবে। সুতরাং তা ফেলে রেখে হাটে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর আলু-ওয়ালা সেই পথে হাটে যাচ্ছিল। সে এই সাত সকালে বটগাছের নিচে পান পড়ে থাকতে দেখে অবাক হল। এই গাছের নিচে কেন এই টাটকা পানের পাতা পড়ে আছে? ধাঁ ক'রে তার মনে অস্বাভাবিকতার অন্ধবিশ্বাস দানা বাঁধল। শয়তান তার মনে ফুসমন্ত্র দিল, পানটা কি এমনিই পড়ে আছে? নিশ্চয় কোন কারণ আছে। যে পানটা দিয়ে গেছে, সে নিশ্চয় কোন উপকার বুঝে দিয়ে গেছে। তুইও যদি দু'টো আলু রেখে যাস, তাহলে তোরও উপকার হবে, ব্যবসায় লাভ বেশি হবে। যেমনি ভাবা, অমনি কাজ। ঝুড়ি থেকে দু'টো আলু নিয়ে পানের পাশে রেখে দিয়ে হাটে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর পিঁয়াজ-ওয়ালাও তাই করল।

বেগুন-ওয়ালাই বা বাদ যায় কেন? সেও দু'টো বেগুন রেখে হাটে গেল।

যারা হাট করতে যাচ্ছিল, তাদের অনেকেই সেখানে পান, আলু, পিঁয়াজ, বেগুন ইত্যাদি পড়ে থাকতে দেখে ভাবতে লাগল কারণের কথা। শয়তান একই ভাবে তাদের মনে ফুসমন্ত্র দিল। তারাও কোন মঙ্গলের আশায় সেখানে টাকা-পয়সা রেখে হাটে যেতে লাগল।

দুপুরের দিকে পান-ওয়ালা ফিরার পথে নিজের ফেলে যাওয়া পানটির দিকে লক্ষ্য করতেই আজব কান্ড দেখতে পেল। ঝুড়ি নামিয়ে সাথে সাথে সেসব কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরল। সেও ভাবতে লাগল, সে পানে গু লেগেছিল বলে পান ফেলে গিয়েছিল। কিন্তু তার পাশে আলু, পিঁয়াজ, বেগুন, পয়সা ইত্যাদি পড়ে কেন?

শয়তান তার মনে ফুসমন্ত্র দিল, 'দ্যাখ! এটা সুবর্ণ সুযোগ। আর পানের ঝুড়ি মাথায় বয়ে মাথায় টাক ফেলতে হবে না। ওখানে একটা আস্তানা বানিয়ে বসে যা, আপ-সে রোজগার হবে।'

যেই চিন্তা, সেই পরিকল্পনা। সন্ধ্যার দিকে কিছু ইট-সিমেন্ট নিয়ে রাতারাতি বটগাছের নিচেটা বাঁধিয়ে দিল এবং তার উপরে একটা কঞ্চির ডগায় সবুজ কাপড় বেঁধে পতাকা গেড়ে দিল। আর তার নিচে পান রেখে দিয়ে তার 'কারামত-ব্যবসা' শুরু ক'রে দিল। ফল ভালই হতে লাগল। পথ বেয়ে যে পথিকই পার হয়ে যায়, সেই তার সাথে থাকা কিছু না কিছু প্রণামি দিয়ে যায়।

ধীরে-ধীরে আয় বাড়তে লাগল। আয় আরো বৃদ্ধির জন্য একটি সাইনবোর্ড ঝুলানোর ব্যবস্থা করল, যাতে লোকমাঝে আস্তানাটি স্বনামে প্রসিদ্ধ হয়।

কিন্তু তার নাম কী দেওয়া যায়? বড় ভাবনা-চিন্তার পর সে নাম আবিষ্কার করল। আস্তানাটির মূল সূত্র যখন শিয়ালের গু থেকে, তখন তার নাম হল 'পীরে-কেবলা আল্লামা শিয়াল-গাযী (রহঃ)এর মাযার'।

আয় বৃদ্ধি পেল। সেই আয় দ্বারা পাশে বিল্ডিং হল, মাযার হল। বার্ষিক মেলা ও উরস অনুষ্ঠান হতে লাগল। নযর-নিয়ায, সেলামি-উপঢৌকন সহ আরো কত কীসের অর্থ-আমদানি হতে লাগল। সরকারী সহযোগিতা ও নিরাপত্তা লাভ করল। যেমন সরকারও

অর্থ-আয়ের একটা উৎস খুঁজে পেল।

পাকা রাস্তা বা রেল-লাইনের ধারে ধারে এই শ্রেণীর কত মাযার আছে। আর এক শ্রেণীর মানুষ তারই অসীলায় উদরপূর্তি ও অর্থোপার্জন করে। শয়তানী সহায়তায় শির্কের আখড়া সমৃদ্ধি লাভ করে। সরল মুসলিম তারই আকর্ষণে ফেঁসে গিয়ে মুশরিক হয়ে যায়।

আসলে শয়তান হয় তার বিজ্ঞাপক। তার জন্য 'কারামত' সৃষ্টি করা কাজ তারই। আল্লাহর তকদীর অনুযায়ী কিছু লোকের আশা পূরণ হয় সেখানে। ফলে ঝড়ে কাক মরে, আর শিয়াল-গাযীর কেরামতি বাড়ে।

এক দম্পতির সন্তান হয় না। ডাক্তার দেখিয়েও লাভ হল না। এক বুড়ির রূপে শয়তান বলে, 'শিয়াল-গাযীর মাযার যা, খাসি মানত কর, সন্তান হবে।'

এক লোকের রোগ ভাল হয় না। হোমিওপ্যাথি, এ্যালোপ্যাথি ও কবিরাজি কোন ওষুধ কাজে লাগল না। এক বুড়োর বেশে শয়তান বলে, 'শিয়াল-গাযীর মাযার যা, মুরগী মানত কর, রোগ ভাল হবে।'

একজনের ব্যবসায় নোকসান আর নোকসান যায়। এক শুভানুধ্যায়ীর বেশে শয়তান বলে, 'শিয়াল-গাযীর মাযার যা, হাজার টাকা মানত কর, ব্যবসায় লাভ হবে।'

একজনের মামলা চলছে, মামলায় জিততে হবে। এক হিতাকাঙ্ক্ষীর বেশে শয়তান বলে, 'শিয়াল-গাযীর মাযার যা, সিন্নী মানত কর, মামলায় জিত হবে।'

এইভাবে শতভাবে শয়তান মুসলিমকে শির্কে আপতিত করে। শয়তান অভিশপ্ত হওয়ার সময় আল্লাহর সামনে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল,

{وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ}

অর্থাৎ, তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই; তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই, আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব, ফলে তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করবেই এবং তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই।'

সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে সে বদ্ধপরিকর আছে। আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا} (١١٩) سورة النساء

অর্থাৎ, আর যে আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, নিশ্চয় সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। *(নিসা ঃ ১১৯)*

### ۞ অতিরঞ্জন

নূহ ﷺ-এর সম্প্রদায় বুযুর্গ লোকদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছিল। তারা তাদের লোকেদেরকে বলেছিল,

{لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} (٢٣) سورة نوح

অর্থাৎ, তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ করো না অদ্দ, সুওয়া', ইয়াগূষ, ইয়াউ'ক ও নাস্‌রকে। *(সূরা নূহ ২৩ আয়াত)*

এঁরা ছিলেন নূহ ﷺ-এর জাতির সেই লোক যাঁদের তারা ইবাদত করত। এঁরা এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, আরবেও তাঁদের পূজা শুরু হয়েছিল। তাই وَدّ (অদ্দ) 'দূমাতুল জানদাল'এর কাল্ব গোত্রের, سُوَاع (সুআ) সমুদ্র উপকূলবর্তী গোত্র 'হুযায়েল'-এর, يَغُوْث (য়্যাগূস) ইয়ামানের সাবার সন্নিকটে 'জুরুফ' নামক স্থানের 'মুরাদ' এবং 'বানী গুত্বাইফ' গোত্রের, يَعُوْق (য়্যাউক্ব) হামদান গোত্রের এবং نَسْر (নাস্র) হিম্য়্যার জাতির 'যুল কিলাআ' গোত্রের উপাস্য ছিলেন। *(ইবনে কাষীর, ফাতহুল ক্বাদীর)* এই পাঁচটিই হল নূহ ﷺ-এর জাতির নেক লোকদের নাম। যখন এঁরা মৃত্যুবরণ করলেন, তখন লোকেরা তাঁদের কবর যিয়ারত করত এবং সেখানে আল্লাহর ইবাদত করত। তাঁদের কবরের তা'যীম করত। অতঃপর শয়তান তাঁদের ভক্তদের মনে কুমন্ত্রণা দিল যে, তোমরা এঁদের প্রতিমা বানিয়ে নিজেদের ঘরে ও দোকানে স্থাপন কর। যাতে তাঁরা সর্বদা তোমাদের স্মরণে থাকেন এবং তাঁদেরকে খেয়ালে রেখে তোমরাও তাঁদের মত নেক কাজ করতে পার। প্রতিমা বানিয়ে যারা রেখেছিল, তারা যখন মৃত্যুবরণ করল, তখন শয়তান তাদের বংশধরকে এই বলে শির্কে পতিত করল যে, 'তোমাদের পূর্বপুরুষরা তো এঁদের পূজা করত, যাঁদের প্রতিমা তোমাদের বাড়িতে বাড়িতে স্থাপিত রয়েছে।' ফলে তারা এঁদের পূজা করতে আরম্ভ ক'রে দিল। *(বুখারী)* আর পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম মূর্তিপূজা।

বর্তমানেও বহু মানুষের মূর্তি মহাভক্তির সাথে পূজিত হচ্ছে। শুরুর দিকে স্মৃতিস্তম্ভরূপে থাকতে থাকতে শেষের দিকে তাই মানুষের নিত্যস্মরণীয় দেবতায় পরিণত হচ্ছে।

### ❁ স্বার্থ-বিলাস

শয়তান আর এক শ্রেণীর মানুষকে অনুপ্রাণিত ক'রে শির্কে পতিত করে। তারা হল পান-ভোজন এবং গান-বাজনা ও আনন্দ-প্রেমী ফাসেক মানুষ। তাদের ঐ শ্রেণীর কবর বা অলী-ভক্তি নেই, তাদের কবরের নিকট কিছু চাওয়া-পাওয়ারও থাকে না। তবে তাকে অসীলা ক'রে মনোরঞ্জনের আসর জমাতে পারে। আর তাতে সঙ্গ দেয় বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা, যাদের ব্যবসা চলার একটি সুন্দর জায়গা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সুতরাং মিথ্যা স্বপ্ন বা কেরামতি রটিয়ে মুশরিক মানুষ আকর্ষণ ক'রে শুরু হয় শির্কের উৎসব। আর সেই সাথে থাকে সিনেমা, সার্কাস বা যাত্রা-থিয়েটারের নানা আকর্ষণ। তাতে কি মেলা না জমে? ধীরে ধীরে শির্কের আখড়া রমরমা হয়ে ওঠে। তীর্থক্ষেত্র হওয়ার আগে প্রেমিক-প্রেমিকার নিরাপদ মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়। সেখানে বাজারের তুলনায় সস্তায় জিনিস পাওয়া যায়। মাযারের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাড়িতে বাড়িতে জামাই আপ্যায়নের হিড়িক পড়ে যায়। শ্বশুর-শাশুড়ীর নিকট থেকে মেলা দেখার টাকা হাতে পায় জামাই। জামাই-বেটি মেলা দেখে আসে। সঙ্গে আনে সস্তা মিষ্টি। তখনকার দিনে ঐ শ্রেণীর মুসলিমদের ঘরে-ঘরেও আনন্দ-মেলা বসে! রাম-রহীমের অপূর্ব মিলন ঘটে বটে! তবে অবশ্যই তা ধান ওঠার পরে, যখন প্রত্যেকের হাতে কিছু না কিছু টাকা থাকে।

### ❁ রাজনৈতিক পরিস্থিতি

বিশেষ ক'রে বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে মানুষের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনেক চিন্তাবিদ ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ধারায় অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

কেউ কেবল 'মানবতাবাদ'কে অবলম্বন করতে আহবান করেছেন এবং সকল ধর্ম বর্জন ক'রে নাস্তিক্যবাদে সকল মানুষ সমান হয়ে পৃথিবীতে শান্তি আনার অপপ্রয়াস চালিয়েছেন। অথচ অন্য চিন্তাবিদ বলেছেন, 'ধর্মহীন জীবন, কম্পাসহীন জাহাজের মতো।'

আর এই কথা মেনে নিয়ে অনেকে সকল ধর্মকে সমান জ্ঞান ক'রে সকল ধর্মের মাঝে সমন্বয় সাধনের অপচেষ্টা করেছেন। ফলে তিনি সকল ধর্মের মানুষের কাছে সমান শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হয়ে নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেছেন। সেই দেখাদেখি তথাকথিত উদারপন্থী কোন কোন হতচ্ছাড়া মুসলিমও মসজিদে নামায পড়তে যায়, আবার সেই সাথে কবর ও মূর্তিপূজাও করে!

অনেকে সরাসরি পূজা না করলেও, তাতে সমর্থন ও সহযোগিতা করে। পূজার চাঁদা তোলে, পূজা-কমিটির সদস্য হয়। ফলে সেও এক প্রকার মুশরিক হয়ে যায়।

অনেকে ধর্মনিরপেক্ষ নীতির অনুসারী হয়ে মানব-রচিত আইনে সমর্থন করে এবং বিধানকর্তা মহান আল্লাহর শরীক ক'রে বসে।

অথচ সারা বিশ্বে শান্তি আনার লক্ষ্যে বিশ্বশান্তির দূতের শান্তির একমাত্র ধর্মের অনুসরণ করাতে মানবমন্ডলী একতাবদ্ধ হলে পৃথিবী শান্তির আলোতে উদ্ভাসিত হত। মহান আল্লাহ শেষ নবীর উদ্দেশ্যে বলেছেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } (١٠٧) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু করুণা রূপেই প্রেরণ করেছি। *(আম্বিয়া ঃ ১০৭)*

বড় মজার কথা যে, এই শ্রেণীর লোকেরা আবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে এবং অন্য ইলাহে বিশ্বাসও করে। এমন স্ববিরোধী মানুষ কি মুক্তির দাবী করতে পারে?

## শির্কের ছিদ্রপথ বন্ধের প্রয়াস

শরীয়ত যেমন তাওহীদ প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়েছে, তেমনি শির্কের যাবতীয় ছিদ্রপথ পূর্ব থেকেই বন্ধ ক'রে দিয়েছে। যাতে কোনভাবেই শির্ক সংঘটিত না হয় এবং এ জগতের একমাত্র উপাস্য হন মহান সৃষ্টিকর্তা। যেহেতু যিনি প্রতিপালক হতে পারেন, একমাত্র তিনিই উপাস্য হতে পারেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম শির্ক ও মূর্তিপূজা শুরু হয় নেক লোক তথা তাদের কবরকে কেন্দ্র ক'রে। তাই ইসলামের শুরুর দিকে কবর যিয়ারত নিষেধ করা হয়েছিল। অতঃপর মুসলিমদের মন ও মগজে তাওহীদের শিক্ষা বদ্ধমূল হলে কবর যিয়ারত আখেরাতকে স্মরণ ও কবরবাসীর জন্য দুআ করার উদ্দেশ্যে বৈধ করা হয়েছিল।

শির্ক যাতে না ঘটে, তাই কবরকে জমিন থেকে আধ হাত পরিমাণের বেশি উঁচু করতে নিষেধ করা হয়েছে।

যেমন উঁচু কবরকে ভেঙ্গে নিচু করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আবুল হাইয়াজ আসাদী (রঃ) বলেন, 'একদা আলী বিন আবী তালেব ﷺ আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে সেই নির্দেশ দিয়ে পাঠাব না, যে নির্দেশ দিয়ে আমাকে আল্লাহর রসূল ﷺ পাঠিয়েছিলেন? (তিনি বলেছিলেন,) "কোন মূর্তি (বা ছবি) দেখলেই তা নষ্ট ক'রে ফেলো এবং কোন উঁচু কবর দেখলেই তা মাটি বরাবর ক'রে

দিয়ো।” *(মুসলিম ৯৬৯নং)*

নিষেধ করা হয়েছে কবরকে (আল্লাহর জন্য) সিজদাগাহ বা মসজিদ বানাতে।

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ মৃত্যুশয্যায় বলে গেছেন, “আল্লাহ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে অভিশাপ (ও ধ্বংস) করুন। কারণ তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ (সিজদা ও নামাযের স্থান) বানিয়ে নিয়েছে।” *(বুখারী, মুসলিম ৫২৯নং, নাসাঈ)*

“সাবধান! তোমরা কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়ো না। এরূপ করতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি।” *(মুসলিম ৫৩২নং)*

নিষেধ করা হয়েছে চুনকাম করা হতে, তার উপর ঘর বা গম্বুজ বানানো হতে।

জাবের ؓ বলেন, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ নিষেধ করেছেন, যাতে কবরকে চুনকাম না করা হয়, কবরের উপর না বসা হয় এবং তার উপর ঘর না বানানো হয়।’ *(মুসলিম ৯৭০নং)*

নিষেধ করা হয়েছে কবরকে (উরস) অনুষ্ঠান-ক্ষেত্র, ঈদ-মিলন-ক্ষেত্র বা সম্মেলন-ক্ষেত্র বানাতে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমরা আমার কবরকে ঈদ বানিয়ে নিয়ো না। তোমরা (যেখানে থাক, সেখান হতেই) আমার উপর দরূদ পড়। যেহেতু (ফিরিশ্তার মাধ্যমে) তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” *(আবূ দাউদ ২০৪২, সহীহুল জামে’ ৭২২৬নং)*

কবরের দিকে মুখ ক’রে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমরা কবরের দিকে মুখ ক’রে নামায পড়ো না এবং তার উপর বসো না।” *(মুসলিম)*

কবরস্থানে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে।

নবী ﷺ বলেন, “কবরস্থান, প্রস্রাব-পায়খানা ও গোসল করার স্থান ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত জায়গাই মসজিদ।” (তাতে নামায পড়া চলে।) *(আবূ দাউদ ৪৯২, তিরমিযী ৩১৭, ইবনে মাজাহ ৭৪৫ প্রমুখ)*

সূর্য ওঠা, ডোবা ও মাথার উপর থাকার সময় নামায নিষিদ্ধ। যেহেতু ঐ সময়ে মুশরিকরা তার পূজা করে।

উক্ববাহ বিন আমের ؓ বলেন, ‘তিনটি সময় এমন রয়েছে যাতে আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে নামায পড়তে এবং মাইয়্যেত দাফন করতে বারণ করতেন। আর তা হল, সূর্যোদয় শুরু হওয়া থেকে একটু উঁচু না হওয়া পর্যন্ত, ঠিক সূর্য মাথার উপর আসা থেকে একটু ঢলে না যাওয়া পর্যন্ত এবং অস্তের জন্য হলুদবর্ণ হওয়া থেকে অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত সময়। *(মুসলিম ৮৩১, আবূ দাউদ ৩১৯২, তিরমিযী ১০৩০, নাসাঈ ৫৫৯, ইবনে মাজাহ ১৫১৯নং)*

শির্কের মূলোৎপাটন ঘটানোর লক্ষ্যেই সওয়াবের আশায় ৩টি মসজিদ ছাড়া অন্য স্থান যিয়ারত নিষেধ।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন (স্থানের বর্কতলাভ বা যিয়ারতের) উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না; আমার মসজিদ (মদীনা শরীফে মসজিদে নববী), মসজিদুল হারাম (কা’বা শরীফ) ও মসজিদে আকসা (প্যালেস্টাইনের জেরুজালেমের মসজিদ)।” *(বুখারী ১৯৯৫, মুসলিম ১৩৯৭ নং)*

এই হাদীসের ভিত্তিতেই তুর পাহাড় যিয়ারতে যেতে নিষেধ করেছেন সাহাবাগণ।

শির্ক ঘটার আশঙ্কাতেই বাইআতুর রিযওয়ানের গাছটিকে কেটে ফেলেছিলেন দ্বিতীয়

খলীফা উমার বিন খাত্তাব ﷺ।

আবু খালদাহ খালেদ বিন দীনার কর্তৃক বর্ণিত, আবুল আলিয়া বলেন, যখন আমরা ইরানের শহর তুস্তার জয় করলাম। তখন হুরমুযানের বায়তুল মালে একটা খাটিয়া দেখতে পেলাম, তার উপরে রয়েছে একজন মৃত ব্যক্তি। তার মাথার কাছে রয়েছে একটি সহীফা। আমরা সহীফা নিয়ে উমার বিন খাত্তাব ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি কা'বকে ডাকলেন। কা'ব সেটাকে আরবী অক্ষরে লিখলেন। আমি আরবীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম এটি পাঠ করলাম। এটাকে আমি কুরআনের মতো ক'রেই পাঠ করলাম। (খালেদ বলেন,) আমি আবুল আলিয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাতে কী লেখা ছিল?' তিনি বললেন, 'তোমাদের চরিত্র, তোমাদের কর্ম-কান্ড, তোমাদের কথাবার্তার ভুল-ভ্রান্তি ও কিছু ভবিষ্যদ্‌বাণী।' আমি বললাম, 'এই মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে আপনাদের ধারণা কী?' তিনি বললেন, 'এই ব্যক্তি ছিলেন নবী দানিয়াল ﷺ।' আমি প্রশ্ন করলাম, 'তিনি কতদিন আগে মারা গেছেন বলে মনে করেন?' তিনি বললেন, 'আনুমানিক ৩ শত বছর।' আমি বললাম, 'তাঁর শরীরের কোন অংশ কি বিকৃত হয়নি?' তিনি বললেন, 'না। তবে ঘাড়ের কিছু চুল বিকৃত ছিল। নিশ্চয় নবীদের মাংস মাটিতে নষ্ট হয় না। প্রাণীরাও তা খায় না।' আমি বললাম, 'এ শবদেহ হতে তারা কী আশা করত?' তিনি বললেন, 'যখন আসমান পানির দরজা বন্ধ ক'রে দিত, তখন তারা এই মৃতদেহকে বাইরে নিয়ে আসত। এরপর বৃষ্টি শুরু হত।' আমি প্রশ্ন করলাম, 'আপনারা এ মৃতদেহ কী করলেন?' তিনি জবাব দিলেন, 'আমরা দিনের বেলায় ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তেরটি কবর খনন করলাম। অতঃপর রাত্রিতে তাঁকে একটি কবরে দাফন করলাম। অতঃপর সকল কবরের উপরে মাটি দিয়ে দিলাম। যাতে তাঁর কবরকে কেউ খুঁজে বের করতে না পারে।' *(দালাইলুন নুবুওয়াহ ১/৩৮২, সীরাত ইবনে ইসহাক ১/৪৪)*

ঘটনাটি থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, সাহাবাগণ কীভাবে শির্কের অসীলা নির্মূল করেছেন।

যেখানে শির্কের আড্ডা, সেখানে যবেহ করা বা নযর পুরা করা নিষেধ।

ষাবেত বিন যাহ্‌হাক ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যামানায় এক ব্যক্তি নযর মানল যে, সে বুয়ানাহ নামক জায়গায় একটি উট কুরবানী (নহর) করবে। সুতরাং লোকটি নবী ﷺ-এর কাছে এসে সে কথা উল্লেখ করল (এবং সে নযর পালন করতে কোন বাধা আছে কি না, তা জানতে চাইল)। নবী ﷺ লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন? "সেখানে কি জাহেলী যুগের কোন পূজ্যমান প্রতিমা ছিল?" লোকেরা বলল, 'জী না।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "সেখানে কি সে যুগের কোন ঈদ (মেলা) হত?" লোকেরা বলল, 'জী না।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তাহলে তুমি তোমার নযর পালন কর। যেহেতু আল্লাহর নাফরমানী ক'রে কোন নযর পালন করা যাবে না এবং আদম-সন্তানের সাধ্যের বাইরে মানা কোন নযর পালন করতে হয় না।" *(আবূ দাঊদ ৩৩১৩নং, ত্বাবারানী)*

একই উদ্দেশ্যে কবরের পাশে কোন পশু যবেহ করা নিষেধ। নবী ﷺ বলেছেন,

((لاَ عَقرَ فِي الإسْلاَمِ)) ، قال عبد الرزاق : كَانُوا يَعقِرُونَ عِندَ القَبرِ بَقَرَةً أو شَاة .

অর্থাৎ, ইসলামে (কবরের পাশে) যবেহ নেই।

আব্দুর রায্যাক বলেন, (জাহেলী যুগের লোকেরা কবরের কাছে গরু অথবা ছাগল যবেহ করত। *(আবূ দাঊদ ৩২২২, সিঃ সহীহাহ ২৪৩৬নং)*

যাতে উম্মতী শির্কে পতিত না হয়, সেই জন্য মহানবীর ভক্তি ও প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করা নিষেধ।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা আমাকে নিয়ে (আমার তা'যীমে) বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রিস্টানরা ঈসা বিন মারয়্যামকে নিয়ে করেছে। আমি তো আল্লার দাস মাত্র। অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহর দাস ও তাঁর রসূলই বলো।" *(বুখারী ৩৪৪৫, মুসলিম ৬৮৩০, মিশকাত ৪৮৯৭ নং)*

একই কারণে নেক লোকদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি নিষেধ। যার ফলেই নূহ ﷺ-এর যুগে মূর্তিপূজা শুরু হয়েছিল।

শির্কের দরজা চিরতরে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মূর্তি বানানো ও ছবি আঁকা নিষেধ।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন ছবি (বা মূর্তি) তৈরী করবে (কিয়ামতে) তাকে আযাব দেওয়া হবে অথবা ঐ ছবি (বা মূর্তি)তে রূহ ফুঁকতে বাধ্য করা হবে অথচ সে তাতে কখনই সক্ষম হবে না।" *(বুখারী ৭০৪২নং)*

"যে সব লোকেরা এই সকল মূর্তি বা ছবি বানায় তাদেরকে কিয়ামতে শাস্তি দেওয়া হবে; তাদেরকে বলা হবে, 'তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তাতে প্রাণদান কর।" *(বুখারী ৪৯৫১, মুসলিম ২০১৮নং)*

সাঈদ বিন আবুল হাসান বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'আমি একজন (শিল্পী) মানুষ; এই সকল মূর্তি বা ছবি তৈরী করে থাকি। সুতরাং এর (বৈধ-অবৈধতার) ব্যাপারে আপনি আমাকে ফতোয়া দিন।' ইবনে আব্বাস ﷺ তাকে বললেন, 'আমার নিকটবর্তী হও।' লোকটি তাঁর কাছে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, 'আরো কাছে এস।' লোকটি আরো কাছে গেল। অতঃপর তার মাথায় হাত রেখে তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট থেকে যা শুনেছি তাই তোমাকে জানাব; আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, "প্রত্যেক মূর্তি বা ছবি নির্মাতা দোযখে যাবে। সে যে সব মূর্তি বা ছবি বানিয়েছে তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে এমন জীব তৈরী করা হবে; যা তাকে জাহান্নামে আযাব দিতে থাকবে।" পরিশেষে ইবনে আব্বাস বললেন, আর যদি তুমি একান্ত করতেই চাও তবে গাছ ও রূহবিহীন বস্তুর ছবি বানাও। *(বুখারী ২২২৫, ৫৯৬৩, মুসলিম ২১১০নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর (রহমতের) ফিরিশ্তাবর্গ সে গৃহে প্রবেশ করেন না, যে গৃহে কুকুর অথবা মূর্তি বা ছবি থাকে।" *(বুখারী ৫৯৫৮, মুসলিম ২১০৬নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

তিনি আরো বলেন, "কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনের এক মূর্তি বের হবে, যার থাকবে দু'টি চোখ; যদ্দ্বারা সে দর্শন করবে, দু'টি কান; যদ্দ্বারা সে শ্রবণ করবে এবং যার জিভও থাকবে; যদ্দ্বারা সে কথাও বলবে। সেদিন সে বলবে, 'তিন প্রকার লোককে শায়েস্তা করার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে; প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকেও আহ্বান (শির্ক) করেছে এবং যারা ছবি বা মূর্তি প্রস্তুত করেছে।" *(আহমাদ, তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫১২নং)*

ইসলাম মূর্তি বা ছবির ঘোর বিরোধী। শির্কের ছিদ্রপথ বন্ধ করার লক্ষ্যেই স্মৃতি-মূর্তি প্রতিষ্ঠা বা ছবি অঙ্কিত করা অবৈধ। ঘরে, পথে বা পার্কে কোন নেতা বা রাজার প্রতিমূর্তি

প্রতিষ্ঠা করা হারাম। হারাম সে সকল মূর্তির গলায় মাল্যদান করা অথবা তাদের উদ্দেশ্যে কোন প্রকার নত হওয়া।

শির্কের অসীলা নির্মূল করার লক্ষ্যেই বড়দের জন্য 'কিয়াম' (দন্ডায়মান হওয়া) নিষেধ।

প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, লোক তার জন্য দন্ডায়মান হোক, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে ক'রে নেয়।" *(সহীহ, মুসনাদে আহমাদ)*

আনাস ؓ বলেন, 'তাঁদের (সাহাবাদের) নিকট রসূল ﷺ অপেক্ষা অন্য কেউই প্রিয়তম ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁরা যখন তাঁকে দেখতেন, তখন তাঁর জন্য উঠে দাঁড়াতেন না। যেহেতু তাঁরা জানতেন যে, তিনি তা অপছন্দ করেন।" *(সহীহ, তিরমিযী)*

শির্কের উপকরণ বন্ধ করার লক্ষ্যেই আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য সিজদা হারাম।

আব্দুল্লাহ বিন আবী আউফা ؓ বলেন, "মুআয যখন শাম (দেশ) থেকে ফিরে এলেন, তখন নবী ﷺ-কে সিজদা করলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "একি মুআয?" মুআয বললেন, 'আমি শাম গিয়ে দেখলাম, সে দেশের লোকেরা তাদের যাজক ও পাদ্রীগণকে সিজদা করছে। তাই আমি মনে মনে চাইলাম যে, আমরাও আপনার জন্য সিজদা করব।' তা শুনে তিনি ﷺ বললেন "খবরদার! তা করো না। কারণ, আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সিজদা করতে কাউকে আদেশ করতাম, তাহলে মহিলাকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে।......" *(ইবনে মাজাহ ১৮৫৩ নং, আহমাদ ৪/৩৮১, ইবনে হিব্বান ৪১৭১ নং, হাকেম ৪/১৭২, বায্যার ১৪৬১নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২০৩নং)*

শির্কের অসীলা নির্মূল করার লক্ষ্যেই একদা রসূল ﷺ একজন দূত পাঠালেন এবং তাকে বলে দিলেন, "কোন উটের গলায় যেন অবশ্যই কোন হার অবশিষ্ট না থাকে। তা যেন কেটে ফেলা হয়।" *(বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ)* কারণ সে যুগের অনেক লোকে উটকে বদ-নজর থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে এক শ্রেণীর হার ব্যবহার করত। তাদের ধারণা ছিল, তা উটের গলায় থাকলে নজর লাগবে না। যেমন আমাদের দেশে একই উদ্দেশ্যে গাই-বাছুরের গলায় ছেঁড়া টেনা ইত্যাদি বাঁধা হয়।

শির্কের গন্ধ দূর করার জন্যই মহানবী ﷺ আল্লাহর সাথে অন্যকে 'ও', 'আর' বা 'এবং' যোগে সংযোগ ক'রে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। যেমন 'আল্লাহ আর অমুক ছাড়া আমার কেউ নেই' বলা বৈধ নয়। এ ক্ষেত্রে 'আল্লাহ তারপর অমুক ছাড়া আমার কেউ নেই' বলতে হয়।

শির্কের আবিলতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যেই রসূল ﷺ বলেছেন, "রোগের সংক্রমণ ও অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই। পেঁচার ডাকে অশুভ কিছু নেই, সফর মাসেও অশুভ কিছু নেই, আর কুষ্ঠরোগী থেকে সেই রকম পলায়ন কর, যে রকম সিংহ থেকে পলায়ন কর।" *(বুখারী ৫৭০৭, মিশকাত ৪৫৭৭নং)*

ইসলামে বিদআত চরম ঘৃণিত জিনিস। যেহেতু প্রত্যেক বিদআতই শির্কের অসীলা হতে পারে। কেননা, তা শরীয়তে সংযোজন ও সংবর্ধনের নামান্তর। আর দ্বীনে ইসলাম পরিপূর্ণ দ্বীন, তাতে কোন প্রকার সংযোজন ও সংশোধনের অবকাশ অবশিষ্ট নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ

دِينًا}

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসাবে মনোনীত করলাম। *(মায়িদাহ ঃ ৩)*

## মহান আল্লাহ কোথায় আছেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলেন,

❁ 'তিনি কোথায় আছেন কেউ জানে না।'

ইমাম আবু হানীফাহ (রঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বলে যে, 'জানি না আমার প্রতিপালক আকাশে আছেন, নাকি পৃথিবীতে' সে অবশ্যই কাফের হয়ে যায়। যেহেতু আল্লাহ বলেন, (اَلرَّحْمنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى)

অর্থাৎ, "দয়াময় আরশে আরোহণ করলেন।" আর তাঁর আরশ সপ্তাকাশের উপরে। আবার সে যদি বলে, 'তিনি আরশের উপরেই আছেন', কিন্তু বলে, 'জানি না যে, আরশ আকাশে আছে নাকি পৃথিবীতে'---তাহলেও সে কাফের। কারণ সে এ কথা অস্বীকার করে যে, তিনি আকাশে আছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর আকাশে থাকার কথা অস্বীকার করে, সে অবশ্যই কাফের হয়ে যায়। যেহেতু আল্লাহ সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে আছেন এবং উপর দিকে মুখ ক'রেই তাঁকে ডাকা হয় (দুআ করা হয়), নিচের দিকে মুখ ক'রে নয়।' *(শারহুল আক্বীদাতিত্ব ত্বাহাবিয়্যাহ ৩২২পৃঃ, আল-ফিক্বহুল আবসাতু ৪৬পৃঃ, ই'তিক্বাদু আইম্মাতিল আরবাআহ ১/৬)*

❁ কেউ বলেন, 'আল্লাহ সব জায়গায় আছেন।' যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ}

অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর তিনিই আল্লাহ। *(সূরা আনআম ৩ আয়াত)*

অনেকে এর অনুবাদ করেছেন, 'সেই আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনব্যাপী বিরাজিত রহিয়াছেন।' *(বাংলা আল্ কুরআনুল কারীম, কিষাণগঞ্জ ২০০পৃঃ)*

{وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}

অর্থাৎ, পূর্ব ও পশ্চিম (সর্বদিক) আল্লাহরই। সুতরাং যে দিকেই মুখ ফেরাও, সে দিকই আল্লাহরই দিক (মুখমন্ডল)। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বদিক পরিবেষ্টনকারী, সর্বজ্ঞ। *(সূরা বাক্বারাহ ১১৫ আয়াত)*

কেউ কেউ এর অনুবাদ করেছেন, 'আর আল্লাহরই পূর্ব ও পশ্চিম। অতএব তুমি যেদিকেই মুখ ফেরাবে সেদিকেই রয়েছে আল্লাহর চেহারা। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বত্র বিস্তৃত সবজান্তা।' *(আলকুরআনুল হাকীম, হাফেয শায়খ আইনুল বারী ১৯পৃঃ)*

'পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক একক আল্লাহ। অতএব তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাইয়া লও সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান রহিয়াছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিস্তারিত জ্ঞানাধিকারী।' *(বাংলা আল্ কুরআনুল কারীম, কিষাণগঞ্জ ২৭পৃঃ)*

'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।' *(মাআরিফুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব, সউদী আরব ছাপা ৫৫পৃঃ)*

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا}

অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই এবং সব কিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন ক'রে আছেন। *(সূরা নিসা ১২৬ আয়াত)*

{أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ} (٥٤) سورة فصلت

অর্থাৎ, জেনে রাখ, ওরা ওদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎকারে সন্দিহান। জেনে রাখ, সব কিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন ক'রে রয়েছেন। *(হা-মীম সাজদাহ ঃ ৫৪)*

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন,

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (٧) سورة المجادلة

অর্থাৎ, তুমি কি অনুধাবন কর না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে ষষ্ঠজন হিসাবে তিনি থাকেন না; তারা এ অপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক এবং যেখানেই থাকুক না কেন, আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন জানিয়ে দেবেন তারা যা করে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। *(সূরা মুজাদিলাহ ৭ আয়াত)*

ডক্টর ওসমান গনী সাহেব বলেন, 'আল্লাহ যে অন্তর্যামী, অণু-পরমাণুতে অবস্থানরত, কোরআনের এই আয়াতটিও তার প্রমাণ করে। অচিন্তনীয় এই বিশ্বে তাঁর অবস্থানও অতি অচিন্তনীয়। *(কোরআন শরীফ ৪১৪পৃঃ)*

কোন কোন হিন্দী গীতিতেও বলা হয়েছে, 'ফুলূঁ মেঁ তু, যাররুঁ মেঁ তু......।' অর্থাৎ, ফুলের মধ্যে তুমি, অণু-পরমাণুতে তুমি!

ডক্টর সাহেব আরো লিখেছেন,

'যে নামেতেই ডাক মোরে সবই মোর নাম,<br>
যেখানেতেই খোঁজ মোরে সবই মোর ধাম।<br>
বাগদাদ বৃন্দাবনে কেন রেষারেষি?<br>
একই স্থানের ভিন্ন নাম কাবা ও কাশি।<br>
মথুরা আর মদীনায় কেন হানাহানি?<br>
আমার সকল স্থান একই আমি জানি।<br>
যেখানেতেই দেখ মোরে সবই মোর ধাম,<br>
মক্কায় রহীম আমি মথুরাতে রাম।'

হিন্দু-মুসলিমের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুদৃঢ় করার মানসে তিনি অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী হয়ে গেছেন। অথচ সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য রাম-রহীমকে এক করার কোন প্রয়োজন ছিল না। আগুন-পানিকে এক করার অপচেষ্টার কোন দরকার ছিল না। যেহেতু

সকলেই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে এবং আক্বীদা-বিশ্বাসের সীমাবদ্ধতায় অবস্থান ক'রেও সম্প্রীতি বজায় রাখতে পারে।

অনেকে বলেন, 'ভগবানের থাকতে কোথাও বাধা নেই। প্রত্যেক বস্তুতেই ভগবান থাকতে পারেন। তা না হলে তাকে ভগবান বলব কেন?'

মুসলিম মুন্সী কবি বলেছেন,

'অনন্ত অসীম মহিমা তব বিশ্ব-অধিপতি,
শংসা বর্ণিতে পারে কাহার শকতি?
তথাপি রসনা যারে করিয়াছে দান,
সত্যই করিতে চাহে তাঁর গুণগান।
আছ অনলে, অনিলে, চির নভনীলে,
ভূধর সাগরে তব গহিন সলিলে।....'

কেউ বলেছেন,

'দেখতে যদি চাস্ আল্লাহ তবে দেখ,
একের মাঝে বহু বহুর মাঝে এক।'

۞ অনেকে বলেন, 'আল্লাহ থাকেন মু'মিনের অন্তরে।'

ডক্টর ওসমান গনী সাহেব বলেন, 'আল্লাহ মানব-অন্তরে থাকেন, যে অন্তরে সুন্দর নির্বিবাদে প্রতিষ্ঠিত। যে অন্তর বিশ্বাস করে আল্লাহকে এবং অর্জন করে মানবীয় মহান গুণগুলোকে, সেই অন্তরই আল্লাহর বাসভূমি।' *(কোরআন শরীফ ৪২পৃঃ)*

তিনি আরো বলেন, '(আরশ মানে) সিংহাসন---আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে অবস্থিত, যা বিশ্বাসীদের অন্তরে অবস্থিত---।' *(ঐ ১১৫পৃঃ)*

অবশ্য আরো প্রশস্ততার সাথে লালন ফকীর গেয়েছেন,

'আকাশ-পাতাল খুঁজিস যারে এই দেহে সে রয়।'

অর্থাৎ, শুধু মু'মিনই নয়, প্রত্যেক মানুষের মাঝেই ঈশ্বর আছেন!

নজরুল লিখেছেন,

'কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই আকাশ পাতাল জুড়ে
কে তুমি ফিরিছ বনে-জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড়-চূড়ে?
হায় ঋষি দরবেশ,
বুকের মাণিকে বুকে ধরে তুমি খোঁজ তাঁরে দেশ-দেশ।
সৃষ্টি রয়েছে তোমা পানে চেয়ে তুমি আছ চোখ বুজে,
স্রষ্টারে খোঁজো---আপনারে তুমি আপনি ফিরিছ খুঁজে!
ইচ্ছা অন্ধ! আঁখি খোলো, দেখ দর্পণে নিজ কায়া,
দেখিবে, তোমারি সব অবয়বে প'ড়েছে তাঁহার ছায়া।
শিহরি উঠোনা, শাস্ত্রবিদেরে ক'রোনাক বীর ভয়,---
তাহারা খোদার খোদ্ 'প্রাইভেট্ সেক্রেটারী' ত নয়!
সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি,
আমারে দেখিয়া আমার অ-দেখা জন্মদাতারে চিনি!
রত্ন লইয়া বেচা-কেনা করে বণিক সিন্ধু-কূলে---
রত্নাকরের খবর তা ব'লে পুছোনা ওদের ভুলে।
উহারা রত্ন-বেনে,

রত্ন চিনিয়া মনে করে ওরা রত্নাকরেও চেনে!
ডুবে নাই তারা অতল গভীর রত্ন-সিন্ধুতলে,
শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও সখা সত্য-সিন্ধু জলে।'

বিবেকানন্দ গেয়েছেন,

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর,
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

রবী ঠাকুর লিখেছেন,

"কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী,
'গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।----
দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, 'হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়!" *-সঞ্চয়িতা ১৬৮পৃঃ*

*****

সীমার মাঝে অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর। *- ঐ ৩২৯পৃঃ*

ওমর খৈয়াম গীতিতে কবি নজরুল বলেন,

'নহে ঐ এক হিয়ার সমান
হাজার কা'বা হাজার মসজিদ
কি হবে তোর কা'বার খোঁজে,
আশয় তোর খোঁজ হৃদয় ছায়ায়।।
প্রেমের আলোয় যে দিল্ রওশন
যেথায় থাকুক সমান তাহার---
খোদার মসজিদ, মূরত্-মন্দির,
ঈশাই-দেউল, ইহুদ-খানায়।।
অমর তার নাম প্রেমের খাতায়
জ্যোতির্লেখায় রবে লেখা,
নরকের ভয় করে না সে,
থাকে না সে স্বরগ-আশায়।।' *- সঞ্চিতা ২৪৬-২৪৭পৃঃ*

অনেকে যারা সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী, যারা সৃষ্টিকেই স্রষ্টা মনে করে, তারা রচনা করেছে,

'হরির উপরে হরি, হরি শোভা পায়,
হরিকে দেখিয়া হরি, হরিতে লুকায়।'

কবির মতে পদ্মপাতা, ব্যাঙ, সাপ ও পানি সবাই হরি।

একই শ্রেণীর কবি গেয়েছে,

'সাপ হয়ে দংশন কর, ওঝা হয়ে ঝাড়ো,
চোর হয়ে চুরি কর, পুলিশ হয়ে ধরো!!!'

কেউ গেয়েছে,

'নামায নামায কর মোল্লাজী নামায কী চিনো?
পিছন দিকে খোদা থুইয়া ডুশ দেও ময়দানো।'

কেউ গেয়েছে,

'লক্ষ-কোটি সুরত নিয়ে সাজলে তুমি নিরাকার

প্রভু সাজলে তুমি নিরাকার!'

এই শ্রেণীর মুসলিমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অনুবাদ করে, 'আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই।' যে মুসলিমরা এই শ্রেণীর সর্বেশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদে বিশ্বাস রাখে, তারা কি মুসলিম? আদৌ না।

শাস্ত্রবিদদের ভয় না রেখে যদি কেউ খিচুড়ি-মার্কা কবি-লেখকদের কথাকে নির্বিবাদে মেনে নেয়, তাহলে কারো কিছু বলার না থাকলেও আমাদের বলার আছে যে, যারা মুক্তির পথ চায়, তাদের উচিত, অহীর বিধানকে মেনে নেওয়া এবং মানব-রচিত সকল মতবাদকে উপেক্ষা করা।

কেউ যদি সারা বিশ্বের মানুষকে 'এক' করতে চায়, তাহলে সকলে সৃষ্টিকর্তার সর্বশেষ ধর্ম ইসলামকে বরণ ক'রে 'মানুষ' হয়ে যাক। তাতেই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠবে, অশান্তির বন ও বাগান শান্তির ফুলে সুশোভিত হবে। নচেৎ ঘোলে-ঝোলে-অম্বলে এক করলে এবং শান্তির খোঁজে ভেজাল তেল-মসলা দিয়ে রান্না খিচুড়ি খেলে পেটের ব্যথা বাড়বে বৈ আরাম পাওয়া যাবে না। অনুরূপ সব ধর্মকে সমান মেনে নিয়ে সকলকে এক হতে বলা অথবা সকলকে নিজ নিজ ধর্ম বর্জন ক'রে এক নতুন ধর্মে দীক্ষিত হতে বলা এবং সঠিক ধর্মকে অস্বীকার করার মাধ্যমে শান্তির পথ খোঁজা বৃথা।

মুনশী সাহেব মানবতাবাদী বাউলদের সম্পর্কে লিখেছেন,

'কত কব জায় জায় যে কাম করিবে তায়
স্মরণ গুরুকে প্রথমেতে,
করে বাউলিয়া যারা আর এই বলে তারা
যাহা কিছু আছে মানুষেতে।
আহারে মানুষ ধন মানুষ অমূল্য রতন
সব ধন আছে এই ধনে,
এতে কোন নাহি সন্ধ মানুষি তো নিত্তানন্দ
নিত্তানন্দ নাহি অন্য স্থানে।
যত কল্লা তত আল্লা এই কথা খোল্লা খোল্লা
বলে শয়তানের চেলাগণে,
কেবল সে চড়িবারে গাধা ঘোড়া ইহাদেরে
বানায়েছে ইবলিস শয়তানে।'

*(মেফতাহুল ইসলাম ৪১ পৃঃ, সাধু সাবধান, আবু তাহের বর্ধমানী ১৮-পৃঃ)*

۞ অথচ সঠিক বিশ্বাস হল এই যে, মহান আল্লাহ আছেন উপরে, সকল সৃষ্টির উপরে, সাত আসমানের উপরে, আরশের উপরে। তাঁর জ্ঞান ও দৃষ্টি সর্বময়, সর্বব্যাপী, সর্ববিস্তৃত। তাঁর যিক্র থাকে মু'মিনের অন্তরে। আরশে থেকে তিনি তাঁর জ্ঞান ও সাহায্য দ্বারা বান্দার সাথে থাকেন।

তাঁর সর্বত্র থাকা সম্ভব ও সত্যিই থাকা দু'টি পৃথক কথা। যে কোন বস্তুর মধ্যে তাঁকে কল্পনা ক'রে নিলেই তো তিনি তাতে বিরাজমান হন না। তাছাড়া তিনি যে স্রষ্টা, সৃষ্টির ভিতরে তাঁর অবস্থান কেন হবে?

যে আয়াতে মহান আল্লাহর বান্দার সাথে থাকার কথা বলা হয়েছে সেই আয়াতেই তাঁর আরশে থাকার কথা রয়েছে। তিনি বলেন,

{هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}

অর্থাৎ, তিনিই ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। *(সূরা হাদীদ ৪ আয়াত)*

সুতরাং তিনি আছেন আরশে, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি, জ্ঞান ও সাহায্য সর্বত্র।

## আল্লাহর সত্তায় শির্ক

মহান আল্লাহ স্বীয় সত্তায় একক। তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি জনক ও জাতক নন। তাঁর থেকে কিছু উদ্ভূত নয় এবং তিনিও কিছু থেকে উদ্ভূত নন। তাঁর কোন প্রথম নেই, শেষও নেই। তিনি চিরকাল ছিলেন ও থাকবেন।

একদা মক্কার মুশরিকরা যখন নবী ﷺ-কে বলল, 'হে মুহাম্মাদ! তোমার রবের বংশতালিকা বর্ণনা কর।' তখন তার জওয়াবে মহান আল্লাহ সূরা ইখলাস অবতীর্ণ করলেন। *(মুসনাদে আহমাদ ৫/ ১৩৩- ১৩৪ নং)*

{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ} (٤)

অর্থাৎ, বল, তিনিই আল্লাহ একক (অদ্বিতীয়)। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। *(ইখলাসঃ ১-৪)*

হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন, "মানুষ আমাকে গালি দেয়; অর্থাৎ, আমার সন্তান আছে বলে। অথচ আমি একক ও অমুখাপেক্ষী। আমি কাউকে না জন্ম দিয়েছি; না কারো হতে জন্ম নিয়েছি। আর না কেউ আমার সমতুল্য আছে। *(বুখারী)*

অনেক মুশরিক ধারণা করত যে, ফিরিশ্তামন্ডলী আল্লাহর কন্যা! আর তাঁদের মা হল জ্বিন! মহান আল্লাহ বলেন,

{وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٥٨) سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ} (١٥٩) سورة الصافات

অর্থাৎ, ওরা আল্লাহ এবং জ্বিন জাতির মধ্যে বংশীয় সম্পর্ক স্থির করেছে, অথচ জ্বিনেরা জানে যে, তাদেরকেও (শাস্তির জন্য) উপস্থিত করা হবে। ওরা যা বলে, তা হতে আল্লাহ পবিত্র, মহান। *(স্বাফফাতঃ ১৫৮- ১৫৯)*

সত্যই বড় আজব কথা যে, মানুষ নিজের জন্য বেটা পছন্দ করে। আর আল্লাহর জন্য বেটি নির্ধারণ করে! তাও আবার আন্দাজে-অনুমানে খেয়াল-খুশীর অনুবর্তী হয়ে। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلآئِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً

عَظِيمًا} (٤٠)

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে পুত্র সন্তানের জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং তিনি নিজে ফিরিশ্তাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? তোমরা তো নিশ্চয়ই বিরাট কথা বলে থাকো। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৪০)*

বিশ্বের বহু মানুষের ধারণা হল, আল্লাহর সন্তান আছে। আর তার মানেই তাঁর স্ত্রীও আছে! এত বড় কথা মানুষের মুখে আসে! ধারণাপ্রসূত এমন কথা বলতেও মানুষের মুখে বাধে না! মহান আল্লাহ বলেন,

{بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ}

অর্থাৎ, তিনি আকাশমণ্ডলী ও ভূমন্ডলের উদ্ভাবনকর্তা, তাঁর সন্তান হবে কীরূপে? তাঁর তো কোন স্ত্রী নেই, তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত। *(আনআম ঃ ১০১)*

জ্বিনেরা ঈমান এনে সত্য কথা স্বীকার ক'রে বলেছিল,

{وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا} (٣) سورة الجن

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা; তিনি গ্রহণ করেননি কোন পত্নী এবং না কোন সন্তান। *(জ্বিন ঃ ৩)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً (٨٨) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً (٨٩) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدّاً (٩٠) أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَداً (٩١) وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً (٩٢) إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً} (٩٣)

অর্থাৎ, তারা বলে, 'পরম দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন!' তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করেছ। এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড হবে এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে। যেহেতু তারা পরম দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা পরম দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে পরম দয়াময়ের নিকট দাসরূপে উপস্থিত হবে না। *(মারয়্যাম ঃ ৮৮-৯৩)*

ইয়াহুদীরা উযাইরকে আল্লাহর বেটা এবং খ্রিস্টানরা যীশুকে আল্লাহর বেটা বলে গণ্য করে! মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} (٣٠) سورة التوبة

অর্থাৎ, আর ইয়াহুদীরা বলে, 'উযাইর আল্লাহর পুত্র' এবং খ্রিস্টানরা বলে, 'মসীহ আল্লাহর পুত্র।' এটা তাদের মুখের কথা মাত্র (বাস্তবে তা কিছুই নয়)। তারা তো তাদের মতই কথা বলছে, যারা তাদের পূর্বে অবিশ্বাস করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন,

তারা উল্টা কোন্ দিকে যাচ্ছে! *(তাওবাহ ঃ ৩০)*

শুধু তাই নয়, বরং অনেকে ঈসা ﷺ ও তাঁর মাতা মারয়্যাম (আঃ)কে উপাস্য হিসাবে গণ্য করে। আর আল্লাহকে তৃতীয় উপাস্য বা মা'বুদ ধারণা করে! তাঁকে তারা 'তিনের তৃতীয়' বলে আখ্যায়ন করে। কিন্তু প্রথমোক্ত বিশ্বাসের মতই আল্লাহ এ বিশ্বাসকেও কুফরী বলে মন্তব্য করেছেন।

{لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَـهٍ إِلاَّ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٧٣) سورة المائدة

অর্থাৎ, তারা নিশ্চয় অবিশ্বাসী (কাফের), যারা বলে, 'আল্লাহ তো তিনের মধ্যে তৃতীয়জন।' অথচ এক উপাস্য ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নেই। তারা যা বলে তা হতে নিবৃত্ত না হলে, তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের উপর অবশ্যই মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হবে। *(মায়িদাহ ঃ ৭৩)*

এখানেও শেষ নয়, বরং অনেকে মনে করে, ঈসা ﷺ (যীশু)ই স্বয়ং আল্লাহ!

আমাদের নবী ﷺ বলে গেলেন,

لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ.

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে নিয়ে (আমার তা'যীমে) বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রিস্টানরা (ঈসা) ইবনে মারয়্যামকে নিয়ে করেছে। আমি তো আল্লার দাস মাত্র। অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহর দাস ও তাঁর রসূলই বলো।" *(বুখারী ৩৪৪৫, মুসলিম, মিশকাত ৪৮৯৭নং)*

কিন্তু উম্মতী তা মানল না। তারা যেন বলল, 'আল্লাহর নবী! আপনি জানেন না অথবা জেনেও আপনি গোপন করছেন অথবা বিনয়ের খাতিরে বলছেন না যে, আপনিই স্বয়ং আল্লাহ!'

মুহাম্মাদকেই আল্লাহ বলে মেনে নিয়েছেন অনেক কবি লেখক। জাতহীন কবি লালন বলেছেন,

'আশিক হইয়া খোদা<br>মুহাম্মদে করিল পয়দা<br>প্রেমেরই কারণে প্রভু নিরঞ্জন<br>আহাদের মধ্যে করিল মিমের মিলন!'

আর জাতীয় কবি নজরুল গেয়েছেন,

'মর্‌হাবা সৈয়দে মক্কী-মদনী আল-আরবী।<br>বাদশারও বাদশাহ নবীদের রাজা নবী।<br>ছিলে মিশে আহাদে ,আসিলে আহমদ হ'য়ে,<br>বাঁচাতে সৃষ্টি খোদার, এলে খোদার সনদ্ লয়ে।'

*-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ১৫১ নং*

'আহ্‌মদের ঐ মিমের পর্দা<br>উঠিয়ে দেখ মন।<br>আহাদ সেথায় বিরাজ করেন

হেরে গুণীজন।'

-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৩৫ নং

*****

'আরশ হতে পথ ভুলে এ এল মদিনা শহর,
নামে মোবারক মোহাম্মদ, পুঁজি 'আল্লাহু আকবর।'

-নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৩৯ নং

*****

শুধু 'নবী'কেই 'আল্লাহ' বিশ্বাস নয়। বরং উক্ত শ্রেণীর লেখকেরা গুরু-মুরশিদকেও 'খোদা' বলে ধারণা করে! কুরআনের খবর না রেখেও কবি বড় দুঃসাহসিকতার সাথে গেয়েছেন,

'মুরশিদ বিনে কি ধন আছেরে এ জগতে
মুরশিদের চরণ-সুধা
মনে করলে হরে ক্ষুধা
করো না দিলে দ্বিধা,
যেই মুরশিদ সেই খোদা
বোঝ অলিয়ম মুরশেদা
আয়েতে লেখা কুরানেতে।'

কেউ গেয়েছেন,

'ও মন পাগল রে! গুরু ভজো না,
গুরু বিনে মুক্তি পাবি না।
গুরু নামে আছে সুধা,
যিনি গুরু তিনিই খোদা।....'

বরং তার থেকেও বেশি যে, তাঁরা প্রত্যেক মানুষকেই 'খোদা' বানিয়েছেন। বরং আরো বেশি যে, তাঁরা প্রত্যেক জীবকেই 'ঈশ্বর' বানিয়েছেন। বরং তার চেয়ে আরো বেশি যে, তাঁরা প্রত্যেক বস্তুকেই 'খোদা' ধারণা ক'রে বহু মানুষকে ভ্রষ্ট করেছেন! যেমন সে কথা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

এমন মুশরিকরা যে কত বড় যালেম, তা কি বলার অপেক্ষা রাখে?

## ধনী-গরীব বানায় কে?

মহান আল্লাহর হাতেই আছে নেয়ামতের ভান্ডার। তিনিই বান্দাদের মাঝে ইচ্ছামতো তা বন্টন ক'রে থাকেন। কাউকে ধনী করেন, কাউকে পথের ভিখারী। আর সেটা তাঁর বেইনসাফী নয়। কারণ তাঁর উপর কারো অধিকার নেই। অতএব তিনি যেটুকু দেন, সেটুকু তাঁর অনুগ্রহ। আর না দেওয়াটা তাঁর অন্যায় নয়। ধনী-গরীব ক'রে সৃষ্টির কারণ বর্ণনা ক'রে তিনি বলেন,

{أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} (٣٢)

অর্থাৎ, এরা কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বন্টন করে! আমিই ওদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করেছি ওদের পার্থিব জীবনে এবং এককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছি; যাতে ওরা একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে এবং ওরা যা জমা করে, তা হতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর। *(যুখরুফ ঃ ৩২)*

তিনিই ইচ্ছামতো ধন-বন্টন করেন। তিনি বলেন,

{لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই নিকট। তিনি যার প্রতি ইচ্ছা, তার রুযী বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। *(শূরা ঃ ১২)*

{اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاء وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ} (٢٦) سورة الرعد

অর্থাৎ, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন, তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন। কিন্তু তারা পার্থিব জীবন নিয়েই উল্লসিত; অথচ ইহজীবন তো পরজীবনের তুলনায় নগণ্য ভোগ মাত্র। *(রা'দ ঃ ২৬)*

{إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا} (٣٠) الإسراء

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করেন; নিশ্চয় তিনি তাঁর দাসদেরকে ভালভাবে জানেন ও দেখেন। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৩০)*

{قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} (٣٦) سبأ

অর্থাৎ, তুমি বল, 'আমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার রুযী বর্ধিত করেন অথবা তা সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোক এ বোঝে না।' *(সাবা' ঃ ৩৬)*

বলা বাহুল্য, অন্য কেউ ধনী বানাতে পারে---এই বিশ্বাস রাখা, অথবা অন্য কারো নিকট ধন কামনা ও প্রার্থনা করা অবশ্যই শির্ক।

## রাষ্ট্রীয়-ক্ষমতা দিতে পারে কে?

মহান আল্লাহর হাতেই মানুষের সম্মান-অসম্মান, তাঁরই হাতে আছে সর্বময় কর্তৃত্ব, তিনিই সকল শক্তির আধার। তাই তিনি বান্দাকে শিখিয়েছেন, সেই কথা বলে তাঁর প্রশংসা করতে।

{قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (٢٦) سورة آل عمران

অর্থাৎ, বল, 'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজত্ব কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। (যাবতীয়) কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয় তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। *(আলে ইমরান ঃ ২৬)*

বহু মুসলিম নেতা আছেন, যাঁরা ক্ষমতায় আসার জন্য মানুষের কাছে ভোট চান এবং সেই সাথে কোন মাযারে গিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও ভোটের লড়াইয়ে বিজয় কামনা ক'রে শির্ক করেন। অথচ মহান আল্লাহ বলেন,

{وَاللّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (٢٤٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, (নবী বলল,) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর রাজত্ব দান করেন। আর আল্লাহ বিশাল অনুগ্রহশীল, প্রজ্ঞাময়।' *(বাক্বারাহ ঃ ২৪৭)*

{قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} (١٢٨) سورة الأعراف

অর্থাৎ, মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলল, 'আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর, রাজ্য তো আল্লাহরই! তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করেন এবং সাবধানীদের জন্যই তো শুভ পরিণাম!' *(আ'রাফ ঃ ১২৮)*

বলা বাহুল্য, ক্ষমতার উৎস মানুষ নয়, মাযারও নয়। ক্ষমতার উৎস মহান আল্লাহর ইচ্ছা। সর্বক্ষমতার অধিপতি তিনিই ক্ষমতা বিতরণ ক'রে থাকেন পৃথিবীতে।

অবশ্য তাঁদের অনেকে মাযারে যান, কবরস্থ মৃতের কাছে চাইতে নয়, বরং তা দেখিয়ে উক্ত মাযার-ভক্তদের মনজয় ক'রে ভোট কুড়াতে। তবে সেটাও বৈধ নয়।

যেমন অনেক নেতা সাধারণ মুসলিম সমর্থকদের মনজয় করার জন্য নেতৃত্ব পাওয়া-মাত্র হজ্জ-উমরায় যান। যাতে লোকে মনে করে, তিনি 'আসলে মুসলমান'!

যেমন অনেক নেতা মসজিদের সামনে বেয়ে পার হলে এবং সেই সময় আযান হলে গাড়ি থামিয়ে আযানের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। যাতে মুসলিমরা তাঁকে 'মুসলিম-দরদী' মনে করে এবং ভোটের ঝুলিতে সেই দরদ যথাসময়ে এসে পড়ে।

তাছাড়া দলের পরিচিতি-ব্যানার লাগিয়ে ত্রাণ-সামগ্রী বিতরণ করা ইত্যাদিতেও মানুষের মন লুটে ভোট কুড়ানোর রাজনীতি কারো অজানা নয়।

## সন্তান দিতে পারে কে?

মহান আল্লাহই মানুষকে সন্তান-ভাগ্য দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন,

{لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ} (٥٠)

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন; তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র-কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে বন্ধ্যা ক'রে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান। *(শূরা ঃ ৪৯-৫০)*

নবী যাকারিয়া ﷺ আল্লাহর কাছে সন্তান চেয়েছেন, ফলে তিনি বৃদ্ধ বয়সেও সন্তান লাভ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন

{هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء} (٣٨)

অর্থাৎ, সেখানেই যাকারিয়া তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট থেকে সৎ বংশধর দান কর। নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।' *(আলে ইমরান ঃ ৩৮)*

ইব্রাহীম ﷺ আল্লাহর কাছে সন্তান প্রার্থনা করেছেন, তিনি তাঁকেও সন্তান দান করেছেন। তিনি বলেন,

{وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (٩٩) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠٠) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ} (١٠١)

অর্থাৎ, সে বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করবেন; হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর।' সুতরাং আমি তাকে এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। *(স্বাফফাত ঃ ৯৯-১০১)*

সন্তান লাভ ক'রে ইব্রাহীম ﷺ তাঁর প্রশংসা করেছেন,

{الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء} (٣٩)

অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য যিনি আমাকে (আমার) বার্ধক্য সত্ত্বেও ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। আমার প্রতিপালক অবশ্যই দুআ শ্রবণকারী। *(ইব্রাহীম ঃ ৩৯)*

বলা বাহুল্য, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সন্তান দিতে পারে---এই বিশ্বাস রাখা, অথবা অন্য কারো নিকট সন্তান কামনা ও প্রার্থনা করা অবশ্যই শির্ক।

যে চাওয়া একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছে চাওয়া যায়, সে চাওয়া অন্যের কাছে চাইলে শির্ক হয়। কিন্তু বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা করতে গিয়ে ডাক্তারের কাছে সেই চাওয়া ও কামনা থাকে না। তাছাড়া চিকিৎসায় তো অনুমতি আছে।

## মনের কথা বুঝতে পারে কে?

মহান আল্লাহ অন্তর্যামী। তিনিই মানুষের মনের কথা বুঝতে পারেন। তিনি ছাড়া অন্য কেউ কারো মনের কথা বুঝতে পারেন না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} (١٣) سورة الملك

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে, নিশ্চয় তিনি অন্তর্যামী। *(মুল্ক ঃ ১৩)*

{وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ

فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ}

(١١٦) سورة المائدة

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ বলবেন, 'হে মারয়্যাম-তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর?' সে বলবে, 'তুমিই মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার জন্য আদৌ শোভনীয় নয়। যদি আমি বলে থাকি, তাহলে তা তো তুমি অবশ্যই জানো। আমার মনে কী আছে তা তুমি অবগত আছ, কিন্তু তোমার মনে যা আছে, তা আমি অবগত নই, নিশ্চয় তুমি অদৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। *(মায়িদাহঃ ১১৬)*

এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সৃষ্টির সেরা মানুষও কারো মনের কথা বুঝতেন না। আর এ কথা গায়বী খবরের আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে।

অবশ্য অনুমান করা পৃথক জিনিস। তা ঠিক হতে পারে, আবার ভুলও।

## রোগ-নিরাময় করে কে?

মহান আল্লাহ রোগ দেন, নিরাময় করেন তিনিই। তিনিই দিয়েছেন চিকিৎসার বিধান। বৈজ্ঞানিক অথবা শরয়ী চিকিৎসার মাধ্যমে অথবা বিনা চিকিৎসায় তিনিই রোগ নিরাময় করেন। ইব্রাহীম ﷺ বলেছিলেন,

{الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (٧٨) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٩) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ} (٨١)

অর্থাৎ, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে পথপ্রদর্শন করেন। তিনিই আমাকে খাওয়ান এবং তিনিই আমাকে পান করান। এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর আমাকে পুনর্জীবিত করবেন। *(শুআ'রাঃ ৭৮-৮১)*

গায়রুল্লাহর কাছে রোগ-নিরাময় কামনা করা শির্কের পর্যাভুক্ত। ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করলেও সেই কামনা থাকে না, যে কামনা থাকে আল্লাহর কাছে অথবা মাযারের কাছে। যে চিকিৎসায় শরীয়তের অনুমোদন নেই, সে চিকিৎসায় বিশ্বাস রাখলে শির্ক হয়।

ইবনে মাসউদ ﷺ-এর পত্নী যয়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, "এক বুড়ি আমাদের বাড়ি আসা-যাওয়া করত এবং সে বাতবিসর্প-রোগে ঝাড়-ফুঁক করত। আমাদের ছিল লম্বা খুরো-বিশিষ্ট খাট। (স্বামী) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ যখন বাড়িতে প্রবেশ করতেন, তখন গলা-সাড়া বা কোন আওয়াজ দিতেন। একদিন তিনি বাড়িতে এলেন। (এবং অভ্যাসমত বাড়ি প্রবেশের সময় গলা-সাড়া দিলেন।) বুড়ি তাঁর আওয়াজ শোনামাত্র লুকিয়ে গেল। এরপর তিনি আমার পাশে এসে বসলেন। তিনি আমার দেহ স্পর্শ করলে (গলায় ঝুলানো মন্ত্র-পড়া) সুতো তাঁর হাতে পড়ল। তিনি বলে উঠলেন, 'এটা কী?' আমি বললাম, 'সুতো-পড়া; বাতবিসর্পরোগের জন্য ওতে মন্ত্র পড়া হয়েছে।' এ কথা শুনে তিনি তা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, 'ইবনে মাসউদের বংশধর তো শির্ক থেকে মুক্ত। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে

শুনেছি যে, “নিশ্চয়ই মন্ত্র-তন্ত্র, তাবীয-কবচ এবং যোগ-যাদু ব্যবহার করা শির্ক।”

যয়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, ‘কিন্তু একদা আমি বাইরে বের হলাম। আচমকা আমাকে অমুক লোক দেখে নিল। অতঃপর আমার যে চোখটা ঐ লোকটির দিকে ছিল সেই চোখটায় পানি ঝরতে লাগল। এরপর যখনই আমি ঐ চোখে মন্ত্র পড়াই, তখনই পানি ঝরা বন্ধ হয়ে যায়। আর যখনই না পড়াই, তখনই পানি ঝরতে শুরু করে। (অতএব বুঝা গেল যে, মন্ত্রের প্রভাব আছে।)’

ইবনে মাসউদ ﵁ বললেন, “ওটা তো শয়তানের কারসাজি। যখন তুমি (মন্ত্র পড়িয়ে) ওর আনুগত্য কর, তখন সে ছেড়ে দেয় (এবং তোমার চোখে পানি আসে না)। আর যখনই তুমি তার আনুগত্য কর না, তখনই সে নিজ আঙ্গুল দ্বারা তোমার চোখে খোঁচা মারে (এবং তার ফলে তাতে পানি আসে; যাতে তুমি মন্ত্রকে বিশ্বাস কর এবং শির্কে লিপ্ত হয়ে পড়)। তবে যদি তুমি সেই কাজ করতে, যা আল্লাহর রসূল ﷺ করেছেন, তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম ও মঙ্গল হত এবং অধিকরূপে আরোগ্য লাভ করতে। আর তা এই যে, চোখে পানি ছিটাতে এবং বলতে,

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سُقْمًا.

*(ইবনে মাজাহ ৩৫৩০ নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৩১নং)*

## ইষ্টানিষ্টের মালিক কে?

অনেক মানুষ আছে, যারা অনেক বুযুর্গের অথবা জ্বিন-ভূতের লাভ-ক্ষতি করায় বিশ্বাস রাখে। ‘এখানে থুথু ফেলিস্ না, মুখ বেঁকে যাবে! ওখানে পা দিস্ না, পা বেঁকে যাবে। বাবার কথা কাউকে বলিস্ না, বললে মারা যাবি। অমুক করলে ছেলে মারা যাবে। অমুক বাবাকে সন্তুষ্ট না করলে গাড়ি এক্সিডেন্ট হবে। অমুক জায়গায় সিন্নি দিলে এই লাভ হবে। অমুক স্থানে মানত মানলে এই উপকার হবে।’ ইত্যাদি অনুরূপ আরো বিশ্বাস রাখে। অথচ এই শ্রেণীর লাভ-ক্ষতি কেবল আল্লাহই করতে পারেন। তিনি বলেন,

{قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا وَاللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}

অর্থাৎ, বল, তোমরা কি আল্লাহ ভিন্ন এমন কিছুর উপাসনা কর, যার তোমাদের ক্ষতি ও উপকার করার কোন ক্ষমতা নেই? বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। *(মায়িদাহ ঃ ৭৬)*

{وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا وَلاَ يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُورًا} (٣) سورة الفرقان

অর্থাৎ, তবুও কি তারা তাঁর পরিবর্তে উপাস্যরূপে অপরকে গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না; বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্ট এবং ওরা নিজেদের ইষ্টানিষ্টেরও মালিক নয় এবং জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখে না। *(ফুরক্বান ঃ ৩)*

{قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} (١١) سورة الفتح

অর্থাৎ, বল, 'আল্লাহ তোমাদের কারো কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল চাইলে কে তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে? বস্তুতঃ তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত। *(ফাত্হঃ ১১)*

এমনকি মহানবী ﷺ-ও কারো লাভ-ক্ষতির মালিক নন। মহান আল্লাহ তাঁকে বলেছেন,

{قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا} (٢١) سورة الجن

অর্থাৎ, বল, 'আমি তোমাদের অপকার অথবা উপকার কিছুরই মালিক নই।' *(জ্বিনঃ২১)*

দুনিয়াতে কেউ কারো মঙ্গলামঙ্গলের মালিক নয়, তেমনি আখেরাতেও কেউ কারো ইষ্টানিষ্টের মালিক নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَالْيَوْمَ لاَ يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلاَ ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ} (٤٢) سورة سبأ

অর্থাৎ, আজ তোমাদের একে অন্যের কোন উপকার কিংবা অপকার করবার ক্ষমতা নেই। আর যারা সীমালংঘন করেছিল তাদেরকে বলব, 'তোমরা যে অগ্নির শাস্তিকে মিথ্যা মনে করতে আজ তা আস্বাদন কর।' *(সাবা'ঃ ৪২)*

এ ব্যাপারে ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, আমি একদা (সওয়ারীর উপর) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে (বসে) ছিলাম। তিনি বললেন, "ওহে কিশোর! আমি তোমাকে কয়েকটি (গুরুত্বপূর্ণ) কথা শিক্ষা দেব (তুমি সেগুলো স্মরণ রেখো)। তুমি আল্লাহর (বিধানসমূহের) রক্ষণাবেক্ষণ কর (তাহলে) আল্লাহও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তুমি আল্লাহর (অধিকারসমূহ) স্মরণ রাখো, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে। যখন তুমি চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চেয়ো। আর যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করো। আর এ কথা জেনে রাখ যে, যদি সমগ্র উম্মত তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। কলমসমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং খাতাসমূহ (ভাগ্যলিপি) শুকিয়ে গেছে।" *(তিরমিযী)*

কোন পীর-অলী বা সাঁই-ফকীর উক্ত শ্রেণীর কোন অপকার বা উপকার করতে পারে না। কোন তাবীয, নোয়া, সুতো ইত্যাদিও অপকারী বা উপকারী হতে পারে না।

যাদু বা বদ-নজরে যে ক্ষতি হয়, তা আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়। আর আল্লাহর ইচ্ছাকে দৃষ্টিচ্যুত করলেই শির্ক হয়ে যায়।

## জীবন-মরণ কার হাতে?

খুনী খুন করতে পারে, মারতে পারে, কিন্তু মরণ দিতে পারে না। হায়াত-মওত কেবল আল্লাহর হাতেই আছে। তিনিই জীবন-মরণদাতা সর্বশক্তিমান আল্লাহ। কিন্তু তা এমন নয় যে, কেউ দু'জন লোককে ধরে এনে একজনকে ছেড়ে দিল এবং অপরজনকে হত্যা করল, সুতরাং সে জীবন-মরণদাতা। মহান আল্লাহ নমরূদের কথা কুরআনে উল্লেখ ক'রে নবী ﷺ-কে বলেন,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ} (٢٥٨) سورة البقرة

অর্থাৎ, তুমি কি সে ব্যক্তির (নমরূদের) কথা ভেবে দেখনি, যে ইব্রাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল? যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইব্রাহীম বলল, 'তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান।' সে বলল, 'আমিও জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।' *(বাক্বারাহঃ ২৫৮)*

অথচ নমরূদ নিজের জীবন রক্ষা করতে পারেনি। অনুরূপ জীবন-মরণদাতাকেও যিনি জীবনে বাঁচিয়ে রাখেন এবং যথাসময়ে মৃত্যুমুখে পতিত করেন, তিনিই হলেন আসল জীবন-মরণদাতা। তিনিই চিরঞ্জীব আল্লাহ।

{هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ} (٦٨) سورة غافر

অর্থাৎ, তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন, তখন তিনি বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়। *(মু'মিনঃ ৬৮)*

জাবের ﷺ বলেন, আমরা 'যাতুর রিক্বা'তে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। অতঃপর (ফিরার সময়) যখন আমরা ঘন ছায়াবিশিষ্ট একটি গাছের কাছে এলাম, তখন তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য ছেড়ে দিলাম। (তিনি বিশ্রাম নিতে লাগলেন।) ইতিমধ্যে একজন মুশরিক এল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তরবারি গাছে ঝুলানো ছিল। তারপর সে তা (খাপ থেকে) বের ক'রে বলল, 'তুমি আমাকে ভয় করছ?' তিনি বললেন, "না।" সে বলল, 'তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?' তিনি বললেন, "আল্লাহ।"

তারপর তার হাত থেকে তরবারিটি পড়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তরবারিখানি তুলে নিয়ে বললেন, "(এবার) তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?" সে বলল, 'তুমি উত্তম তরবারিধারক হয়ে যাও।' অতঃপর তিনি বললেন, "তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ (সত্য) উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল?" সে বলল, 'না। কিন্তু আমি তোমার কাছে অঙ্গীকার করছি যে, তোমার বিরুদ্ধে কখনো লড়বো না। আর আমি সেই সম্প্রদায়েরও সাথ দেবো না, যারা তোমার বিরুদ্ধে লড়বে।' সুতরাং তিনি তার পথ ছেড়ে দিলেন। অতঃপর সে তার সঙ্গীদের নিকট এসে বলল, 'আমি তোমাদের নিকটে সর্বোত্তম মানুষের কাছ থেকে এলাম।' *(বুখারী-মুসলিম)*

জীবন রক্ষাকর্তা মহান আল্লাহই। তিনিই জীবনদাতা। ঈসা عليه السلام-তাঁরই অনুমতিক্রমে কোন কোন মৃত মানুষকে জীবিত করেছেন। এ ছিল তাঁর মু'জিযা। এ অলৌকিকতা আর কারো মধ্যে ছিল না। এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ﷺ-এর মধ্যেও না। তাহলে অপরের জন্য এমন অলৌকিকতার দাবী কি মিথ্যা ও শির্ক নয়?

'আব্দুল কাদের জীলানী বড় বুযুর্গ পীর,
মুর্দাকে জিন্দা করে হিকমতে জাহির!'

এমন বিশ্বাস কি কুফরী নয়? ফাল্লাহুল মুস্তাআন।

## হাযির-নাযির কে?

আল্লাহ ছাড়া এমন কেউ নেই, যার দৃষ্টি সর্বত্র এবং জ্ঞান সর্বব্যাপী। কিন্তু বহু মানুষ আছে, যারা তাদের ভক্তিভাজনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন ক'রে ধারণা করে যে, তাঁদের কলবে টেলিভিশন লাগানো আছে, তাঁরা সব দেখতে-শুনতে পান, তাঁরা হাযির-নাযির, তাঁরা তাদের সাথে থাকেন, তাঁদের দরবারে গেলে তাঁরা তাদের অবস্থা বুঝতে পারেন, দূর থেকে তাঁরা তাদের ডাক শুনতে পান ইত্যাদি।

অথচ এ গুণের অধিকারী একমাত্র আল্লাহই। এতে কেউ তাঁর শরীক নেই। তবে 'হাযির' মানে, তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন। তিনি 'বান্দার সাথে' মানে স-সত্তায় নন। তাঁর দৃষ্টি, জ্ঞান ও সাহায্য সর্বত্র, কিন্তু তিনি আছেন সাত আসমানের পরে আরশের উপরে।

{هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (٤) سورة الحديد

অর্থাৎ, তিনিই ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। *(হাদীদ ঃ ৪)*

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (٧) سورة المجادلة

অর্থাৎ, তুমি কি অনুধাবন কর না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে ষষ্ঠজন হিসাবে তিনি থাকেন না; তারা এ অপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক এবং যেখানেই থাকুক না কেন, আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন জানিয়ে দেবেন তারা যা করে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। *(মুজাদালাহ ঃ ৭)*

{وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ} (٦١) سورة يونس

অর্থাৎ, তুমি যে অবস্থাতেই থাক না কেন, যে অবস্থাতেই তুমি কুরআন হতে যা কিছু পাঠ কর না কেন এবং তোমরা যে কাজই কর না কেন, যখন তোমরা সে কাজ করতে শুরু কর, তখন আমি তোমাদের পরিদর্শক হই; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ধূলিকণা পরিমাণও কোন বস্তু তোমার প্রতিপালকের (জ্ঞানের) অগোচর নয় এবং তা হতে

ক্ষুদ্রতর অথবা তা হতে বৃহত্তর কোন কিছু নেই, যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে (লাওহে মাহ্ফুযে লিপিবদ্ধ) নেই। *(ইউনুস ঃ ৬১)*

{إِنَّ اللّهَ لاَ يَخْفَىَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء} (٥) سورة آل عمران

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে দ্যুলোক-ভূলোকের কোন কিছুই গোপন নেই। *(আলে ইমরান ঃ ৫)*

ইব্রাহীম ﷺ বলেছিলেন,

{رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّهِ مِن شَيْءٍ فَي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء} (٣٨) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যা গোপন করি এবং যা প্রকাশ করি তা নিশ্চয় তুমি জানো। আর পৃথিবী ও আকাশের কোন কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন থাকে না। *(ইব্রাহীম ঃ ৩৮)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى} (٧) سورة الأعلى

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন। *(আ'লা ঃ ৭)*

মহান আল্লাহ মূসা ও হারূন (আলাইহিমাস সালাম)কে বলেছিলেন,

{لاَ تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى } (٤٦) سورة طه

অর্থাৎ, তিনি বললেন, 'তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; আমি শুনি ও দেখি। *(ত্বা-হা ঃ ৪৬)*

সাত আসমানের উপর থেকেও তিনি সব শব্দ শুনতে পান। তিনি বলেন,

{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} (١) سورة المجادلة

অর্থাৎ, (হে রসূল!) অবশ্যই আল্লাহ শুনেছেন সেই নারীর কথা, যে তার স্বামীর বিষয়ে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শুনেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(মুজাদালাহ ঃ ১)*

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, মহান আল্লাহ কীভাবে মানুষের কথা শুনে থাকেন যে, একটি মহিলা রসূল ﷺ-এর সাথে বাদানুবাদ করছিল এবং তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করছিল। আমি তার কথা শুনতে পাইনি, কিন্তু মহান আল্লাহ সাত আসমানের উপর থেকে তার কথা শুনে নিয়েছেন। *(ইবনে মাজাহ)*

সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা মহান আল্লাহ বলেন,

{أَلاَ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلاَ حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} (٥) سورة هود

অর্থাৎ, জেনে রাখ, তারা নিজ নিজ বুক কুঞ্চিত করে যাতে তাঁর দৃষ্টি হতে লুকাতে পারে। জেনে রাখ, তারা যখন নিজেদের কাপড় (দেহে) জড়ায়, তিনি তখনও সব জানেন যা কিছু তারা গোপন করে এবং যা কিছু প্রকাশ করে। তিনি তো মনের ভিতরের কথাও জানেন। *(হূদ ঃ ৫)*

আবূ মূসা আশআরী ﷺ বলেন, নবী ﷺ-এর সাথে সফরে ছিলাম। আমরা যখন কোন উঁচু উপত্যকায় চড়তাম তখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার' বলতাম। (একদা) আমাদের শব্দ উঁচু হয়ে গেল। নবী ﷺ তখন বললেন,

(( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِباً ، إِنَّهُ مَعَكُمْ ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ )).

"হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন কর। কেননা, তোমরা কোন বধির ও অনুপস্থিতকে ডাকছ না। তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। তিনি সর্বশ্রোতা ও নিকটবর্তী।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

## ছবি বা মূর্তিপূজা

ইসলাম মূর্তি বা ছবিপূজার ঘোর বিরোধী। সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে আসা প্রত্যেক শরীয়তেই এই পূজা নিষিদ্ধ। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা শুরু হয় নূহ ﷺ-এর যুগে। ইব্রাহীম ﷺ-এর যুগে তার প্রচলন ছিল এবং পৌত্তলিকের ঘরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি জাতির পূজ্য প্রতিমাসমূহ ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। ফলে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাঁকে আগুনে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।

শেষনবী যখন মক্কায় এলেন, তখনও কা'বা-গৃহের ভিতরে ৩৬০টি মূর্তি রাখা ছিল। মক্কা-বিজয়ের পর সে সব দূর ক'রে কা'বা-গৃহকে পবিত্র করেছিলেন।

ইসলামে শুধু মূর্তিপূজাই অবৈধ নয়, অবৈধ মূর্তি গড়া ও ছবি অঙ্কন করাও। কোন প্রাণীর ছবি অঙ্কন করা বৈধ নয়, বৈধ নয় কোন প্রাণীর মূর্তি নির্মাণ করা। যেহেতু তা শির্কের অসীলা তাই।

মহান সৃষ্টিকর্তার কোন রূপ বা আকার-আকৃতির ছবি অঙ্কন করা সম্ভব নয়, সম্ভব নয় তাঁর কোন প্রতিকৃতি নির্মাণ করা। যেহেতু তিনি বলেছেন,

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (١١) سورة الشورى

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(শূরা ঃ ১১)*

সুতরাং কল্পনাতেও তাঁর কোন প্রকার মূর্তি খেয়াল করা বৈধ নয়। কোন মূর্তি খেয়াল ক'রে নামায পড়লে মূর্তিপূজারই শামিল গণ্য হবে।

তবে তিনি নিরাকার নন। তাঁর আকার আছে। সেই আকার মহানবী ﷺ স্বপ্নে দর্শন করেছেন। জান্নাতীরা তাঁর চেহারা জান্নাতে গিয়ে দর্শন করবে এবং সেই দীদার-সুখই হবে জান্নাতের সবচেয়ে বড় সুখ। কিন্তু তা কেমন, তা কেউ জানে না। নবী ﷺ বলে যাননি। আর আল্লাহ বলেছেন, তিনি কোন কিছুর মতো নন। সুতরাং তাঁর কোন আকার কল্পনা ক'রে ইবাদত করা শির্ক হবে।

## কবর ঘিরে শির্কের খবর

শির্কের আশঙ্কায় ইসলামের শুরুর দিকে কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে সেই ভয় দূর হলে বিশেষ কারণে যিয়ারতের অনুমতি দেওয়া হল। কিন্তু বহু যুগ পরে সেই আশঙ্কাই উম্মতের বহু মানুষের মনের মাঝে আশা হয়ে দানা বাঁধল। তারা সেখানে

তাদের মনের আশা পূরণ করার অসীলা খুঁজে পেল।

সুতরাং কবর যিয়ারত তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল ঃ-

সুন্নী যিয়ারত, বিদয়ী যিয়ারত ও শির্কী যিয়ারত।

১। সুন্নী বা বিধেয় যিয়ারত এই যে, তাওহীদবাদী মুসলিম কবর যিয়ারত করবে সুন্নাহর তরীকা অনুযায়ী। সুতরাং তাতে তার উদ্দেশ্য হবে তিনটি ঃ-

(ক) এতে সে মহানবী ﷺ-এর অনুসরণ করবে। যেহেতু তিনি কবর যিয়ারত করেছেন এবং করতে অনুমতি দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে (পূর্বে) কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তা যিয়ারত কর।" *(মুসলিম)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, "সুতরাং যে ব্যক্তি কবর যিয়ারত করতে চায়, সে যেন তা করে। কারণ তা পরকাল স্মরণ করায়।"

(খ) এতে সে পরকালকে স্মরণ করবে। উষমান رضي الله عنه যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন এত কাঁদা কাঁদতেন যে, চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। কেউ তাঁকে বলল, 'জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনাকালে আপনি তো কাঁদেন না, আর এই কবর দেখে এত কাঁদছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "পরকালের (পথের) মঞ্জিলসমূহের প্রথম মঞ্জিল হল কবর। সুতরাং যে ব্যক্তি এ মঞ্জিলে নিরাপত্তা লাভ করে, তার জন্য পরবর্তী মঞ্জিলসমূহ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যায়। আর যদি সে এখানে নিরাপত্তা লাভ না করতে পারে, তবে তার পরবর্তী মঞ্জিলগুলো আরো কঠিনতর হয়।"

আর তিনি এ কথাও বলেছেন যে, "আমি যত দৃশ্যই দেখেছি, সে সবের চেয়ে অধিক বিভীষিকাময় হল কবর!" *(সহীহ তিরমিযী ১৮৭৮, ইবনে মাজাহ ৪২৬৭ নং)*

(গ) যিয়ারতে গিয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করবে।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর বাড়িতে তাঁর পালাতে রাতের শেষভাগে বাক্বী' (নামক মদীনার কবরস্থান) যেতেন এবং বলতেন, 'আস্সালামু আলাইকুম দা-রা ক্বাওমিম মু'মিনীন অআতাকুম মা তূআদূন, গাদাম মুআজ্জালূন। অইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লাহিকুন। আল্লাহুম্মাগফির লিআহলি বাক্বীইল গারক্বাদ।'

অর্থাৎ, হে মুসলমান কবরবাসিগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের নিকট তা চলে এসেছে যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছিল, আগামী কাল (কিয়ামত) পর্যন্ত (বিস্তারিত পুরস্কার ও শাস্তি) বিলম্বিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব। হে আল্লাহ! তুমি বাক্বীউল গারক্বাদবাসীদেরকে ক্ষমা কর। *(মুসলিম)*

২। বিদয়ী যিয়ারত তখন হয়, যখন এই বিশ্বাসে যিয়ারত করা হয় যে, ঐ কবরের পাশে দুআ কবুল হয়।

এই শ্রেণীর কবর-যিয়ারত থেকে নূহ عليه السلام-এর যুগে মূর্তিপূজার সূত্রপাত হয়।

৩। শির্কী যিয়ারত তখন হয়, যখন এই বিশ্বাসে যিয়ারত করা হয় যে, ঐ কবরবাসী তার জন্য মাধ্যম হয়ে আল্লাহর কাছে আবেদন করবে, প্রতিনিধি হয়ে তাঁর দরবারে সুপারিশ বা উকালতি করবে। তাঁর নিকট তার প্রয়োজন চেয়ে দেবে।

আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই শ্রেণীর বিশ্বাস রাখা হতো মাটির উপরে স্থাপিত মূর্তিদের ব্যাপারে, যেমন সে বিশ্বাস রাখা হয় মাটির নিচে স্থাপিত মূর্তিদের ব্যাপারে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (١٨)

অর্থাৎ, আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা করে, যা তাদের কোন অপকারও করতে পারে না এবং কোন উপকারও করতে পারে না। অথচ তারা বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বলে দাও, 'তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ, যা তিনি অবগত নন, না আকাশসমূহে, আর না পৃথিবীতে? তিনি পবিত্র এবং তারা যে অংশী করে, তা হতে তিনি ঊর্ধ্বে।' *(ইউনুসঃ ১৮)*

অথচ মহান আল্লাহ বান্দার উপরে তাওহীদ ফরয করেছেন। দুআ ও অন্যান্য সকল ইবাদতকে কেবল তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} (١٨٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আর আমার দাসগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। *(বাক্বারাহঃ ১৮৬)*

তিনি এ কথা বলেননি যে, অসীলা ধরে আমার কাছে চাও। আমার প্রিয় বান্দার মাধ্যমে আমার কাছে চাও। কিংবা আমার কাছে সরাসরি না চেয়ে আমার নেক বান্দাদের কাছে চাও।

তিনি কোন দুনিয়ার রাজা-বাদশার মতো নন। তিনি দূরে নন, কোন বান্দার অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞাত নন। তাঁর কোন মন্ত্রী, উপদেষ্টা, অমাত্য ও আত্মীয় নেই। এমন কেউ নেই, যে তাঁর দরবারে মানুষের প্রয়োজন পেশ ক'রে থাকে।

বলা বাহুল্য, মুশরিক প্রথমতঃ আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করে। অতঃপর তাঁর সাথে সৃষ্টিকে শরীক করে। মুশরিকের মন বড় নীচ, বড় হীন।

বরং মুশরিকরা তিন শ্রেণীর প্রার্থনা ক'রে থাকে কবর যিয়ারতে গিয়ে।

১। তারা সরাসরি কবরবাসীর কাছে প্রার্থনা বা কামনা করে যে, তার যেন সন্তান হয় অথবা রোগ ভাল হয় অথবা ঋণ পরিশোধ হয়। আর এ হল স্পষ্ট শির্ক। এ হল আল্লাহকে ছেড়ে গায়রুল্লাহকে আহবান। আর মহান আল্লাহ বলেন,

{وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} (١٨) سورة الجن

অর্থাৎ, আর এই যে, মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকেও ডেকো না। *(জ্বিনঃ ১৮)*

{وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} (٨٨) سورة القصص

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডেকো না, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। *(ক্বাস্বাস্বঃ ৮৮)*

{وَلاَ تَـدْعُ مِـن دُونِ اللّـهِ مَـا لاَ يَنفَعُـكَ وَلاَ يَـضُرُّكَ فَـإِن فَعَلْـتَ فَإِنَّـكَ إِذًا مِّـنَ الظَّالِمِينَ}

অর্থাৎ, আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে আহবান করো না, যা না তোমার কোন উপকার করতে পারে, না কোন ক্ষতি করতে পারে। বস্তুতঃ যদি এইরূপ কর, তাহলে তুমি অবশ্যই যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। *(ইউনুস ঃ ১০৬)*

২। তারা কবরবাসী ভক্তিভাজনের কাছে কামনা করে যে, তিনি যেন আল্লাহর কাছে তাদের প্রয়োজন চেয়ে দেন। অর্থাৎ, তারা তাঁকে আল্লাহর কাছে কিছু পাওয়ার অসীলা মানে। যেমন কেউ কোন জীবিত ভক্তিভাজনের কাছে গিয়ে বলে, 'হুযুর! আমার জন্য দুআ করুন, যেন আমার রোগ দূর হয়।' ইত্যাদি।

তাদের বক্তব্য হল, যেমন জীবিত কোন ব্যক্তির নিকট দুআ চাওয়া যায়, তেমনি মৃত ব্যক্তির কাছেও চাওয়া যায়। তারা বলে, 'মৃত ব্যক্তি শুনতে পায়।' অথবা 'আল্লাহর অলীগণ মরেন না। তাঁরা পর্দা নেন। তাঁরা মৃত নন, বরং জীবিত।'

অথচ যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে যে, মৃত শুনতে পায় না। আল্লাহর পথে শহীদগণকে 'মৃত' বলা যায় না। তাঁরা আল্লাহর নিকট জীবিত। সুতরাং তাঁরা ইহকালের কোন আহবান শুনতে পান না। তা ছাড়া প্রত্যেক অলী শহীদও নন।

তাছাড়া এ বিশ্বের সবচেয়ে বড় অলী আল্লাহর নবী ﷺ। তাঁর জীবিতকালে তাঁর নিকট সাহাবাগণ দুআ চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর কবরের পাশে গিয়ে কেউ দুআ চাননি।

দ্বিতীয় খলীফা উমার ﷺ বৃষ্টি-প্রার্থনার দুআর সময় নবী ﷺ-এর কবরে যাননি। বরং তিনি তাঁর চাচা আব্বাস ﷺ-কে নিয়ে দুআ ক'রে বলেছেন,

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا.

অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ! আমরা আমাদের নবীর (দুআর) অসীলায় তোমার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করতাম, তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দিতে। এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার (দুআর) অসীলায় তোমার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করছি, তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দাও।'

আর তার ফলে বৃষ্টি হয়েছে। *(বুখারী ১০১০নং)*

পক্ষান্তরে এ কথা বিদিত যে, নবী ﷺ-এর চাচার চাইতে তাঁর মর্যাদা অনেক গুণ বেশি। তবুও উমার ﷺ তাঁর কাছে যাননি। কেননা, তিনি জানতেন, তিনি ইহজগতে তাঁদের মাঝে নেই, তাঁকে তাঁদের সমস্যা শোনানো সম্ভব নয়, তিনি আর তাঁদের জন্য দুআ করতে পারেন না।

অনুরূপ দুআ করেছেন আমীর মুআবিয়া ﷺ। তিনি জীবিত য়্যাযীদ বিন আসওয়াদ রাক্বাশীকে সামনে নিয়ে দুআ করেছেন। কিন্তু তাঁর চাইতে মর্যাদাবান পরলোকগত কোন ব্যক্তির অসীলায় দুআ করেননি। *(ত্বাবাক্বাত ইবনে সা'দ ৭/৪৪৪, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ৪/১৩৭)*

৩। কবরবাসীর মর্যাদার অসীলায় দুআ করে। তারা ধারণা করে, আল্লাহর কাছে এই অলীর বিশাল মর্যাদা আছে। সুতরাং তাঁর মর্যাদার কথা উল্লেখ ক'রে দুআ করলে আল্লাহ কবূল করবেন!

অথচ এমন ধারণা ভুল। যেহেতু মহান আল্লাহ কারো আবেদন মঞ্জুর করতে বাধ্য নন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমাদের কেউ যেন ‘হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও, তাহলে আমাকে ক্ষমা কর’, হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও, তাহলে আমার প্রতি দয়া কর’ অবশ্যই না বলে। বরং যেন দৃঢ়চিত্তে প্রার্থনা করে। কারণ, তাঁকে কেউ বাধ্য করতে পারে না।” *(মুসলিম)*

তাছাড়া তিনি সরাসরি দুআ করতে বান্দাকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর সাহাবাগণ কেউ এই শ্রেণীর মর্যাদার অসীলা দিয়ে দুআ করেননি।

বলা বাহুল্য, সুন্নী কবর-যিয়ারতে জীবিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির মুখাপেক্ষী নয়। মৃত ব্যক্তি যিয়ারতকারীর কোন উপকার সাধনও করতে পারে না। বরং যিয়ারতকারীই মৃত ব্যক্তির উপকার সাধন ক’রে থাকে। তার জন্য দুআ ক’রে থাকে এবং সেই দুআ তার জন্য উপকারী হয়। মহানবী ﷺ বলেন,

(( إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ )) . رواه مسلم

অর্থাৎ, আদম সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার তিন প্রকার আমল ছাড়া অন্য সব রকম আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়; সাদকাহ জারিয়াহ (বহমান দান খয়রাত, মসজিদ নির্মাণ করা, কূপ খনন ক’রে দেওয়া ইত্যাদি) অথবা ইল্‌ম (জ্ঞান-সম্পদ), যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় অথবা সুসন্তান, যে তার জন্য নেক দুআ করতে থাকে। *(মুসলিম)*

কবর যিয়ারতে গিয়ে মৃতদের জন্যই দুআ বিধেয়।

কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, সুবিধাবাদীরা নিজেদের সুবিধা-ভোগের মানসে কবর যিয়ারতের ফযীলতে বহু হাদীস জাল করেছে। আর তারাই মসজিদসমূহকে অনাবাদ রেখে মাযারগুলোকে আবাদ করেছে। শির্কের জাল ফেঁদে নযর-নিয়াযে নিজেদের ঝুলি ভরে চলেছে। আয় বৃদ্ধিকল্পে সরকারও সেখানে নিরাপত্তা ও অনুমতি দিয়ে রেখেছে। অথচ তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ।

শির্কের ছিদ্রপথ রুদ্ধ করার লক্ষ্যে শরীয়তে নিষেধ ছিল ঃ-

(ক) কবরকে ভূমি থেকে বেশি উঁচু করা।

(খ) রঙ বা চুনকাম করা।

(গ) তার উপর লেখা।

(ঘ) তা পাকা করা অথবা তার উপর ইমারত বা কুব্বা বানানো।

কিন্তু তারা তা মানে না। তাদের সামনে হাদীস পেশ করতে গেলে বলে, ‘ওটা ওয়াহাবী হাদীস।’

عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن يُجَصَّصَ القَبْرُ ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ . رواه مسلم

জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘নবী ﷺ কবর পাকা করতে, তার উপর বসতে এবং তার উপর ইমারত নির্মাণ করতে বারণ করেছেন।’ *(মুসলিম)*

আবূ দাউদ ও নাসাঈ প্রভৃতির বর্ণনায় আছে, ‘তার উপর লিখতেও নিষেধ করেছেন।’

কিন্তু তারা না মেনে কবরের শিয়রদেশে পাথরের উপর নাম খোদাই করে, কোন আয়াত লেখে অথবা ‘জান্নাতী’ বা ‘বেহেশ্‌তী’ লেখে। অথচ এমন সার্টিফিকেট দেওয়া

আমাদের কাজ নয়।

বড় পরিতাপের বিষয় যে, তারা শরীক-বিহীন আল্লাহকে ছেড়ে গায়রুল্লাহর ইবাদতে মনোযোগ দিয়েছে, মসজিদ অচল ক'রে মাযারকে সচল রেখেছে! অথচ কুরআন ও সুন্নাহতে মসজিদের কথা উল্লেখ হয়েছে, মাযারের কথা উল্লেখ হয়নি। ওরা মাযার নির্মাণ করেছে খুব সুন্দর ক'রে এবং তার তা'যীম করেছে অনেক বেশি, যে তা'যীম ওরা মসজিদের জন্য করে না। মাযার নির্মাণ করতে শরীয়তে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আর মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فِـي بُيُـوتٍ أَذِنَ اللَّـهُ أَن تُرْفَـعَ وَيُـذْكَـرَ فِيهَـا اسْـمُهُ يُـسَبِّحُ لَـهُ فِيهَـا بِالْغُـدُوِّ وَالْآصَالِ} (٣٦)

অর্থাৎ, সে সব গৃহে---যাকে আল্লাহ সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন---সকাল ও সন্ধ্যায় তাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। *(নূর ঃ ৩৬)*

{قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}

অর্থাৎ, বল, আমার প্রতিপালক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক মসজিদে (নামাযে) তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখ এবং তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাক। *(আ'রাফ ঃ ২৯)*

কিন্তু সে নির্দেশ অমান্য ক'রে তারা ইসলামে মাযার-ভিত্তিক 'শরীফ' ও পবিত্র স্থান আবিষ্কার করল। মাযারকে এমনভাবে নির্মাণ করল, যাতে লোক-চক্ষু সহজে আকৃষ্ট হয়, মানুষের মন অনায়াসে মুগ্ধ হয়। তাই সুন্দরভাবে রঙচঙে করা হয়, শ্বেত-পাথর দিয়ে বাঁধানো হয়, সৌন্দর্যখচিত পর্দা ঝুলানো হয়, মনোরম চাদর দিয়ে কবরকে ঢাকা হয়, নানা রঙ ও ঢঙের আলোবাতি দিয়ে সাজানো হয়, গোলাপ-পানি ও আগরবাতির সৌরভে সুরভিত করা হয়, আশে-পাশে ফুলের বাগান করা হয়, কাছাকাছি মাটির ঘোড়া-মূর্তি রাখা হয়। আর এই সব দেখেই সাধারণতঃ অজ্ঞ মানুষের মনে স্বভাবতই ঐ কবরবাসীর প্রতি এক প্রকার 'তা'যীম' ও সমীহ সৃষ্টি হয়। শয়তান তাদের মনে এক প্রকার 'ভয়' সঞ্চার করে। তখনই তাদের মন বলে, নিশ্চয় কবরস্থ ব্যক্তির বড় মান ও মর্যাদা আছে। তা না হলে লোকেরা তাঁর কবরের প্রতি এত শত যত্ন নেবে কেন? কোন মাহাত্ম্য ও উপকারিতা না থাকলে এত আড়ম্বর কীসের জন্য? অতঃপর সাত সকালে বিশাল বট গাছের নিচে পান পড়ে থাকতে দেখে যেমন হাটুরেরা পানের কাছে তাদের নিজ নিজ দেয় বস্তু দান করেছিল, তেমনি ঐ মাযারেও শুরু হয় নযর-নিয়াযের নানা ঘটা। অজ্ঞ লোকেরা সেখানে গিয়ে ভিড় করে, শির্ক করে এবং বিদআত করে।

অজ্ঞ মানে সে অজ্ঞ নয়, যে শিক্ষিত নয়। উদ্দেশ্য হল, কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ ও তাওহীদ বিষয়ে অজ্ঞ। তাছাড়া বহু অল্প শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিত লোকেরা পরিবেশ-প্রভাবে সেখানে গিয়ে নিজেদের ঈমান বিক্রি ক'রে আসে। বহু টুপি ও পাগড়িধারী আলেমকেও সেখানে লাইন দিতে দেখা যায়, কিন্তু আসলে তাঁরা তাওহীদ বিষয়ে জাহেল। আর উক্ত দুই শ্রেণীর মানুষকে দেখেই সংখ্যাগরিষ্ঠ অশিক্ষিত লোকেরা ভ্রষ্ট হয়। 'মহাজন যায় যেই দিকে, পথ তারে কয় সর্ব লোকে!' ব্যাস্!!!

শরীয়তে নিষেধ আছে, কবরকে সামনে ক'রে নামায পড়ো না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা কবরের দিকে মুখ ক'রে নামায পড়ো না এবং তার উপর বসো না।" *(মুসলিম)*

কবরস্থানে নামায অশুদ্ধ বলা হয়েছে।

নবী ﷺ বলেছেন, "কবরস্থান, প্রস্রাব-পায়খানা ও গোসল করার স্থান ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত জায়গাই মসজিদ।" (তাতে নামায পড়া চলে।) *(আবূ দাঊদ ৪৯২, তিরমিযী ৩১৭, ইবনে মাজাহ ৭৪৫ প্রমুখ)*

তিনি আরো বলেছেন, "তোমরা কিছু (সুন্নত) নামায নিজ নিজ ঘরে আদায় কর এবং ঘরকে কবর বানিয়ে নিয়ো না।" *(বুখারী ১১৮৭নং)*

যেহেতু কবরের ধারে-পাশে নামায হয় না। কিন্তু এ নির্দেশও তারা মান্য করে না। ফলে তারা তাদের বুযুর্গদের কবর দেয় মসজিদের ভিতরে এবং নামায পড়ে তার পাশাপাশি।

শরীয়তে নিষেধ আছে, কবরকে মসজিদ বা সিজদার জায়গা বানিয়ে নিয়ো না।

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ মৃত্যুশয্যায় বলে গেছেন, "আল্লাহ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে অভিশাপ (ও ধ্বংস) করুন। কারণ তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ (সিজদা ও নামাযের স্থান) বানিয়ে নিয়েছে।" *(বুখারী, মুসলিম ৫২৯নং, নাসাঈ)*

"সাবধান! তোমরা কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়ো না। এরূপ করতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি।" *(মুসলিম ৫৩২নং)*

মা আয়েশা বলেন, 'তা না হলে তাঁর কবর ঘরের বাইরে হতো। (ফাঁকা জায়গায় হত অথবা আম কবরস্থানে হত।) কিন্তু ভয় ছিল যে, তাঁর কবরকে 'মসজিদ' (বা সিজদাগাহ) বানিয়ে নেওয়া হবে।'

এই আশঙ্কাতেই মহানবী ﷺ দুআ ক'রে গেছেন এবং বলে গেছেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে পূজ্য-প্রতিমা বানিয়ে দিয়ো না। "আল্লাহ সেই জাতির প্রতি রাগান্বিত, যারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ (সিজদা ও নামাযের স্থান) বানিয়ে নিয়েছে।" *(মালেক, মিশকাত ৭৫০নং)*

মহানবী ﷺ-এর অসুস্থ থাকার সময় তাঁর কিছু স্ত্রী হাবশার 'মারিয়াহ' নামক গির্জার কথা আলোচনা করছিলেন। তাঁদের মধ্যে উম্মে সালামা ও উম্মে হাবীবা হিজরতের সময় তা দেখেছিলেন। সুতরাং তাঁরা তাঁর সৌন্দর্য ও ছবি বা মূর্তির কথা উল্লেখ করলেন। তা শুনে নবী ﷺ বললেন, "ওরা এমন লোক, যাদের কোন নেক লোক মারা গেলে ওরা তাঁর কবরের উপর মসজিদ বানাত এবং তার মাঝে তাঁর ছবি বা মূর্তি বানিয়ে রাখত। ওরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক।" *(বুখারী-মুসলিম)*

উপরোক্ত হাদীসসমূহে কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেওয়ার অর্থ হল ঃ-

(ক) কবরের দিকে মুখ ক'রে নামায পড়া।

(খ) কবরের উপর বা কবরকে সিজদা করা।

(গ) তার উপর মসজিদ নির্মাণ করা।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথ অনুসরণ করবে বিঘত-বিঘত এবং হাত-হাত (সম) পরিমাণ। এমনকি তারা যদি গো-সাপের

(সান্ডা)র গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরাও তাদের পিছনে পিছনে যাবে। (এবং তাদের কেউ যদি রাস্তার উপর প্রকাশ্যে সঙ্গম করে, তাহলে তোমরাও তা করবে!)" সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ইয়াহুদ ও নাসারার অনুকরণ করার কথা বলছেন?' তিনি বললেন, "তবে আবার কার?" *(বুখারী, মুসলিম ২৬৬৯, হাকেম, আহমাদ, সহীহুল জামে' ৫০৬৭ নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "পূর্ববর্তী জাতির সকল আচরণ এই উম্মত গ্রহণ ক'রে নেবে।" *(সহীহুল জামে' ৭২১৯নং)*

করেছেও তাই। তাদের মতোই এ জাতিরও বহু মানুষ কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে এবং সুখে-দুঃখে সেখানে গিয়ে সিজদা করছে।

প্রতিবেশীর অমুসলিমদের দেখাদেখিও মাটির নিচে স্থাপিত মূর্তির পূজা দেদার ক'রে চলেছে। কবি বলেছেন,

"তওহীদের হায় এ চির-সেবক ভুলিয়া গিয়াছি সে তকবীর,
দুর্গা নামের কাছাকাছি প্রায় দর্গায় গিয়া লুটাই শির।
ওদের যেমন রাম-নারায়ণ মোদেরও তেমনি মানিক পীর,
ওদের চাউল ও কলার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে মোদের ক্ষীর।
ওদের শিব ও শিবানীর সাথে আলি-ফাতেমার মিতালি বেশ,
হাসানে করেছি কার্তিক আর হোসেনে করেছি গজ-গণেশ।
কেউ-বা হইল গজানন মিয়া হারাধন খাঁ ও রাবণ শেখ,
সীতা বিবি আর ভগবতী বিবি হেন বিবিগণও হল অনেক।"

যদিও মহানবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ (বা সাদৃশ্য অবলম্বন) করবে, সে সেই জাতির দলভুক্ত।" *(আবূ দাউদ, সঃ জামে' ৬১৪৯নং)*

যে জাতিকে বলা হয়েছিল, 'আল্লাহ ছাড়া সিজদা হারাম।' সে জাতি সে 'হারাম' অমান্য করে।

আব্দুল্লাহ বিন আবী আউফা ؓ বলেন, "মুআয যখন শাম (দেশ) থেকে ফিরে এলেন, তখন নবী ﷺ-কে সিজদা করলেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "এ কী মুআয?" মুআয বললেন, 'আমি শাম গিয়ে দেখলাম, সে দেশের লোকেরা তাদের যাজক ও পাদ্রীগণকে সিজদা করছে। তাই আমি মনে মনে চাইলাম যে, আমরাও আপনাকে সিজদা করব।' তা শুনে তিনি ﷺ বললেন "খবরদার! তা করো না। কারণ, আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সিজদা করতে কাউকে আদেশ করতাম, তাহলে মহিলাকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে।......" *(ইবনে মাজাহ ১৮৫৩ নং, আহমাদ ৪/৩৮১, ইবনে হিব্বান ৪১৭১ নং, হাকেম ৪/১৭২, বাযযার ১৪৬১নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২০৩নং)*

শরীয়তে নিষেধ ছিল, কবরকে ঈদ বানিয়ে নিয়ো না।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা আমার কবরকে ঈদ বানিয়ে নিয়ো না। তোমাদের ঘরকে কবর বানিয়ে নিয়ো না। তোমরা যেখানেই থাক, সেখান থেকেই আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কারণ তোমাদের দরূদ আমার নিকট (ফিরিশ্তার মাধ্যমে) পৌঁছে যায়।" *(আহমাদ ২/৩৬৭, আবূ দাঊদ ১৭৮০নং)*

সুহাইল বলেন, একদা (নবী ﷺ-এর নাতির ছেলে) হাসান বিন হাসান বিন আলী আমাকে কবরের নিকট দেখলেন। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেই সময় তিনি

ফাতেমার বাড়িতে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। আমি উপস্থিত হলে তিনি বললেন, 'এসো খানা খাও।' আমি বললাম, 'খাবার ইচ্ছা নেই।' অতঃপর তিনি বললেন, 'কী ব্যাপার যে, আমি তোমাকে কবরের পাশে দেখলাম?' আমি বললাম, 'নবী ﷺ-কে সালাম দিলাম।' তিনি বললেন, 'যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সালাম দেবে।' অতঃপর তিনি বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা আমার কবরকে ঈদ বানিয়ে নিয়ো না। তোমাদের ঘরকে কবর বানিয়ে নিয়ো না। তোমরা যেখানেই থাক, সেখান থেকেই আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কারণ তোমাদের দরূদ আমার নিকট (ফিরিশ্তার মাধ্যমে) পৌঁছে যায়। আল্লাহ ইয়াহুদকে অভিশাপ করুন। কারণ তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ (সিজদা ও নামাযের স্থান) বানিয়ে নিয়েছে।" (এ ব্যাপারে এখানে) তোমরা এবং উন্দুলুসের লোকেরা সমান।' *(সুনান, সাঈদ বিন মানসূর, আহকামুল জানায়েয, আলবানী ২২০পৃঃ)*

বলাই বাহুল্য যে, পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবর মহানবী ﷺ-এর কবর। সেই কবরকে ঈদ বা মিলনক্ষেত্র বানাতে নিষেধ করা হয়েছে। তাহলে তাঁর কবরের চাইতে কোন নিম্নমানের কবরকে ঈদ বানিয়ে নেওয়া বৈধ হতে পারে কি?

আবার উক্ত নিষেধাজ্ঞার সাথে আরও একটি নিষেধাজ্ঞা হল, "তোমরা তোমাদের ঘরকে কবর বানিয়ে নিয়ো না।" অর্থাৎ, তাতে নামায, দুআ ও কুরআন তিলাঅত বর্জন ক'রে কবর বানিয়ে নিয়ো না। যেহেতু সেসব ইবাদত কবরস্থানে বৈধ নয়। বিধায় তোমরা ঘরে ইবাদত কর এবং কবরের ধারে-পাশে করো না। যেমন খ্রিস্টান ও মুশরিকরা ক'রে থাকে।

লক্ষণীয় যে, আহলে বায়তের শ্রেষ্ঠ তাবেঈ উক্ত হাদীস থেকে এই কথাই বুঝেছেন যে, দরূদ ও সালামের জন্য কবরের কাছে যাওয়া জরুরী নয়। বরং পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে তাঁর উপর দরূদ ও সালাম পড়া হবে, সেখান হতেই ফিরিশ্তার মাধ্যমে অতি সত্বর তাঁর উপর পেশ করা হবে। মসজিদে নববীর মাইকে যে দরূদ পড়া হবে, সে দরূদ যেভাবে তাঁর নিকট পৌঁছবে, বাংলার পর্ণকুটির থেকে নিঃশব্দে যে দরূদ পড়া হবে, সেই দরূদও একইভাবে তাঁর নিকট পৌঁছবে।

এ হল দরূদ ও সালাম পড়ার কথা। পক্ষান্তরে অন্য কারো কবরের নিকট জমায়েত হয়ে নানা ধরনের ইবাদত করা কী? সেখানে উরস-উৎসব পালন করা কী? নির্দিষ্ট দিনে ভক্তদের একত্রে শ্রদ্ধা ও নিয়ায নিবেদন করা কী? নিঃসন্দেহে তা দর্গা বা কবর পূজা। অথচ পূজাই ইসলামে নিষিদ্ধ। যেহেতু পূজা কেবল গায়রুল্লাহরই করা হয়, আর তা শির্ক এবং সবচেয়ে বড় গোনাহর কাজ।

উপরন্তু কবর-যিয়ারতে যাওয়া যায়। কাছে হলে শরয়ী উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা যায়। কিন্তু দূরের কবর যিয়ারতে যাওয়ার উদ্দেশ্য কী? দূরের কবর যিয়ারতের জন্য সফর করা, ট্রেন-বাস বা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে দূর-দূরান্ত থেকে জমায়েত হওয়ার উদ্দেশ্য কী? নিশ্চয় শরয়ী ছাড়া অন্য কিছু।

দূরের কবর যিয়ারতে গেলে কি বেশি সওয়াব পাওয়া যায় অথবা আখেরাত বা মরণকে বেশি স্মরণ হয়? তা নিশ্চয়ই নয়।

কোন বুযুর্গের কবর যিয়ারতে গেলে কি বেশি সওয়াব পাওয়া যায় অথবা আখেরাত বা মরণকে বেশি স্মরণ হয়? তা নিশ্চয়ই নয়। তাহলে উদ্দেশ্য আরো কিছু। নিশ্চয় তাতে চাওয়া-পাওয়ার অন্য ব্যাপার আছে। আর তাতে হয় শির্ক। এ জন্যই তিনটি মসজিদ

(অনুরূপ কুবার মসজিদ) ছাড়া বর্কত ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে অন্য কোন মসজিদ, মাযার বা ঐতিহাসিক স্থান যিয়ারত করার জন্য সফর করা নিষেধ। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى)).

অর্থাৎ, তিনটি মসজিদ ছাড়া সফর করা যাবে না, (মক্কার) মাসজিদে হারাম, (মদীনার) আমার এই মসজিদ এবং (জেরুজালেমের) মাসজিদে আক্বসা। *(বুখারী-মুসলিম)*

অবশ্য তার মানে এই নয় যে, কাছে হলে বর্কত নেওয়ার জন্য মাযারে যাওয়া যাবে।

হাদীসের মানে এও নয় যে, কেবল কোন মসজিদ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর থেকে সফর করা যাবে না। বরং মসজিদ ছাড়া মাযার, কবর, ঐতিহাসিক স্থান, যেমন গারে সওর, হিরা গুহা, বদর, উহুদ, তূর পাহাড় ইত্যাদি জায়গাও সফর করা যাবে না। উক্ত হাদীস থেকে এ কথাই বুঝেছেন সাহাবাগণ।

সাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী ؓ-এর সঙ্গে একদল লোকের দেখা হল। তিনি জানতে পারলেন যে, তারা তূর যাচ্ছে। সুতরাং তিনি তাদেরকে উক্ত হাদীস শুনালেন।

সাহাবী আবূ বাসরাহ ؓ-এর সঙ্গে আবূ হুরাইরা ؓ-এর দেখা হল। আবূ বাসরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোত্থেকে আসছেন?' তিনি বললেন, 'তূর থেকে, যেখানে আল্লাহ মূসার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।' আবূ বাসরা বললেন, 'আপনার যাওয়ার পূর্বে যদি আপনার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো, তাহলে আমি আপনাকে খবর দিতাম। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "তিনটি মসজিদ ছাড়া সফর করা যাবে না, (মক্কার) মসজিদে হারাম, (মদীনার) আমার এই মসজিদ এবং (জেরুজালেমের) মসজিদে আক্বসা।" *(ত্বাহাবী ১/২৪৪)*

ক্বাযআহ বলেন, 'আমি তূর যাওয়ার সংকল্প করলাম। সুতরাং এ ব্যাপারে ইবনে উমার ؓ-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তুমি কি জান না যে, নবী ﷺ বলেছেন, "তিনটি মসজিদ ছাড়া সফর করা যাবে না.....।" *(আখবারু মাক্কাহ, আযরাক্বী ৩০৪পৃঃ, আহকামুল জানায়েয আলবানী ২২৬পৃঃ)*

আর বিদিত যে, তূর পাহাড় কোন মসজিদ নয়, বরং সেটি একটি ঐতিহাসিক জায়গা।

সুতরাং সাধারণভাবে সকল স্থানই উদ্দিষ্ট উক্ত হাদীসে। এ কথাই বুঝেছেন প্রসিদ্ধ ও গণ্যমান্য উলামায়ে কিরাম। যেমন আবূ মুহাম্মাদ জুওয়াইনী, ইবনে তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়েম প্রমুখ উলামাগণ। অনুরূপই বুঝেছেন উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ আলেম শায়খ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী। তিনি বলেছেন,

(كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع معظمة بزعمهم يزورونها ويتبركون بها، وفيه من التحريف والفساد ما لا يخفى، فسد ﷺ الفساد، لئلا يلحق غير الشعائر بالشعائر، ولئلا يصير ذريعة لعبادة غير الله، والحق عندي أن القبر، ومحل عبادة ولي من الاولياء والطور كل ذلك سواء في النهي).

অর্থাৎ, জাহেলী যুগের লোকেরা তাদের ধারণাপ্রসূত তা'যীমযোগ্য (শরীফ) স্থানগুলির সফর করত, তার যিয়ারত করত এবং তার মাধ্যমে বর্কত কামনা করত। অথচ তাতে ছিল এমন বিকৃতি ও বিঘ্ন, যা অস্পষ্ট নয়। তাই নবী ﷺ বিঘ্ন (বা ফাসাদের দরজা) বন্ধ ক'রে দিলেন। যাতে প্রতীকসমূহ অপ্রতীকসমূহের সাথে মিলিত না করা হয়। যাতে গায়রুল্লাহর ইবাদতের মাধ্যম না হয়ে যায়। আর আমার নিকট সঠিক এই যে, কবর, কোন অলীর ইবাদতের স্থল ও তূর, এর প্রত্যেকটাই (যিয়ারত-সফর) নিষেধে সমান। *(হুজ্জাতুল্লাহিল বা-লিগাহ ১/১৯২)*

কেউ কেউ বলেন, 'যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর হারাম নয়, মকরূহ। কারণ কোন কোন বর্ণনায় এসেছে,

((لاَ يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ......))

অর্থাৎ, সওয়ারী প্রস্তুত করা বা সফর করা সঙ্গত নয়। *(আহমাদ ১১৬০৯নং)*

তাঁরা বলেন, 'সঙ্গত নয়, না করাই ভাল। তবে অবৈধ বা হারাম নয়।'

কিন্তু প্রথমতঃ উক্ত বর্ণনা সহীহ নয়।

দ্বিতীয়তঃ 'সঙ্গত নয়' মানেও 'অবৈধ' বা 'হারাম'। তার প্রমাণ নিম্নরূপ ঃ-

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ} (١٨) سورة الفرقان

অর্থাৎ, ওরা বলবে, 'পবিত্র ও মহান তুমি! আমাদের জন্য সঙ্গত ছিল না যে, তোমার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করি। *(ফুরক্বান ঃ ১৮)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( لاَ يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّاناً )) . رواه مسلم

"কোন মহাসত্যবাদীর জন্য অভিসম্পাতকারী হওয়া সঙ্গত নয়।" *(মুসলিম)*

(( إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ )) . رواه أَبُو داود

"আগুনের মালিক (আল্লাহ) ছাড়া আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া আর কারো জন্য সঙ্গত নয়।" *(আবূ দাঊদ)*

((إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّد..)). رواه مسلم

"মুহাম্মাদের বংশধরের জন্য সাদকা সঙ্গত নয়।" *(মুসলিম)*

সকলেই মানবেন যে, এ উক্তিগুলিতে নিশ্চয় হারামের অর্থই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অনেকের নিকট তা মকরূহও নয়, বরং বৈধ বা বিধেয়। *(দ্রঃ আহকামুল জানায়েয, আলবানী ২২৯-২৩০)*

বরং অনেকের নিকট অনুরূপ যিয়ারতে যিয়ারতকারীর 'হজ্জ' হয়ে যায়! আর সেটা নাকি 'গরীবের হজ্জ'! সুতরাং আল্লাহই রক্ষাকর্তা।

অথচ একই অর্থ বুঝে উমার ﷺ বাইআতুর রিয্ওয়ানের গাছ কেটে ফেলেছিলেন, যখন দেখেছিলেন যে, লোকেরা সেই গাছের নিচে ভিড় করছে।

একদা এক হজ্জ-সফরে তিনি দেখলেন, লোকেরা কোন এক জায়গায় নামায পড়ার জন্য প্রতিযোগিতামূলক ভিড় লাগিয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার?'

লোকেরা বলল, 'যে জায়গায় নবী ﷺ নামায পড়েছেন, সেই জায়গাতে ওরা নামায পড়ার জন্য প্রতিযোগিতা করছে।' তিনি বললেন,

**هكذا هلك أهل الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا ، من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل.**

অর্থাৎ, এইভাবেই আহলে কিতাব ধ্বংস হয়েছে, তারা তাদের নবীদের স্মৃতি-স্থানগুলোকে গির্জা বানিয়ে নিয়েছে। সুতরাং ঐ জায়গায় যার নামাযের সময় হয়, সে যেন নামায পড়ে নেয়। আর যার নামাযের সময় হয় না, সে যেন সেখানে (অন্য) নামায না পড়ে। *(ইবনে আবী শাইবাহ ৭৫৫০নং)*

তাওহীদের বাগিচার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইসলামের প্রাথমিক সৈনিকদের এই তৎপরতা ছিল। যা পরবর্তীকালের মুসলিম নামধারী মুশরিকরা তছনছ ক'রে ফেলেছে। তাওহীদের সেই বাগানে শির্ক ও বিদআতের আবর্জনা ফেলেছে। ধ্বংস ক'রে দিয়েছে সাজানো সেই বাগানকে। যেথায় এখনও সুসজ্জিত ও সুশোভিত আছে, সেখানেও তারা নাপাক হামলা চালিয়ে অথবা নানা অপবাদের ঝড় সৃষ্টি ক'রে বিনষ্ট করার শত অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তাওহীদের পতাকা কোনদিন অবনমিত হওয়ার নয়। নবী ও সাহাবাদের পথের পথিক তাওহীদের পতাকাবাহী কিয়ামতের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে।

কবরপূজারীরা কবরে আলো জ্বালায়। মোমবাতি, তেলবাতি অথবা বৈদ্যুতিক আলোয় কবরকে আলোকিত ক'রে রাখে। যে আলো দ্বারা না কোন জীবিত উপকৃত হয়, আর না সমাধিস্থ মৃত। অথচ এটি একটি আপত্তিকর বিদআত। এতে খামোখা অর্থ অপচয় হয়। পরন্তু তাতে অগ্নিপূজকদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা হয়। আসলে তার মাধ্যমে সমাধিস্থ ভক্তিভাজনের প্রতি ভক্তি প্রকাশ ও নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে আলো দান করা হয়। এই জন্য দিনের বেলাতেও জ্বালানো থাকে অনেক প্রদীপ। আর তাতে শির্ক অবশ্যই হয়।

কবরস্থ ব্যক্তির তা'যীমের জন্যই ধূপ-ধুনো দেওয়া হয়। যদিও তার অপর প্রান্তে গাঁজাখোর সাঁই-ফকীরদের গাঁজা-তামাকের ধূমোয় ধূমায়িত হয় সেই তা'যীমী পরিবেশ।

মাটির ঘোড়া পেশ করা হয় কবরস্থ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে। পৌত্তলিকদের অনুকরণে মূর্তি দান করা হয়। সত্যি ঘোড়া দিতে না পারলেও গরীব ভক্তের নিকট থেকে মূর্তি ঘোড়া কবুল হবে বৈকি বাবার কাছে!

সৌন্দর্যখচিত মূল্যবান চাদর চড়ানো হয়। কবরের সৌন্দর্য-বর্ধনের কাজ করে এই চাদর। আর তাতেই শির্কী দৃষ্টি আকর্ষণ হয়।

পুষ্পস্তবক রাখা হয় কবরের উপর। কুরআন-খানি হয়। মীলাদ হয়। কেউ বা সুগভীর ভক্তিতে কবরের পাশে ধ্যানমগ্ন হয়। কেউ বা কবরকে জড়িয়ে ধরে। কেউ বা মুনাজাতের দু'টি হাত তুলে কবরের কাছে ভিক্ষা করে। যে হাত উঠানো দরকার ছিল আল্লাহর কাছে, সেই হাত উঠে কবরের কাছে!

কবরবাসীকে নাজাতের অসীলা বা বিপদে সুপারিশকারী মানা হয়, তার অসীলায় দুআ করা হয়। তার নামে আল্লাহর উপর কসম খাওয়া হয়! তার নিকট সাহায্য, সন্তান, সম্পদ, সুখ ও বিপদ মুক্তি চাওয়া হয়। যা একমাত্র আল্লাহর কাছে পাওয়া যায়।

অনেকে কবরের পাশে ধ্যান ও যিক্র করে, নামায পড়ে। কী জানি কার উদ্দেশ্যে?

আল্লাহর উদ্দেশ্যে, নাকি কবরের উদ্দেশ্যে?

অনেকে কবরের নিকট বসে বা স্পর্শ করে তাবার্রুক নেয়, কবর বা মাযার চুম্বন বা স্পর্শ ক'রে গায়ে মাখে। অথচ চুম্বন বা স্পর্শ করার জড়-পদার্থ এ বিশ্বের কেবল এক জায়গাতেই আছে। কা'বা-গৃহে স্থাপিত হাজারে আসওয়াদকে চুম্বন বা স্পর্শ করতে হয়। আর রুক্নে য়্যামানীকে কেবল স্পর্শ করতে হয়।

সারা বিশ্বে কেবল একটা গৃহই আছে, যার তওয়াফ করতে হয়। কিন্তু মুশরিকরা নিজেদের ভক্তিভাজনের কবর বা মাযারও তওয়াফ করে।

কা'বাগৃহেরই মুলতাযামে বুক লাগিয়ে দুআ করতে হয়। কিন্তু মুশরিকরা কবরের দেওয়ালে বা মাযারে কপাল, গাল বা পেট লাগিয়ে দুআ করে।

কোন মাযারে সন্তানহীন মেয়েরা সন্তান লাভের আশায় নির্দিষ্ট জায়গায় যোনি দ্বারা স্পর্শ করে!

ভক্তরা নযর নিয়ায পেশ করে। অথচ নযর একটি ইবাদত, যা কেবল আল্লাহর নামে মানতে হয় এবং পুরা করতে হয়।

ভক্তরা তা'যীম ক'রে কবরের দিকে পিঠ করে না, যে তা'যীম কা'বার জন্যও বৈধ নয়। এই জন্য কবর যিয়ারতের পর উল্টাপায়ে ও কবরকে সামনে ক'রেই ফিরে আসে।

কবরের উদ্দেশ্যে পশুবলি দেয় ভক্তরা। নচেৎ দান করে গরু, খাসি, হাস-মুরগী, চাল-মিষ্টি ইত্যাদি।

অথচ কবরের কাছে আল্লাহর উদ্দেশ্যেও পশু যবেহ করা অবৈধ ইসলামে। নবী ﷺ বলেছেন,

« لاَ عَقرَ فِي الإِسْلاَم » ، قال عبد الرزاق : كَانُوا يَعقِرُونَ عِندَ القَبرِ بَقَرَةً أو شَاة .

অর্থাৎ, ইসলামে (কবরের পাশে) যবেহ নেই।

আব্দুর রায্যাক বলেন, (জাহেলী যুগের লোকেরা কবরের কাছে গরু অথবা ছাগল যবেহ করত। *(আবূ দাউদ ৩২২২, সিঃ সহীহাহ ২৪৩৬নং)*

যাবেত বিন যাহ্হাক ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যামানায় এক ব্যক্তি নযর মানল যে, সে বুয়ানাহ নামক জায়গায় একটি উট কুরবানী (নহর) করবে। সুতরাং লোকটি নবী ﷺ-এর কাছে এসে সে কথা উল্লেখ করল (এবং সে নযর পালন করতে কোন বাধা আছে কি না, তা জানতে চাইল)। নবী ﷺ লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন? "সেখানে কি জাহেলী যুগের কোন পূজ্যমান প্রতিমা ছিল?" লোকেরা বলল, 'জী না।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "সেখানে কি সে যুগের কোন ঈদ (মেলা) হত?" লোকেরা বলল, 'জী না।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তাহলে তুমি তোমার নযর পালন কর। যেহেতু আল্লাহর নাফরমানী ক'রে কোন নযর পালন করা যাবে না এবং আদম সন্তানের সাধ্যের বাইরে মানা কোন নযর পালন করতে হয় না।" *(আবূ দাউদ ৩৩১৩নং, ত্বাবারানী)*

কবরের নিকটে বিতরিত মিষ্টান্ন ইত্যাদি 'তবর্রুক'কে বর্কতময় বলে গ্রহণ ও ভক্ষণ করে ভক্তরা। সেখানকার কুয়া বা পুকুরের পানিকে পবিত্র মনে করে। বরং সেখানকার মাটিও পবিত্র তাদের নিকটে। তাই সে জায়গা 'শরীফ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অথচ কোন বস্তু বা স্থানকে 'শরীফ' বলার আগে শরয়ী স্বীকৃতির প্রয়োজন আছে।

বর্তমানে বাঁধানো কবর মানেই তার বাসিন্দা একজন আল্লাহর অলী। সঊদী আরবে প্রবাসী এক ভাই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হুজুর! সঊদী আরবে কি কোন আল্লাহর অলী নেই?'

আমি বললাম, 'এ প্রশ্ন কেন? আল্লাহর অলী তো সব দেশেই থাকবেন।'

তিনি বললেন, 'কই, কোন বাঁধানো কবর বা মাযার তো চোখে পড়ে না।'

আমি বললাম, 'ঠিকই বলেছেন। তার কারণ শরীয়তে কবর বাঁধানো ও মাযার বানানো নাজায়েয। আমাদের দেশে সে শরীয়ত লোকে মানে না, তাই যেখানে-সেখানে বাঁধানো কবর ও মাযার দেখা যায়। আর বিশেষ ক'রে রেল-লাইন বা পথের ধারে বেশি দেখা যায়, যাতে তার অসীলায় কিছু লোকের রুযী-রুটিও উপার্জন হয়।'

তিনি বললেন, 'শরীয়তে কবর বাঁধানো ও মাযার বানানো নাজায়েয হলে হুজুর পাকের কবরে কেন রওযা ও তার উপরে সবুজ গম্বুজ বানানো আছে এবং তাঁর কবরের উপর চাদর চড়ানো আছে?'

আমি বললাম, ভুল কথা। মহানবী ﷺ-এর কবরের উপর মাযার বা ঘর তৈরি হয়নি। বরং তাঁর কবরই হয়েছিল ঘরের ভিতরে, মা আয়েশার ঘরের ভিতরে। কারণ নবীদের যেখানে ইন্তিকাল হয়, সেখানেই তাঁদের কবর হয়। পরবর্তীতে লোকে সেই ঘরকে ঐভাবে সাজিয়ে দিয়েছে। আর চাদর তাঁর কবরের উপরে নেই। আমরা ফাঁক দিয়ে যে গেলাফ দেখতে পাই, তা ঐ ঘরের দেওয়ালে লাগানো আছে। ভিতরে তাঁর কবর বাঁধানোও নেই। ইন্টারনেটে তাঁর চাদর-চড়ানো কবরের যে ছবি দেখানো হয়েছে, তা আসলে জালালুদ্দীন রূমীর কবর। তাঁর কবর নয়। আর 'রওযা' নবী ﷺ-এর কবর বা মা আয়েশার ঘরকে বলা হয় না। 'রওযা' মানে বাগান। আর তা হল মা আয়েশার ঘর ও নবী ﷺ-এর মিম্বরের মধ্যবর্তী জায়গা। তিনি বলেছেন,

((مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ)).

অর্থাৎ, আমার ঘর ও মিম্বরের মাঝে জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান আছে। *(বুখারী-মুসলিম)*

এখানে দেখবেন, লোকেরা নামায পড়ার জন্য ভিড় ক'রে থাকে।

আর তাঁর কবর মসজিদের ভিতরেও হয়নি। পরবর্তীতে মসজিদ সম্প্রসারিত করতে গিয়ে তা মাঝে পড়ে গেছে। কিন্তু তা মসজিদ থেকে পৃথক ও চারিদিক ঘেরা আছে। তার বাইরেও পিতলের রেলিং দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে, যাতে কেউ তাঁর ঘরের দেওয়াল স্পর্শ ক'রে শির্ক না করে। পূর্ব দিক রেলিং দিয়ে বন্ধ করা আছে, যাতে কেউ তওয়াফ না করতে পারে। তবুও সারা বিশ্ব থেকে আগত মাযারীদেরকে দেখেছেন, তারা কত শতভাবে রেলিং স্পর্শ করার চেষ্টা করে। কা'বা-গৃহকে নিয়ে তারা কতভাবে শির্ক করে, মাক্বামে ইব্রাহীমকে স্পর্শ ও চুম্বন ক'রে শির্ক করে, ঐতিহাসিক জায়গাগুলো দেখতে গিয়ে কত রকমের শির্ক ও বিদআত করে।

স্বদেশে মাযারের আশে-পাশে ঝরনার পানি পবিত্র বলে পান করে এবং তাতে আরোগ্য ও বর্কতের আশা রাখে। মক্কাতে এসেও যমযমের পানি পান করে অথবা না করে, বৃষ্টিতে কা'বা-গৃহের ছাদ-ধোওয়া পানি অতি পবিত্র ও বর্কতময় বলে গ্লাসে ধরে পান করে, তাতে গোসল করে!

স্বদেশে কবরের চাদর বর্কতরূপে ব্যবহার করে, তাবীয বানায়। (লুকিয়ে) কা'বার

গেলাফেরও সুতো বের ক'রে দেশে গিয়ে তাবীয বানায়। মক্কা-মদীনার মাটি নিয়ে গিয়ে তাবীয বানায়। যেমন মাযারের 'ধুলফুল' খায় ও তাবীযরূপে ব্যবহার করে।

তারা মুশরিকের দেশেও মাযারী, তাওহীদের দেশেও এসে মাযারী থাকে। অর্থ ব্যয় ক'রে তাদের স্থান পরিবর্তন হয়, কিন্তু মন তো পরিবর্তন হয় না। হজ্জ ক'রে সদ্যজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে ফিরে যাওয়ার বদলে আরও বেশি মুশরিক হয়ে ফিরে যায়। ফাল্লাহুল মুস্তআন।

## আরো কিছু সন্দিহান ও তার নিরসন

❁ অনেক মুশরিক বলে থাকে, 'আমি মাযার গেলে মুশরিক হই কীভাবে? আমি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বলি। আমি নামায-রোযা করি.....' ইত্যাদি।

আমরা বলি, তুমি যদি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মানে বুঝতে, তাহলে অবশ্যই মাযার যেতে না। অথবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কলেমাই পড়তে না, যেমন আবূ জাহল তার মানে বুঝেছিল বলেই তা পড়েনি। সে জানত, এই কলেমা পড়লে 'লাত-মানাত'-এর কাছে যাওয়া যাবে না। কিন্তু তুমি বুঝনি যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) মা'বূদ বা ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। সাহায্যকারী বা প্রার্থনাস্থল কেউ নেই।' তাই তুমি মাযারে প্রার্থনা করতে যাও। মাযারে প্রণাম বা প্রণিপাত কর। অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا} (٣٦) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না। *(নিসাঃ ৩৬)*

{وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} (٨٨) سورة القصص

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডেকো না, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। *(ক্বাস্বাস্বঃ ৮৮)*

{وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ}

অর্থাৎ, আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে আহবান করো না, যা না তোমার কোন উপকার করতে পারে, না কোন ক্ষতি করতে পারে। বস্তুতঃ যদি এইরূপ কর, তাহলে তুমি অবশ্যই যালেমদেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। *(ইউনুসঃ ১০৬)*

তুমি তোমার নামাযের প্রত্যেক রাকআতেই বল,

{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (٥) سورة الفاتحة

অর্থাৎ, আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই। *(ফাতিহাহঃ ৫)*

আর নামাযের তাশাহহুদে বল,

اَلتَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ.....

অর্থাৎ, মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক যাবতীয় ইবাদত আল্লাহর নিমিত্তে।

অথচ সে বলার সাথে তোমার কাজের মিল নেই। তাহলে যা বল, নিশ্চয় তা বুঝো না। আবূ জাহল কলেমা না পড়ে মুশরিক, আর তুমি কলেমা পড়েও মুশরিক। কারণ,

তোমার ঐ পড়া-না পড়া উভয়ই সমান।

তাছাড়া কলেমা মুখে বললেই হয় না। ঈমান তিনটি জিনিসের সমষ্টির নাম, অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার ও কাজে পরিণত করা। অন্তরে তোমার সঠিক বিশ্বাস নেই। মুখে স্বীকার করলেও কাজে আমল নেই। এই জন্য তুমি কলেমা পড়েও মুশরিক। 'স্বাধীন' পার্টির শ্লোগান দিয়ে বেড়ালেও ভোট দেওয়ার সময় যদি তুমি 'সর্বাধীন' পার্টিকে দাও, তাহলে লোকে তোমাকে হয় কপট বলবে, না হয় 'সর্বাধীনী'ই বলবে, 'স্বাধীনী' বলবে না।

۞ মুশরিকরা বলে, 'আমরা অলীর ইবাদত করি না। আমরা তাঁর কাছে দুআ চাই। কারণ তিনি বুযুর্গ এবং আল্লাহর কাছে তাঁর বড় মর্যাদা আছে।'

আমরা বলি,

(ক) মাযারে গিয়ে নযর-নিয়ায পেশ ক'রে দুআ চাওয়াটাও শির্কের পর্যায়ভুক্ত। নূহ নবীর সম্প্রদায় এইভাবেই দুআ করতে যেতো। তারপর ধীরে ধীরে শুরু হল সেই থেকে মূর্তিপূজা। অতঃপর তুফান এসে তাদেরকে গ্রাস করেছিল।

(খ) মাযারের অলী তো এ জগতে থাকেন না। তিনি থাকেন মধ্য জগতে। তিনি আমাদের কোন খবর জানতে পারেন না। (দাফনের অব্যবহিতকাল পরবর্তী সময় ছাড়া) কোন শব্দ শুনতে পান না। তাহলে তাঁর কাছে দুআর আবেদন জানানো নিশ্চয়ই ভুল।

দুআ চাইতে কোন পরলোকগত বুযুর্গের কাছে যাওয়া হয় না। বরং কোন জীবিত বুযুর্গের কাছে যাওয়া চলে। যেমন সাহাবাগণ আল্লাহর নবী ﷺ-এর কবরের কাছে গিয়ে তাঁর দুআ চাননি, বরং জীবিত সাহাবী তাঁর চাচা আব্বাসের দুআ চেয়েছিলেন। আর মৃত মানুষের আমলও বন্ধ থাকে। তার জন্য জীবিত লোকে দুআ করলে কাজে লাগে, সে কারো জন্য দুআ করতে পারে না।

মহানবী ﷺ বলেন, "আদম সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার তিন প্রকার আমল ছাড়া অন্য সব রকম আমলের ধারা বন্ধ হয়ে যায়; সাদকাহ জারিয়াহ (বহমান দান খয়রাত, মসজিদ নির্মাণ করা, কূপ খনন ক'রে দেওয়া ইত্যাদি) অথবা ইল্‌ম (জ্ঞান-সম্পদ), যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় অথবা সুসন্তান, যে তার জন্য নেক দুআ করতে থাকে।" *(মুসলিম)*

(গ) 'আমাদের জন্য সুপারিশ করবে, আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য দান করবে'--- এই আশা রেখেই তো মক্কার মুশরিকরা মূর্তিপূজা করত। তাহলে তারা মুশরিক হলে তোমরা মুশরিক নও কেন?

۞ মুশরিকরা বলে, 'ওয়াহাবীরা কুরআন মানে না। আল্লাহর অলীদেরকে "মৃত" বলে। অথচ তাঁরা জীবিত এবং তাঁরা সব শুনতে ও দেখতে পারেন।'

আমরা বলি, ওয়াহাবীরা কুরআন বুঝে মানে, না বুঝে মানে না। কুরআন মানে বলেই তারা বিশ্বাস রাখে যে, আউলিয়া কবরে শুনতে পান না। আর মহান আল্লাহই কুরআনে সকলকে 'মৃত' বলেছেন,

{إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ } (٣٠) سورة الزمر

অর্থাৎ, নিশ্চয় তুমি মৃত হবে এবং ওরাও মৃত হবে। *(যুমারঃ ৩০)*

তিনি বলেছেন,

{وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ}

(١٥٤) البقرة

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তা তোমরা উপলব্ধি করতে পার না। *(বাক্বারাহঃ ১৫৪)*

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} (١٦٩)

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত; তারা জীবিকা-প্রাপ্ত হয়ে থাকে। *(আলে ইমরান ঃ ১৬৯)*

সুতরাং তাঁরা সম্মানিত হয়ে জীবিত আছেন। আর সে জীবনের কথা আমাদের জ্ঞান-বহির্ভূত। সে জীবনের সাথে এ জীবনের কোন সম্পর্ক নেই, যোগাযোগ নেই। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} (١٠٠) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, তাদের সামনে বারযাখ (যবনিকা) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। *(মু'মিনূনঃ ১০০)*

তাছাড়া তা হল আল্লাহর পথে শহীদগণের কথা। পক্ষান্তরে যাদেরকে তোমরা আউলিয়া বলে ধারণা কর, তারাও কি ঐ মর্যাদার অধিকারী যে, তাদেরকে 'মৃত' বলা হবে না। আর 'মৃত' না বললেই কি কেউ ইহকালের জীবনে 'জীবিত' থেকে যায়?

۞ মুশরিকরা বলে, 'তাঁদের বিরাট মর্যাদা আছে আল্লাহর কাছে। "তাঁদের মাযার যিয়ারত করা শির্ক" বলে ওয়াহাবীরা তাঁদের সম্মানহানি করে।'

আমরা বলি, শির্কী যিয়ারতে তাঁদের সম্মান বর্ধন হয় বলে ধারণা করলেও প্রকৃতপক্ষে তাতে মহাসম্মানী আল্লাহর অমর্যাদা হয়। রাজার মুকুট দারোয়ানের মাথায় পরিয়ে দিলে যেমন রাজার অসম্মান হয়, তেমনি আল্লাহর জন্য নিবেদনীয় ইবাদত তাঁর কোন বান্দার জন্য নিবেদন করলে আল্লাহর অসম্মান হয়।

আমরা তো তাঁদের মর্যাদার কথা অস্বীকার করছি না। অবশ্যই আল্লাহর আউলিয়ার মর্যাদা আছে, মহান আল্লাহ বলেন,

{أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ}

অর্থাৎ, মনে রেখো যে, আল্লাহর বন্ধুদের না কোন আশংকা আছে, আর না তারা বিষণ্ন হবে। তারা হচ্ছে সেই লোক, যারা বিশ্বাস করেছে এবং 'তাক্বওয়া' অবলম্বন ক'রে থাকে। *(ইউনুস ঃ ৬২-৬৩)*

সুতরাং 'তাক্বওয়ার' ভিত্তিতে আল্লাহর আউলিয়া অবশ্যই মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু বাউলিয়ারা আউলিয়া নয়। আর বাউলিয়ারা কোন মর্যাদার অধিকারীও নয়। কারণ তাদের 'তাক্বওয়া'ই নেই; বরং ঈমানই নেই।

সুতরাং ওয়াহাবীদের নিকট কষ্টিপাথর হল 'তাক্বওয়া'। কোন মুশরিক মুত্তাক্বী বা আল্লাহর অলী হতে পারে না। আবার কোন আল্লাহর অলীকেও তাঁর অধিকারের বেশি মর্যাদা দান করাও ন্যায়পরায়ণতা নয়। অলীকে আল্লাহর আসন দান করা, কোন নবীকে আল্লাহর আরশে অথবা তাঁর পাশে আসীন করা নিশ্চয় বড় অন্যায়। আর সে অন্যায়ই শির্ক।

۞ মুশরিকরা বলে, 'তাঁদের প্রতি মহব্বত রাখলে, তাঁরা আমাদের জন্য কিয়ামতে

সুপারিশ করবেন।’

আমরা বলি, মহব্বত রাখার অর্থ ইবাদত করা। নযর-নিয়ায পেশ করা, প্রণাম ও প্রণিপাত করা ইত্যাদি। আর তা সুপারিশের আশায় করলে সেটাই তো মক্কার মুশরিকদের শির্ক ছিল। তাহলে তোমরাও মুশরিক হবে। আর যাকে-তাকে সুপারিশকারী মানলেই শুধু হয় না। কিছু এমন তাগূত আছে, সুপারিশের আশায় যাদের পূজা করা হয়, কিন্তু আসলে তারা সে পূজার কথা কিয়ামতে অস্বীকার করবে। প্রথমতঃ মরণের পরে তারা তাদের পূজা সম্বন্ধে বেখবর। দ্বিতীয়তঃ মুসলিম হলে তিনি সে পূজায় সন্তুষ্ট নন, রাজিও নন। কিয়ামতে সেই সকল তাগূত উপাস্য পূজারীদের দুশমন হয়ে যাবে। তাদের বিরোধী ও বিবাদী হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ } (١٤) سورة فاطر

অর্থাৎ, তোমরা তাদের আহবান করলে তারা তোমাদের আহবান শুনবে না এবং শুনলেও তোমাদের আহবানে সাড়া দেবে না। তোমরা তাদেরকে যে অংশী করছ, তা ওরা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে। আর সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)র ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারে না। *(ফাত্বির ঃ ১৪)*

{وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوم الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (٥) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ} (٦) الأحقاف

অর্থাৎ, সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? আর তারা তাদের ডাক সম্বন্ধে অবহিতও নয়। যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের উপাসনাকে অস্বীকার করবে। *(আহক্বাফ ঃ ৫-৬)*

{وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزّاً (٨١) كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّاً} (٨٢) مريم

অর্থাৎ, তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যদেরকে গ্রহণ করেছে এই জন্য যে, যাতে তারা তাদের সহায় হয়। কখনই নয়, তারা তাদের উপাসনা অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। *(মারয়্যাম ঃ ৮১-৮২)*

কিয়ামতের দিন শরীকরা তাদের শির্কের ব্যাপারে কোন দোষ স্বীকার করবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (١٧) قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْماً بُوراً (١٨) فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلا نَصْراً وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبِيراً} (١٩) سورة الفرقان

অর্থাৎ, যেদিন তিনি অংশীবাদীদেরকে একত্রিত করবেন এবং ওরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা করত তাদেরকেও, সেদিন তিনি তাদের উপাস্যগুলিকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তোমরাই কি আমার বান্দাগণকে বিভ্রান্ত করেছিলে, না ওরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল?' ওরা বলবে, 'পবিত্র ও মহান তুমি! তোমার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করতে পারি না। তুমিই তো এদেরকে এবং এদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলে; পরিণামে ওরা উপদেশ বিস্মৃত হয়েছিল এবং এক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হয়েছিল।' আল্লাহ অংশীবাদীদেরকে বলবেন, 'তোমরা যা বলতে, ওরা তা মিথ্যা মনে করেছে। সুতরাং তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং কোন সাহায্যও পাবে না।' আর তোমাদের মধ্যে যে সীমালংঘন করবে, আমি তাকে মহাশাস্তি আস্বাদ করাব। *(ফুরক্বান ঃ ১৭-১৯)*

যে ধারণা নিয়ে এবং যে আশা রেখে আল্লাহর শরীক করা হয়, সে ধারণা ও আশা কিয়ামতে ভুল প্রমাণিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ} (٩٤) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ, যেমন প্রথমবারে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম, তা তোমরা পশ্চাতে ফেলে এসেছ। তোমরা যাদেরকে (আমার) অংশী ধারণা করতে, সেই সুপারিশকারিগণকেও তোমাদের সাথে দেখছি না। তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্যই ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যা ধারণা করেছিলে, তাও উধাও হয়েছে। *(আনআম ঃ ৯৪)*

অনেক পূজিত উপাস্য জানেই না যে, তাদের পূজা করা হচ্ছে। তারা কিয়ামতেও সেই না-জানার কথা প্রকাশ ক'রে পূজার ব্যাপারে নির্লিপ্ততার কথা ঘোষণা করবে। পূজারীকে ভাসিয়ে দেবে নিরাশার অথই পানিতে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (٢٨) فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ (٢٩) هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ} (٣٠) سورة يونس

অর্থাৎ, আর স্মরণ কর, যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব। অতঃপর অংশীবাদীদেরকে বলব, 'তোমরা ও তোমাদের নিরূপিত অংশীরা স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান কর।' অতঃপর আমি তাদের পরস্পরকে পৃথক করে দেব এবং তাদের সেই অংশীরা বলবে, 'তোমরা তো আমাদের উপাসনা করতে না। বস্তুতঃ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট যে, আমরা অবশ্যই তোমাদের উপাসনা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলাম।' সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় পূর্ব কৃতকর্মগুলো যাচাই ক'রে নেবে এবং তাদেরকে তাদের প্রকৃত অভিভাবক (আল্লাহর) দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে। আর যেসব মিথ্যা (উপাস্য) তারা বানিয়ে নিয়েছিল, সেসব তাদের নিকট থেকে অদৃশ্য

হয়ে যাবে। *(ইউনুস ঃ ২৮-৩০)*

সুতরাং সকল সুপারিশ যাঁর হাতে, তাঁর কাছে চাও। তাঁর প্রতি মহব্বত রেখে সকল প্রকার ইবাদত তাঁর জন্যই সম্পাদন ক'রে তাঁকে সন্তুষ্ট কর এবং শির্ক করা থেকে দূরে থাক। তাহলেই সুপারিশ পাবে কিয়ামতে।

❁ মুশরিকরা বলে, 'মাযারে যাওয়া ভুল হলে ফল হয় কেন? সেখানে গেলে উপকার তো হয়।'

আমরা বলি, ফল বা উপকার হওয়াটাই নির্ভুলতার দলীল নয়। তোমরা নিশ্চয়ই মূর্তি ও পাথরপূজাকে শির্ক বলবে। সে পূজা নিশ্চয় ভুল। কিন্তু দেখেছ ও শুনেছ নিশ্চয় যে, পৌত্তলিকরাও উপকৃত হয়। কেউ গাছের কাছে পায়, কেউ কুমীরের কাছে, কেউ পায় কচ্ছপের কাছে। ওরা দুর্গার কাছে পায়, তোমরা দর্গার কাছে। তাহলে সবই ঠিক।

তাছাড়া সব সময় সবারই ফল হয় না। একই ভক্ত-বাড়ির এক বাঁঝা-বউ ছেলে পায়, কিন্তু ঐ বাড়িরই অন্য বছর-বিয়োনি বউ ছেলে বন্ধ করতে ফল পায় না। কেউ বেটার মা থাকে, কিন্তু বেটির মা বেটা পায় না। এই অবস্থা তাওহীদবাদীদেরও। তাহলে সঠিকতা কোথায়? সঠিকতা কি কুরআনে নয়? মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ} (٥٠)

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন; তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা দান করেন পুত্র-কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে বন্ধ্যা ক'রে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান। *(শূরা ঃ ৪৯-৫০)*

তাহলে ফলাফল কি কেবল আল্লাহর হাতে নয়? তাহলে তাঁকে ছেড়ে অন্যে বিশ্বাস কেন? অন্যের দ্বারে আঁচল পাতা কেন?

কত অন্ধ মাযারে গিয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়, কিন্তু আরো কত শত অন্ধ চির অন্ধই থেকে যায়। আর যারা পায়, তারা আল্লাহর ইচ্ছাতেই পায়। তাহলে শির্ক কেন? মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَـهٌ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ} (٤٦) سورة الأنعام

অর্থাৎ, বল, 'তোমরা আমাকে বল, আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের হৃদয় মোহর ক'রে দেন, তাহলে আল্লাহ ব্যতীত কোন্ উপাস্য আছে, যে তোমাদের ঐগুলি ফিরিয়ে দেবে? লক্ষ্য কর, কিরূপে আয়াতগুলি নানাভাবে বর্ণনা করি। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।' *(আনআম ঃ ৪৬)*

❁ মুশরিকরা বলে, 'তাহলে কারামত হয় কীভাবে?'

আমরা বলি, কারামতও ভুল-ঠিকের কোন দলীল নয়। কারণ কারামত যাকে মনে করা হয়, তা আসলে কারামত কি না, তা দেখতে হবে। তবে এ কথা ঠিক যে, আল্লাহর

অলীর কারামত আছে। কিন্তু তিনি আসলে অলী কি না এবং তাঁর সে বুযুর্গি কারামত কি না, তা বিচার্যের বিষয়।

মুশরিকরা তাদের ভক্তিভাজন দ্বারা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে দেখলেই সেটাকে কারামত মনে করে। অথচ অস্বাভাবিক ঘটনা অনেকভাবেই ঘটে থাকে। পরিকল্পিতভাবে ভক্তদের দ্বারা, কোন যন্ত্র বা জ্বিন দ্বারা, যাদু বা মন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটানো যায়। অনেক সময় কাকতালীয় কারণে ঘটনাকে অস্বাভাবিক মনে করা হয়। ঝড়ে কাক মরে, আর ফকীর সাহেবের কারামতি বাড়ে। ভক্তরা বুঝতেও চায় না যে, সেই ঘটনার সাথে ফকীর সাহেবের কোন সম্পর্ক নেই।

অনেক সময় প্রকৃতিগত কারণে কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে। না জানার ফলে ভক্তরা সেটাকেও স্থানীয় বুযুর্গের বুযুর্গি ধারণা করে। যেমন কবর থেকে আলেয়ার আলো দেখে অনেকে দূর থেকে অন্য কিছু মনে করে। ঝরনাকে 'যমযম' মনে করে।

অনেক বুযুর্গের জন্য মিথ্যা কারামতির ঘটনা বানিয়ে রটনা করা হয়। আর তাই শুনে ভক্তের দল বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারামতি চোখে কেউ দেখে না, কেবল শুনেই তার প্রতি বিশ্বাস ও অলীর প্রতি ভক্তি বেড়ে যায়। অমুক মাযারে চালের শিষ আছে, অমুকের মাযারে কাঁচা ডিম নিয়ে গেলে সিদ্ধ হয়ে যায়। অমুক সাহেব পকেটে কত টাকা আছে বলতে পারেন ইত্যাদি।

মুশরিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য বহু কাজে শয়তান সহযোগিতা করে। তাতেও ভক্তদের কারামত মনে হয়। আর তাতে শয়তানের অবশ্যই লাভ হয়। আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ}

অর্থাৎ, শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে এ জন্য আহবান করে যে, ওরা যেন জাহান্নামী হয়। *(ফাত্বির ঃ ৬)*

{يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا} (١٢٠) سورة النساء

অর্থাৎ, সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ছলনা মাত্র। *(নিসা ঃ ১২০)*

অথচ শয়তানী কর্মকান্ডকেও কারামত ভেবে ভক্তরা ধোঁকা খায়। ভাবে, নিশ্চয় তাদের ভক্তিভাজন কামেল অলী। বলা বাহুল্য, কিংবদন্তি অলৌকিক কর্মকান্ডই অধিকাংশ মানুষকে শির্কে আপতিত করেছে।

পক্ষান্তরে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিচার করলে আসল অলী সহজে চেনা যাবে। কোন অলী যদি আগুনের ভিতরে প্রবেশ করেও না পোড়েন, পানির উপর পায়ে হেঁটে যান, বাতাসে উড়ে বেড়াতে সক্ষম হন, তবুও তিনি যদি সুন্নাহর খেলাপ কাজ করেন, লম্বা গোঁফ রাখেন, নামায অথবা জামাআত ত্যাগ করেন, প্রণাম বা প্রণিপাত গ্রহণ করেন, গায়র মাহরাম মহিলাদের সাথে নির্জনতা অবলম্বন করেন, তাদের নিকট থেকে দৈহিক খিদমত নেন, তাহলে জানতে হবে তিনি আসলে ভন্ড অলী এবং তাঁর কারামতও আসলে কোন প্রতারণা।

❁ মুশরিকরা বলে, 'ওয়াহাবীরা আউলিয়াদের প্রতি মহব্বতকে "শির্ক" বলে!'

আমরা বলি, আউলিয়াদের প্রতি মহব্বত শির্ক নয়, বরং তা এক প্রকার আল্লাহর ইবাদত। আসলে মহব্বতের নামে অথবা মহব্বত প্রকাশের উদ্দেশ্যে যে সকল কাজ

করা হয়, তাই শির্ক।

❁ ওরা আরো বলে, 'ওয়াহাবীরা আম্বিয়া-আউলিয়া ভালবাসে না।'

আমরা বলি, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যেহেতু তারা আল্লাহর আম্বিয়া-আওলিয়াকে অবশ্যই ভালবাসে। নবী ﷺ-কে তো প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসে। কারণ তারা জানে যে,

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (٦) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, নবী, বিশ্বাসীদের নিকট তাদের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় এবং তার স্ত্রীগণ তাদের মা-স্বরূপ। *(আহযাবঃ ৬)*

{قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} (٢٤) سورة التوبة

অর্থাৎ, বল, তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও আত্মীয়গণ, অর্জিত ধনরাশি এবং সেই ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার অচল হওয়ার ভয় কর এবং প্রিয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বস্তুতঃ আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। *(তাওবাহঃ ২৪)*

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সেই প্রভুর কসম! যার হাতে আমার জীবন আছে, তোমরা কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন নও, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকটে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততির চেয়ে অধিক প্রিয়তর না হতে পেরেছি।" *(বুখারী ১৪নং)*

আনাস ﷺ বলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন বান্দা পূর্ণ মুমিন নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পরিবার, ধনসম্পদ এবং সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয়তর না হই।" *(মুসলিম ৪৪নং)*

একদা মহানবী ﷺ উমার বিন খাত্তাব ﷺ-এর হাত ধরে ছিলেন। উমার ﷺ তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার জীবন ছাড়া সকল জিনিস থেকে আমার নিকট প্রিয়তম।' এ কথা শুনে মহানবী ﷺ বললেন, "না। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে। যতক্ষণ না আমি তোমার নিকট তোমার জীবন থেকেও প্রিয়তম হতে পেরেছি (ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি মু'মিন হতে পারো না)। উমার ﷺ বললেন, এক্ষণে আপনি আমার জীবন থেকেও প্রিয়তম। তখন তিনি বললেন, "এখন (তুমি মু'মিন) হে উমার!" *(বুখারী)*

মহানবী ﷺ-কে সবার চেয়ে অধিক ভালবাসার ফল অতি মধুর। তাঁকে সব কিছু থেকে অধিক ভালবাসলে ঈমানের মিষ্টতা পাওয়া যায়। আনাস ﷺ বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, "যার মধ্যে তিনটি বস্তু পাওয়া যাবে, সে ঐ তিন বস্তুর মাধ্যমে ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করবে। (১) আল্লাহ ও তাঁর রসুল ﷺ তার নিকট সর্বাধিক প্রিয়তম হবে, (২) কোন ব্যক্তিকে সে একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালবাসবে এবং (৩) সে

(মুসলমান হওয়ার পর) পুনরায় কুফ্‌রীতে ফিরে যেতে এমন অপছন্দ করবে, যেমন সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।" *(বুখারী ১৬, মুসলিম ১/৬৬)*

আর সেই ভালোবাসার পরিচয় তারা তাঁকে আল্লাহর আসনে আসীন ক'রে দেয় না, বিদআতী দরূদ পড়ে অথবা বিপদে তাঁকে আহবান ক'রে মহব্বতের পরিচয় দেয় না। কারণ তা তো শির্ক। তারা ভালোবাসার পরিচয় দেয়, তাঁর আনুগত্য ক'রে। তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করে তারা। মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}

অর্থাৎ, বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' *(আলে ইমরান ঃ ৩১)*

এক তাওহীদী ভাই বলেন, রিয়ায শহরে একবার লিমুযীন (ভাড়া) গাড়িতে উঠলাম। গাড়িতে গান বাজছিল। আমি ড্রাইভারকে বললাম, 'ভাই! টেপটা বন্ধ করুন।' সে বলল, 'আপনি কি ওয়াহাবী?' বললাম, 'তা কেন?' বলল, 'গান কি হারাম নাকি?' বললাম, 'অবশ্যই গান-বাজনা হারাম।' বলল, 'কোন্ কিতাবে আছে রে ভাই হারাম বাজনা-গান?' বললাম, 'আপনি কোন্ কিতাব চেনেন?' বলল, 'কুরআন-হাদীস।' বললাম, 'কুরআন-হাদীসেই আছে, গান-বাজনা হারাম। দেখার চোখ আছে?' বলল, 'ওয়াহাবীরা রসূলকে ভালবাসে না?' বললাম, 'তা কেন? ভালবাসি বলেই তো গান বন্ধ করতে বললাম।' বলল, 'একবার মহব্বতের সাথে বলুন তো, ইয়া রাসূলাল্লাহ!' বললাম, 'এমন বলা তো জায়েয নয়।' বলল, 'বললাম না, আপনি ওয়াহাবী! ওয়াহাবীরা রাসূল ভালবাসে না।' তারপর কথা বেড়ে গেল। কিন্তু সে যে হেরে গেল সে কথা স্বীকার ক'রে গেল না। ইতিমধ্যে নামার জায়গা এসেও উপস্থিত হল।

পরন্তু তাঁর ভালোবাসা লাগামছাড়া বন্ধনহারা নয়। তাওহীদবাদীরা জানে, কাকে কেমন ভালবাসতে হয়। সংসারে মা-মেয়ে-স্ত্রী সকলকেই ভালোবাসা হয়। কিন্তু সকলকে এক রকম ভালোবাসা হয় না। পার্থক্য রেখে ভালবাসতে হয়। নচেৎ স্ত্রীকে মায়ের আসন দিলে সংসারে আগুন লাগে। স্ত্রীকে 'মা' বললে মহাসর্বনাশ হয়!

তাওহীদবাদীরা আওলিয়াকেও ভালবাসে। তবে বাউলিয়াকে নয়। আল্লাহর সকল প্রিয় বান্দাকেই তাওহীদবাদীরা ভালোবাসে। কাউকে ভালোবাসে, কাউকে বাসে না--- এমন নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

{مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ} (৯৮)

অর্থাৎ, যে আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তা (দূত)গণের, রসূল (প্রেরিত পুরুষ)গণের, জিব্রাঈল ও মীকাঈলের শত্রু হবে, সে জেনে রাখুক যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের শত্রু। *(বাক্বারাহ ঃ ৯৮)*

অর্থাৎ, এরা সবাই আমার অতীব প্রিয় বান্দা। যে এদের সাথে বা এদের কোন একজনের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, সে হবে আমার শত্রু।

হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত যে, মহান আল্লাহ বলেছেন,

((مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيّاً فَقَدْ بَارَزَنِيْ بِالْحَرْبِ)).

“যে আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা পোষণ করল, সে আসলে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।” *(বুখারী)*

অর্থাৎ, আল্লাহর কোন একজন অলীর সাথে দুশমনী রাখলে, তাঁর সকল অলীদের সাথে দুশমনী রাখা হবে; এমনকি তাঁর (আল্লাহর) সাথেও দুশমনী বিবেচিত হবে। এ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহর অলীদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা ও তাঁদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখা এত জরুরী এবং তাঁদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা এত বড় অন্যায় যে, মহান আল্লাহ তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

তবে ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করার অর্থ এটা কখনও নয় যে, মৃত্যুর পর তাঁদের কবরে গম্বুজ নির্মাণ করা হবে, বাৎসরিক উরসের নামে তাঁদের কবরে মেলার আয়োজন করা হবে, তাঁদের নামে নযর-মানত করা হবে, তাঁদের কবরকে গোসল দেওয়া হবে, তাঁদের কবরের উপর চাদর চড়ানো হবে, তাঁদেরকে প্রয়োজন পূরণকারী, বিপত্তারণ, ইষ্টানিষ্টের মালিক মনে করা হবে এবং তাঁদের কবরের সামনে হাত বেঁধে দাঁড়ানো ও চৌকাঠে সিজদা করা হবে ইত্যাদি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আল্লাহর অলীদের ভালবাসার নামে ‘লাত ও মানাত’ পূজার এই কার্যকলাপ বড়ই জাঁকজমকের সাথে চলছে। অথচ এটা ভালবাসা নয়, বরং এটা তাঁদের ইবাদত; যা শির্ক ও বড় যুলুম। আল্লাহ তাআলা কবর-পূজার ফিতনা থেকে আমাদেরকে হিফাযত করুন! আমীন। *(আহসানুল বায়ান)*

মুশরিকরা অলীর মহব্বতকে শির্কে পরিণত করে। তারা দর্গায় তাঁর কবরের সামনে এমনভাবে দাঁড়ায়, যেমন তাওহীদবাদীরা মসজিদে আল্লাহর সামনে দাঁড়ায়। দর্গায় তাদের মন আবেগে আপ্লুত থাকে, ভক্তিতে গদ্‌গদ থাকে, আধ্যাত্মিকতায় অভিনিবিষ্ট থাকে, প্রবল ভয় ও আশা থাকে, অনুনয়-বিনয় থাকে, সকাতর প্রার্থনা থাকে, আরো এমন কিছু থাকে, যা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য। যেহেতু কবর সামনে থাকে। আর সামনে থাকে বলেই ভক্তের বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে তা হয় না। কারণ তিনি তাদের সামনে থাকেন না, অদৃশ্যে থাকেন। যদিও তাঁর জ্ঞান ও দৃষ্টি সর্বত্র থাকে।

একই কারণে মুশরিকরা তাওহীদবাদীকে পছন্দ করে না, তাকে জানের দুশমন মনে করে। তাওহীদের আলোচনা পছন্দ করে না। তাওহীদের জালসা-মাহফিলে হাজির হয় না। পক্ষান্তরে অলী-আওলিয়ার আলোচনা হলে তারা তা পছন্দ করে, সেখানে শত আগ্রহের সাথে উপস্থিত হয়। বয়ান শুনতে শুনতে অনেকে আবেগে ‘হো-হো’ ক’রে কেঁদে ওঠে! মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন,

{ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ}

অর্থাৎ, ওদেরকে বলা হবে, ‘তোমাদের এ শাস্তি তো এ জন্যে যে, যখন এককভাবে আল্লাহকে আহবান করা হত, তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে। আর তাঁর শরীক স্থির করা হলে তোমরা বিশ্বাস করতে। সুতরাং সুউচ্চ, মহান আল্লাহরই সমস্ত কর্তৃত্ব।’ *(মু’মিনঃ ১২)*

{وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ

الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} (٤٥) سورة الزمر

অর্থাৎ, 'আল্লাহ এক'---এ কথা উল্লেখ করা হলে যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়। আর আল্লাহর পরিবর্তে (তাদের উপাস্যদের কথা) উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়। *(যুমার ঃ ৪৫)*

❁ কলেমা-চোর মুশরিকরা বলে, 'কুরআনে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে আয়াতগুলো ওয়াহাবীরা অলীর কবর যিয়ারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করছে। মক্কার মুশরিকরা তো কলেমা না পড়ে পূজা করত। আর আমরা তো কলেমা পড়েছি, মূর্তিপূজাও করি না। তাহলে সেই সকল আয়াত দিয়ে আমাদেরকে 'মুশরিক' বানানো হচ্ছে কেন?'

আমরা বলি, আমরা অলীর কবর যিয়ারতের বিরুদ্ধে সে সব আয়াত প্রয়োগ করি না। বরং অলীর মাযার পূজার বিরুদ্ধে সে সব প্রয়োগ করি। অবশ্য পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে।

মক্কার মুশরিকরা কলেমার মানে জানত, তাই তারা না পড়ে মূর্তিপূজাই করত। আর কলেমা-চোর মুশরিকরা মানে জানে না বলে মুখে কলেমা পড়ে এবং দর্গাপূজাও করে।

মক্কার মুশরিকরা অলীর মূর্তি বানিয়ে মাটির উপরে রেখে পূজা করত। আর এ যুগের কলেমা-চোর মুশরিকরা অলীকে মাটির নিচে রেখেই তাঁর পূজা করে।

মক্কার মুশরিকদের অলীর মূর্তি সামনে থাকত। আর কলেমা-চোর মুশরিকদের অলীর মূর্তি তাদের অন্তরে অন্তরে নিরন্তর থাকে। আর তার কবরের প্রতিমা তাদের সামনে থাকে। অনেকে তাঁর ছবি ঘরে টাঙিয়ে রেখে নিয়মিত পূজা করে। ছবির উপর ধূপ দেয়, ফুল দেয়, যথাসময়ে প্রণাম-সহ স্মরণ করে।

মক্কার মুশরিকরা সুখের সময় মূর্তিপূজা করত এবং দুঃখ ও বিপদের সময় একমাত্র আল্লাহকেই ডাকত। আবার বিপদমুক্ত হলে শির্ক করত। তিনি বলেছেন,

{هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَـذِهِ لَنَكُونَنِّ مِنَ الشَّاكِرِينَ} (٢٢) سورة يونس

অর্থাৎ, তিনিই (সেই মহান সত্তা), যিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে ও জলভাগে ভ্রমণ করান; এমন কি যখন তোমরা নৌকায় অবস্থান কর, আর সেই নৌকাগুলো লোকদের নিয়ে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে চলতে থাকে, আর তারা তাতে আনন্দিত হয়। (হঠাৎ) তাদের উপর এক প্রচন্ড (প্রতিকূল) বায়ু এসে পড়ে এবং প্রত্যেক দিক হতে তাদের উপর তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা মনে করে যে, তারা (বিপদে) বেষ্টিত হয়ে পড়েছে, (তখন) সকলে আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে আল্লাহকেই ডাকতে থাকে, '(হে আল্লাহ!) যদি তুমি আমাদেরকে এ হতে রক্ষা কর, তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হয়ে যাব।' *(ইউনুস ঃ ২২)*

{فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ} (٦٥) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, ওরা যখন জলযানে আরোহণ করে, তখন ওরা বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন ওদেরকে উদ্ধার ক'রে স্থলে পৌঁছে দেন, তখন

ওরা তাঁর অংশী করে। *(আনকাবূত ঃ ৬৫)*

আর আধুনিক মুশরিকরা সুখে-দুঃখে, আনন্দে-আপদে-বিপদে সদা-সর্বদা তাদের 'অলী, পীর, সাঁইবাবা' বা 'গুরুজী'কেই ডাকে। সুতরাং প্রাচীন মুশরিকদের চাইতে আধুনিক মুশরিকরা আরো এক ধাপ আগে।

۞ কলেমা-গো মুশরিকরা বলে, 'কবরের উপর ঘর বা মসজিদ বানানো জায়েয, সে কথা কুরআনে আছে।'

আমরা বলি, তোমরা কবরকে 'রওযা' (?) বা 'মাযার' বানিয়েছ কুরআনে আছে বলে, নাকি বানিয়েছ বলেই কুরআনের দলীল খুঁজে পেয়েছ? দ্বিতীয়টাই ঠিক।

কুরআনে মহান আল্লাহ আসহাবে কাহ্‌ফ সম্বন্ধে বলেছেন,

{وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا} (٢١) سورة الكهف

অর্থাৎ, এভাবে আমি লোকেদেরকে তাদের বিষয় জানিয়ে দিলাম, যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা তাদের কর্তব্য বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছিল, তখন অনেকে বলল, 'তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর।' তাদের প্রতিপালক তাদের বিষয়ে ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল তারা বলল, 'আমরা তো নিশ্চয়ই তাদের উপর মসজিদ নির্মাণ করব।' *(কাহফ ঃ ২১)*

কুরআনের এই ইতিহাস থেকে মুশরিকরা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ বৈধ হওয়ার দলীল খুঁজে পেয়েছে, যেমন বিলকীস রানীর ইতিহাস পড়ে অনেকে দলীল খুঁজে পেয়েছেন যে, রাষ্ট্রনেতা মহিলা হওয়া চলবে। অথচ উক্ত ইতিহাসে এ কথা নেই যে, তারা সত্যি-সত্যিই মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল।

তবুও 'তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল' তারা কারা?---এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

১। কেউ কেউ বলেছেন, তারা হল, সে যুগের মুসলিমরা। আর তা সত্য হলেও তাতে আমাদের যুগে কবরের উপর মসজিদ নির্মাণের কোন দলীল নেই। কারণ তা তো পুরনো যুগের ইতিহাস, পূর্বকালের ধর্মের লোকেদের কথা। তাদের ধর্মে যা বৈধ, আমাদের ধর্মে তা বৈধ নয়। পূর্ববর্তী কোন ধর্মে ভাই-বোনে বিবাহ বৈধ ছিল বলে কি আমরা বলব, 'ভাই-বোনে বিবাহ বৈধ।' পূববর্তী কোন ধর্মে মদ হালাল ছিল বলে কি আমরা বলব, 'মদ খাওয়া হালাল?' পূববর্তী কোন ধর্মে তা'যীমী সিজদা জায়েয ছিল বলে কি আমরা বলব, 'তা'যীমী সিজদা জায়েয?' কক্ষনো না। এমনকি আমাদেরই শরীয়তের শুরুর দিকে যা হালাল ছিল, তার দলীল দেখিয়ে পরবর্তীকালের হারাম জিনিসকে হালাল করতে পারি না।

সে যুগের মুসলিমরা বলেছিল, 'আমরা তো নিশ্চয়ই তাদের উপর মসজিদ নির্মাণ করব'। হয়তো এ সিদ্ধান্ত তাদের ভুল ছিল। অথবা তাদের ধর্মে ঠিক ছিল। অতঃপর তারা তা করেছে অথবা করেনি, তা আমাদের শরীয়তের কোন কর্মের দলীল নয়। যেহেতু আমাদের শরীয়তের পরিষ্কার ঘোষণা হল,

"আল্লাহ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে অভিশাপ (ও ধ্বংস) করুন। কারণ তারা তাদের

নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ (সিজদা ও নামাযের স্থান) বানিয়ে নিয়েছে।" *(বুখারী, মুসলিম ৫২৯নং, নাসাঈ)*

"সাবধান! তোমরা কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়ো না। এরূপ করতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি।" *(মুসলিম ৫৩২নং)*

২। কেউ কেউ বলেছেন, 'তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল' তারা হল সে যুগের মুশরিকরা। সুতরাং তাতে মুসলিমদের উক্ত কাজের দলীল বর্তমান নেই। অবশ্য মুশরিকদের তা'যীমী-খেয়ালের মন-মগজে একই চিন্তা-চেতনা থাকার ফলে এমন কাজে তারা দলীল ও প্রেরণা অবশ্যই পাবে।

৩। কেউ কেউ বলেছেন, 'তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল' তারা হল সে যুগের শাসকগোষ্ঠী। যেহেতু তারাই ক্ষমতাসীন, তাদেরই কথা চলে, তাদেরই ইচ্ছা প্রবল হয়। তারাই স্মারকমূর্তি ও স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। তারা ধর্মের ফায়সালার পরোয়া করে না। তারা ক্ষমতার কলে চলে, ধর্মের কলের ধার ধারে না। সুতরাং তাতেও কবরের উপর মসজিদ নির্মাণের বৈধতার দলীল নেই।

তবে এ কথা সত্য যে, এ যুগের মুসলিমদের মাঝে তাই ঘটবে, যা পূর্ববর্তী জাতির মধ্যে ঘটেছে। আর ঘটেছেও। কত শত কবরের উপর মসজিদ এবং মসজিদের ভিতর কবর নজরে পড়ে। সত্যই বলেছেন আল্লাহর রসূল ﷺ, "অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথ অনুসরণ করবে বিঘত বিঘত এবং হাত হাত পরিমাণ (সম্পূর্ণরূপে)। এমনকি তারা যদি সান্ডার (গো-সাপ জাতীয় একপ্রকার হালাল জন্তুর) গর্তে প্রবেশ করে তবে তোমরাও তাদের অনুসরণ করবে (এবং তাদের কেউ যদি রাস্তার উপর (প্রকাশ্যে) স্ত্রী-সংগম করে তবে তোমরাও তা করবে)!" সাহাবাগণ বললেন, 'আল্লাহর রসূল ইয়াহুদ ও খ্রিস্টানরা?' তিনি বললেন, "তবে আবার কারা?" *(বুখারী, মুসলিম ও হাকেম)*

আর সাহাবী হুযাইফাহ বিন আল-ইয়ামানও ঠিকই বলেছেন, 'তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূববর্তী জাতির পথ অনুসরণ করবে জুতার পরিমাপের মত (পুরাপুরি খাপে-খাপে), তোমরা পথ ভুল করবে না এবং তারাও তোমাদেরকে (সঙ্গে করতে) ভুল করবে না। এমনকি তারা যদি শুষ্ক অথবা নরম পায়খানা খায় তাহলে তোমরাও তা খাবে!' *(আল-বিদাউ অন্নাহয়্যু আনহা, ইবনে অয্যাহ ৭১পৃঃ, তানবীহ উলিল আবসার ১৭২পৃঃ)*

۞ ওরা বলে, 'অধিকাংশ মানুষই ঐভাবে আওলিয়ার ভক্তি প্রকাশ করে। তাহলে তারা সবাই কি ভ্রষ্ট?'

আমরা বলি, সংখ্যাগরিষ্ঠতা হকের দলীল নয়। এ ব্যাপারে কেবল আল্লাহর একটি বাণী পেশ ক'রে ক্ষান্ত হব। তিনি বলেছেন,

{قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (١٠٠) سورة المائدة

অর্থাৎ, বল, 'অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়; যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং হে বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।' *(মায়িদাহঃ ১০০)*

## আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে কে?

আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষাকর্তা তিনি ছাড়া অন্য কেউ নেই। তিনি ছাড়া পতিত-পাবন অন্য কেউ নেই। তিনি ছাড়া পাপীর উদ্ধারকর্তা আর কেউ নেই। দুনিয়াতে ও কিয়ামতে কেউ কাউকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে না। দুনিয়ার আযাব হতে নূহ নবী ﷺ নিজ ছেলেকে বাঁচাতে পারেননি। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ (٤٢) قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (٤٣) وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (٤٥) قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٤٦) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ} (٤٧) سورة هود

অর্থাৎ, আর সেই নৌকাটিই তাদেরকে নিয়ে পর্বততুল্য তরঙ্গের মধ্যে চলতে লাগল। নূহ স্বীয় পুত্রকে ডাকতে লাগল -- এবং সে ছিল ভিন্ন স্থানে -- (বলল), 'হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে সওয়ার হয়ে যাও এবং অবিশ্বাসীদের সঙ্গী হয়ো না।' সে বলল, 'আমি এমন কোন পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করব, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে।' সে বলল, 'আজ আল্লাহর শাস্তি হতে কেউই রক্ষাকারী নেই। তবে তিনি যার প্রতি দয়া করবেন, সে (রক্ষা পাবে)।' ইতিমধ্যে তাদের উভয়ের মাঝে একটি তরঙ্গ অন্তরাল হয়ে পড়ল। অতঃপর সে ডুবে যাওয়া লোকেদের অন্তর্ভুক্ত হল। আর বলা হল, 'হে ভূমি! তুমি নিজ পানি শুষে নাও এবং হে আকাশ! তুমি ক্ষান্ত হও।' তখন পানি কমে গেল ও নির্ধারিত কার্য সম্পন্ন হল। নৌকা জূদী (পাহাড়)-এর উপর এসে থামল। আর বলা হল, 'অন্যায়কারীরা আল্লাহর করুণা হতে দূর হোক।' আর নূহ নিজ প্রতিপালককে ডেকে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার এই পুত্রটি আমারই পরিবারভুক্ত। আর তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং তুমি সমস্ত বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক।' তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'হে নূহ! এই ব্যক্তি তোমার পরিবারভুক্ত নয়, সে অসৎকর্মপরায়ণ। অতএব তুমি আমার কাছে সে বিষয়ে আবেদন করো না, যে বিষয়ে তোমার কোনই জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট এমন বিষয়ে আবেদন করা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, আর তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর এবং আমার প্রতি দয়া না কর, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে যাব।' *(হূদঃ ৪২-৪৭)*

ইয়াকূব নবী ﷺ তাঁর ছেলেদেরকে বলেছিলেন,

{يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ}

(٦٧) سورة يوسف

অর্থাৎ, 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা (শহরের) এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না; বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না। বিধান আল্লাহরই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করলাম এবং যারা নির্ভর করতে চায় তারা আল্লাহরই উপর নির্ভর করুক।' *(ইউসুফ ঃ ৬৭)*

আর কিয়ামতের ভয়ানক দিনেও পারবে না কেউ কাউকে বাঁচাতে। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} (١٩) سورة الإنفطار

অর্থাৎ, সেদিন কেউই কারোর জন্য কিছু করবার সামর্থ্য রাখবে না; আর সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে (একমাত্র) আল্লাহর। *(ইনফিত্বার ঃ ১৯)*

একান্ত আপনজনও আপনার কাউকে বাঁচাতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ} (٣٣) لقمان

অর্থাৎ, হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং সেদিনকে ভয় কর, যেদিন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবে না, সন্তানও তার পিতার কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং শয়তান যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। *(লুক্বমান ঃ ৩৩)*

বরং এক আত্মীয় অপর আত্মীয়কে দেখে পলায়ন করবে! মহান আল্লাহ বলেন,

{فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ (٣٣) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} (٣٧) سورة عبس

অর্থাৎ, অতঃপর যখন (কিয়ামতের) ধ্বংস-ধ্বনি এসে পড়বে। সেদিন মানুষ পলায়ন করবে আপন ভ্রাতা হতে এবং তার মাতা ও তার পিতা হতে, তার পত্নী ও তার সন্তান হতে। সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন গুরুতর অবস্থা হবে, যা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে। *(আ'বাসা ঃ ৩৩-৩৭)*

বরং আপনজনকে বিনিময় স্বরূপ দিয়ে নিজেকে আযাব-মুক্ত করতে চাইবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{ولا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً (١٠) يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (١١) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (١٢) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (١٣) وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنجِيهِ} (١٤)

অর্থাৎ, আর সুহৃদ সুহৃদের খবর নেবে না। (যদিও) তাদেরকে একে অপরের দৃষ্টির সামনে রাখা হবে। অপরাধী সেই দিনে শাস্তির বদলে দিতে চাইবে নিজ সন্তান-সন্ততিকে। তার স্ত্রী ও ভাইকে। তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়। *(মাআ'রিজ ঃ ১০-১৪)*

নবী হয়েও নিজের স্ত্রীকে বাঁচাতে পারবেন না। মহান আল্লাহ বলেন,

{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ} (١٠)

অর্থাৎ, আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য নূহ ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন; তারা ছিল আমার দাসদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ দাসের অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ফলে তারা (নূহ ও লূত) তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হল, 'জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও তাতে প্রবেশ কর।' *(তাহরীমঃ ১০)*

নবী হয়েও নিজের পিতাকে রক্ষা করতে পারবেন না। মহান আল্লাহ বলেন,

{قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} (٤) سورة الممتحنة

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার উপাসনা কর, তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ।' তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি ইব্রাহীমের উক্তি, 'আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং তোমার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট কোন অধিকার রাখি না।' (ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারিগণ বলেছিল,) 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো তোমারই উপর নির্ভর করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট। *(মুমতাহিনাহঃ ৪)*

কিন্তু মুশরিকের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা বৈধ নয়, তাহলে ইব্রাহীম ﷺ কেন তাঁর পিতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন? মহান আল্লাহ বলেন,

{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١١٣) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ } (١١٤) سورة التوبة

অর্থাৎ, অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও বিশ্বাসীদের জন্য সঙ্গত নয়; যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, তাদের কাছে একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। আর ইব্রাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা তো কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে ছিল, যা সে তার সাথে করেছিল। অতঃপর যখন তার নিকট এ

সুস্পষ্ট হল যে, সে (পিতা) আল্লাহর দুশমন, তখন সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে নিল। বাস্তবিকই ইব্রাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল। *(তাওবাহঃ ১১৩-১১৪)*

নবী-অলীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকলেও নিজের ঈমান-আমল ছাড়া কারো কোন ভরসা নেই। মহানবী ﷺ তাঁর আত্মীয় ও বংশকে সম্বোধন ক'রে বলে গেছেন, "হে কুরাইশদল! তোমরা আল্লাহর নিকট নিজেদেরকে বাঁচিয়ে নাও, আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট কোন উপকার করতে পারব না। হে বানী আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর দরবারে তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে (চাচা) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর দরবারে আপনার কোন কাজে আসব না। হে আল্লাহর রসূলের ফুফু সাফিয়্যাহ! আমি আপনার জন্য আল্লাহর দরবারে কোন উপকারে আসব না। হে আল্লাহর রসূলের বেটী ফাতেমা! আমার কাছে যে ধন-সম্পদ চাইবে চেয়ে নাও, আমি আল্লাহর কাছে তোমার কোন উপকার করতে পারব না।" *(বুখারী-মুসলিম)*

চাচা আবূ তালেবের যখন মৃত্যুর সময় হল, তখন মহানবী ﷺ তাঁকে বললেন, "চাচাজান! আপনি কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে নিন। আমি আল্লাহর দরবারে আপনার জন্য সাক্ষ্য দেব। এই কলেমা দলীল স্বরূপ পেশ ক'রে আপনার পরিত্রাণের জন্য সুপারিশ করব।" কিন্তু পাশে বড় বড় নেতা বসে ছিল। আবূ জাহ্ল, আব্দুল্লাহ বিন আবী উমাইয়া বলল, 'আপনি কি শেষ অবস্থায় বিধর্মী হয়ে মরবেন? আপনি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবেন?' যতবার মহানবী ﷺ তাঁর উপর পরিত্রাণের জন্য ঐ কালেমা পেশ করেন, ততবার তারা তা নাকচ ক'রে দেয়। ফলে কলেমা না পড়েই তাঁর জীবন-লীলা সাঙ্গ হয়। *(বুখারী-মুসলিম)*

একদা নবী ﷺ তাঁর আম্মার কবর যিয়ারত করতে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং তাঁর আশে-পাশে সকলকে কাঁদিয়ে তুললেন। (কারণ, জিজ্ঞাসা করা হলে) তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর নিকট আমার আম্মার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন না। অতঃপর আমি তাঁর নিকট তাঁর কবর যিয়ারত করতে অনুমতি চাইলে তিনি তাতে অনুমতি দিলেন। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত কর। কারণ, তা মরণকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" *(মুসলিম ৯৭৬, আবূ দাউদ ৩২৩৪, নাসাঈ ২০৩৩, ইবনে মাজাহ ১৫৭২নং)*

তাহলে যে পীর-অলীদের সাথে আপনার কোন আত্মীয়তার সম্পর্কই নেই, তাদের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? □

## শাফাআত বা সুপারিশ

কিয়ামত কী বিভীষিকাময় দিন! বান্দার প্রত্যেক কৃতকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। স্বয়ং আল্লাহ আয্যা অজাল্লা তাদের হিসাব নেবেন। নবী, অলী, শহীদ, সালেহ সকলেই চিন্তিত। সকলের ভাবনা নিজেকে নিয়ে। সেদিন কারো না কোন উকিল থাকবে, না কোন বন্ধু। না কোন বিনিময়, ঘুস, জরিমানা আর না-ই কোন সাহায্য সুপারিশ।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ

مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ} (٤٨) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারোর কোন কাজে আসবে না, কারোও সুপারিশ স্বীকৃত হবে না, কারোও নিকট হতে ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্যও পাবে না। *(বাক্বারাহ ঃ ৪৮)*

{وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ} (١٢٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না, কারো নিকট হতে কোন ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না, কোন সুপারিশ কারো পক্ষে লাভজনক হবে না এবং তারা কোন সাহায্যও পাবে না। *(বাক্বারাহ ঃ ১২৩)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (٢٥٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দান করেছি, তা থেকে তোমরা দান কর, সেই (শেষ বিচারের) দিন আসার পূর্বে, যেদিন কোন প্রকার ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না। আর অবিশ্বাসীরাই সীমালংঘনকারী। *(বাক্বারাহ ঃ ২৫৪)*

{قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (٤٤) سورة الزمر

অর্থাৎ, বল, 'সকল সুপারিশ আল্লাহরই এখতিয়ারে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই, অতঃপর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে।' *(যুমার ঃ ৪৪)*

{وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (٥١) سورة الأنعام

অর্থাৎ, যারা ভয় করে যে, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদেরকে এমন অবস্থায় সমবেত করা হবে যে, তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না, তুমি তাদেরকে এ (কুরআন) দ্বারা সতর্ক কর; হয়তো তারা সাবধান হবে। *(আনআম ঃ ৫১)*

{وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُؤْخَذْ مِنْهَا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ} (٧٠)

অর্থাৎ, যারা তাদের ধর্মকে ক্রীড়াকৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করে, তুমি তাদের সঙ্গ বর্জন কর এবং এ (কুরআন) দ্বারা তাদের উপদেশ দাও, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ ব্যতীত তার কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না এবং বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তা গৃহীত হবে না। এরাই নিজ কৃতকার্যের জন্য ধ্বংস হবে। তাদের অবিশ্বাস হেতু তাদের জন্য রয়েছে উত্তপ্ত পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি। *(আনআম ঃ ৭০)*

{اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ} (٤) سورة السجدة

অর্থাৎ, আল্লাহ; যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তাঁর বিরুদ্ধে তোমাদের কোন অভিভাবক অথবা সুপারিশকারী নেই; তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? *(সাজদাহ ঃ ৪)*

{أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلاَ يُنقِذُونِ}

অর্থাৎ, আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করব? পরম দয়াময় আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে ওদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং ওরা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না। *(ইয়াসীন ঃ ২৩)*

সেই মহা আদালতের হাকীম স্বয়ং আল্লাহ। তাঁর বিচারে না কোন উকিল-মোক্তারের দরকার, না কোন সাক্ষী বা প্রমাণ-সবুত পেশ করার প্রয়োজন। কারণ, তিনিই হাকীম, তিনিই 'ওয়াকীল' (উকিল) তিনিই বান্দার সমস্ত কর্মের উপর সাক্ষী ও প্রত্যক্ষদর্শী। *(কুরআন ৩/৯৮, ২২/১৭)*

তবুও বান্দাকে ন্যায়বিচারে সুনিশ্চিত করার জন্য আম্বিয়া, উম্মতে মুহাম্মাদিয়া এবং বান্দার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও সাক্ষী মানা হবে। *(কুরআন ২/১৪৩, ২২/৭৮, ৩৯/৬৯, ২৪/২৪, ৩৬/৬৫, ৪১/২০)*

বান্দা যা কিছু মনে মনে করে অথবা কার্যে পরিণত করে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ তাঁর জানা। *(কুরআন ৩/২৯, ২৭/২৫, ৬০/১, ৩৩/৪৫)* সমস্ত সুপারিশের অধিকারীও তিনিই। কার ক্ষমতা যে, তাঁর দরবারে সুপারিশ করে?

কিন্তু সেই ভয়ানক দিবস কিয়ামত কোর্টের বিচারক আল্লাহ তাআলা চাইলে, তাঁর অনুমতিক্রমে কারো সুপারিশ চলবে। কিন্তু কে করবে, কার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি হবে তার কয়েকটি জ্ঞাতব্য শর্ত রয়েছে ঃ

১। সুপারিশকারীর সুপারিশ করার ক্ষমতা ঃ অতত্রব যার ক্ষমতা নেই, যে নিজেরই কৃতকর্ম নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ও চিন্তিত, তার কী হবে---তাই নিয়ে যে ব্যস্ত, সে কোনদিন সুপারিশ করতে পারবে না। তাই বাতিল মা'বুদের বিশ্বাসীরা যারা আল্লাহ ব্যতীত কোন মাটি-পাথরের কাছে সুপারিশের আশা রাখে তাদের ধারণা ও আশা ভ্রান্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (٨٦)

অর্থাৎ, আল্লাহর পরিবর্তে ওরা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের অধিকার তাদের নেই। তবে যারা সত্য উপলব্ধি ক'রে ওর (সত্যের) সাক্ষ্য দেয়, তাদের কথা স্বতন্ত্র। *(যুখরুফ ঃ ৮৬)*

{لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا} (٨٧) سورة مريم

অর্থাৎ, যে পরম দয়াময়ের নিকট প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ছাড়া অন্য কারো সুপারিশ করবার ক্ষমতা থাকবে না। *(মারয়্যাম ঃ ৮৭)*

২। যার জন্য সুপারিশ করা হবে সে যেন তাওহীদবাদী মুসলিম হয় ঃ অর্থাৎ কোন মুশরিক বা কাফেরের জন্য কোন সুপারিশ হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ} (٤٨) سورة المدثر

অর্থাৎ, ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না। *(মুদ্দাষ্‌ষির ঃ ৪৮)*

{فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (٩٤) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (٩٥) قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (٩٦) تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٩٧) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٩٨) وَمَا أَضَلَّنَا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ (٩٩) فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (١٠٠) وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (١٠١) فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ} (١٠٢) سورة الشعراء

অর্থাৎ, অতঃপর ওদের এবং পথভ্রষ্টদের অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকেও। ওরা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে, 'আল্লাহর শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম। আমাদেরকে দুষ্কৃতকারীরাই বিভ্রান্ত করেছিল। পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই! হায়! যদি আমাদের একবার প্রত্যাবর্তনের সুযোগ ঘটত, তাহলে আমরা বিশ্বাসী হয়ে যেতাম!' *(শুআ'রা ঃ ৯৪-১০২)*

{وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ} (١٨) سورة غافر

অর্থাৎ, ওদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও, যখন দুঃখে-কষ্টে ওদের হৃদয় কণ্ঠাগত হবে। সীমালংঘনকারীদের জন্য অন্তরঙ্গ কোন বন্ধু নেই এবং এমন কোন সুপারিশকারীও নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য করা হবে। *(মু'মিন ঃ ১৮)*

৩। যার জন্য সুপারিশ করা হবে তার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি ঃ অতএব তিনি যার জন্য সুপারিশ গ্রহণ করতে রাজি ও সম্মত হবেন তার জন্য হবে। তিনি বলেছেন,

{يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ}

অর্থাৎ, তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তারা সুপারিশ করে কেবল তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। *(আম্বিয়া ঃ ২৮)*

{وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاء وَيَرْضَى} (٢٦) سورة النجم

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলীতে কত ফিরিশ্তা রয়েছে, তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না, যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। *(নাজম ঃ ২৬)*

৪। সুপারিশকারীর জন্য আল্লাহর অনুমতি ঃ তিনি যাকে অনুমতি দেবেন, কেবল সেই ব্যক্তিই সুপারিশ করতে পারবে। তিনি বলেন,

{مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ} (٢٥٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? *(বাক্বারাহ ঃ ২৫৫)*

{وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} (٢٣) سورة سبأ

অর্থাৎ, যাকে অনুমতি দেওয়া হবে সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। এমনকি যখন ওদের অন্তর হতে ভয় বিদূরিত হয়, তখন ওরা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে, 'তোমাদের প্রতিপালক কি হুকুম করেছেন?' উত্তরে তারা বলে, 'যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সুউচ্চ, সুমহান।' *(সাবা' ঃ ২৩)*

{يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا} (١٠٩) سورة طه

অর্থাৎ, পরম দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন ও যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন, সে ব্যতীত কারো সুপারিশ সেদিন কোন কাজে আসবে না। *(ত্বা-হা ঃ ১০৯)*

{إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ} (٣) يونس

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন, তিনি প্রত্যেক কাজ পরিচালনা ক'রে থাকেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশকারী কেউ নেই। ঐ (স্রষ্টা ও পরিচালক) আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না? *(ইউনুস ঃ ৩)*

অতএব নিজ ইচ্ছায় কেউ কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে না।

হ্যাঁ, দুনিয়ার কোন অজ্ঞ রাজার দরবারের সুপারিশের সাথে সেই সর্বজ্ঞ রাজাধিরাজের দরবারের সুপারিশের কোন মিল নেই, কোন তুলনা নেই। দুনিয়ায় রাজা বা শাসকের দরবারে এমন লোক সুপারিশ ক'রে থাকে, যার সে বিষয়ে কোন যোগ্যতা নেই। কিন্তু তার আধিপত্য, সম্মান বা ঐশ্বর্যের খাতিরে সুপারিশ গ্রহণ ক'রে নেওয়া হয়। অথবা তার প্রতি অধিক প্রেম ও ভালোবাসা অথবা বন্ধুত্বের খাতিরে গ্রহণ করা হয়। অথবা তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বা মোসাহেবির কারণে মঞ্জুর ক'রে নেওয়া হয়।

আবার এমন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করা হয়, যে নেহাতই ক্ষমার যোগ্য নয়। কিন্তু আল্লাহর দরবারে এর কোনটাই চলবে না। বিচার তাঁর হাতে, সুপারিশ ডোরও তাঁরই হাতে। তাঁর বিনা অনুমতিতে কোন যোগ্য সুপারিশকারীরও মুখ পর্যন্ত খোলার ক্ষমতা হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لاَ يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا} (٣٨)

অর্থাৎ, সেদিন রূহ (জিব্রাঈল) ও ফিরিশ্তাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, পরম করুণাময় যাকে অনুমতি দেবেন, সে ছাড়া অন্যেরা কথা বলতে পারবে না এবং সে সঠিক কথা বলবে। *(নাবা ঃ ৩৮)*

{يَوْمَ يَأْتِ لاَ تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ} (١٠٥) سورة هود

অর্থাৎ, যখন সেদিন আসবে, তখন কোন ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কথাও বলতে পারবে না। সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ হবে দুর্ভাগ্যবান এবং কেউ হবে সৌভাগ্যবান। *(হূদ ঃ ১০৫)*

দুনিয়ার কোন বাদশাহর দরবারে কোন চোরকে চুরির দায়ে পেশ করা হলে রাজ্যের আইনানুসারে রাজা তাকে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু কোন মন্ত্রী বা সদস্যের সুপারিশের ফলে চোরকে কোন শাস্তি না দিয়েই মুক্তি দিতে বাধ্য হন। কারণ, মন্ত্রী ও সদস্য নিয়ে তাঁর রাজত্ব চলে। রাজ্যের বিবিধ উন্নয়ন-ভার তাঁদের উপর; অতএব তাঁদের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে চোরকে শাস্তি দিয়ে তাঁদের মর্যাদাহানি ক'রে মন ভাঙ্গতে চান না। কারণ, তাতে রাজ্যের শৃঙ্খলা-ব্যবস্থা এবং উন্নয়ন পথে বাধা পড়তে পারে।

আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দরবারে এ ধরনের মর্যাদা বলে সুপারিশ একেবারেই অসম্ভব। কারণ, তাঁর রাজ্যে কোন মন্ত্রী, সদস্য, অমাত্য, উপদেষ্টা, পরামর্শদাতা বা সহায়কের প্রয়োজন নেই। তিনি সর্ববিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ বাদশাহ এবং স্বাবলম্বী কর্তা। সারা জাহানের নিয়ম-শৃঙ্খলা তাঁর নিজ হাতে নিয়ন্ত্রিত। কেউ তাতে কোন প্রকার ক্ষতিসাধন করতে পারে না। তিনি বলেন,

{فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ } (٥٧) سورة هود

অর্থাৎ, অতঃপর যদি তোমরা বিমুখ হয়ে যাও, তাহলে আমাকে যে পয়গাম দিয়ে তোমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে, আমি তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আর আমার প্রতিপালক অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তোমরা তাঁর কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ ক'রে থাকেন।' *(হূদ ঃ ৫৭)*

তাঁর প্রিয় বান্দাকেও ধমক দিতে তিনি কোন পরোয়া করেন না। নূহ ﷺ তাঁর কাফের ছেলেকে বাঁচাবার আবেদন করলে, তিনি তাঁকে বলেছিলেন,

{يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} (٤٦) سورة هود

অর্থাৎ, 'হে নূহ! এই ব্যক্তি তোমার পরিবারভুক্ত নয়, সে অসৎকর্মপরায়ণ। অতএব তুমি আমার কাছে সে বিষয়ে আবেদন করো না, যে বিষয়ে তোমার কোনই জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' *(হূদ ঃ ৪৬)*

প্রিয় বান্দার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে তিনি কোন পরোয়া করেন না। যেহেতু তাঁর ইচ্ছাই সব কিছু। তিনি বলেন,

{وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} (١٢٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, যখন ইব্রাহীমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি (নির্দেশ) বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন, সুতরাং সে তা পূর্ণ (রূপে পালন) করেছিল। তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে মানব-জাতির নেতা করব।' সে বলল, 'আমার বংশধরগণের মধ্য হতেও?' তিনি বললেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি সীমালংঘনকারীদের প্রতি প্রযোজ্য নয়?' *(বাক্বারাহঃ ১২৪)*

{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (١٢٦)

অর্থাৎ, (স্মরণ কর,) যখন ইব্রাহীম বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! এ (মক্কা)কে নিরাপদ শহর কর, আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করবে, তাদেরকে রুযীস্বরূপ ফলমূল দান কর। তিনি বললেন, যে কেউ অবিশ্বাস করবে, তাকেও আমি কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দেব, অতঃপর তাকে দোযখের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। আর তা কত নিকৃষ্ট পরিণাম (বাসস্থান)। *(বাক্বারাহঃ ১২৬)*

সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সবার চাইতে প্রিয় বান্দার ব্যাপারেও তিনি একই বাচনভঙ্গি প্রয়োগ করেছেন। এক সময় তিনি তাঁকে বলেছেন,

{وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاء فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ} (٣٥)

অর্থাৎ, যদি তাদের উপেক্ষা তোমার নিকট কষ্টকর হয়, তাহলে পারলে ভূগর্ভে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সোপান অন্বেষণ ক'রে তাদের নিকট কোন নিদর্শন আনয়ন কর। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে অবশ্যই সৎপথে একত্র করতেন। সুতরাং তুমি অবশ্যই মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। *(আনআমঃ ৩৫)*

কাফেরদেরকে হিদায়াত দেওয়া অথবা তাদের ব্যাপারে যে কোন প্রকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সব কিছুই আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। উহুদ যুদ্ধে নবী করীম ﷺ-এর দাঁত শহীদ এবং মুখমন্ডল আহত হলে তিনি বলেছিলেন, "এমন জাতি কিভাবে সফল হতে পারে, যারা তাদের নবীকে আহত করে।" তিনি যেন তাদের হিদায়াত থেকে নিরাশা প্রকাশ করেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি ﷺ কাফেরদের উপর বদ্দুআ করার জন্য কুনুতে নাযেলার যত্ন নিলে মহান আল্লাহ তাঁকে সতর্ক ক'রে বললেন,

{لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (١٢٨) وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (١٢٩)

অর্থাৎ, এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই, তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি প্রদান করবেন। কারণ, তারা অত্যাচারী। আকাশমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সমস্তই আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(আলে ইমরানঃ ১২৮- ১২৯)*

অতএব কারো ইয্যত-মর্যাদা বা মনের খেয়াল তিনি করেন না। সারা সৃষ্টি যদি

কাফের হয়ে যায়, তবুও তাঁর কোন পরোয়া নেই।

{وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ} (٨) إبراهيم

অর্থাৎ, মূসা বলেছিল, 'তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ (কাফের) হও; তবুও নিঃসন্দেহে আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং সর্বপ্রশংসিত।' *(ইব্রাহীমঃ ৮)*

হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ বলেন, "হে আমার বান্দারা! আমি অত্যাচারকে আমার নিজের জন্য হারাম ক'রে দিয়েছি এবং আমি তা তোমাদের মাঝেও হারাম করলাম। সুতরাং তোমরাও একে অপরের প্রতি অত্যাচার করো না। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট; কিন্তু সে নয়, যাকে আমি সঠিক পথ দেখিয়েছি। অতএব তোমরা আমার নিকট সঠিক পথ চাও, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত; কিন্তু সে নয়, যাকে আমি খাবার দিই। সুতরাং তোমরা আমার কাছে খাবার চাও, আমি তোমাদেরকে খাবার দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই বস্ত্রহীন; কিন্তু সে নয়, যাকে আমি বস্ত্র দান করেছি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্রদান করব। হে আমার বান্দারা! তোমরা দিন-রাত পাপ ক'রে থাক, আর আমি সমস্ত পাপ ক্ষমা ক'রে থাকি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা কখনো আমার অপকার করতে পারবে না এবং কখনো আমার উপকারও করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ ও জ্বিন সকলেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় একজন পরহেযগার ব্যক্তির হৃদয়ের মতো হৃদয়বান হয়ে যায়, তাহলে এটা আমার রাজত্বের কোন কিছু বৃদ্ধি করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ ও জ্বিন সকলেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় একজন পাপীর হৃদয়ের মতো হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যায়, তাহলে এটা আমার রাজত্বের কোন কিছুই কমাতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ তোমাদের মানুষ ও জ্বিন সকলেই একটি খোলা ময়দানে একত্রিত হয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করে, আর আমি তাদের প্রত্যেককে তার প্রার্থিত জিনিস দান করি, তাহলে (এ দান) আমার কাছে যে ভাণ্ডার আছে, তা হতে ততটাই কম করতে পারবে, যতটা সুচ কোন সমুদ্রে ডুবালে তার পানি কমিয়ে থাকে। হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের কর্মসমূহ তোমাদের জন্য গুনে রাখছি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে তার পূর্ণ বিনিময় দেব। সুতরাং যে কল্যাণ পাবে, সে আল্লাহর প্রশংসা করুক। আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু (অর্থাৎ অকল্যাণ) পাবে, সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।" *(মুসলিম ২৫৭৭নং)*

তাঁর রাজ্যে কোন ক্ষতির ভীতি তাঁকে স্পর্শ করে না। তিনি তো ইচ্ছা করলে 'কুন' (হও) শব্দে অসংখ্য নবী, অলী সৃষ্টি করতে পারেন। অতএব কারো সুপারিশে তাঁর বাধ্য হওয়ার কোন প্রসঙ্গই ওঠে না। তাই মুসলিম এ ধরনের কোন সুপারিশে বিশ্বাসী নয়। কারণ, এ ধরনের শাফাআতে কাউকে সুপারিশকারী মানা শির্কের পর্যায়ভুক্ত।

কিংবা চোরের জন্য বাদশার কোন আত্মীয়; বেগম বা রাজকুমার অথবা কোন বন্ধু মুক্তির দাবী নিয়ে সুপারিশ করে। বাদশাহ তাদের ভালোবাসার খাতিরে বাধ্য হয়ে চোরকে ক্ষমা ক'রে দেন। এ ধরনের স্বজন-প্রীতির বলে কোন সুপারিশও তাঁর দরবারে

অসম্ভব। মুসলিম এ ধরনের শাফাআতে বিশ্বাসী নয়। সে শাহানশাহ্ নিজ বান্দাকে যতই নৈকট্য ও মহত্ত্বে সম্মানিত করেন---কাউকে 'খালীলুল্লাহ', কাউকে 'কালীমুল্লাহ' কাউকে 'রূহুল্লাহ' কাউকে 'ওজীহ', কাউকে 'রসূলে কারীম', কাউকে 'মাকীন', কাউকে 'রূহুল কুদুস', কাউকে 'রূহুল আমীন' যেমন সুসম্মানিত উপাধি দিয়ে ভূষিত করেন---তবুও বাদশাহ বাদশাহ্ই এবং প্রজা প্রজাই।। প্রভু প্রভুই, আর দাস দাসই। প্রত্যেকের নিজ নিজ পৃথক আসন আছে। সে মহান সত্তার সাথে কারো আত্মীয়তা নেই। তাঁকে কারো ভালোবাসা বা বন্ধুত্ব অথবা অন্য কোন কিছু কোন কাজে বাধ্য করতে পারে না। তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি কিছু করেন, নচেৎ না। তিনি ফায়সালা করেন, তাঁর ফায়সালায় কৈফিয়ত লেনেওয়ালা বা রদকারী কেউ নেই। তিনি বলেন,

{وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (٤١) سورة الرعد

অর্থাৎ, আল্লাহ আদেশ করেন। তাঁর আদেশের সমালোচনা (পুনর্বিবেচনা) করার কেউ নেই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর। *(রা'দঃ ৪১)*

{وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (١٠٧) سورة يونس

অর্থাৎ, যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তাহলে তিনি ছাড়া তার মোচনকারী আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার মঙ্গল চান, তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান ক'রে থাকেন। আর তিনি চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(ইউনুসঃ ১০৭)*

{وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (١١٥) الأنعام

অর্থাৎ, সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ এবং তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। *(আনআমঃ ১১৫)*

কিংবা এ রকম হয় যে, চোরের চুরি তো সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এ চোর কোন পেশাদার চোর নয়। চুরি করা তার অভ্যাস নয়, স্বভাবও নয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ শয়তানী কুচক্রে পড়ে সে চুরি ক'রে ফেলেছে। রাজার দরবারে লজ্জায় ও আত্মগ্লানিতে সে ঘর্মসিক্ত। অপমানে তার মস্তক অবনত। দিবারাত্র শাস্তির ভয়ে বড় ভীত। রাজ্যের আইন-কানুনকে সে ঘাড় পেতে মানে এবং নিজেকে একজন অপরাধী, পাপী ও শাস্তি পাওয়ার যোগ্য মনে করে। দন্ড থেকে অব্যাহতি পাবার কামনা সে করে। কিন্তু তার জন্য বাদশার দরবার ছেড়ে কোন মন্ত্রী বা মেম্বারের দরজায় যায় না। আর বাদশাহ ছাড়া কেউ তাকে সাহায্য করতে পারবে বলে ধারণাও রাখে না। রাতদিন তাঁরই ফায়সালা ও ন্যায় বিচার জানার জন্য সদা উৎসুক থাকে এবং সদা তাঁরই করুণা ও দয়ার মুখাপেক্ষী থাকে। শঙ্কিত থাকে, না জানি মহামান্যের দরবারে অপরাধীর কী যোগ্য শাস্তির শুনানি হবে?

অপরাধীর এই প্রকৃত অবস্থা বুঝে বাদশার মনে দয়ার উদ্রেক হয়। তিনি অপরাধীকে ক্ষমা করতে চান, কিন্তু রাজ্যের সংবিধান ও আইন-শৃঙ্খলারও খেয়াল রাখতে চান, যাতে লোকসমাজে আইনের মর্যাদা বিনষ্ট না হয়ে যায়। তাই তাঁর ইঙ্গিত পেয়ে কোন মন্ত্রী বা সদস্য বা কোন বন্ধু সুপারিশের জন্য দন্ডায়মান হন। বাদশাহ তাঁর মর্যাদাবর্ধনের জন্য আপাতদৃষ্টিতে তাঁর সুপারিশ মঞ্জুর ক'রে চোরের অপরাধ ক্ষমা ক'রে দেন।

সুপারিশকারী অপরাধীর জন্য এ কারণে সুপারিশ করেননি যে, সে তাঁর কোন আত্মীয় অথবা বন্ধু। কিংবা তিনি তার পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। বরং তিনি কেবলমাত্র বাদশার সম্মতি লক্ষ্য করে সুপারিশের জন্য দন্ডায়মান হয়েছিলেন। কারণ, তিনি ন্যায়পরায়ণ বাদশার বিশ্বস্ত মন্ত্রী বা অনুগত ও মতানুবর্তী বন্ধু, অপরাধীদের পৃষ্ঠপোষক নন। কারণ, অপরাধীর পৃষ্ঠপোষকও অপরাধী।

মহান আল্লাহর দরবারে এই শ্রেণীর অনুমতিপ্রাপ্ত সুপারিশ হবে। মুসলিম এই সুপারিশে বিশ্বাস ও আশা রাখে।

শেষনবী মুহাম্মাদ ﷺ কিয়ামতে এই শ্রেণীর সুপারিশ করবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "বর্কতময় মহান আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। অতঃপর মু'মিনগণ উঠে দাঁড়াবে; এমনকি জান্নাতও তাদের নিকটবর্তী ক'রে দেওয়া হবে। (যার কারণে তাদের জান্নাত যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে যাবে)। সুতরাং তারা আদম (সালাওয়াতুল্লাহি আলাইহি)র নিকট আসবে। অতঃপর বলবে, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) জান্নাত খুলে দেওয়ার আবেদন করুন।' তিনি বলবেন, '(তোমরা কি জান না যে,) একমাত্র তোমাদের পিতার ভুলই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছে? সুতরাং আমি এর যোগ্য নই। তোমরা আমার ছেলে ইব্রাহীম খলীলুল্লাহর নিকট যাও।" নবী ﷺ বলেন, "অতঃপর তারা ইব্রাহীমের নিকট যাবে।" ইব্রাহীম বলবেন, 'আমি এর উপযুক্ত নই। আমি আল্লাহর খলীল (বন্ধু) ছিলাম বটে, কিন্তু আমি এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী নই। (অতএব) তোমরা মূসার নিকট যাও, যার সঙ্গে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন।' ফলে তারা মূসার নিকট যাবে। কিন্তু তিনি বলবেন, 'আমি এর যোগ্য নই। তোমরা আল্লাহর কালেমা ও তাঁর রূহ ঈসার নিকট যাও।' কিন্তু ঈসাও বলবেন, 'আমি এর উপযুক্ত নই।' অতঃপর তারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট আসবে। সুতরাং তিনি দাঁড়াবেন। অতঃপর তাঁকে (দরজা খোলার) অনুমতি দেওয়া হবে। আর আমানত ও আত্মীয়তার বন্ধনকে ছেড়ে দেওয়া হবে। সুতরাং উভয়ে পুল সিরাত্বের দু'দিকে ডানে ও বামে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর তোমাদের প্রথম দল বিদ্যুতের মত গতিতে (অতি দ্রুতবেগে) পুল পার হয়ে যাবে। আমি (আবূ হুরাইরা) বললাম, 'আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! বিদ্যুতের মত গতিতে পার হওয়ার অর্থ কী?' তিনি বললেন, "তুমি কি দেখনি যে, বিদ্যুৎ কীভাবে চোখের পলকে যায় ও আসে?" অতঃপর (দ্বিতীয় দল) বাতাসের মত গতিতে (পার হবে)। তারপর (পরবর্তী দল) পাখী উড়ার মত এবং মানুষের দৌড়ের মতো গতিতে। তাদেরকে তাদের নিজ নিজ আমল (সিরাত্ব) পার করাবে। আর তোমাদের নবী পুল-সিরাতের উপর দাঁড়িয়ে থাকবেন। তিনি বলবেন, "হে প্রভু! বাঁচাও, বাঁচাও!" শেষ পর্যন্ত বান্দাদের আমলসমূহ অক্ষম হয়ে পড়বে। এমনকি কোন কোন ব্যক্তি পাছা ছেঁচ্ড়াতে ছেঁচ্ড়াতে (সিরাত্ব) পার হবে। আর সিরাত্বের দুই পাশে আঁকড়া ঝুলে থাকবে। যাকে ধরার জন্য সে আদিষ্ট তাকে ধরে নেবে। অতঃপর (কিছু লোক) জখম হলেও বেঁচে যাবে। আর কিছু লোককে মুখ থুবড়ে জাহান্নামে ফেলা হবে। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আবূ হুরাইরার প্রাণ আছে! নিশ্চয় জাহান্নামের গভীরতা সত্তর বছরের (দূরত্বের পথ)। *(মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "কিয়ামতের দিন আমি হব সকল মানুষের নেতা। তোমরা

কি জান, কী কারণে? কিয়ামতের দিন পূর্বাপর সমগ্র মানবজাতি একই ময়দানে সমবেত হবে। (সে ময়দানটি এমন হবে যে,) সেখানে দর্শক তাদেরকে দেখতে পাবে এবং আহবানকারী (নিজ আহবান) তাদেরকে শুনাতে পারবে। সূর্য একেবারে কাছে এসে যাবে। মানুষ এতই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিপতিত হবে যে, ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতাই তাদের থাকবে না। তারা বলবে, 'দেখ, তোমাদের সবার কী ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, তোমাদের কী বিপদ এসে পৌঁছেছে! এমন কোন ব্যক্তির খোঁজ কর, যিনি পরওয়ারদেগারের কাছে সুপারিশ করতে পারেন।' লোকেরা বলবে, 'চল আদমের কাছে যাই।' সে মতে তারা আদমের কাছে এসে বলবে, 'আপনি মানব জাতির পিতা, আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং ফুঁক দিয়ে তাঁর 'রূহ' আপনার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। তাঁর নির্দেশে ফিরিশ্তাগণ আপনাকে সিজদা করেছিলেন। আপনাকে জান্নাতে স্থান দিয়েছিলেন। সুতরাং আপনি কি আপনার পালনকর্তার দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না? আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী কষ্টের মধ্যে আছি? আমরা কী যন্ত্রণা ভোগ করছি?' আদম ﷺ বলবেন, 'আমার প্রতিপালক আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ আছেন, এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না। তাছাড়া তিনি আমাকে একটি বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি তার নির্দেশ অমান্য করেছিলাম। আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা নূহের কাছে যাও।'

সুতরাং তারা সকলে নূহ ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, 'হে নূহ! আপনি পৃথিবীর প্রতি প্রথম প্রেরিত রসূল। আল্লাহ আপনাকে শোকর-গুজার বান্দা হিসাবে অভিহিত করেছেন। সুতরাং আপনি কি আপনার পালনকর্তার দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন না? আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী কষ্টের মধ্যে আছি? আমরা কী যন্ত্রণা ভোগ করছি?' নূহ ﷺ বলবেন, আমার প্রতিপালক আজ ভীষণ ক্রুদ্ধ আছেন, এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না। তাছাড়া আমার একটি দুআ ছিল, যার দ্বারা আমার জাতির উপর বদ্দুআ করেছি। আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা ইব্রাহীমের কাছে যাও।'

সুতরাং তারা সবাই ইব্রাহীম ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, 'হে ইব্রাহীম! আপনি আল্লাহর নবী ও পৃথিবীবাসীদের মধ্য থেকে আপনিই তাঁর বন্ধু। আপনি আপনার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী যন্ত্রণার মধ্যে আছি?' তিনি তাদেরকে বলবেন, 'আমার পালনকর্তা আজ ভীষণ রাগান্বিত হয়েছেন, এমন রাগান্বিত তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না। তাছাড়া (দুনিয়াতে) আমি তিনটি মিথ্যা কথা বলেছি। সুতরাং আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মূসার কাছে যাও।'

অতঃপর তারা মূসা ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, 'হে মূসা! আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ আপনাকে তাঁর রিসালত দিয়ে এবং আপনার সাথে (সরাসরি) কথা বলে সমগ্র

মানব জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী দুর্ভোগ পোহাচ্ছি?' তিনি বলবেন, 'আজ আমার প্রতিপালক এত ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন, এমন ক্রুদ্ধ তিনি আর আগে কখনো হননি এবং আগামীতেও আর কোনদিন হবেন না। তাছাড়া আমি তো (পৃথিবীতে) একটি প্রাণ হত্যা করেছিলাম, যাকে হত্যা করার কোন নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়নি। আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা ঈসার কাছে যাও।'

অতঃপর তারা সবাই ঈসা ﷺ-এর কাছে এসে বলবে, 'হে ঈসা! আপনি আল্লাহর রাসূল। আপনি আল্লাহর সেই কালেমা, যা তিনি মারয়্যামের প্রতি প্রক্ষেপ করেছিলেন। আপনি হচ্ছেন তাঁর রূহ, আপনি (জন্ম নেওয়ার পর) শিশুকালে দোলনায় শুয়েই মানুষের সাথে কথা বলেছিলেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী যন্ত্রণার মধ্যে আছি?' তিনি তাদেরকে বলবেন, 'আমার পালনকর্তা আজ ভীষণ রাগান্বিত হয়েছেন, এমন রাগান্বিত তিনি আর কোনদিন হননি আর কখনো হবেনও না। (এখানে তিনি তাঁর কোন অপরাধ উল্লেখ করেননি।) আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! আমি নিজেকে নিয়েই চিন্তিত আছি! তোমরা বরং আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে যাও। তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে যাও।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, সুতরাং তারা সবাই আমার কাছে এসে বলবে, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি আল্লাহর রসূল। আপনি আখেরী নবী। আল্লাহ আপনার পূর্বাপর যাবতীয় গুনাহ মাফ ক'রে দিয়েছেন। অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে সুপারিশ করুন। আপনি কি দেখছেন না, আমরা কী (ভয়াবহ) দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করছি।' তখন আমি চলে যাব এবং আরশের নীচে আমার প্রতিপালকের জন্য সিজদাবনত হব। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রশংসা ও গুণগানের জন্য আমার হৃদয়কে এমন উন্মুক্ত ক'রে দেবেন, যেমন ইতোপূর্বে আর কারো জন্য করেননি। অতঃপর তিনি বলবেন, 'হে মুহাম্মাদ! মাথা উঠাও, চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।' তখন আমি মাথা উঠিয়ে বলব, আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে প্রতিপালক! আমার উম্মতকে (রক্ষা করুন) হে প্রতিপালক!' এর প্রত্যুত্তরে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) বলা হবে, 'হে মুহাম্মাদ! তোমার উম্মতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব-নিকাশ হবে না, তাদেরকে ডান দিকের দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাও। এই দরজা ছাড়া তারা অন্য সব দরজাতেও সকল মানুষের শরীক।'

অতঃপর তিনি বললেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, তাঁর কসম! জান্নাতের একটি দরজার প্রশস্ততা হচ্ছে মক্কা ও (বাহরাইনের) হাজারের মধ্যবর্তী দূরত্ব অথবা মক্কা ও (সিরিয়ার) বুসরার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান।" *(বুখারী-মুসলিম)*

মোটকথা, তিনি মানুষের জন্য সুপারিশ ক'রে হিসাব নিয়ে সকলকে কিয়ামতের কঠিন দিনের ভয়ঙ্কর ময়দানের অবস্থান থেকে নিস্তার দিতে বলবেন।

কতক উম্মতি যাদের নেকী-বদী সমান হলে তাদের জান্নাত প্রবেশের জন্য, কতক উম্মতিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য, কারোর কিছু আযাব হাল্কা করার জন্য তিনি

আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন। সেই সুপারিশের হকদার হবে প্রতি তওহীদবাদী মুসলিম; যারা কোনদিন শির্ক করে না। আল্লাহর আসনে কোন গায়রুল্লাহকে বসায় না।

মহানবী ﷺ বলেন,

((شَفَاعَتِي لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي)).

অর্থাৎ, আমার সুপারিশ আমার উম্মতের মহাপাপীদের জন্য। *(আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, ত্বাবারানী, সঃ জামে' ৩৭১৪নং)* অর্থাৎ, যারা অতি মহাপাপ শির্ক করেনি, তবে কাবীরা গোনাহ ক'রে ফেলেছে, তাদেরই জন্য সুপারিশ হবে।

একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনার শাফাআত-লাভের সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে?' উত্তরে তিনি বললেন,

((أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ)).

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত-লাভের সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সেই হবে, যে নিজ অন্তর বা মন থেকে বিশুদ্ধভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে। *(বুখারী ৯৯নং)*

অর্থাৎ, সে মুশরিক বা কাফের হবে না।

তিনি আরো বলেছেন,

((لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا)). رواه مسلم

অর্থাৎ, প্রত্যেক নবীর কবুলযোগ্য দুআ থাকে। সুতরাং প্রত্যেক নবী নিজ দুআকে সত্বর (দুনিয়াতে) প্রয়োগ করেছেন। আর আমি আমার দুআকে কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের জন্য সুপারিশের উদ্দেশ্যে লুকিয়ে জমা রেখেছি। সেই সুপারিশ---ইন শাআল্লাহ---আমার উম্মতের সেই ব্যক্তি লাভ করবে, যে আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শির্ক না ক'রে মারা যাবে। *(মুসলিম ৫১২নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে (মুসলিম) ব্যক্তি মদীনার সংকীর্ণতা ও কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ করবে, আমি কিয়ামতে তার জন্য সুপারিশ করব অথবা সাক্ষ্য দেব।" *(মুসলিম, তিরমিযী, সহীহ তারগীব ১১৮৬-১১৮৭নং)*

অবশ্য তারও শর্ত হল, তাকে তাওহীদবাদী হতে হবে।

উপর্যুক্ত শর্তাবলীর ভিত্তিতেই অন্যান্য আম্বিয়াগণ, কিছু ফিরিশ্তা, মুমেনীনও কিয়ামতে সুপারিশ করবেন। *(বুখারী ৭৪৩৯, মুসলিম ১৮৩নং)*

শহীদগণ নিজ পরিবারের ৭০ ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবেন।

নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য রয়েছে সাতটি মর্যাদা; রক্তক্ষরণের শুরুতেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, বেহেশ্তে সে তার নিজ স্থান দেখতে পায়, তাকে ঈমানের জুব্বা পরিধান করানো হয়, (বেহেশ্তে) ৭২টি সুনয়না হুরীর সাথে তার বিবাহ হবে, কবরের আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে, (কিয়ামতে দিন) মহাত্রাস থেকে নিরাপদে থাকবে, তার মস্তকে গৌরবের মুকুট পরানো হবে, যার একটি মাত্র মণি (চুনি) পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর নিজ পরিবারের ৭০ জন লোকের

জন্য (আল্লাহর দরবারে) তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৫১৮২ নং)*

যে সব শিশু-সন্তান শৈশবেই মারা যায় তারা তাদের মুসলিম পিতা-মাতার জন্য কিয়ামতে সুপারিশ করবে। *(মুসলিম ২৬৩৫নং)*

রোযা রোযাদারের জন্য এবং কুরআন তার পাঠকারীর (তেলাঅতকারীর) জন্য আল্লাহর দরবারে মুক্তির সুপারিশ করবে।

মহানবী ﷺ বলেন,

(( اقْرَؤُوا القُرْآنَ ؛ فَإِنَّهُ يَأتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ )). رواه مسلم

"তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা, কিয়ামতের দিন কুরআন, তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হিসাবে আগমন করবে।" *(মুসলিম)*

(( يُؤْتَى يَوْمَ القِيَامَةِ بِالقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُورَةُ البَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ ، تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا )). رواه مسلم

"কুরআন ও ইহজগতে তার উপর আমলকারীদেরকে (বিচারের দিন মহান আল্লাহর সামনে) পেশ করা হবে। সূরা বাক্বারাহ ও সূরা আলে ইমরান তার আগে আগে থাকবে এবং তাদের পাঠকারীদের সপক্ষে (প্রভুর সঙ্গে) বাদানুবাদে লিপ্ত হবে।" *(মুসলিম)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন রোযা এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি ওকে পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।' আর কুরআন বলবে, 'আমি ওকে রাত্রে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।' নবী ﷺ বলেন, "অতএব ওদের উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে।" *(আহমাদ, ত্বাবারানীর কাবীর, ইবনে আবিদ্দুনয়্যার 'কিতাবুল জু', সহীহ তারগীব ৯৬৯ নং)*

সূরা মুল্ক তার নিয়মিত তেলাঅতকারীর জন্য সুপারিশ করবে। মহানবী ﷺ বলেন,

((مِنَ القُرْآنِ سُورَةٌ ثَلاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ})). رواه أَبُو داود والترمذي

"কুরআনে ত্রিশ আয়াতবিশিষ্ট একটি সূরা এমন আছে, যা তার পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করবে এবং শেষাবধি তাকে ক্ষমা ক'রে দেওয়া হবে, সেটা হচ্ছে 'তাবা-রাকাল্লাযী বিয়্যাদিহিল মুল্ক' (সূরা মুল্ক)।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী ২৮৯১নং)*

কোন মৃত মুসলিমের জন্য একশ জন অথবা চল্লিশজন মুসলমান যারা কোনদিন কোন শির্ক করেনি, জানাযার নামাযে তাদের সুপারিশ কবুল হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَا مِنْ مَيتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِئَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ)).

"যে মৃতের জানাযার নামায একটি বড় জামাআত পড়ে, যারা সংখ্যায় একশ' জন পৌঁছে এবং সকলেই তার ক্ষমার জন্য সুপারিশ করে, তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।" *(মুসলিম)*

((مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئاً، إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ)). رواه مسلم

"যে কোন মুসলমান মারা যাবে এবং তার জানাযায় এমন চল্লিশজন লোক নামায পড়বে, যারা আল্লাহর সাথে কোন জিনিসকে শরীক করে না, আল্লাহ তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ গ্রহণ করবেন।" *(মুসলিম ৯৪৭-৯৪৮নং)*

এ সকল সুপারিশ কেবলমাত্র আল্লাহর অনুমতি ও সম্মতিক্রমে সম্ভব হবে। জানাযার নামাযে বা অন্যান্য দুআ ও ইস্তিগফারে সুপারিশের শিক্ষা যেহেতু আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল (আল্লাহ তরফ থেকেই) দিয়েছেন, সেই হেতু এ সুপারিশেরও তাঁর অনুমতি রয়েছে।

তিনি না চাইলে সুপারিশ সম্ভব নয় বলেই মুসলিম মহানবী ﷺ এবং অন্যান্যদের সুপারিশ পাওয়ার কামনা ক'রে আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা জানায়। যাঁর সুপারিশ চলবে, তাঁর কাছেই চায় না।

গায়রুল্লাহর কাছে কোন সুপারিশ নেই। গায়রুল্লাহ তো নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। তার নিকট সুপারিশ চাওয়া অথবা সুপারিশের জন্য তার পূজাপাট করা শির্কে আকবর।

অতএব মুসলিম চায় শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে, তাঁর বিচারে শুধু তাঁকেই 'শাফী-কাফী' মানতে। তিনি চাইলে কেউ তার হয়ে সুপারিশ করবে, নচেৎ না। তাই সে আল্লাহ ছাড়া কারো ভরসা রাখে না। যেখানে বড় বড় নবী ওযর পেশ করে সুপারিশে সাহস করবেন না, সেখানে আর কার উপর ভরসা রাখা যাবে?

পক্ষান্তরে আল্লাহর নবী-অলী তো তাঁরই সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সবকিছু করেন। যারা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, শির্ক করে, বিদআত করে, উলামাদের কথায় কর্ণপাত করে না, সারা জীবন পাপে লিপ্ত থেকে নবী-অলীর সুপারিশের আশা রাখে তাদের আশা দুরাশা। নবী-অলী তো আল্লাহর তুষ্টি বিধানে নিজের জান-মাল, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, শাগরেদ-মুরীদ সকলকে কুরবানী দেন। যে আল্লাহর দুশমন, তাকে তাঁদের দুশমন মনে করেন---চাহে সে তাঁদের পিতাই হোক অথবা পুত্র। অতএব আল্লাহ যাকে জাহান্নামবাসী করার ইচ্ছা করবেন তার জন্য নবী-অলী তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন সুপারিশ ক'রে জান্নাতে ভরতে যাবেন? বরং তাঁরাও চাইবেন, তাকে ধাক্কা মেরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে। কারণ তাঁরা তো আল্লাহরই আজ্ঞানুবর্তী দাস। উপরন্তু নবী-অলীর ইচ্ছানুযায়ী কেউ জান্নাত জাহান্নাম যাবে না। বরং আল্লাহ যাকে চাইবেন, তাকে জান্নাতে এবং যাকে ইচ্ছা জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। তিনি ছাড়া এ এখতিয়ার আর কারো নেই। *(তাক্বিয়াতুল ঈমান)*

আমাদের নবী কাল কিয়ামতে তাঁর নিজ আত্মীয়দের কোন উপকার করতে পারবেন না। নূহ ও লূত নবী তাঁদের স্ত্রীদের কোন উপকারে আসবেন না। ইব্রাহীম নবী তাঁর পিতার কোন উপকারে আসবেন না। নূহ নবী তাঁর ছেলের কোন উপকারে আসবেন না। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} (١٩) سورة الإنفطار

অর্থাৎ, সেদিন কেউই কারোর জন্য কিছু করবার সামর্থ্য রাখবে না; আর সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে (একমাত্র) আল্লাহর। *(ইনফিত্বার ঃ ১৯)*

# মহান আল্লাহর ইরাদা ও ইচ্ছা

আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা তাই করেন। *(কুরআন ৮৫/১৬)* যা চেয়েছেন তাই হয়েছে, যা চাইবেন তাই হবে। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সৃষ্টি জগতের কোন কিছুই সংঘটিত হয় না। সবকিছু তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত তাঁর বান্দার কোন ইচ্ছা ও সঙ্কল্প বাস্তবায়িত হয় না। বান্দার জন্য যা চান--তা হয়, যা চান না--তা হয় না। তিনি বলেন,

{إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ } (١٠٧) سورة هود

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন, তা সম্পাদনে সুনিপুণ। *(হূদঃ ১০৭)*

{وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاء} (٢٧) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। *(ইব্রাহীমঃ ২৭)*

ইউসুফ ﷺ বলেছিলেন,

{إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} (١٠٠) سورة يوسف

অর্থাৎ, আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা--তা নিপুণতার সাথে ক'রে থাকেন, তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *(ইউসুফঃ ১০০)*

{وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء} (١٨) سورة الحج

অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে হেয় করেন, তার সম্মানদাতা কেউই নেই; নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা, তা করেন। *(হাজ্জঃ ১৮)*

{وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, ওদের কোন এখতিয়ার নেই। আল্লাহ পবিত্র, মহান এবং ওরা যাকে অংশী করে, তা হতে তিনি উর্ধ্বে। *(ক্বাস্বাস্বঃ ৬৮)*

সুতরাং তাঁর কোন ইচ্ছাতেই কেউ শরীক নয়। এমনকি বান্দা যা ইচ্ছা করে, তাও তাঁর ইচ্ছার অনুবর্তী। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (٣٠) سورة الإنسان

অর্থাৎ, তোমরা ইচ্ছা করবে না; যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *(দাহরঃ ৩০)*

{وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (٢٩) سورة التكوير

অর্থাৎ, আর বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোনই ইচ্ছা করতে পার না। *(তাকভীরঃ ২৯)*

বলা বাহুল্য, তিনিই এককভাবে যা ইচ্ছা করেন, এ বিশ্বে কেবল তাই ঘটে। তাঁর ইচ্ছার সাথে অন্যের ইচ্ছাকে যোগ করলে শির্ক হয়ে যায়।

একদা এক ব্যক্তি কোন ব্যাপারে মহানবী ﷺ-কে বলল, 'আল্লাহ ও আপনি যা

চেয়েছেন (তাই হয়েছে)।' তা শুনে তিনি তাকে বললেন, "তুমি তো আল্লাহর সঙ্গে আমাকে শরীক (বা সমকক্ষ) ক'রে ফেললে! না; বরং আল্লাহ একাই যা চেয়েছেন, তাই হয়েছে।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১/২৬৬)*

□

# মহান আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ

মহান আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, তিনিই নিয়ন্তা, তিনিই বিধানদাতা। তিনিই যেমন ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা সুখী করেন, যাকে ইচ্ছা দুঃখী করেন, যাকে ইচ্ছা রোগা করেন, যাকে ইচ্ছা নিরোগ করেন, যাকে ইচ্ছা সুপথ দেখান, যাকে ইচ্ছা ভ্রষ্ট করেন, যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন, যেমন ইচ্ছা ফায়সালা করেন, যা ইচ্ছা হালাল করেন, যা ইচ্ছা হারাম করেন, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলার কেউ নেই। তাঁর কোন মন্ত্রক নেই, উপদেষ্টা নেই। কোন সহায়ক নেই, কোন পৃষ্ঠপোষক নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর হুকুমকে পুনর্বিবেচনা করার কেউ নেই। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী কেউ নেই, অভিযোগ বা সমালোচনা করার অধিকার কারো নেই।

যেহেতু তিনি সকল বস্তুর প্রকৃতি ও প্রকৃতত্ত্ব জানেন। বান্দার জন্য কী ভাল এবং কী মন্দ, কী উপকারী, কী অপকারী---তা তিনিই জানেন। মা নিজ শিশুর প্রতি যতটা করুণাময়ী, তার চাইতে তিনি বান্দার প্রতি বেশি করুণাময়।

তাঁর প্রতি কেউ কোন অভিযোগ করে না, করার অধিকার রাখে না। যেহেতু তিনি প্রতাপশালী ও পরাক্রমশালী বাদশা, তাঁর প্রত্যেক কর্মে হিকমত আছে, ইনসাফ আছে। তিনি ন্যায়পরায়ণ বাদশা। তিনি কারো প্রতি অণু পরিমাণ অন্যায় করেন না।

তাঁর শরীয়তের সকল কর্মে হিকমত আছে, যৌক্তিকতা আছে। নিয়তির বিধানেও তিনি ন্যায়পরায়ণ। দন্ডবিধি ও শাস্তির বিধানেও তিনি সুবিচারক। সকল বিধানে তিনি নিখুঁত বিধায়ক। 'কেন' বলে অভিযোগ বা আপত্তি করার অবকাশ ও অধিকার নেই কারো। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (٤١) سورة الرعد

অর্থাৎ, আল্লাহ আদেশ করেন। তাঁর আদেশের সমালোচনা (পুনর্বিবেচনা) করার কেউ নেই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর। *(রা'দঃ ৪১)*

{مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا} (٢٦) سورة الكهف

অর্থাৎ, তিনি ছাড়া তাদের অন্য কোন অভিভাবক নেই; তিনি কাউকেও নিজ কর্তৃত্বের শরীক করেন না।' *(কাহফঃ ২৬)*

{لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} (٢٣) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, তিনি যা করেন, সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না; বরং ওদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। *(আম্বিয়াঃ ২৩)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاء مِنَّا} (١٥٥) سورة الأعراف

অর্থাৎ, আর মূসা আপন সম্প্রদায় হতে সত্তর জন লোককে আমার প্রতিশ্রুতির সময়ে সমবেত হওয়ার জন্য মনোনীত করল। তারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল, তখন মূসা বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করলে পূর্বেই তো এদেরকে এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতে। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তাদের কর্মদোষে কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? *(আ'রাফ ঃ ১৫৫)*

মূসা ﷺ-এর এ প্রশ্ন প্রতিবাদমূলক বা আপত্তিকর ছিল না। বরং এ ছিল অস্বীকৃতিমূলক একটি প্রশ্ন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, 'তুমি তো এরূপ করতে পারো না।' সুতরাং তিনি এ কথা আল্লাহর রহমতের প্রতি পূর্ণ ভরসা রেখেই বলেছিলেন। এতে ছিল আব্দার ও করুণা-কামনা। এতে ছিল দুআ, 'তুমি আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তাদের কর্মদোষে আমাদেরকে ধ্বংস করো না।' *(ফাতহুল ক্বাদীর ২/৩৬৬)*

সুতরাং মীরাসে পুরুষের অংশ নারীর ডবল কেন?

নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়নি কেন?

নারীকে একটি ও পুরুষকে চারটি বিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে কেন?

কাউকে ধনী, কাউকে নিঃস্ব ভিখারী ক'রে সৃষ্টি করা হয়েছে কেন?

কেন আম আযাবে ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সকলকে ধ্বংস করা হয়?

বিনা পাপে কেন রোগ-বালা দিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়?

কেন একজনকে একাধিক ছেলে ও অন্যকে একাধিক মেয়ে দান করা হয় এবং অন্য কাউকে নিঃসন্তান রাখা হয়?

কেন একজন আজীবন সধবা এবং অন্য জন আজীবন বিধবা?

কেন একজন পাথর ধরলে সোনা হয় এবং অপর জন সোনা ধরলে পাথর হয়ে যায়? ইত্যাদি আরও অভিযোগ ও আপত্তিমূলক প্রশ্ন কোন মু'মিন করতে পারে না।

## ফরিয়াদ ও সাহায্য প্রার্থনায় শির্ক

অসহায়ের সহায়, দুঃখে-শোকে, বিপদে আপদে সহায়ক আল্লাহ। বান্দার বিপদে আকুল আবেদন, কাকুতি-মিনতি, মনের আকুল বেদনা শ্রবণ করেন ও জানেন একমাত্র তিনিই।

তিনিই দুঃখীর দুঃখ, শোকার্তের শোক, বিপন্নের বিপদ, বেদনার্তের বেদনা, অভাবীর অভাব দূর ক'রে থাকেন। যেমন তিনিই সুখীর সুখ, সম্পদশালীকে সম্পদ প্রদান করেন। তাঁর এ কাজে কেউ শরীক, সহায়ক বা সুপারিশকারী নেই। তিনি ছাড়া 'গওস' কেউ নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ} (٩) سورة الأنفال

অর্থাৎ, স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সকাতর প্রার্থনা করেছিলে, আর তিনি তা কবুল ক'রেছিলেন। *(আনফাল ঃ ৯)*

{قُلْ أَرَأَيْتُكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٤٠) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاء وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ} (٤١) الأنعام

অর্থাৎ, বল, 'তোমরা ভেবে দেখ যে, আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হলে

অথবা তোমাদের নিকট কিয়ামত উপস্থিত হলে, তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ডাকবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তাহলে উত্তর দাও)। বরং শুধু তাঁকেই ডাকবে। অতঃপর ইচ্ছা করলে তিনি তোমাদের সেই কষ্ট দূর করবেন, যার জন্য তোমরা তাঁকে ডাকবে এবং যাকে তোমরা তাঁর অংশী করতে তা বিস্মৃত হবে।' *(আনআম ঃ ৪০-৪১)*

{أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ} (٦٢) سورة النمل

অর্থাৎ, অথবা তিনি, যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাক। *(নামল ঃ ৬২)*

{وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ} (١٧) سورة الأنعام

অর্থাৎ, আর যদি আল্লাহ তোমাকে ক্লেশদান করেন, তাহলে তিনি ব্যতীত আর কেউ তার মোচনকারী নেই। আর যদি তিনি তোমার কল্যাণ করেন, তাহলে তিনিই তো সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। *(আনআম ঃ ১৭)*

বান্দার আহবানে সাড়া দেন, তার আবেদন সরাসরি মঞ্জুর করেন। তিনি বান্দার অতি নিকটবর্তী।

{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} (١٨٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে। *(বাক্বারাহ ঃ ১৮৬)*

তাঁকে ডাকার জন্য, পাবার জন্য, তাঁর সাহায্য, দয়া বা অনুগ্রহ লাভের জন্য কোন উকিল, অসীলা বা সুপারিশকারীর প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় শুধু তাঁর ইচ্ছার। তিনি ছাড়া কোন ফিরিশ্তা, নবী, অলী, জ্বিন কেউই দুআ মঞ্জুর করতে পারেন না, আর না পারেন কারো মনের আকাঙ্ক্ষা মিটাতে। তাই বিপদে তাঁকে ছেড়ে কোন গায়রুল্লাহকে ডাকা, তার কাছে বিপদের কথা জানিয়ে সাহায্য চাওয়া শির্কে আকবার। যেহেতু তারা সে ডাকে সাড়া দিতে অক্ষম। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} (٣٨) سورة الزمر

অর্থাৎ, তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি

করেছেন?’ ওরা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ।’ বল, ‘তাহলে তোমরা ভেবে দেখেছ কি? আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা তাঁকে ছাড়া যাদেরকে আহবান কর, তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে?’ বল, ‘আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর ক’রে থাকে।’ *(যুমার ঃ ৩৮)*

{وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلآ أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ} (١٩٧) الأعراف

অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে আহবান কর, তারা তোমাদের কোন প্রকার সাহায্য করতে পারে না এবং ওদের নিজেদেরও নয়। *(আ’রাফ ঃ ১৯৭)*

কোন পরলোকগত মানুষ কারো আহবানে সাড়া দিতে পারে না। তারা স্রষ্টা নয়, অদৃশ্যজ্ঞও নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ (٢٠) أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} (٢١) سورة النحل

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ছাড়া অপরকে আহবান করে, তারা কিছুই সৃষ্টি করে না; বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়। তারা নিষ্প্রাণ, নির্জীব এবং পুনরুত্থান কবে হবে, সে বিষয়ে তাদের কোন চেতনা (বোধ) নেই। *(নাহল ঃ ২০-২১)*

পরলোক থেকে ইহকালের কোন আহবান কেউ শুনতে পায় না। আল্লাহ বলেন,

{وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ} (٢٢) سورة فاطر

অর্থাৎ, সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান; আর তুমি মৃতকে শোনাতে পার না। *(ফাত্বির ঃ ২২)*

{إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ} (٨٠) سورة النمل

অর্থাৎ, নিশ্চয় তুমি মৃতকে শোনাতে পারবে না, আর বধিরকেও তোমার আহবান শোনাতে পারবে না; যখন ওরা পিছন ফিরে চলে যায়। *(নামল ঃ ৮০)*

সুতরাং বান্দার উচিত, কেবল চিরঞ্জীব আল্লাহকেই ডাকা। তিনি বলেছেন,

{هُوَ الْحَيُّ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (٦٥) غافر

অর্থাৎ, তিনিই চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই, সুতরাং তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁকে ডাক। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য। *(মু’মিন ঃ ৬৫)*

শহীদগণ আল্লাহর পথে নিহত হওয়ার পরেও অমর থাকেন। তাঁরা মধ্য-জগতে বিশেষ জীবনে জীবিত আছেন। যে জীবন আমাদের অনুধাবনের বাইরে। সে জগতের অবস্থা আমরা জানতে পারি না এবং সে জগতের কেউ এ জগতের অবস্থা জানতে পারে না, আহবান শুনতে পারে না। যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত ইহকাল ও মধ্যকালের

মধ্যে আছে যবনিকা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ}

(١٥٤) البقرة

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণ করে, তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তা তোমরা উপলব্ধি করতে পার না। *(বাক্বারাহঃ ১৫৪)*

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}

(١٦٩)

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত; তারা জীবিকা-প্রাপ্ত হয়ে থাকে। *(আলে ইমরানঃ ১৬৯)*

মাসরূক (রঃ) বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ (বিন মাসঊদ ﷺ)কে উক্ত আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, 'শোন! আমরাও এ বিষয়ে (নবী ﷺ-কে) জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "তাদের (শহীদদের) আত্মাসমূহ সবুজ পক্ষীকুলের দেহ মধ্যে অবস্থান করবে। ঐ পক্ষীকুলের অবস্থানক্ষেত্র হল (আল্লাহর) আরশে ঝুলন্ত দীপাবলী। তারা বেহেশ্তে যেখানে ইচ্ছা বিচরণ ক'রে বেড়াবে। অতঃপর পুনরায় ঐ দীপাবলীতে ফিরে এসে আশ্রয় নেবে।....' *(মুসলিম ১৮৮৭নং)*

পরলোকগত মানুষ এ জীবন থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন। পরকালগত কোন মানুষ ইহকালের কোন মানুষের সাথে সংযোগ রক্ষা করতে পারে না, তাকে স্বপ্নও দেখাতে পারে না। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} (١٠٠) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, তাদের সামনে বারযাখ (যবনিকা) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। *(মু'মিনূনঃ ১০০)*

শহীদ ছাড়া অন্যান্য নেক লোকদের ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেন, "মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করা হলে তার নিকট নীল চক্ষুবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণের দুই ফিরিশ্তা আসেন। একজনকে বলা হয় 'মুনকির' এবং অপরকে বলা হয় 'নাকীর'। তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এই (নবী) ব্যক্তির ব্যাপারে তুমি কী বলতে?' সে বলে, 'উনি যা বলতেন তাই, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ (সত্য) উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রসূল।' তাঁরা বলেন, 'আমরা জানতাম যে, তুমি তাই বলবে।' অতঃপর তার কবরকে সত্তর হাত দৈর্ঘ্য ও সত্তর হাত প্রস্থ পরিমাপে প্রশস্ত ক'রে দেওয়া হয়। অতঃপর তা আলোকিত করা হয়। অতঃপর তাকে বলা হয়, 'তুমি ঘুমিয়ে যাও।' সে বলে, 'আমি আমার পরিজনের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে খবর দেব।' তাঁরা বলেন, 'তুমি সেই বাসর রাতের বরের মতো ঘুমিয়ে যাও, যাকে তার পরিবারের প্রিয়তম ছাড়া কেউ জাগাবে না।' পরিশেষে আল্লাহ তাঁকে এই শয়নক্ষেত্র থেকে পুনরুত্থিত করবেন।....." *(তিরমিযী, সিঃ সহীহাহ ১৩৯১নং)*

সুতরাং আওলিয়াগণ কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত কবরে ঘুমিয়ে থাকেন। তাঁরা কারো আহবান শুনতে পান না।

এই জন্যই তাওহীদবাদী বান্দা তার নামাযের প্রত্যেক রাকআতে বলে থাকে,

{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (٥) سورة الفاتحة

অর্থাৎ, আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই। *(ফাতিহাহ ঃ ৫)*

অবশ্য এমন কোন বিপদে পড়া, যা থেকে উদ্ধার করা জীবিত কোন মানুষের সাধ্যে আছে, তবে তাকে আহবান করা কোন শির্ক নয়। যেমন, পানিতে ডুবা থেকে হাত ধরে তোলার জন্য, কোন হিংস্র জন্তু বা শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য, কোন জীবন্ত সক্ষম উপস্থিত ব্যক্তির সাহায্য চাওয়া এবং তাকে 'বাঁচাও' বা 'রক্ষা কর' বলে ডাকা শির্ক নয়। যদি তাকে বাঁচার অসীলা মনে না করে, কেবল আল্লাহরই উপর ভরসা রাখা যায়।

এমনই এক সাহায্য প্রার্থনার কথা মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَـذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَـذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ } (١٥) سورة القصص

অর্থাৎ, মূসা নগরীতে প্রবেশ করল এমন এক সময়ে যখন এর অধিবাসীরা অসতর্ক অবস্থায় ছিল, সেখানে সে দু'টি লোককে মারামারি করতে দেখল; একজন তার নিজ দলের এবং অপরজন তার শত্রু দলের। মূসার দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মূসা ওকে ঘুষি মারল; এভাবে সে তাকে হত্যা ক'রে বসল। মূসা বলল, 'এ তো শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী।' *(ক্বাস্বাস্ব ঃ ১৫)*

বড় দুঃখের বিষয় যে, উপসাগরীয় যুদ্ধের পর ভারতের তথাকথিত 'আহলে সুন্নাহ'র এক নেতৃস্থানীয় আলেম সঊদী আরবে এসে নিজের শির্ক ও বিদআত প্রচার করলে সঊদী সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে তাঁকে মুক্তি দিয়ে দেশে ফেরৎ পাঠালে তাঁর হাজার হাজার ভক্ত তাঁকে 'খোশ-আমদেদ' জানানোর জন্য এয়ারপোর্টে উপস্থিত হয়। সেখানে তিনি লেকচারে সঊদী ওয়াহাবী সরকারের ক্ষোভভরা কঠোর সমালোচনা করেন। এক সময় তিনি কটাক্ষ ক'রে বলেন, 'ওয়াহাবীর দল আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা শির্ক বলে। অথচ তারা ক'দিন আগে "ইয়া বূশ আগিষনা, ইয়া বূশ আগিষনা" বলে খুব সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। সেটা শির্ক নয়!' এ কটাক্ষ শুনে ভক্তরা তাঁকে খুব শাবাশি দিয়েছিল। কিন্তু মিসকীনরা জানে না যে, সত্যই তা শির্কের পর্যায়ভুক্ত নয় এবং ঐ শব্দে বুশের কাছে প্রার্থনাও করা হয়নি। আসলে দুশমনের প্রতি তীর হানতে কেউ কারো খাতির রাখে না। ফাল্লাহুল মুস্তাআন।

বলা বাহুল্য, গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার তিনটি শর্ত রয়েছে ঃ-

যে বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করা, যে বিপদ থেকে উদ্ধার চাওয়া বা যে বিষয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করা হচ্ছে, তার ব্যাপারে শর্ত হল ঃ

১। তা যেন আল্লাহর বৈশিষ্ট্য না হয়। যেহেতু যা আল্লাহ ছাড়া কেউ দিতে পারে না, তা অন্যের কাছে চাওয়া শির্ক।

অথবা তা দান করার ক্ষমতা যেন সৃষ্টির থাকে। যেহেতু যা দান করার ক্ষমতা তার নেই, তা গায়রুল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা শির্ক। যেমন, সন্তান, সুখ-সমৃদ্ধি ইত্যাদি।

আর যার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হচ্ছে, বিপদ থেকে উদ্ধার চাওয়া ও আশ্রয় প্রার্থনা করা হচ্ছে, তার ব্যাপারে ২টি শর্ত ঃ

২। সে যেন জীবিত থাকে। যেহেতু পরলোকগত ব্যক্তি ইহ-জগতের কারো আহবান শুনতে পায় না। এমনকি তাঁরাও নন, যাঁদেরকে 'মৃত' বলতে হয় না। এমনকি আল্লাহর নবী ﷺ-ও মধ্য-জগৎ থেকে আমাদের কথা শুনতে পান না, দরূদও না। নির্ধারিত ফিরিশ্‌তামন্ডলী উম্মতীর পেশকৃত দরূদ ও সালাম তাঁর কাছে পৌঁছে দেন। আর সে জন্যই দ্বিতীয় খলীফা উমার ﷺ তাঁর তিরোধানের পরে তাঁর দুআর অসীলা না নিয়ে তাঁর জীবিত চাচা আব্বাস ﷺ-এর দুআর অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করেছেন। *(বুখারী ১০১০নং)*

আর অন্যান্য অলী-আউলিয়ার শোনার কথা তো বলাই বাহুল্য।

৩। সে যেন সামনে উপস্থিত থাকে। যেহেতু সামনে বা কাছে উপস্থিত না থাকলে অনুপস্থিত দূরের মানুষকে আহবান শোনানো যায় না এবং কেউ গায়বের খবরও জানে না।

উক্ত চারটির মধ্যে একটি শর্ত না পাওয়া গেলে, সে সাহায্য প্রার্থনা করা শির্ক হবে।

মুমিনের মনে স্মরণীয় শুধু আল্লাহ। মুমিন শুধু তাঁরই যিক্র করে। তাঁরই শাস্তিকে ভয় করে। তাঁরই নিকট সাহায্য চায়। অন্য কোন নবী, অলী (পীর-ফকীর-সাঁই) তার স্মরণীয় নয়। তাদের যিক্রও করে না সে। তাদের স্মরণে কোন লাভ হয় বলে মনেও করে না। তাদের কোন গযবকে (গযব হয়ও না) ভয়ও করে না। তাঁদের নিকট কোন সাহায্যও চায় না।

মুসলিম কোন কবরবাসীর নিকট কিংবা কোন বুযুর্গের নিকট কিংবা কোন ফিরিশ্তা বা জ্বিনের নিকট সাহায্য চায় না। বিপদ হতে উদ্ধার বা সন্তান প্রার্থনা করে না। চায় তো শুধু তাঁরই কাছে, যিনি আসলে দান ক'রে থাকেন।

সুতরাং যদি কোন মুসলিম নামায-রোযা করা সত্ত্বেও মসীবতে মৃতকে ডাকে, অথবা জীবন্ত কোন বুযুর্গের বা কোন জ্বিন, ফিরিশ্তা, আলী, ফাতেমা বা হাসান-হুসাইনের এমন কাজে সাহায্য চায়, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউই উদ্ধার করতে সক্ষম নয়, এবং তাকে নসীহত করা সত্ত্বেও সে অবজ্ঞা ক'রে অদম্য-মনে সেই কাজে লিপ্ত থাকে এবং সেই অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, তবে সে মুশরিক হয়ে ও ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে মারা যায়।

জ্ঞানী মুসলিম জানে, দুআ বা প্রার্থনা করা হয় তাঁর কাছে ঃ

❖ যিনি সদা বর্তমান ও বিদ্যমান। তাই যার অস্তিত্ব নেই বা যে সদা বর্তমান নয়, তার কাছে প্রার্থনা বৃথা।

❖ যিনি সব কিছুর (অথবা অন্ততঃপক্ষে সেই বস্তু, যা তাঁর নিকট চাওয়া হবে তার) মালিক। যে সবকিছুর অথবা যাচিত জিনিসের মালিক নয়, তার নিকট যাচা নিঃসন্দেহে ভ্রষ্টতা।

❖ যিনি মালিকের শরীক। তাই যে মালিকের কোন কিছুতে শরীক বা অংশী নয়, তার কাছে চাওয়াও অযথার্থ।

❖ যিনি মালিকের সহায়ক। অতএব যে তাঁর সহায়ক নয়, তার কাছে যাচ্ঞা করা নিষ্ফল।

❖ যিনি মালিকের নিকট সুপারিশকারী। তাই যে স্বেচ্ছায় সুপারিশকারী নয় অথবা যার সুপারিশ করার যোগ্যতা ও ক্ষমতাই নেই, তাঁর নিকট প্রার্থনা করাও নিরর্থক।

❖ যিনি সম্পদশালী। তাই নিঃস্বের কাছে কিছু চাওয়া মূর্খামি।
❖ যিনি সর্বশ্রোতা। তাই বধির বা নির্জীবের নিকট দুআও নিছক ভ্রান্তি।
❖ যিনি দানশীল। তাই নিঃস্ব, কৃপণ বা ব্যয়কুণ্ঠের কাছে কিছু ভিক্ষা চাওয়াও খাঁটি ভুল।
❖ যিনি দয়াবান। তাই দয়াহীন ও পাষাণ-হৃদয়ের কাছেও কিছু প্রার্থনা করা বোকামি।
❖ যিনি দান করার নিজস্ব শক্তি ও এখতিয়ারের অধিকারী। তাই যার নিজস্ব কোন অধিকার বা এখতিয়ার নেই, তার কাছে হাত পাতাও আহাম্মকি।
❖ যিনি পরের ডাক শুনতে পান। তাই যে পরের ডাক শুনতে পায় না অথবা যে শুধু নিজেকেই নিয়েই ব্যস্ত-সমস্ত, তার নিকট আঁচল পাতাও বিফল।
❖ যিনি দূর-বহু দূরের এবং বিশ্বের যে কোনও প্রান্ত থেকে সকল প্রকার শব্দ শুনতে পান। বিধায় যে এ রকম নয়, তার কাছে কিছু চাওয়া বড় ভ্রান্তি।
❖ যিনি পৃথিবীর সমস্ত ভাষা ও মনের কথা বোঝেন। সুতরাং যে সমস্ত রকমের ভাষা ও মনের কথা বুঝে না, তার কাছে কিছু যাচনা করা ভুল।

বলা বাহুল্য, এ সমস্ত গুণের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া কারো কাছে প্রার্থনা করা যাবে না।

তাই তো জ্ঞানী তাঁরই কাছে চায়, যিনি এ বিশ্বের একচ্ছত্র মালিক। তাঁর কেউ শরীক বা অংশী নেই। আর জানে যে, আল্লাহর নিকটে নবী-অলীর মর্যাদা থাকলেও তাঁরা তাঁর কোন কাজে সহায়ক নন এবং কারো জন্যে নিজের ইচ্ছায় সুপারিশকারীও নন। তিনি বলেন,

{قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً (٥٦) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا} (٥٧) سورة الإسراء

অর্থাৎ, বল, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে উপাস্য মনে কর, তাদেরকে আহবান কর; করলে দেখবে তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করবার অথবা পরিবর্তন করবার শক্তি তাদের নেই।' তারা যাদেরকে আহবান করে, তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকট হতে পারে, তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে; নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ। *(বানী ইস্রাঈলঃ ৫৬-৫৭)*

{قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ (٢٢) وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} (٢٣) سبأ

অর্থাৎ, বল, 'তোমরা তাদেরকে আহবান কর, আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা (যাদেরকে উপাস্য) মনে কর। ওরা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এতে ওদের কোন অংশও নেই এবং ওদের কেউ আল্লাহর কাজে সাহায্যকারীও

নয়।' যাকে অনুমতি দেওয়া হবে সে ব্যতীত আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। এমনকি যখন ওদের অন্তর হতে ভয় বিদূরিত হয়, তখন ওরা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে, 'তোমাদের প্রতিপালক কী হুকুম করেছেন?' উত্তরে তারা বলে, 'যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সুউচ্চ, সুমহান।' *(সাবা' ঃ ২২-২৩)*

সুতরাং চাইতে হলে, তাঁরই নিকট চাইতে হবে। একদা মহানবী ﷺ ইবনে আব্বাস ﷺ-কে উপদেশ দিয়ে বললেন,

((يَا غُلامُ ، إنِّي أعلِّمُكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إذَا سَأَلْتَ فَاسأَلِ اللّٰه ، وإذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ ، وَاعْلَمْ : أنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلاَّ بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ ، وَإن اجتَمَعُوا عَلَى أنْ يَضُرُّوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إلاَّ بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحفُ)). رواه الترمذي

অর্থাৎ, ওহে কিশোর! আমি তোমাকে কয়েকটি (গুরুত্বপূর্ণ) কথা শিক্ষা দেব (তুমি সেগুলো স্মরণ রেখো)। তুমি আল্লাহর (বিধানসমূহের) রক্ষণাবেক্ষণ কর, (তাহলে) আল্লাহও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। তুমি আল্লাহর (অধিকারসমূহ) স্মরণ রাখো, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার সম্মুখে পাবে। যখন তুমি চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই চাও। আর যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। আর এ কথা জেনে রাখ যে, যদি সমগ্র উম্মত তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই উপকার করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি তোমার ক্ষতি করার জন্য একত্রিত হয়ে যায়, তবে ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তোমার (ভাগ্যে) লিখে রেখেছেন। কলমসমূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং খাতাসমূহ (ভাগ্যলিপি) শুকিয়ে গেছে। *(তিরমিযী)*

অলী-আউলিয়ার বিশাল মর্যাদা আছে মহান আল্লাহর কাছে, তা বলে তাঁদের কাছে চেয়ে তাঁর মর্যাদাকে ছোট করা যায় না। আর বাউলিয়াদের মতো দেউলিয়াদের কাছে প্রার্থনা ক'রে নিজের সর্বনাশ করা যায় না।

তুমি ডাকছ যারে প্রাণের বলে নয় তব সে প্রাণের,
আর ভাবছ যারে মুক্তিদাতা নয় নিজে সে ত্রাণের।
তোমার জ্বালায় ডাকছ যারে আরাম পাবার আশে,
নিজের জ্বালায় মরছে সে তো পড়ছে সর্বনাশে।
ভাবছ তুমি ডাকলে তারে বিরাট ধনী হবে,
নিজেই গরীব নিজের সুখের ভাবনায় সে তো রবে।
তবে কেন বৃথা তারে ডাকছ বারেবারে,
পাবে নাকো কিছুই তুমি পড়বে গোনাহর ভারে।

সুতরাং চাইতে হলে সবচেয়ে মহানের কাছে চাও। সরাসরি 'রাজার রাজা'র কাছে ভিক্ষা মাগো। আর কবির মতো সুচিন্তিত অভিজ্ঞতা নিয়ে বল,

"দেখিলাম হেথা বিশাল রাজ্য আছে যাঁর পদানত,
মাগিছেন ধন সেই মহীপতি, ভিখারী আমার মত।

কে পুরাবে তবে আকাঙ্ক্ষা মোর, যা কিছু অভাব আছে?
যে রাজার দ্বারে নৃপতি ভিখারী, মাগিব তাহারি কাছে।”

## সিজদাহর অধিকারী কে?

মুসলিম নামায পড়ে আল্লাহরই জন্য। সাজদা বা সিজদা ও রুকু করে তাঁরই জন্য। মাথা নত করে, ঝুঁকে, প্রণিপাত করে শুধু তাঁরই জন্য। কোন নবী, অলী, জ্বিন, ফিরিশ্তা, পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, শ্বশুর-শাশুড়ী, বুযুর্গ, কবর, মূর্তি, ছবি, মাটি, পাথর, চাঁদ, সূর্যের সম্মুখে বা উদ্দেশ্যে তার মাথা নত হয় না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} (٣٧) سورة فصلت

অর্থাৎ, তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র । তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়; বরং সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত (দাসত্ব) কর। *(হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩৭)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

অর্থাৎ, হে মু’মিনগণ! তোমরা রুকূ কর, সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। *(হাজ্জ ঃ ৭৭)*

{فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} (٦٢) سورة النجم

অর্থাৎ, অতএব তোমরা আল্লাহকে সিজদা কর এবং তাঁর ইবাদত কর। *(নাজ্‌ম ঃ ৬২)*

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوجِهَا )).

رواه الترمذي

“আমি যদি কাউকে কারো জন্য সিজদাহ করার আদেশ করতাম, তাহলে নারীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদাহ করে।” *(তিরমিযী)*

আদম ﷺ-কে সিজদা করার জন্য আল্লাহপাক ফিরিশ্তাগণকে আদেশ করেছিলেন। আবার তিনিই মানুষকে তাঁকে ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টিকে সেজদা করতে নিষেধ করেছেন। তাই আল্লাহ ছাড়া সিজদা হারাম। বরং তা শির্কে আকবার।

আল্লাহপাক মানুষের পিতা আদম ﷺ-কে সিজদা করার জন্য ইবলীসকেও আদেশ করেছিলেন। আদেশ অমান্য করার ফলে সে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত শয়তান হল। ভিন্নরূপে মহান আল্লাহ মানুষকে শুধু তাঁকে সিজদা করার আদেশ দিলেন এবং তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করতে নিষেধ করলেন। এই আদেশ ও নিষেধ অমান্যকারী অবশ্যই কাফের হবে।

আর এ ধারণাও কুফরী যে, সেই সময় মহান আল্লাহ আদম-দেহে মিলিত ছিলেন।

ইউসুফ নবী ﷺ তাঁর পিতাকে সিজদা করেছিলেন। তা’যীমী সিজদা তাঁদের শরীয়তে বৈধ ছিল। কিন্তু শরীয়তে মুহাম্মাদিয়াতে হারাম। পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়ত বা

কোন আমল আমাদের জন্য তখনই মান্য হবে, যখন আমাদের শরীয়ত সেই আমলে বাধা দেবে না। কারণ, মুহাম্মাদী শরীয়ত পূর্বেকার সমস্ত শরীয়তকে মনসূখ ও বাতিল ক'রে দিয়েছে। অতএব পূর্ববর্তী কোন শরীয়তের অনুকরণ করতে যদি মুহাম্মাদী শরীয়ত অনুমতি দেয় বা কোন বাধা না দেয়, তবেই তা অনুকরণীয় হবে, নচেৎ না। যেমন, আদম ﷺ-এর শরীয়তে ভাই-বোনের আপোসে বিবাহ জায়েয ছিল। কিন্তু শরীয়তে মুহাম্মাদিয়াতে তা চির দিনের জন্য হারাম। ঈসা ﷺ-এর শরীয়তে মদ্য হালাল ছিল, কিন্তু মুহাম্মাদী শরীয়তে তা হারাম।

অনুরূপভাবে কোন মানুষ বা সৃষ্টিকে সেজদা করা কোন কালে কোন শরীয়তে বৈধ থাকলেও শরীয়তে মুহাম্মাদিয়াতে তা হারাম ও শির্ক।

সুতরাং তা'যীমী সিজদাও আল্লারই জন্য। কারো পা ছুঁয়ে বা ঝুঁকে কাউকে সালাম করারও অনুমতি ইসলামে নেই। এটা তো ইসলামের 'সালাম' নয়, এটা হল ওদের 'প্রণাম'! ইসলামের অনুসারীদের 'সালাম-মুসাফাহা' আছে, 'প্রণাম' নেই।

প্রকাশ থাকে যে, কোন জিনিস কুড়াতে বা তুলে নিতে ঝুঁকাকে 'সিজদাহ' বলা হয় না। সিজদাহ তথা সমস্ত ইবাদতের জন্য উদ্দেশ্য ও সংকল্প প্রধান বিচার্য।

'আল্লাহর কাছে কখনো চেয়ো না ক্ষুদ্র জিনিস কিছু,
আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে কভু শির করিও না নিচু।'

## গায়রুল্লাহর নামে যবেহ

কুরবানী ও পশু-বলিদান এক ইবাদত। তাই কুরবানী ও যবেহ শুধু আল্লাহর নামে ও আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। তিনি ছাড়া কোন নবী, অলী, জ্বিন, কবর, মূর্তি বা দর্গার নামে বা তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে (আল্লাহর নাম দ্বারা) যবেহ হারাম ও শির্কের অন্তর্ভুক্ত। আর সেই উৎসর্গীকৃত যবেহকৃত পশুর মাংসও মুসলিমের জন্য হারাম।

{وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} (١٢١) سورة الأنعام

অর্থাৎ, যার যবেহকালে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তা তোমরা ভক্ষণ করো না। কেননা, তা পাপ। আর নিশ্চয় শয়তান তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়। যদি তোমরা তাদের কথামত চল, তাহলে অবশ্যই তোমরা অংশীবাদী হয়ে যাবে। *(আনআমঃ ১২১)*

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} (٣) سورة المائدة

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য হারাম (অবৈধ) করা হয়েছে মৃত পশু, রক্ত ও শূকর-মাংস, আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত পশু, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত জন্তু, ধারবিহীন কিছু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শৃঙ্গাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুর খাওয়া জন্তু; তবে তোমরা যা যবেহ দ্বারা পবিত্র করেছ তা ছাড়া। আর যা মূর্তি

পূজার বেদীর উপর বলি দেওয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, এ সব পাপকার্য। *(মায়িদাহ ঃ ৩)*

আল্লাহ তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য যত রকমের ইবাদত বান্দাকে শিক্ষা দিয়েছেন, তার মধ্যে কুরবানী ও যবেহ অন্যতম। তাই তা গায়রুল্লাহর জন্য পেশ করা অবশ্যই যুলুম। মহান আল্লাহর আদেশ,

{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٢) سورة الكوثر

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর এবং কুরবানী কর। *(কাউষার ঃ২)*

{قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (١٦٣) سورة الأنعام

অর্থাৎ, বল, 'নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার উপাসনা (কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মরণ, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোন অংশী নেই এবং আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি। আর আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের মধ্যে আমিই প্রথম।' *(আনআম ঃ ১৬২-১৬৩)*

আর আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ.

আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করে, আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে কোন দুষ্কৃতকারী বা বিদআতীকে আশ্রয় দেয়, আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে নিজ পিতামাতাকে অভিসম্পাত করে এবং আল্লাহর অভিসম্পাত সেই ব্যক্তির উপর যে ভূমির (জমি-জায়গার) সীমা-চিহ্ন পরিবর্তন করে।" *(মুসলিম ১৯৭৮নং)*

অবশ্য আল্লাহর নাম দ্বারা মেহমানের জন্য বা মাংসের জন্য যবেহ করা ঐ পর্যায়ে পড়ে না। কারণ, তাতে কারো ঐ শ্রেণীর সামীপ্য বা তুষ্টিলাভ লক্ষ্য থাকে না।

যেরূপ গায়রুল্লাহর নামে বা উদ্দেশ্যে যবেহ শির্ক, ঠিক তদনুরূপ এমন স্থানে আল্লাহর নামে ও উদ্দেশ্যে যবেহ নিষিদ্ধ, যে স্থানে গায়রুল্লাহর নামে পশুবলিদান বা যবেহ করা হয়।

ষাবেত বিন যাহ্হাক ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যামানায় এক ব্যক্তি নযর মানল যে, সে বুয়ানাহ নামক জায়গায় একটি উট কুরবানী (নহর) করবে। সুতরাং লোকটি নবী ﷺ-এর কাছে এসে সে কথা উল্লেখ করল (এবং সে নযর পালন করতে কোন বাধা আছে কি না, তা জানতে চাইল)। নবী ﷺ লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন? "সেখানে কি জাহেলী যুগের কোন পূজ্যমান প্রতিমা ছিল?" লোকেরা বলল, 'জী না।' তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "সেখানে কি সে যুগের কোন ঈদ (মেলা) হত?" লোকেরা বলল, 'জী না।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তাহলে তুমি তোমার নযর পালন কর। যেহেতু আল্লাহর নাফরমানী করে কোন নযর পালন করা যাবে না এবং আদম সন্তানের সাধ্যের বাইরে মানা কোন নযর পালন করতে হয় না।" *(আহমাদ ৪/৬৪, আবূ দাউদ ৩৩১৩নং, ত্বাবারানী)*

অতএব যে থান, দর্গা, আস্তানা বা মাযারে গায়রুল্লাহর নামে বা উদ্দেশ্যে গায়রুল্লাহর

ভক্তরা যবেহ ক'রে থাকে, সেখানে কোন মুমিন আল্লাহর উদ্দেশ্যেও কুরবানী বা যবেহ করতে পারে না। কারণ, তাতে বাহ্য দৃষ্টিতে মুশরিকদের সাথে সমর্থন, সহমত ও সহায়তার বিকাশ ঘটে।

অনেক মুশরিক আছে, যারা মূর্তি, পীর বা মাযারের নামে পশু উৎসর্গ করে। গায়রুল্লাহর নামে গরু, খাসি প্রভৃতি 'স্বাধীন' ছেড়ে দেয়। আর তা কারো ফসল খেলে বা অন্য কোন ক্ষতি করলে তাকে বাধা বা শাস্তি দেওয়া হয় না। যেহেতু তার প্রতি থাকে মুশরিকদের খাস তা'যীম। এই শ্রেণীর উৎসর্গের রীতি ছিল জাহেলী যুগে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ} (١٠٣) سورة المائدة

অর্থাৎ, আল্লাহ বাহীরা, সায়েবা, অস্বীলা ও হাম বিধিবদ্ধ করেননি। কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে, তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ ক'রে থাকে। বস্তুতঃ তাদের অধিকাংশ উপলব্ধি করে না। *(মায়িদাহ ঃ ১০৩)*

এগুলি ঐ সকল পশুর বিভিন্ন নাম, যা আরবের বাসিন্দাগণ তাদের প্রতিমার নামে উৎসর্গ করত। এগুলির বিভিন্ন ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। সহীহ বুখারীতে সাঈদ বিন মুসাইয়েব কর্তৃক এইরূপ ব্যাখ্যা উল্লেখ হয়েছে, 'বাহীরা' ঐ জন্তুকে বলা হত, যার দুধ দোহন করা হত না এবং বলত যে, এ দুধ প্রতিমার জন্য। সুতরাং কোন লোকই তার ওলানে (দুধের বাঁটে) হাত লাগাত না। 'সায়েবা' ঐ জন্তুকে বলা হয়, যাকে মূর্তির নামে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হত; না তার উপর আরোহণ করা হত আর না তার উপর কোন বোঝা বহন করা হত। 'অস্বীলা' ঐ উটনীকে বলা হত, যা প্রথমবার একটা মাদী বাচ্চা প্রসব করার পর দ্বিতীয় বারেও মাদী বাচ্চা প্রসব করত। (অর্থাৎ প্রথম মাদী বাচ্চার সাথে দ্বিতীয় মাদী বাচ্চা মিলিত হত এবং উভয়ের মাঝে নর বাচ্চা পার্থক্য সৃষ্টি করত না) তাহলে ঐ ধরনের উটনীকে মূর্তির নামে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হত। 'হাম' ঐ ষাঁড় উটকে বলা হত, যার বীর্যে বহু বাচ্চা জন্মলাভ করত (এবং তার বংশ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেত), তখন তার দ্বারা বোঝা বহনের কাজ নেওয়া হত না এবং তার উপর আরোহণ করাও হত না। তাকে মূর্তির নামে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হত। আর তাকে 'হামী' বলা হত। এই বর্ণনায় এ হাদীসও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমর বিন আমের খুযাঈ সর্বপ্রথম মূর্তির নামে জন্তু উৎসর্গ করার প্রথা চালু করেছিল। নবী করীম ﷺ বলেন, "আমি তাকে জাহান্নামে নিজ নাড়ীভুঁড়ি নিয়ে টানাটানি করতে দেখেছি।" *(বুখারী ঃ সূরা মাইদার তফসীর)* আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ এই জন্তুগুলোকে ঐভাবে শরীয়তরূপে নির্ধারণ করেননি। কেননা তিনি নযর-নিয়ায শুধু নিজের জন্যই নির্দিষ্ট করেছেন। মূর্তির নামে নযর-নিয়াযের পদ্ধতি মুশরিকদের চালু করা জঘন্য প্রথা। বলা বাহুল্য, মূর্তি ও বাতেল উপাস্যদের নামে জন্তু উৎসর্গ করা এবং নযর-নিয়ায পেশ করার ধারা আজও মুশরিকদের মাঝে বিদ্যমান। এমনকি কিছু নামধারী মুসলিমদের মাঝেও এই শির্কী কাজ প্রচলিত। আমরা এই সমস্ত কর্ম থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করি। *(আহসানুল বায়ান)*

## কা'বাতুল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর তাওয়াফ

তাওয়াফ একটি ইবাদত, যা সারা বিশ্বের মাত্র একটি জায়গাকে ঘিরে আল্লাহর যিকরের জন্য করতে হয়। আর তা হল মক্কার কা'বা-গৃহের তাওয়াফ। মহান আল্লাহ এর নির্দেশ দিয়ে বলেন,

{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٢٩) سورة الحج

অর্থাৎ, অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, তাদের মানত পূর্ণ করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন (কা'বা) গৃহের। *(হাজ্জ ঃ ২৯)*

সুতরাং আর কোন জায়গার তাওয়াফ, আর কোন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাওয়াফ শির্কের পর্যায়ভুক্ত। কোন নবী বা অলীর কবর তাওয়াফ করাও শির্ক।

কা'বা শরীফ কোন মাযার নয়। তার ভিতরে কারো কবর আছে বলে তার যিয়ারত বা তওয়াফ করা অথবা তাকে কেবলা বানিয়ে নামায পড়া হয় না। তা একমাত্র আল্লাহর ঘর, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই যাবতীয় ইবাদত ওখানে করতে হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ (٩٦) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } (٩٧) سورة آل عمران

অর্থাৎ, নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা বক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত। তা বর্কতময় ও বিশ্বজগতের জন্য পথের দিশারী। ওতে বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, (যেমন) মাক্বামে ইব্রাহীম (পাথরের উপর ইব্রাহীমের পদচিহ্ন)। যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে, সে নিরাপত্তা লাভ করে। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ্ব করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য। আর যে অস্বীকার করবে (সে জেনে রাখুক যে), আল্লাহ জগতের প্রতি অমুখাপেক্ষী। *(আলে ইমরান ঃ ৯৭)*

অতএব পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর---যা ফিরিশ্তাগণ বা আদম ﷺ (মতান্তরে) ইব্রাহীম ﷺ কর্তৃক নির্মিত হয়। তবে তাঁরা কার কবরের উপর মাযার তৈরী করলেন? এ কথা মাযারীদের মাযার-পূজা বৈধ করার মানসে অলীক অনুমান ছাড়া কিছু নয়।

তিনি বলেছেন,

{جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلاَئِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (٩٧) سورة المائدة

অর্থাৎ, আল্লাহ পবিত্র গৃহ কা'বাকে, পবিত্র মাসকে, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশু ও গলায় মাল্যপরিহিত পশুকে মানুষের স্থিতিশীলতার কারণ নির্ধারিত করেছেন। এটি এ জন্য যে, তোমরা যেন জানতে পার, যা কিছু আকাশে ও ভূমন্ডলে আছে, তা নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। *(মায়িদাহ ঃ ৯৭)*

কা'বাগৃহকে 'শরীফ, সম্মানিত বা পবিত্র গৃহ' এই জন্যই বলা হয় যে, তার সীমানায় শিকার করা, গাছ কাটা ইত্যাদি নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে যদি সেখানে বাপের হত্যাকারীও সামনে পড়ে যায়, তবুও তার কিছু করা যাবে না। আর কা'বাকে মানুষের স্থিতিশীলতার কারণ নির্ধারিত করা হয়েছে; যার উদ্দেশ্য হল; এর দ্বারা মক্কাবাসীর নিয়ম-শৃংখলা ও সমাজ-ব্যবস্থা ভালো থাকে এবং তাদের অর্থনৈতিক ও জৈবিক চাহিদা পূরণের উপায়ও লাভ হয়। অনুরূপ পবিত্র (রজব, যুলক্বাদাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহার্রম) মাস এবং হারামে নিয়ে যাওয়া হাদী (গলায় কিছু বেঁধে চিহ্নিত কুরবানীর) পশুও মানুষের স্থিতিশীলতার কারণ। কেননা, উল্লিখিত সমস্ত জিনিস দ্বারাও মক্কাবাসীরা উক্ত উপকারিতা উপভোগ ক'রে থাকে। *(আহসানুল বায়ান)*

মহান আল্লাহ কা'বাকে সওয়াবের স্থানরূপে নির্ধারিত করেছেন। মুসলিমরা সেখানে গিয়ে তার তওয়াফ ক'রে সওয়াব অর্জন করে। তিনি বলেছেন,

{وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}

(١٢٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, (সেই সময়কে স্মরণ কর) যখন কাবাগৃহকে মানবজাতির সম্মিলনক্ষেত্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম (এবং বলেছিলাম), 'তোমরা মাক্বামে ইব্রাহীম (ইব্রাহীমের দাঁড়ানোর জায়গা)কেই নামাযের জায়গারূপে গ্রহণ কর।' আর আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম যে, 'তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখবে।' *(বাক্বারাহ ঃ ১২৫)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কা'বাগৃহের তওয়াফ করে দুই রাকআত নামায পড়ে, সে ব্যক্তির একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হয়।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ২৩৯৩নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৭২৫নং)*

তিনি আরো বলেন, "সাত চক্র তওয়াফ করার সওয়াব একটি ক্রীতদাস স্বাধীন করার সমান।" *(ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ নাসাঈ ২৭৩২নং)*

তিনি আরো বলেন, ".....কা'বাগৃহের তওয়াফ করলে তুমি তোমার পাপরাশি থেকে সেই দিনের মত বের হবে, যেদিন তোমার মা তোমাকে জন্ম দিয়েছিল।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ১৩৬০নং)*

এখানে কোন শির্ক হয় না। শির্ক করা বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (٢٦) سورة الحج

অর্থাৎ, আর স্মরণ কর, যখন আমি ইব্রাহীমের জন্য নির্ধারণ ক'রে দিয়েছিলাম কাবা গৃহের স্থান, (তখন বলেছিলাম,) আমার সাথে কোন শরীক স্থির করো না এবং আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, নামায আদায়কারী, রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রেখো। *(হাজ্জ ঃ ২৬)*

এখানে কা'বা-গৃহের নয়, বরং তার মালিকের ইবাদত করা হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ} (٣) سورة قريش

অর্থাৎ, অতএব তারা ইবাদত করুক এই গৃহের প্রতিপালকের। *(কুরাইশ ঃ ৩)*

সুতরাং এই তাওয়াফ অন্যের উদ্দেশ্যে করলে, কা'বা-ঘর ছাড়া অন্য কোন মাযার, কবর বা বেদীর তাওয়াফ করলে শির্ক হবে।

## ভালবাসার শির্ক

মুমিনের নিকট সবচেয়ে অধিক প্রিয় তার প্রতিপালক আল্লাহ। সে তার জীবন, তার পিতা, পুত্র, স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, সম্পদ, ব্যবসায়, আবাসভূমি---এক কথায় সমগ্র সৃষ্টি জগতের চেয়ে আল্লাহকে এবং তাঁর জন্য তাঁর রসূলকে অধিক ভালোবাসে। এ ছাড়া সে মু'মিনই হতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} (٢٤) سورة التوبة

অর্থাৎ, বল, তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও আত্মীয়গণ, অর্জিত ধনরাশি এবং সেই ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার অচল হওয়ার ভয় কর এবং প্রিয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বস্তুতঃ আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। *(তাওবাহ ঃ ২৪)*

মহানবী ﷺ বলেন,

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

অর্থাৎ, তোমরা কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন নও, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকটে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয়তর না হতে পেরেছি।" *(বুখারী ১৬নং, মুসলিম ১৭৮নং)*

তাই তো আল্লাহ ও রসূল ﷺ-কে ভালোবাসতে কারো অসন্তোষ, ক্রোধ, ঘৃণা, শত্রুতা ও বিরোধিতাকে পরোয়াই করে না। দ্যুলোকে-ভূলোকে সকলকে পরিহার করে শুধু আল্লাহ ও রসূলের প্রশংসাতেই পঞ্চমুখ হয়। আল্লাহ ও রসূলের[১] বাণী ও নির্দেশাবলীকেই তার জীবনের সকল সমস্যার সমাধান বা জীবন-সংবিধান বলে মানে। আল্লাহ ও রসূলের ফায়সালার উপর তার কোন ইচ্ছা বা এখতিয়ার থাকে না। *(কুরআন ৩৩/৩৬)*

মুমিন যাকে ভালোবাসে আল্লাহর জন্যই বাসে এবং মন্দবাসে তো তাঁরই জন্যই। তাই কাউকে ভালোবাসার পূর্বে সে তার প্রেমিককে আল্লাহ প্রেমের কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে নেয়। যদি সে আল্লাহর প্রেমাস্পদ হবার যোগ্য হয় অথবা সে যদি আল্লাহকে প্রেমাস্পদ বানিয়ে থাকে, তবেই তাকে নিজের প্রেমাস্পদ বানায়; নচেৎ না। বন্ধুত্ব ও

---

(১) *'আল্লাহ ও রসূল' দুই বিশেষ্যের পরিবর্তে 'তাঁদের' সর্বনাম ব্যবহার করা যায় না। কারণ, তাতেও শির্কের গন্ধ থাকে। (মুসলিম ৮৭০নং)*

অন্তরঙ্গতা করে তাঁরই খাতিরে। বৈরিতা করে ও লড়াই লড়ে তো তাঁরই কারণে। তাঁরই জন্য আল্লাহদ্রোহী ও মুশরিক, নাস্তিক ও কাফেরদের সাথে তার কোন আপোস নেই, অন্তরঙ্গতা নেই।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} (٤) سورة الممتحنة

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার উপাসনা কর, তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ।' *(মুমতাহিনাহঃ ৪)*

{لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٢٢) سورة المجادلة

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না, যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে; হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জাতি-গোত্র। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ হতে রূহ (জ্যোতি ও বিজয়) দ্বারা। তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো যে, আল্লাহর দলই সফলকাম। *(মুজাদালাহঃ ২২)*

{لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ} (٢٨) سورة آل عمران

অর্থাৎ, বিশ্বাসী (মু'মিন)গণ যেন বিশ্বাসী (মু'মিন)দেরকে ছাড়া অবিশ্বাসী (কাফের)দেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে, তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের কাছ থেকে কোন ভয় আশংকা কর (তাহলে আত্মরক্ষার জন্য কৌশল অবলম্বন করতে পার।) আর আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন এবং আল্লাহর দিকেই (তোমাদের) প্রত্যাবর্তন। *(আলে ইমরানঃ ২৮)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (٥٧) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে হাসি-তামাসা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে ও অবিশ্বাসীদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে আল্লাহকে ভয় কর। *(মায়িদাহ ঃ ৫৭)*

কারণ, সে ভালোবাসে তাকে, যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসে এবং মন্দবাসে তাকে, যে আল্লাহ ও তাঁর নবীকে মন্দবাসে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

أَوْثَقُ عُرَى الإِيمَانِ المَوَالاَةُ فِي اللّٰهِ وَالمُعَادَاةُ فِي اللّٰهِ، وَالحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالبُغضُ فِي اللّٰه.

অর্থাৎ, "ঈমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল হল, আল্লাহর ওয়াস্তে সম্প্রীতি কায়েম করা এবং আল্লাহর ওয়াস্তে বিদ্বেষ পোষণ করা, আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা এবং আল্লাহর ওয়াস্তে ঘৃণা করা। *(ত্বাবারানী, সঃ জামে' ২৫৩৯নং)*

নবী ﷺ বলেন, "যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে, সে ঈমানের মিষ্টতা লাভ ক'রে থাকে। আল্লাহ ও তাঁর রসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে অধিক প্রিয় হবে; কাউকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহ'র জন্যই ভালবাসবে। আর কুফ্‌রী থেকে তাকে আল্লাহর বাঁচানোর পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করবে, যেমন সে নিজেকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করাকে অপছন্দ করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিম আল্লাহর ভালোবাসায় কাউকে শরীক করে না। সে কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে এমন ভালোবাসা বাসে না, যেমন সে আল্লাহকে বাসে। অথবা এমন ভালোবাসে না যেমন, আল্লাহকে বাসা উচিত ছিল। কারণ, তাতে মুশরিক হতে হয়।

আল্লাহকে ভালবাসার মতো অন্য কাউকে বাসলে শির্ক হয়ে যায়। তিনি বলেছেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ} (١٦٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, আর কোন কোন লোক আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে (আল্লাহর) সমকক্ষ বলে মনে করে এবং তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালবাসে, কিন্তু যারা বিশ্বাস করেছে, তারা আল্লাহর ভালবাসায় দৃঢ়তর। *(বাক্বারাহ ঃ ১৬৫)*

মুসলিম আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার নিদর্শন ও চিহ্ন কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ ও উপদেশাবলীকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। বিনা আমলে ভক্তি মিথ্যা। কারণ, প্রেমিক তার প্রিয়তমের কোনদিন অবাধ্যতা করতে পারে না। তার মন প্রিয়তমের মনোমতো চলে---তবেই ভালোবাসা সত্য হয়, প্রেম খাঁটি হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }

অর্থাৎ, বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' *(আলে ইমরান ঃ ৩১)*

## ভরসায় শির্ক

যে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} (٣) سورة الطلاق

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করবে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট হবেন। *(ত্বালাক্ব ঃ ৩)*

এমন অনেক কাজ আছে যেখানে মানুষের তদবীর অচল। যে কাজের উদ্ধার আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে নেই, তেমন কোন কাজের ভরসা কোন নবী, অলী বা কোন সৃষ্টির উপর যদি রাখা যায়, তবে তা শির্কের পর্যায়ভুক্ত। কারণ, আল্লাহই একমাত্র ভরসাস্থল। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (٢٣) سورة المائدة

অর্থাৎ, তোমরা বিশ্বাসী হলে আল্লাহর উপরই নির্ভর কর।' *(মায়িদাহ ঃ ২৩)*

{وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} (١٢٣) سورة هود

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই এবং তাঁরই কাছে সব কিছু প্রত্যাবর্তিত হবে, সুতরাং তুমি তাঁর উপাসনা কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। আর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক উদাসীন নন। *(হূদ ঃ ১২৩)*

{وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} (٣٨) سورة الزمر

অর্থাৎ, তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?' ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' বল, 'তাহলে তোমরা ভেবে দেখেছ কি? আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা তাঁকে ছাড়া যাদেরকে আহবান কর, তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে?' বল, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর ক'রে থাকে।' *(যুমার ঃ ৩৮)*

তবে তাঁর উপর সম্পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রেখে তদবীরের প্রয়োজন আছে। (অবশ্য তিনি ইচ্ছা করলে বিনা তদবীরেও বান্দাকে বহু কিছু দান করতে পারেন।) যদি কেউ আল্লাহর উপর সত্য ভরসা রেখে সন্তান চায়, সন্তান পাবে। কিন্তু তার আগে তদবীর অর্থাৎ বিবাহ ও তারপর মিলন অবশ্যই করতে হবে। যেমন পানিতে ঝাঁপ দিয়ে ডুবার সময় আল্লাহর কাছে জীবনের ভরসা রেখে শুধু 'আল্লাহ তরাও' বলে হাত-পা অবসন্ন

রেখে গা এলিয়ে দিলেই হয় না। বরং তার তাওয়াক্কুল তাকে বলবে 'হাত-পা তো নড়াও।' অর্থাৎ সাঁতার তো কাটার চেষ্টা কর। মোট কথা, তাওয়াক্কুলের সাথে তদবীরও প্রয়োজন। পরন্তু যে শুধু তদবীর বা ব্যবস্থাবলম্বনের উপর ভরসা রাখে এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল রাখে না, সে মু'মিন বা মুসলিম হতে পারে না। মূসা ﷺ তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন,

{يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ} (٨٤) سورة يونس

অর্থাৎ, 'হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখ, তাহলে তাঁরই উপর ভরসা কর; যদি তোমরা মুসলিম হও।' *(ইউনুসঃ ৮৪)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} (٢) سورة الأنفال

অর্থাৎ, বিশ্বাসী (মু'মিন) তো তারাই, যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করার সময় কম্পিত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের বিশ্বাস (ঈমান) বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে। *(আনফালঃ ২)*

অভীষ্টলাভের উদ্দেশ্যে এবং অনভিপ্রেত হতে বাঁচার উদ্দেশ্যে তদবীর (বা ব্যবস্থাবলম্বন) ক'রে আল্লাহরই উপর ভরসা রাখাকে 'তাওয়াক্কুল' বলে। অতএব যদি কেউ কেবলমাত্র তদবীরের উপর ভরসা করে, তবে সে শির্কে পড়ে। অন্যথা যদি কেউ তদবীর না করে কেবলমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, তবে সে আল্লাহর হিকমতে আঘাত করে। অথচ মহান আল্লাহ তদবীর, কারণ বা হেতুর মাধ্যমে কর্ম ক'রে থাকেন। আর তিনি প্রত্যেক বস্তুর পশ্চাতে কিছু না কিছু কারণ বা হেতু নির্ধারণ করেছেন।

কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর রুজী-রুটীর সম্পূর্ণ ভরসা রাখা, চাকুরী ও কামাই-এর উপর সংসার চলার ভরসা রাখা, ডাক্তারের উপর রোগীর আরোগ্যের ভরসা রাখা ছোট শির্ক। অবশ্য কোন ব্যক্তির উপর কোন কার্যভার সমপর্ণ ক'রে তার উপর আস্থা রাখা ঈমানের খেলাফ নয়। যেমন, কাউকে ব্যবসার ভার দেওয়া, মামলা-মকদ্দমায় উকিলের উপর আস্থা রাখা ইত্যাদি। কারণ, মুমিনের আসল ভরসা আল্লাহর উপর থাকে এবং ব্যবস্থাবলম্বন একটা হেতুমাত্র, যা পরিহার্য নয়। আল্লাহর নবী ﷺ- এর মত আল্লাহর উপর কে যথাযথ ভরসা ও তাওয়াক্কুল রাখতে পারে? অথচ তিনি সফরে সম্বল সাথে নিতেন। যুদ্ধে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতেন। তাওয়াক্কুলের সাথে তদবীরও করতেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ الَّذِيَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ} (٦٢)

অর্থাৎ, পক্ষান্তরে যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায়, তাহলে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি তোমাকে স্বীয় সাহায্য ও বিশ্বাসিগণ দ্বারা শক্তিশালী করেছেন। *(আনফালঃ ৬২)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعًا} (٧١) سورة النساء

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর, অতঃপর হয় দলেদলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও অথবা এক সঙ্গে সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হও। *(নিসাঃ ৭১)*

{وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ} (٦٠) سورة الأنفال

অর্থাৎ, তোমরা তাদের (মুকাবিলার) জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সুসজ্জিত অশ্ব প্রস্তুত রাখ, এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু তথা তোমাদের শত্রুকে সন্ত্রস্ত করবে এবং এ ছাড়া অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ জানেন। আর আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে, তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি অত্যাচার করা হবে না। *(আনফাল ঃ ৬০)*

{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } (١٠) سورة الجمعة

অর্থাৎ, অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর ও আল্লাহকে অধিকরূপে স্মরণ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হও। *(জুমুআহ ঃ ১০)*

এক ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করার ধরন প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা ক'রে বলল, 'আমি উট বেঁধে আল্লাহর উপর নির্ভর করব, নাকি উট ছেড়ে দিয়ে?' উত্তরে মহানবী ﷺ বললেন, "বরং তুমি উট বেঁধে আল্লাহর উপর ভরসা কর।" *(তিরমিযী)*

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা যদি যথার্থরূপে আল্লাহর উপর ভরসা রাখ, তাহলে ঠিক সেই রকম রুযী পাবে, যে রকম পাখীরা রুযী পেয়ে থাকে; সকাল বেলায় খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যা বেলায় ভরা পেটে বাসায় ফিরে।" *(আহমাদ)*

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, পাখী বাসাতে বসে থেকে রুযী পাবে, তা নয়। বরং তাকে বাসা হতে বের হয়ে যেতে হবে। আর তবেই সে সন্ধ্যাবেলায় ভরা পেটে বাসায় ফিরবে। বলা বাহুল্য, উপায় ও উপকরণ ব্যবহার করতে হবে বান্দাকে।

এক ব্যক্তি তার অসুস্থ ছেলের চিকিৎসা করাল এবং ডাক্তার ও ওষুধ-পথ্যের উপর পূর্ণ ভরসা রাখল। এ আচরণ তার ভুল।

কিন্তু ছেলে সুস্থ হল না। সে গেল প্রসিদ্ধ চিকিৎসালয়ে আরো বড় ডাক্তারের কাছে। সেখানে বলা হল, 'ছেলেটির বড় অপারেশনের দরকার। অমুক বড় সরকারী হাসপাতাল ছাড়া হবে না।'

তার টাকার উপর পূর্ণ ভরসা ছিল, টাকার অভাব নেই। ছেলেকে নিয়ে দৌড় দিল সেই হাসপাতালে। সেখানে সে পাত্তা পেল না। শোনা গেল, মন্ত্রীর সুপারিশ ছাড়া সেখানে চান্স্ পাওয়া যাবে না।

সম্পূর্ণ আশা রেখে ছুটল মন্ত্রীর কাছে। মন্ত্রী ভরসা দিলেন। অপারেশন শুরু হল। কিন্তু যে সুদক্ষ ডাক্তারদের উপর ভরসা ছিল, তাঁরা ছেলেটির জীবনের ভরসা দিতে

পারলেন না। তাঁরা কিন্তু আল্লাহর উপর ভরসা রেখে দুআ করতে বললেন!

লোকটি এবারে নিরাশ হয়ে আল্লাহর দরবারে ছেলের জীবন ভিক্ষা ক'রে কাঁদাকাটি করতে লাগল। সব দুয়ারে লাথি খেয়ে শেষবারে আল্লাহর দুয়ারে করাঘাত করল। কিন্তু এ আচরণ তার ভুল।

তার উচিত ছিল, সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ আল্লাহরই উপর ভরসা ক'রে উক্ত সকল কাজ করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহ থেকে বের হওয়ার সময় বলে, 'বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ, অলা হাওলা অলা ক্বুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' (অর্থাৎ, আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া পাপ থেকে ফিরা এবং পুণ্য করা সম্ভব নয়।) তাকে বলা হয়, 'তোমাকে সঠিক পথ দেওয়া হল, তোমাকে যথেষ্টতা দান করা হল এবং তোমাকে বাঁচিয়ে নেওয়া হল।' আর শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ প্রমুখ)*

মু'মিনের প্রথম ও শেষ ভরসা শুধু আল্লাহই। তাঁরই উপর সকল নির্ভরতা। তিনিই একমাত্র ভরসাস্থল। আরবী কবি বলেছেন,

'আহমাদ ﷺ -এর অনুসারী যদি হয় ওয়াহাবী
তাহলে আমি স্বীকার করি যে, আমি ওয়াহাবী।
আল্লাহ থেকে শরীক খন্ডন করি, সুতরাং নেই আমার
একমাত্র 'আল-ওয়াহ্হাব' (মহাদাতা আল্লাহ) ব্যতীত কোন প্রভু।
না কোন গম্বুজ (মাযারের) নিকট আশা আর না কোন মূর্তি
ও কবর (বিপদমুক্তি ও সুখ অর্জনের) হেতু।
কক্ষনই না, না পাথর, না কোন বৃক্ষ, না নির্ঝর,
আর না কোন প্রতিষ্ঠিত বেদী (আস্তানা আমার বিপত্তারণ)।
আমি তা'বীয (কবচ) ও বাঁধি না। বালা, কড়ি (জীবশাঁক),
কিছুর দাঁত (বা হাড়) ও উপকারের আশায় অথবা বিপদ
অপসারণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি না।
আল্লাহই আমাকে উপকৃত করেন এবং আমার বিপদ দূর করেন।' □

## গায়রুল্লাহর ভয় ও তা'যীম

যে প্রকৃত মুসলিম হয়, সে যথার্থভাবে কেবল আল্লাহকেই ভয় করে। যেহেতু ভয় এক প্রকার ইবাদত, যা অন্যকে করা শির্ক। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ} (١٣) سورة التوبة

অর্থাৎ, তোমরা কি সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে ও রসূলকে বহিষ্কার করার সংকল্প করেছে? ওরাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধে বিবাদ সৃষ্টি করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? আল্লাহই এ বিষয়ে বেশী হকদার যে, তোমরা তাঁকে ভয় কর; যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। *(তাওবাহঃ ১৩)*

{فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} (١٥٠)

سورة البقرة

অর্থাৎ, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না, বরং একমাত্র আমাকেই ভয় কর, যাতে আমি আমার অনুগ্রহ তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে দান করতে পারি এবং যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার। *(বাক্বারাহঃ ১৫০)*

{يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ} (٤٠) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে বনী ঈস্রাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর, যার দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি, এবং আমার সঙ্গে তোমাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করব; এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর। *(বাক্বারাহঃ ৪০)*

{إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ} (١٨) سورة التوبة

অর্থাৎ, তারাই তো আল্লাহর মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং যথাযথভাবে নামায পড়ে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করে না, ওদেরই সম্বন্ধে আশা যে, ওরা সৎপথ প্রাপ্ত হবে। *(তাওবাহঃ ১৮)*

মহান আল্লাহ নবীগণ সম্বন্ধে বলেছেন,

{الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا}

অর্থাৎ, ওরা আল্লাহর বাণী প্রচার করত; ওরা তাঁকে ভয় করত এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাকেও ভয় করত না। আর হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট। *(আহযাবঃ ৩৯)*

{الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} (١٧٣) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যাদেরকে লোকেরা বলেছিল যে, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু এ (কথা) তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক। *(আলে ইমরানঃ ১৭৩)*

{إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (١٧٥) سورة آل عمران

অর্থাৎ, ঐ (বক্তা) তো শয়তান; যে (তোমাদেরকে) তার (কাফের) বন্ধুদের ভয় দেখায়; সুতরাং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় কর। *(আলে ইমরানঃ ১৭৫)*

সুতরাং মু'মিনের গুণ হল এই যে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না। যে ভয় আল্লাহকেই করা উচিত, সে ভয় অন্য কোন সৃষ্টি, কোন শক্তি, কোন সমালোচককে

করবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (٥٤) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম হতে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না, এ আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়। *(মায়িদাহ ঃ ৫৪)*

আল্লাহর নবী ﷺ বলেন,

((لاَ يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقٍّ إِذَا عَلِمَهُ [أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ])).

"কোন ব্যক্তিকে যেন মানুষের ভয় সেই 'হক' বলতে বাধা না দেয়, যা সে জেনেছে (অথবা দেখেছে অথবা শুনেছে)।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ১৬৮নং)*

মোদ্দা কথা, ভয় হল চার প্রকার ঃ-

১। শির্কে আকবার ঃ আর তা হল গুপ্ত ভয় ঃ গায়রুল্লাহকে এমন বিষয়ে ভয় করা, যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ক্ষমতা নেই।

২। হারাম ঃ মানুষের ভয়ে কোন ওয়াজেব কর্ম ত্যাগ করা অথবা কোন হারাম কর্ম সম্পাদন করা।

৩। বৈধ ঃ প্রকৃতিগত ভয় বৈধ। যেমন বাঘ, শত্রু, অত্যাচারী শাসক ইত্যাদিকে ভয় করা। যেমন মূসা নবীর কথা আল্লাহ বলেন,

{فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ} (١٨) سورة القصص

অর্থাৎ, অতঃপর ভীত-সতর্ক অবস্থায় সে নগরীতে তার প্রভাত হল। *(ক্বাসাস ঃ ১৮)*

৪। ইবাদত ঃ কেবল শরীকবিহীন আল্লাহকে ভয় করা। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} (٤٦) سورة الرحمن

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি (জান্নাতের) বাগান। *(রাহমান ঃ ৪৬)*

আর এই ভয় অন্য কাউকে করলে শির্ক হয়ে যায়।

এমন বহু মানুষ আছে, যারা আল্লাহকে যত না তা'যীম করে, তার চাইতে বেশি তা'যীম করে তাদের পীরকে। আল্লাহকে যত না ভয় করে, তার চাইতে বেশি ভয় করে তাদের গুরুকে। আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম খায়, কিন্তু তাদের ভক্তিভাজন গুরুর নামে কসম খায় না। আল্লাহর নামে কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, কিন্তু পীরের নামে কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না।

এরা সেই শ্রেণীর মানুষ, যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} (٤٥) سورة الزمر

অর্থাৎ,'আল্লাহ এক' --এ কথা উল্লেখ করা হলে যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়। আর আল্লাহর পরিবর্তে (তাদের উপাস্যদের কথা) উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়। *(যুমারঃ ৪৫)*

তাদের ধারণা এই যে, তাদের ভক্তিভাজন উপকার-অপকার করতে পারে। তাইতো আ'দ জাতি হূদ পয়গম্বরকে বলেছিল,

{إِن نَّقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللّهِ وَاشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ} (٥٤) سورة هود

অর্থাৎ, আমাদের কথা তো এই যে, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে হতে কেউ তোমাকে মন্দ দ্বারা স্পর্শ করেছে।' সে বলল, 'আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক, তোমরা যে অংশী করছ নিশ্চিতভাবে আমি তা হতে মুক্ত। *(হূদঃ ৫৪)*

অথচ ভয়ের কিছু নেই। বান্দার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। যাদেরকে ভয় করা হয়, তারা আল্লাহর চাইতে অনেক ছোট, তারা তো তাঁর সৃষ্টি। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ}

অর্থাৎ, আল্লাহ কি তাঁর দাসের জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই। *(যুমারঃ ৩৬)*

অতএব তাওহীদের ইমাম ইব্রাহীম নবী ﷺ-এর অনুকরণ করা উচিত মু'মিনদের, যাঁর সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

{وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَاء رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ (٨٠) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٨١) الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ} (٨٢)

অর্থাৎ, ইব্রাহীমের সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হল। সে বলল, 'তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হবে? তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করলে তোমরা যাকে তাঁর অংশী কর, তাকে আমি ভয় করি না। সবকিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত। তবে কি তোমরা অনুধাবন কর না? তোমরা যাকে আল্লাহর অংশী কর, আমি তাকে কিরূপে ভয় করব? অথচ তোমরা ভয় কর না যে, তোমরা আল্লাহর সাথে এমন কিছুকে শরীক ক'রে চলছ, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদের নিকট কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। সুতরাং যদি তোমরা জান (তাহলে বল), দু'দলের মধ্যে কোন্ দলটি নিরাপত্তালাভের অধিকারী?' যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম (শির্ক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা

তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত। *(আনআম ৪ ৮০-৮২)*

## গায়রুল্লাহর প্রতি আশা

আশা হল, কোন বস্তুর প্রতি লোভ বা আকাঙ্ক্ষা করা, প্রিয় জিনিসের প্রতীক্ষা করা।

আশা ৩ প্রকার ঃ-

প্রথম প্রকার আশা হল ইবাদত ঃ আর তা হল, কেবল শরীকবিহীন আল্লাহর কাছে আশা করা।

এটিও আবার ২ প্রকার ঃ

(ক) প্রশংনীয় আশা। আর তা হল, আমল ও আনুগত্য করার সাথে আশা করা।

(খ) নিন্দনীয় আশা। আর তা হল, আমল ও আনুগত্য না করেই আশা করা।

সুতরাং মু'মিন জান্নাতের আশা করে, কিন্তু সেই সাথে ঈমান রেখে প্রয়োজনীয় আমল ক'রে যায়।

মহান আল্লাহ বলেন,

{فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}

অর্থাৎ, সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে। *(কাহ্ফ ঃ ১১০)*

দ্বিতীয় প্রকার আশা বৈধ। আর তা হল প্রকৃতিগত আশা। কোন ব্যক্তির কাছে এমন আশা করা, যা সে পূরণ করতে পারবে। যেমন কাউকে বলা, 'আশা করি তুমি আসবে।'

আর তৃতীয় প্রকার আশা হল শির্ক। গায়রুল্লাহর কাছে এমন কিছুর আশা রাখা, যা পূরণ করার মালিক আল্লাহ ছাড়া কেউ নয়।

যেমন গায়রুল্লাহর কাছে সুখ-সমৃদ্ধির আশা করা, কিয়ামতে পারের আশা করা ইত্যাদি।

মুমিন আল্লাহর দয়া ও রহমত থেকে নিরাশ হয় না। *(কুরআন ১২/৮৭, ৩৯/৫৩)* পাপ করে ফেললে তাঁর দয়া ও ক্ষমার আশা রাখে ও তওবা করে। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে আল্লাহকে ভুলে যায় না। তাঁর মকর ও চক্রান্ত থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে না। *(কুরআন ৭/৯৯)*

তাঁর জান্নাতের লোভ রাখে, দর্শনের আশা রাখে। তবে তাঁর দয়া ও রহমতের ভরসা রেখে আমল ত্যাগ করে না। আমল করার সাথে সাথে তাঁর করুণার আশা রাখে। আবার শুধু নিজ আমলের উপরই মুক্তির বা জান্নাতের ভরসা রাখে না। কারণ, বান্দা যা আমল করে তা জান্নাতের সামান্য কোন অংশেরও মূল্য নয়। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না। *(মুসলিম ২৮১৬নং)*

আমল জান্নাতের দাম বা বদলা নয়। বরং জান্নাত লাভের একটা হেতু মাত্র। কেননা, আল্লাহ যতটা ইবাদতের অধিকারী তা কোন বান্দাই করতে সক্ষম নয়। সাধ্যমত তাঁর ইবাদত করলে তিনি তাঁর দয়াগুণে বান্দাকে শান্তি দান করবেন।

আবার মুসলিম আমল করে, কিন্তু আশঙ্কা করে---তা কবুল হবে কি না? *(কুরআন ২৩/৬০, সিঃ সহীহাহ ১৬২নং)* আমলের উপরেই তার নিশ্চিত ভরসা থাকে না, বরং আশা থাকে। কর্তব্য যথাসাধ্য পালন করে দয়ার সাগরের কাছে দয়ার আশা রাখে। *(কুরআন ২/২১৮)* তবে এই আশার উপর কয়েকটি প্রয়োজনীয় কর্তব্য রয়েছে ঃ- প্রথমতঃ যা

আশা করে, তার প্রতি আন্তরিকতা ও ভালোবাসা রাখা। দ্বিতীয়তঃ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু না পাওয়া বা আশা পূরণ না হওয়ার আশঙ্কা রাখা। (অন্তরে এমন ভয় রাখা যে, তাঁর সে আশা হয়তো পূর্ণ হবে না।) তৃতীয়তঃ সে আশা লাভের পিছনে সাধ্যমত চেষ্টা রাখা। এ ছাড়া প্রতি আশা দুরাশা ও সাধ হবে, যা কোন দিন পূরণ হবার নয়। *(শারহে তাহাবিয়াহ ৩৬৬পৃঃ)*

## নযর-নিয়ায

নযর ও মানত মানা ইবাদতের অন্যতম। তাই আল্লাহ ব্যতীত কোন নবী, অলী, বুযুর্গ, জিন, কবর বা মাযারের নামে নযর মানা, মানসিক বা মানত করা শির্ক। আল্লাহর নামে নযর মানলে তা পূর্ণ করা বা আদায় করা ওয়াজেব।

{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (٧) سورة الإنسان

অর্থাৎ, তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনের ভয় করে, যেদিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক। *(দাহরঃ ৭)*

{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٢٩) سورة الحج

অর্থাৎ, অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, তাদের মানত পূর্ণ করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন (কা'বা)গৃহের। *(হাজ্জঃ ২৯)*

সন্তান লাভের জন্য, কোন বিপদ থেকে মুক্তি লাভের আশায়, ব্যবসায় লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা কোন রোগ-বালা দূর করার লক্ষ্যে কোন নবী, অলী বা পীরের কবর বা মাযারে টাকা-পয়সা, মিঠাই, মুরগী, খাসি, ধূপবাতি, জ্বালানী তেল ইত্যাদি অথবা ফুল বা চাদর চড়ানোর মানত, মানসিক বা নযর মানা নিঃসন্দেহে আল্লাহর ইবাদতে শরীক করা এবং বিদআত। এই শ্রেণীর রীতি জাহেলী যুগের মানুষদের মাঝে প্রচলিত ছিল। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمِّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَذَا لِلّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَآئِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ فَلاَ يَصِلُ إِلَى اللّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآئِهِمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ} (١٣٦) سورة الأنعام

অর্থাৎ, আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্য হতে তারা আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণানুযায়ী বলে, 'এ আল্লাহর জন্য এবং এ আমাদের দেবতাদের জন্য।' যা তাদের দেবতাদের অংশ, তা আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এবং যা আল্লাহর অংশ, তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌঁছে। তারা যা মীমাংসা করে তা কত নিকৃষ্ট! *(আনআমঃ ১৩৬)*

যদি কেউ ভুলক্রমে এরূপ নযর মেনেও ফেলে, তবে তা পুরা করা অবৈধ, এবং তার উপর তওবা ওয়াজেব। কারণ, যে ব্যক্তি এই ধরনের নযর-নিয়ায মেনে থাকে, তার বিশ্বাসে নযর দ্বারা---যার নামে নযর মানে---তার সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি লাভ হয়। ফলে সে তার কার্য সিদ্ধ ও আশা পূর্ণ করে, তাকে রোগ ও বিপদমুক্ত করে, সন্তান দান করে ইত্যাদি। অথচ এর প্রত্যেকটির মালিক একমাত্র আল্লাহ। তাই অভীষ্টদান যাঁর সাধ্যে,

তাঁর কাছে না চেয়ে, তাঁর নামে নযর না মেনে তাঁর সৃষ্টির কাছে চাওয়া ও নযর মানা অবশ্যই অন্যায়।

প্রকাশ থাকে যে, গায়রুল্লাহর নামে (নযর বা খুশীতে) উৎসর্গীকৃত খাদ্য, পশুর মাংস বা মিঠাই মুসলিমের জন্য খাওয়া হারাম। *(কুরআন ৫/৩, ৬/১২১)*

## গায়রুল্লাহর নামে কসম

মুসলিম কোন বিষয়ে কসম খাওয়ার প্রয়োজন মনে করলে কেবল আল্লাহর নামেই কসম খায়। তাছাড়া কোন নবী, অলী, ফিরিশ্তা, জ্বিন, বুযুর্গ, পিতা-মাতা বা পুত্র-ভ্রাতার নামে অথবা অপর কারো নামে কসম করে না। কারণ, আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নামে কসম, হলফ, শপথ, দিব্যি বা কিরে করা শির্ক।

ইবনে উমার ﷺ একটি লোককে বলতে শুনলেন 'না, কা'বার কসম!' ইবনে উমার বললেন, 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কসম খেয়ো না। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে,

(( مَنْ حَلَفَ بِغَيرِ اللهِ ، فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ )) .

"যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে কসম করে, সে কুফরী অথবা শির্ক করে।" *(তিরমিযী ১৫৩৫নং)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : بِاللاَّتِ وَالعُزَّى، فَلْيَقُلْ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ )) .متفق عليه

"যে ব্যক্তি কসম ক'রে বলে, 'লাত ও উয্যার কসম', সে যেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। আর যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলে, 'এস তোমার সাথে জুয়া খেলি', সে যেন সাদকাহ করে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন,

((لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ)).

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার কসম খেয়ো না এবং তাগূতদেরও না। *(আহমাদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সঃ জামে' ৭২৪৮নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلاَ بِالأَنْدَادِ وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ)).

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার কসম খেয়ো না, মায়েরও কসম খেয়ো না, (আল্লাহর) শরীকদেরও কসম খেয়ো না। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কসম খেয়ো না এবং সত্য ছাড়া আল্লাহর (মিথ্যা) কসম খেয়ো না। *(আবূ দাউদ, নাসাঈ, সঃ জামে' ৭২৪৯নং)*

কসমে যার নামে কসম করা হয়, তার তা'যীম অথবা ভালবাসার প্রমাণ থাকে। যে তা'যীম ও ভালবাসা কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য। কিংবা যে বিষয়ের সত্যতা ও নিশ্চয়তার উপর শপথ করা হয়, তা মিথ্যা হলে যার নামে শপথ করা হয়, শপথকারী তার মৃত্যু অথবা বিপদের আশঙ্কা করে। অথচ এরূপ বিশ্বাস যথার্থ নয়।

কোন কিছু স্পর্শ ক'রে বা ছুঁয়ে বলাও কসমের পর্যায়ভুক্ত। যেমন, মসজিদ, মিম্বর, পীরতলা, আস্তানা, ছেলের মাথা, কারো গা, চোখ বা বই ছুঁয়ে বলা। তদ্রূপ বিদ্যা ছুঁয়ে, লক্ষ্মী চুঁয়ে (সাধারণতঃ খাদ্যবস্তু স্পর্শ করে এই কসম করা হয়। এটি একটি দেবীর নাম। জাহেল মুসলিমরা অজান্তে দেবীর নামেও হলফ করে।) মাটি বা অন্য কিছু ছুঁয়ে বলা। মাইরি (মেরী) বলে দিব্য করা। অনুরূপভাবে পশ্চিম দিকে মুখ ক'রে বলা, বসুমতী (পৃথিবী বা মাটি)তে দাঁড়িয়ে বলা, ধর্মের দোহাই দিয়ে বলা ইত্যাদি।

অনেক সময় জাহেলরা মহামহিমান্বিত আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম খেয়ে থাকে, কিন্তু ছেলের মাথা, পীরতলা বা লক্ষ্মী ইত্যাদি ছুঁয়ে মিথ্যা হলফ বা কিরে খেতে ভয় করে। এ ধরনের মানুষের আল্লাহ প্রসঙ্গে জ্ঞান বা ধারণা যে মোটেই নেই, তা বলাই বাহুল্য। এরা আসলে সেই শ্রেণীর মানুষ, যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} (٤٥) سورة الزمر

"বস্তুতই যারা মুমিন নয়, তাদের নিকট এক আল্লাহর কথা উল্লেখিত হলে তাদের হৃদয় বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়। কিন্তু আল্লাহর পরিবর্তে তাদের মান্য বাতিল মা'বুদের কথা উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়। *(যুমারঃ ৪৫)*

এ ধরনের ভয়-বিশ্বাসে শির্কে আকবর হয়।

তাঁর উপর কোন গায়রুল্লাহর কসমও খাওয়াও বৈধ নয়। যেমন, 'আল্লাহ তোমাকে তোমার নবীর শপথ বা আলীর কসম, আমার ছেলে বাঁচিয়ে নাও' ইত্যাদি। এরূপ কসম অবশ্যই শির্ক, যেমন পূর্বে আলোচিত হয়েছে।□

## আল্লাহর শুকরিয়া

মুসলিম আল্লাহর প্রদত্ত সম্পদ পাওয়ার পর তা অস্বীকার ক'রে তাঁর কৃতঘ্নতা করে না। বরং তার যাবতীয় সুখ-সম্পদকে তাঁরই দেওয়া বলে মানে। ফলে তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, শুক্র আদায় করে এবং এতে তার সম্পদ বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} (٧) إبراهيم

অর্থাৎ, যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেছিলেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দান করব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।' *(ইব্রাহীমঃ ৭)*

{مَّا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا} (١٤٧) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ও বিশ্বাস কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কী করবেন? বস্তুতঃ আল্লাহ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ। *(নিসাঃ ১৪৭)*

{فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ} (١٥٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতঘ্ন হয়ো না। *(বাক্বারাহঃ ১৫২)*

শুক্র প্রকাশে দু'টি জিনিস জরুরী ঃ প্রথমতঃ অন্তরে এই জানা যে, সে যা পেয়েছে তা নেয়ামত এবং তা আল্লাহরই দান। আর দ্বিতীয়তঃ ঐ জ্ঞান অনুযায়ী কর্ম করা; অর্থাৎ, দাতার প্রতি প্রেম, ভক্তি, বিনয় ও প্রশংসা কথা ও কাজে প্রকাশ করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি মোতাবেক সে নেয়ামত ব্যয় করা।

তাই মুমিন কোন দিন বলে না যে, 'আমার মাল, আমি বাপ-দাদার মীরাসসূত্রে পেয়েছি। কিংবা মনে করে না যে, আমি নিজ তদবীর ও মেহনত বলে জমা করেছি। ডাক্তারই আমার ছেলেকে বাঁচালো। যদি ডাক্তার না থাকত, তাহলে ছেলেটি মারা যেত। কুকুরটি না থাকলে বাড়ি চুরি হয়ে যেত।' ইত্যাদি। বরং এ রকম কোন কথা যখন সে বলে থাকে, তখন আল্লাহকে প্রকৃত কর্তা বলে বিশ্বাসে রাখে এবং তাঁর নাম আগে নেয় ও বলে,'আল্লাহর নির্ধারিত তকদীর, তাঁর যা ইচ্ছা তাই করেছেন।'

কারণ, প্রকৃত সম্পদ দাতা, জীবন-মরণ দাতা, রক্ষাকর্তা শুধু তিনিই। তাই তো পিতার অগাধ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও পুত্র দরিদ্র হয়। হাজার তদবীর ও মেহনত করার ফলেও অনেকের দু'বেলার রুটীর যোগাড় হয় না। শত ডাক্তার থাকতেও কারো জান বাঁচে না। কত তদবীর সত্ত্বেও চুরি হয়, আরো কত বিপদ আসে।

অতএব এ সব বাহ্যিক কারণ মাত্র। তা অস্বীকার্য না হলেও প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই তাঁরই ইশারা ও ইচ্ছায় হয়ে থাকে। অতএব তাঁর এই সর্বব্যাপী চরম শক্তিতে কাউকেও শরীক করা যাবে না।

তাঁর কৃতজ্ঞতা অস্বীকার তথা কৃতঘ্নতা করা যাবে না। তাঁর দানে অন্যকে শরীক করা যাবে না। অবশ্য প্রয়োজনে মানুষের কৃতজ্ঞতাও স্বীকার করা বিধেয়। কেননা, মহানবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ لَمْ يَشْكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرْ اللَّهَ.

অর্থাৎ,"যে ব্যক্তি (উপকারী) মানুষের শুক্র করল না, সে আল্লাহর শুক্র করল না।" *(আহমাদ, সহীহ তারগীব ৯৫৭নং, আবূদাউদ ও তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৮৫৯নং)*

## তাবার্রুক গ্রহণে শির্ক

তাবার্রুক কোন বস্তুর মাঝে মঙ্গল ও কল্যাণের আশা রাখা, শুভ ধারণা ও কামনা করা, প্রাচুর্য ও পবিত্রতার বিশ্বাস রাখাকে বুঝায়।

যাবতীয় বর্কত আল্লাহর তরফ থেকে আসে। যেমন, রুজী, রহমত তাঁরই তরফ থেকে। তাই আল্লাহ ব্যতীত কারো নিকট বর্কত অনুসন্ধান করা শির্ক। যেমন, তিনি ছাড়া কারো নিকট রুজী বা রহমত চাওয়া শির্ক।

যে সমস্ত স্থান, কাল, পাত্র ইত্যাদির তাবার্রুক গ্রহণ করা হয়, তা শুধুমাত্র ইসলামের স্বীকৃতি ও অনুমতিতে হবে এবং জানতে হবে যে, ঐগুলি বর্কতের কারণ বা হেতু মাত্র; যার মাঝে বা দ্বারায় বর্কত হাসিল হয়ে থাকে। তা বর্কতদাতা নয়, বর্কতদাতা শুধু আল্লাহই। যেমন ঔষধ রোগমুক্তির হেতু বা কারণ; রোগমুক্তিদাতা নয়।

কী শরীফ, কী মুবারক, কীসে বর্কত আছে, কী দ্বারা তাবার্রুক হবে, কোথায় কোন সময় কীভাবে বর্কতলাভ হবে, তা শুধু শরীয়তই বলতে পারে। কারো নিজস্ব ধারণা, ভক্তি বা তা'যীমের অতিরঞ্জন তা নির্ণয় করতে পারে না।

শরীয়ত কর্তৃক নির্ণীত মুবারক ব্যক্তিত্ব ছিল আল্লাহর খলীল, প্রিয় নবী ﷺ-এর। তাঁর

মাঝে আল্লাহ বহু ইহলৌকিক ও পারলৌকিক খায়র ও বর্কত পুঞ্জীভূত করেছিলেন। যে তাঁর নিকট তাবার্রুকের আশায় যেত, আল্লাহ তাকেও বর্কতপূর্ণ করতেন। সেই বর্কতের কথা সাহাবীগণও জানতেন এবং সৃষ্টির সেরা মানুষের নিকট সেই বর্কত লাভও করতেন। তার পবিত্র হাতের বর্কত নেবার জন্য পাত্রে পানি নিয়ে তাঁর হাত ডুবার অপেক্ষা করতেন। *(মুসলিম ২৩২৪নং)*

মাথার কেশ মুন্ডন করার সময় সাহাবীগণ তাঁর চার পাশে ঘিরে দাঁড়াতেন। তাঁর একটি চুলও মাটিতে পড়তে না দিয়ে হাতের মুঠোয় নিয়ে সকলকে বন্টন করতেন এবং তার দ্বারায় তাবার্রুক হাসেল করতেন। *(মুসলিম ২৩২৫নং)* যেমন ইসলামের মহান যোদ্ধা ও সেনাপতি খালেদ বিন অলীদ ﷺ যুদ্ধের সময় তাঁর পাগড়ীতে সেই চুল তাবার্রুক স্বরূপ বেঁধে রাখতেন। উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর দেহের ঘাম শিশিতে ভরে রাখতেন এবং তা খোশবুর সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করতেন বর্কত লাভের জন্য। *(মুসলিম ১৮৭, ২৩৪৫নং)*

সাহাবাগণ তাঁর ওযুর পানি বর্কতের আশায় পান করতেন। *(বুখারী ১৮৭, মুসলিম ২৩৪৫নং)* তাঁর থুথু গায়ে মাখতেন। *(বুখারী ২৭৩২নং)* তাঁর উচ্ছিষ্ট পানি বর্কতের আশায় পান করতেন। *(বুখারী ৪৩২৮নং)* তাঁর পরিহিত লেবাস বর্কত লাভের জন্য পরিধান করতেন। কাফনে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রেখে নিতেন। *(বুখারী ৬০৩৬নং)*

মোট কথা, তাঁর দেহ ও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন চুল, ঘাম, লেবাস এবং তাঁর ব্যবহৃত পাত্র ও অন্যান্য বস্তু সবই ছিল বর্কতপূর্ণ। তাঁরা তাতে বর্কতের আশা করতেন এবং ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করতেন। আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের বর্কত ও কল্যাণ দান করেছেন।

এ তো আল্লাহর হাবীবের কথা। তিনি আর মানুষের মাঝে নেই। তাঁর ব্যবহৃত কোন জিনিস বা তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন চুল বা অন্য কিছু সুনিশ্চিতভাবে তাঁরই বলে কোথাও সংরক্ষিত নেই। তাই সেই ধরনের তাবার্রুক গ্রহণ এখন আর সম্ভব নয়। আর তাঁর মতো কোন হাবীব নেই, যাঁর দেহ বা দেহাংশ নিয়ে মানুষ তাবার্রুক নিতে পারে বা বর্কতের আশা করতে পারে।

শরীয়ত কিছু কথা ও কাজকে বর্কতপূর্ণ বলে নির্ণীত করেছে। যেমন আল্লাহর যিক্র ও তাঁর কিতাবের তিলাঅত। যার দ্বারায় মুসলিম আল্লাহর নিকট বহু বর্কত লাভ করতে পারে। কুরআন পাঠের মাধ্যমে রোগমুক্ত হতে পারে। *(বুখারী ২৬৩৭, মুসলিম ৮০৪, ২২০১নং)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا} (٨٢)

অর্থাৎ,আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও করুণা, কিন্তু তা সীমালংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৮২)*

দ্বীনী ও ইলমী মহফিল (জলসা) করা। *(মুসলিম ২৬৯৯নং)* জিহাদ করা ও শহীদ হওয়া। *(তিরমিযী ১৭২৮নং)* এ ছাড়া একত্রে খাওয়া, খাবার শেষে আঙ্গুল চাঁটা ইত্যাদি বর্কত হওয়ার কারণ। *(মুসলিম ২০৩৪, আহমাদ ৩/৫০১)*

মোট কথা, প্রতি কথা ও কাজ যা আল্লাহ ও তদীয় রসূল ﷺ বলতে বা করতে নির্দেশ

দিয়েছেন, মানুষ তা যদি ঈমান রেখে সত্য জেনে মহানবী ﷺ-এর পূর্ণ অনুসরণ ক'রে পালন করে, তাহলে তাতে অবশ্যই বর্কত ও সার্বিক কল্যাণ লাভ হবে।

অনুরূপভাবে শরীয়ত কিছু স্থানকে 'মুবারক' বলে চিহ্নিত করেছে। যেমন, মসজিদ। নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নিকটে পৃথিবীর সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান হল মসজিদ। আর সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হল বাজার।" *(মুসলিম ৬৭১নং)*

তবে মসজিদের বর্কত তার দেওয়াল, মিম্বর বা ধুলো ছুঁয়ে বা ব্যবহার ক'রে নয়। তার বর্কত সেখানে ই'তিকাফ করলে, নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করলে, জামাআতে নামায পড়লে, ইল্‌মী মজলিসে অংশ গ্রহণ করলে লাভ হয়। তাছাড়া অন্য কিছু বর্কত নয়, শির্ক ও বিদআত।

মসজিদসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বর্কত রয়েছে কা'বার মসজিদে; এখানকার ১টি নামায ১ লাখ নামায অপেক্ষা উত্তম। অতঃপর মসজিদে নববীতে; এখানকার ১টি নামায এক হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম। অতঃপর মাসজিদুল আক্সায়; এখানে নামায পড়লে নামাযী নিষ্পাপ হয়ে যায়। অতঃপর কুবার মসজিদে; এখানে ১টি নামায একটি উমরার সমান। *(মুসলিম ১৩৯৪, আহমাদ ৩/৪৮৭, নাসাঈ ৬৯০, ইবনে মাজাহ ১৪১২নং)*

মক্কা মুকার্রামা, মদীনা নববিয়্যা এবং শাম (সিরিয়া) পবিত্র এবং মুবারক স্থান। *(মুসলিম ১৩৬০নং, আহমাদ ৫/১৮৫)* অতএব যে ব্যক্তি মক্কা, মদীনা এবং শামে বর্কতের আশায় বাস করবে তার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে বর্কত ও কল্যাণ লাভ হবে। কিন্তু যে শরীয়তী সীমা অতিক্রম ক'রে তার মাটি ছুঁয়ে বা গায়ে মেখে, পাথর বা গাছপালা স্পর্শ করে বর্কতের আশা করে, মাটি দ্বারা আরোগ্য লাভের আশা করে, সে ক্ষতিগ্রস্ত। তদনুরূপ আরাফাত, মুযদালিফা, মিনাও পবিত্র স্থান। তবে তা নির্দিষ্ট দিনের জন্য।

শরীয়ত নির্ণীত পবিত্র ও মুবারক কাল বা সময় যেমন, রমযান মাস, শবেকদর, জুমআহর দিন, সোমবার, বৃহস্পতিবার, হারামের চার মাস (রজব, যুলকাদা, যুলহাজ্জাহ ও মুহার্রাম; যার মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি হারাম)। যুলহাজ্জার প্রথম দশদিন, ১০ই মুহার্রাম বা আশূরার দিন, প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশ ইত্যাদি।

এই সকল সময়ে মুসলিম শরীয়তের নির্দেশিত পথে বর্কত অর্জন করে। অন্য পথে কোন কাজ করলে বর্কত না হয়ে বে-বর্কতের বিদআত হবে। যেমন, রমযান মাসে রোযা করে, শবেকদরে নফল ইবাদত করে, জুমআর আগে নফল পড়ে, অধিক দরূদ পাঠ করে এবং দুআ কবুল হওয়ার মুহূর্ত অন্বেষণ করে, সোম ও বৃহস্পতিবার সুন্নত রোযা রেখে, আশূরা ও তার আগে কিংবা পরের দিন রোযা করে। যুলহজ্জের ১০ দিন নফল ইবাদত এবং বিশেষতঃ ৯ তারিখে (আরাফাতে না হলে) রোযা করে, শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে মুসলিম প্রভৃত বর্কতের আশা করে।

শরীয়ত নিরূপিত বর্কতপূর্ণ খাদ্যসামগ্রী যেমন, যয়তুন তেল, দুধ, কালো জিরে, আজওয়া নামক খেজুর, ছত্রাক, মধু, বৃষ্টি ও যমযমের পানি ইত্যাদি। প্রাণীর মধ্যে ঘোড়া, ছাগল এবং বৃক্ষাদির মধ্যে খেজুর ও যয়তুন বৃক্ষ বর্কতময় বলে চিহ্নিত হয়েছে। মুসলিম ব্যবহার-পদ্ধতি জেনে ব্যবহার করলে বহু বর্কতলাভ করতে পারে।

কিন্তু যে স্থান, কাল ও পাত্রকে শরীয়ত মুবারক বা শরীফ বলে চিহ্নিত করেনি, অথবা তাবার্রুকের যে পদ্ধতি শরীয়ত বর্ণনা করেনি, সে স্থান-কালকে মুবারক বা শরীফ মনে করা ও সেই পদ্ধতিতে তাবার্রুক গ্রহণ করা বিদআত হবে। আবার শির্কও হতে পারে। কারণ, তাবার্রুক এক ইবাদত। অতএব তা শরীয়ত অনুযায়ী হওয়া একান্ত জরুরী।

তাই বিপদ বা রোগ দূরীকরণার্থে মসজিদের ধুলো ব্যবহার করা, আরাফাত, মুযদালিফা ও মিনার নির্দিষ্ট দিন ছাড়া অন্য দিনে সেখানে উপস্থিত হয়ে বর্কতের আশা করা, বুযুর্গদের গা-পা ছুঁয়ে, আম্বিয়া ও আওলিয়াদের কবর ছুঁয়ে বা যিয়ারত করতে গিয়ে তাবার্রুক মনে করা, (পারমার্থিক অথবা প্রাতিভাসিক) আওলিয়া অথবা বাউলিয়াদের জন্ম বা মৃত্যুস্থানকে মুবারক বা শরীফ ভাবা, মহানবী ﷺ-এর জন্মস্থান (নির্দিষ্টভাবে যে স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন), জাবালে রহমত (?) (আরাফাতের এক পাহাড়), উহুদ পর্বত, সাইয়েদুশ শুহাদা', মাসজিদে খামসাহ, বাকী' (মদীনা শরীফের), বদর, খায়বর, হিরা' ও সওর গিরিগুহায় (মক্কায় শরীফে) উপস্থিত হয়ে তাবার্রুকের আশা করা, তিনি যে সমস্ত জায়গায় অনিচ্ছাকৃতভাবে নামায পড়েছেন, সে স্থানে তাবার্রুকের ইচ্ছায় নামায পড়া, মাকামে ইব্রাহীম (পাথরের উপর ইব্রাহীম ﷺ-এর পদচিহ্ন), কা'বা শরীফের গিলাফ, কব্‌রে নববীর রেলিং, মসজিদে নববীর মিম্বর ও মিহরাব স্পর্শ ক'রে হাত গায়ে বুলিয়ে তাবার্রুকের অনুমতি শরীয়তে নেই। এমনকি হাজরে আসওয়াদ (কা'বা শরীফের পূর্ব কোণে স্থাপিত কালো পাথর) যা হজ্জ ও উমরার তওয়াফকালে চুম্বন করা হয় অথবা স্পর্শ বা ইশারা করা হয় এবং রুক্‌নে য়্যামানী (শুধু) স্পর্শ করা হয়, তা কোন তাবার্রুকের জন্য নয়। বরং তা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর অনুসরণ ক'রে---যা তিনি নিজ কথা ও কর্ম দ্বারা সুন্নত করেছেন এবং সেই অনুসরণের মাধ্যমে নেকী লাভের আশায়।

হাজরে আসওয়াদ কারো কিছু ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না।

উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ 'হাজরে আসওয়াদ' চুমার সময় বলছিলেন, 'আমি সুনিশ্চিত জানি যে, তুমি একটা পাথর; তুমি না উপকার করতে পার, আর না অপকার? আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তোমাকে চুমতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুমতাম না।' *(বুখারী ১৫৯৭, মুসলিম ১২৭০,আবূ দাউদ ১৮৭৩, তিরমিযী ৮৬০নং, নাসাঈ ২৯৪০নং)*

চুম্বনকালে হাজীর পাপও চুষে নেয় না। এটি আসলে বেহেশ্তের পাথর। এটি এক কালে জ্যোতির্ময় শুভ্র ছিল। আদম সন্তানের শির্ক ও পাপ ঐ পাথরটিকে কৃষ্ণ ক'রে ফেলেছে। *(তিরমিযী ৮৭৭নং, আহমাদ ১/৩০৭, সঃ জামে' ৬৬৩২নং)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "হাজরে আসওয়াদ ও মাক্বামে ইবরাহীম জান্নাতের পদ্মরাগরাজির দুই পদ্মরাগ। আল্লাহ এ দু'য়ের নূর (প্রভা)কে নিষ্প্রভ করে দিয়েছেন। যদি উভয় মণির প্রভাকে তিনি নিষ্প্রভ না করতেন, তাহলে উদয় ও অস্তাচল (দিগ্‌দিগন্ত)কে উভয়ে জ্যোতির্ময় ক'রে রাখত।" *(সহীহ তিরমিযী ৬৯৬ নং, সহীহুল জামে ১৬৩৩ নং)*

অনেকে পাথর চুম্বনে পৌত্তলিকতার গন্ধ পান এবং অনেকে গুরুজনের পদ-চুম্বনের দলীল দিতে পাথর চুম্বনের কথা উল্লেখ ক'রে থাকেন। কিন্তু আসওয়াদ পাথরে আদম ﷺ-এর পদচিহ্ন ছিল এ কথাটি যেমন ভিত্তিহীন, তেমনি পদচিহ্ন ছিল বলে তা চুম্বন করা হয়---এ কথাও মনগড়া। পাথরটিকে চুম্বন করা হয় জান্নাতের একটি স্মৃতি বলে। জান্নাতকে কে না ভালোবাসে, কে না চায়? প্রিয় বস্তুর সম্পৃক্ত প্রতি জিনিসকেও সবাই ভালোবাসে। হাজরে আসওয়াদ বেহেশ্ত্ থেকে মর্তে উপস্থাপিত হয়েছে। *(তিরমিযী ৮৭৭নং, সঃ জামে' ৩১৭৪নং)* তাই সেই প্রিয় বস্তুর প্রেমে আল্লাহর নবী ﷺ-এর অনুকরণে হাজীগণ তা চুম্বন ক'রে থাকেন এবং এই ইত্তেবা বা অনুসরণের বর্কতে (পাথরের বর্কতে নয়) এবং সমস্ত হজ্জ কার্য সমাপ্ত করলে (এবং তা কবুল হলে) হাজীর পাপ

ক্ষয় হয়। আল্লাহর রসূলের মহব্বতে তা চুম্বন করলে পাথরটি কিয়ামতে আল্লাহর দরবারে তা চুম্বনের উপর চুম্বনকারীর জন্য সাক্ষ্যদান করবে। *(সঃ জামে' ৫২২২নং, ইবনে মাজাহ ২৯৪৪, মিশকাত ২৫৭৮-নং)* পক্ষান্তরে তা চুম্বন বা স্পর্শ না করলেও হজ্জের কোনই ক্ষতি হয় না। অতএব এটাকে পৌত্তলিকতার সাথে তুলনা করা একেবারে গা-জোরামি ব্যতীত কিছু নয়।

তেমনি কা'বা শরীফ কোন মাযার নয়। কারো কবর আছে বলে যিয়ারত বা তওয়াফ করা অথবা তাকে কেবলা বানিয়ে নামায পড়া হয় না। তা একমাত্র আল্লাহর ঘর, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই যাবতীয় ইবাদত ওখানে করতে হয়। সমগ্র মুসলিম জাহানকে একসূত্রে গাঁথার জন্য, তাদের মন-প্রাণ এক ক'রে এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য এই গৃহাভিমুখে নামায পড়া হয় এবং হজ্জের উদ্দেশ্যে সকলকে এখানেই আসতে হয়। উদ্দেশ্য কা'বা নয়, উদ্দেশ্য যাঁর কা'বা তিনিই। তাঁরই আদেশ ও নির্দেশ মতে তাঁরই উপাসনা করা হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ (٩٦) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} (٩٧) سورة آل عمران

অর্থাৎ, মানুষের জন্য কা'বাগৃহ পৃথিবীর সর্বপ্রথম গৃহ; যা আশিসপ্রাপ্ত ও বিশ্বজগতের দিশারী। যাতে বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে; মাক্বামে ইব্রাহীম। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ। *(আলে ইমরান ঃ ৯৬-৯৭)*

অতএব পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর---যা ফিরিশ্তাগণ বা আদম ﷺ (মতান্তরে) ইব্রাহীম ﷺ কর্তৃক নির্মিত হয়। তবে তাঁরা কার কবরের উপর মাযার তৈরী করলেন? এ কথা মাযারীদের মাযার-পূজার বৈধ করার মানসে অলীক অনুমান ছাড়া কিছু নয়।

সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর পবিত্র মক্কাভূমির বায়তুল্লাহর হজ্জ জীবনে একবার ফরয। *(কুরআন ৩/৯৭)* ফরয আদায়ের জন্য মুসলিম বহু অর্থব্যয় করে মক্কা শরীফ আসে। পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর, আল্লাহর মুবারক ঘরকে কেন্দ্র করে তওয়াফ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায়। হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করে, রুকনে য়্যামানী স্পর্শ করে। হাজারে আসওয়াদ ও কা'বাদ্বারের মধ্যবর্তী দেওয়ালে বক্ষ লাগিয়ে আল্লাহর কাছে আকুল আবেদন জানায়। বর্কতের কুয়ো যমযমের পানি পান করে, আল্লাহর ধ্যানে তন্ময় হয়ে আলুথালু বেশে মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফায় অবস্থান করে। জামরাতে পাথর মারে, কুরবানী করে, মস্তক মুন্ডন করে। মক্কা ও মদীনার হারামের মর্যাদা রক্ষা করে; সেখানে কোন প্রকারের ঝগড়া বিবাদ করে না, হারামের কোন গাছ, কাঁটা বা ঘাস নষ্ট করে না, পশু-পাখী শিকার করে না ইত্যাদি। এসব কিছু একমাত্র আল্লাহর তা'যীম, তুষ্টি বিধান ও তাঁর আদেশ পালন এবং তাঁর রসূল ﷺ-এর অনুকরণার্থে মুসলিম ক'রে থাকে।

অতএব কোনও বুযুর্গ বা অলীর কবর যিয়ারতে হজ্জ বা হজ্জের সওয়াবের আশা রাখা, কোনও কবরকে বিকল্প কা'বা বানিয়ে তার তওয়াফ করা, অলীর সন্তুষ্টির আশা করা কোনও পাথর, কবর কিংবা মাযার চৌকাঠে হাজরে আসওয়াদের মত চুমু দেওয়া, সেখানকার ধুলোমাটি স্পর্শ করে গায়ে মাখা বা খাওয়া, মাযারের স্তম্ভ বা দেওয়াল বুকে লাগিয়ে অলীর কাছে প্রার্থনা করা, কোন ঝরনাকে বিকল্প যমযম বানিয়ে তার পানি বর্কতস্বরূপ পান করা, অলীর ধ্যানে বসা, মাযার সংলগ্নে বাস করা ও তার খিদমত করা, কোন বিকল্প জামরায় পাথর ছোড়া, সেখানে খাসি-মুরগী ইত্যাদি যবেহ (কুরবানী)

করা, মাথা নেড়া করা, সে স্থানের মর্যাদা রক্ষা করা, সেখানকার গাছ-পালার সম্মান করা, পশু-পাখী শিকার করা অপরাধ গণ্য করা ইত্যাদি যা কিছু অলীর তুষ্টি বিধান করার চেষ্টা ক'রে তাঁর কাছে কিছু পাবার আশা করা হয়, তা নিশ্চয় হারাম, বিদআত ও শির্কের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে কোন নদী বা পুকুরের পানিকে পবিত্র বা বর্কতময় মনে ক'রে গোসল করা, কোন মাযারের সিন্নি, 'তবরুক' বা 'ধুলফুল' বা অন্য কিছু (যেমন, কবরের চাদর, গাঁজার ছাই ইত্যাদির প্রসাদ) কে তাবার্রুক বলে ব্যবহার করার অনুমতি ইসলামে নেই।

অনুরূপভাবে কোন নির্দিষ্ট দিনকে (শরীয়ত নির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত) পবিত্র বা পালনীয় মনে করা এবং বর্কতের মনে করাকে শরীয়ত অনুমতি দেয় না। যেমন, নবী দিবস, শবেমি'রাজ, শবেবরাত বা অন্য কারো জন্ম অথবা মৃত্যু দিবস ইত্যাদি।

তাবার্রুক বা অভীষ্ট লাভের আশায় 'আল্লাহু' বা কোন কুরআনী আয়াত লকেটে লিখে গলায় লটকানো, কিংবা কাঁচে বাঁধিয়ে দেওয়ালে বা গাড়িতে ঝুলানোর নির্দেশ ইসলামে নেই। আবার পাশাপাশি 'আল্লাহ-মুহাম্মাদ' সমভাবে লিখে, 'ইয়া মুহাম্মাদ' 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' 'ইয়া আলী' 'ইয়া হুসাইন' 'ইয়া গরীব নেওয়ায' লিখে, কা'বা, কা'বার দরজা, মসজিদে নববী, সবুজ গম্বুজ বা অন্য কোন মসজিদ বা মাযারের ছবিতে তাবার্রুক গ্রহণ কিংবা বালা মসীবত দূর করার উদ্দেশ্যে অথবা কোন অভীষ্ট লাভের আশায় গলায়, বাড়ির দেওয়ালে অথবা গাড়ি ইত্যাদিতে ঝুলানো শির্কের পর্যায়ে পড়ে।

কোন গাছ দ্বারা তাবার্রুক বৈধ নয়। হুদাইবিয়াতে যে গাছের নিচে 'বাইআতুর রিযওয়ান' হয়েছিল, সেই গাছের নিচে গিয়ে কিছু লোকের নামায পড়া দেখে দ্বিতীয় খলীফা উমার ﷺ হুকুম দিয়ে সেটিকে কেটে ফেলেছিলেন। *(ইবনে আবী শাইবাহ ২/২৬৯)*

কোনও গাছে কাপড় বা সুতো বেঁধে তাবার্রুক নেওয়া, কোন আসন, চাটাই, শাল ইত্যাদি কোনও বুযুর্গকে প্রথম বসতে দিয়ে তাবার্রুক নেওয়া, নতুন বউকে তাঁর খিদমতে দিয়ে তাবার্রুক নেওয়া, কোনও গাছে অস্ত্র ইত্যাদি ঝুলিয়ে তাবার্রুক নেওয়া শির্ক।

এ মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সাহাবী আবু ওয়াক্বিদ আল-লাইষী বলেন, রসূল ﷺ-এর সাথে আমরা হুনাইনের পথে বের হলাম। তখন আমরা কুফরের নিকটবর্তী (সদ্য নও-মুসলিম) ছিলাম। মক্কা-বিজয়ের দিন মুসলমান হয়েছিলাম। (পথে) মুশরিকদের একটি কুল গাছ ছিল; যার নিকটে ওরা ধ্যানমগ্ন হত এবং (বর্কতের আশায়) তাদের অস্ত্র-শস্ত্রকে তাতে ঝুলিয়ে রাখত; যাকে 'যা-তে আনওয়াত্ব' বলা হত। সুতরাং একদা আমরা এক কুল গাছের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। (তা দেখে) আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য একটি 'যা-তে আনওয়াত্ব' ক'রে দিন যেমন ওদের রয়েছে। (তা শুনে) তিনি বললেন, 'আল্লাহু আকবার! এটাই তো পথরাজি! যার হাতে আমার জীবন আছে তাঁর কসম! তোমরা সেই কথাই বললে, যে কথা বানী ইস্রাঈল মূসাকে বলেছিল, 'আমাদের জন্য একটা দেবতা গড়ে দিন, যেমন ওদের অনেক দেবতা রয়েছে!' মূসা বলেছিলেন, 'তোমরা মূর্খ জাতি।' অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী (জাতির) পথ অনুসরণ করবে।" *(তিরমিযী ২ ১৮০নং, মুসনাদ আহমাদ ৫/২ ১৮)*

মহান আল্লাহ মূসা ﷺ-এর কথা কুরআনে বলেছেন,

{وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُواْ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} (١٣٨) سورة

الأعراف

অর্থাৎ, আর বনী-ইস্রাঈলকে আমি সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম, অতঃপর তারা প্রতিমা পূজায় রত এক জাতির সংস্পর্শে এল। তারা বলল, 'হে মূসা! ওদের যেমন বহু দেবতা রয়েছে, তেমনি আমাদের জন্যও একটি দেবতা বানিয়ে দিন।' সে বলল, 'তোমরা তো এক মূর্খ জাতি। *(আ'রাফঃ ১৩৮)*

বলা বাহুল্য, মহানবীর সেই অহীলব্ধ ভবিষ্যদ্বাণী কত সত্য! মুসলিম নামধারী মানুষদের মাঝে এই শ্রেণীর কত যে 'ইলাহ' রয়েছে, তা সমীক্ষা করলেই বুঝা যায়। আর মহান আল্লাহর এ কথাও সত্য প্রমাণিত হয় যে,

{وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ} (١٠٦) سورة يوسف

অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করে; কিন্তু (মুশরিক হয়ে) তাঁর অংশী স্থাপন করে। *(ইউসুফঃ ১০৬)*

## অসীলা ধরার শির্ক

আল্লাহ অতি দয়াশীল। বান্দাকে ইচ্ছা করলে এমনিই বহু কিছু দান করতে পারেন। তবুও তিনি বান্দার কাছ থেকে কিছু বিনিময় আনুগত্যরূপে পেতে চান। বান্দা যদি আল্লাহকে খুশী ও রাজি করতে পারে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ বান্দার আশা পূর্ণ করেন। কিন্তু আল্লাহকে তুষ্ট করার জন্য মিসকীন বান্দার আছেই বা কী? একমাত্র তাঁর ইবাদত, আনুগত্য ও গুণগান ছাড়া আর কী দিয়েই বা তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারে? তাই বান্দা তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য, তাঁর রহমত ও জান্নাত পাবার জন্য এবং তাঁর অসন্তুষ্টি, গযব ও দোযখের আযাব থেকে বাঁচার জন্য এই অসীলা বা মাধ্যম ব্যবহার করে। আল্লাহও বান্দাকে সেই অসীলাই অনুসন্ধান করতে বলেছেন।

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٣٥) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর ও তাঁর পথে সংগ্রাম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। *(মায়িদাহ ঃ ৩৫)*

যে অসীলায় তিনি রাজী হন; সমস্ত মুফাসসিরীনদের মতে সেই অসীলার অর্থ আল্লাহ ও তদীয় রসূলের আনুগত্য, নেক আমল ও মহব্বত। *(তফসীর ইবনে কাষীর ২/৫২, যাদুল মাসীর ২/৩৪৮, তফসীর সা'দী ২/২৮৫, আদ্দুর্রুল মানযূর ৩/৭১, সঃ তাঃ ১/৩৪০, তাফসীরুল মানার ৬/৩৬৯)*

কোন্ অসীলার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য পাওয়া যায়, বান্দার আবেদন মঞ্জুর হয়, তা বান্দা জানে না। তাই তা জানতে বা অসীলা চিনতে শরীয়তের নির্দেশ নিতে হয়। নচেৎ সমুদ্রের জাহাজ-ডুবিতে রাতের অন্ধকারে কুমীরকে কাষ্ঠফলক মনে করে তাঁর উপর চড়ে বসে তাকে নাজাতের অসীলা ভাবলেও আসলে তা হালাকের অসীলা। অচিরে তাতে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

আল্লাহর কোন নেক বান্দাকে অসীলা ধরা ভুল। কারণ, আল্লাহর নেক বান্দারাও মহান আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্য অসীলা খুঁজে থাকেন। তিনি বলেছেন,

{أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا} (٥٧) سورة الإسراء

অর্থাৎ, তারা যাদেরকে আহবান করে, তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকট হতে পারে, তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে; নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৫৭)*

শরীয়তে মাত্র তিন প্রকার অসীলা ব্যবহারের অনুমতি বা নির্দেশ রয়েছে ঃ

১। আল্লাহ তাআলার আসমায়ে হুসনা ও সিফাতে উলা (তাঁর সুন্দরতম নাম এবং মহত্তম গুণাবলীর) অসীলা। যেমন বান্দা বলে, 'হে আল্লাহ! তুমি রহীম ও রহমান, তুমি আমার উপর রহম কর। তুমি গফূর ও গাফ্ফার, তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রে দাও।' অথবা 'হে আল্লাহ তোমার রহমতের অসীলায় বা ইয্যত ও কুদরতের অসীলায় বা তোমার নামের অসীলায় আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল প্রার্থনা করছি তুমি আমাকে তা দান কর।' ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} (١٨٠) سورة الأعراف

অর্থাৎ, উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা সে সব নামেই তাঁকে ডাকো। *(আ'রাফ ঃ ১৮০)*

যেহেতু মহানবী ﷺ তাঁর দুআয় বলতেন,

اَللّهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاءُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِّنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ، وَنُوْرَ صَدْرِيْ وَجَلاَءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমি তোমার দাস, তোমার দাসের পুত্র ও তোমার দাসীর পুত্র, আমার ললাটের কেশগুচ্ছ তোমার হাতে। তোমার বিচার আমার জীবনে বহাল। তোমার মীমাংসা আমার ভাগ্য-লিপিতে ন্যায়সঙ্গত। আমি তোমার নিকট তোমার প্রত্যেক সেই নামের অসীলায় প্রার্থনা করছি---যে নাম তুমি নিজে নিয়েছ। অথবা তুমি তোমার গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টির মধ্যে কাউকে তা শিখিয়েছ, অথবা তুমি তোমার গায়বী ইলমে নিজের নিকট গোপন রেখেছ, তুমি কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত কর, আমার বক্ষের জ্যোতি কর, আমার দুশ্চিন্তা দূর করার এবং আমার উদ্বেগ চলে যাওয়ার কারণ বানিয়ে দাও। *(আহমাদ ১/৩৯১, ৪৫২, সিঃ সহীহাহ ১৯৯নং)*

২। নেক আমল বা ভালো কাজের অসীলা। যেমন বান্দা দুআ করে,

{رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (١٦) سورة آل عمران

অর্থাৎ, 'আল্লাহ! আমি ঈমান এনেছি, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রে দাও।' *(আলে ইমরান ঃ ১৬)*

{رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} (٥٣) سورة آل عمران

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা (ইঞ্জীল) অবতীর্ণ করেছ, তাতে আমরা বিশ্বাস করেছি এবং আমরা রসূলের অনুসারী। সুতরাং আমাদেরকে (সত্যতার) সাক্ষিদাতাদের তালিকাভুক্ত ক'রে নাও।' *(আলে ইমরান ঃ ৫৩)*

আব্দুল্লাহ বিন উমার ﵄ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের পূর্বে (বানী ইসরাঈলের যুগে) তিন ব্যক্তি একদা সফরে বের হল। চলতে চলতে রাত এসে গেল। সুতরাং তারা রাত কাটানোর জন্য একটি পর্বত-গুহায় প্রবেশ করল। অল্পক্ষণ পরেই একটা বড় পাথর উপর থেকে গড়িয়ে নীচে এসে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। এ দেখে তারা বলল যে, 'এহেন বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই যে, তোমরা তোমাদের নেক আমলসমূহকে অসীলা বানিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ কর।' সুতরাং তারা স্ব স্ব আমলের অসীলায় (আল্লাহর কাছে) দুআ করতে লাগল।

তাদের মধ্যে একজন বলল, "হে আল্লাহ! তুমি জান যে, আমার অত্যন্ত বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিল এবং (এও জান যে,) আমি সন্ধ্যা বেলায় সবার আগে তাদেরকে দুধ পান করাতাম। তাদের পূর্বে স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও কৃতদাস-দাসী কাউকে পান করাতাম না। একদিন আমি গাছের খোঁজে দূরে চলে গেলাম এবং বাড়ী ফিরে দেখতে পেলাম যে পিতা-মাতা ঘুমিয়ে গেছে। আমি সন্ধ্যার দুধ দহন করে তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তারা ঘুমিয়ে আছে। আমি তাদেরকে জাগানো পছন্দ করলাম না এবং এও পছন্দ করলাম না যে, তাদের পূর্বে সন্তান-সন্ততি এবং ক্রীতদাস-দাসীকে দুধ পান করাই। তাই আমি দুধের বাটি নিয়ে তাদের ঘুম থেকে জাগার অপেক্ষায় তাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম। অথচ শিশুরা ক্ষুধার তাড়নায় আমার পায়ের কাছে চেঁচামেচি করছিল। এভাবে ফজর উদয় হয়ে গেল এবং তারা জেগে উঠল। তারপর তারা নৈশদুধ পান করল। হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ক'রে থাকি, তাহলে পাথরের কারণে আমরা যে গুহায় বন্দী হয়ে আছি, এ থেকে তুমি আমাদেরকে উদ্ধার কর।"

এই দুআর ফলস্বরূপ পাথর একটু সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে সক্ষম ছিল না।

দ্বিতীয়-জন দুআ করল, "হে আল্লাহ! আমার একটি চাচাতো বোন ছিল। সে আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তমা ছিল। (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী) আমি তাকে এত বেশী ভালবাসতাম, যত বেশী ভালবাসা পুরুষরা নারীদেরকে বাসতে পারে। একবার আমি তার সঙ্গে যৌন মিলন করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু সে অস্বীকার করল। পরিশেষে সে যখন এক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল, তখন সে আমার কাছে এল। আমি তাকে এই শর্তে ১২০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিলাম, যেন সে আমার সঙ্গে যৌন-মিলন করে। সুতরাং সে (অভাবের তাড়নায়) রাজী হয়ে গেল। অতঃপর যখন আমি তাকে আয়ত্তে পেলাম। (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী) যখন আমি তার দু'পায়ের মাঝে বসলাম, তখন সে বলল, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং অবৈধভাবে (বিনা বিবাহে) আমার সতীচ্ছদ নষ্ট করো না। সুতরাং আমি তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম; যদিও সে আমার একান্ত প্রিয়তমা ছিল এবং যে স্বর্ণমুদ্রা আমি তাকে দিয়েছিলাম, তাও পরিত্যাগ করলাম। হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টির জন্য ক'রে থাকি, তাহলে তুমি আমাদের উপর পতিত

মুসীবতকে দূরীভূত কর।”

সুতরাং পাথর আরো কিছুটা সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে সক্ষম ছিল না।

তৃতীয়জন দুআ করল, “হে আল্লাহ! আমি কিছু লোককে মজুর রেখেছিলাম। (কাজ সুসম্পন্ন হলে) আমি তাদের সকলকে মজুরী দিয়ে দিলাম। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন মজুরী না নিয়ে চলে গেল। আমি তার মজুরীর টাকা ব্যবসায় বিনিয়োগ করলাম। (কিছুদিন পর) তা থেকে প্রচুর অর্থ জমে গেল। কিছুকাল পর একদিন সে এসে বলল, ‘হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার মজুরী দিয়ে দাও।’ আমি বললাম, ‘এসব উট, গাভী, ছাগল এবং গোলাম (ইত্যাদি) যা তুমি দেখছ তা সবই তোমার মজুরীর ফল।’ সে বলল, ‘হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার সঙ্গে উপহাস করবে না।’ আমি বললাম, ‘আমি তোমার সঙ্গে উপহাস করিনি (সত্য ঘটনাই বর্ণনা করছি)।’ সুতরাং আমার কথা শুনে সে তার সমস্ত মাল নিয়ে চলে গেল এবং কিছুই ছেড়ে গেল না। হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজ একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য ক’রে থাকি, তাহলে যে বিপদে আমরা পড়েছি, তা তুমি দূরীভূত কর।” এর ফলে পাথর সম্পূর্ণ সরে গেল এবং সকলেই (গুহা থেকে) বের হয়ে চলতে লাগল। *(বুখারী ২২৭২নং, মুসলিম)*

৩। জীবিত কোন নেক সালেহ ও মুত্তাক্বী (কিতাব ও সুন্নাহর উপর আমল করেন এমন) ব্যক্তির দুআর অসীলা। যেমন কোন ব্যক্তি বড় মসীবতে পড়েছে। সে তার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করে এবং এ সরাসরি দুআয় সে রক্ষা পেতেও পারে। কিন্তু সে জানে যে, সে বড় গোনাহগার, হয়তো বা তার দুআ কবুল নাও হতে পারে। (কারণ, দুআ কবুল হবার শর্ত আছে, যেমন হালাল খাওয়া-পরা ইত্যাদি) অতএব সে কোন মুত্তাক্বী লোকের কাছে এসে আল্লাহর নিকটে দুআর আবেদন করে। যাতে তার বিপদ দূর হয়ে যায়। অথবা অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির সময় কোন পরহেযগার আলেমের দুআর অসীলায় বৃষ্টি চায়। এমন অসীলা ধরা বৈধ।

আত্বা ইবনে আবী রাবাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা ইবনে আব্বাস ﷺ আমাকে বললেন, ‘আমি কি তোমাকে একটি জান্নাতী মহিলা দেখাব না!’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ!’ তিনি বললেন, ‘এই কৃষ্ণকায় মহিলাটি নবী ﷺ-এর নিকটে এসে বলল যে, ‘আমার মৃগী রোগ আছে, আর সে কারণে আমার দেহ থেকে কাপড় সরে যায়। সুতরাং আপনি আমার জন্য দুআ করুন।’ তিনি বললেন, “তুমি যদি চাও, তাহলে সবর কর; এর বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যদি চাও, তাহলে আমি তোমার রোগ নিরাময়ের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকটে দুআ করব।” স্ত্রীলোকটি বলল, ‘আমি সবর করব।’ অতঃপর সে বলল, ‘(রোগ উঠার সময়) আমার দেহ থেকে কাপড় সরে যায়, সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন আমার দেহ থেকে কাপড় সরে না যায়।’ ফলে নবী ﷺ তার জন্য দুআ করলেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

সাহাবী রাবীআহ বিন কা’ব বলেন, আমি দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমত করতাম এবং রাতে তাঁরই দরজার চৌকাঠে (মাথা রেখে) ঘুমিয়ে পড়তাম। ...... একদা তিনি আমাকে বললেন, “হে রাবীআহ! তুমি আমার কাছে কিছু চাও, আমি তোমাকে দেবো।” তখন আমি বললাম, ‘আমাকে একটু সময় দিন যাতে ভেবে নিতে পারি (কী চাওয়া যায়)।’ অতঃপর আমি ভেবে দেখলাম যে, দুনিয়া ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। তাই বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি চাই যে, আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ

ক'রে দিন, যাতে তিনি আমাকে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি দেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান।' (এ কথা শুনে) তিনি চুপ ক'রে গেলেন। অতঃপর বললেন, "এ জিনিস চাওয়ার কথা তোমাকে কে শিখিয়ে দিয়েছে?" তিনি বললেন, 'এটা আমাকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি, তবে আমি যখন জানলাম যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল, আর আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার রয়েছে বিশেষ মর্যাদা, তাই এটাই ভালো মনে করলাম যে, আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ ক'রে দিন।' তিনি বললেন, "আমি দুআ করবো, কিন্তু তুমি অধিকাধিক সিজদা করে (অর্থাৎ প্রচুর নফল নামায পড়ে) তোমার (এ আশা পূরণের) জন্য আমাকে সাহায্য করো।" *(সঃ তারগীব ১/২৮৭)*

উষমান বিন হুনাইফ বলেন, এক অন্ধ ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'আপনি দুআ করুন, যাতে আল্লাহ আমাকে (অন্ধত্ব) থেকে নিরাপত্তা দেন।' তিনি বললেন, "তুমি চাইলে আমি তোমার জন্য দুআ করব, আর চাইলে তুমি সবুর কর, সেটা তোমার জন্য উত্তম হবে।" লোকটি বলল, 'বরং আপনি দুআ করুন।' সুতরাং তিনি তাকে ভালরূপে ওযূ ক'রে (দু'রাকআত নামায পড়ার পর) এই দুআ করতে বললেন, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এবং তোমার নবী মুহাম্মাদ, রহমতের নবীর (দুআর) সাথে তোমার অভিমুখী হয়েছি। আমি আপনাকে নিয়ে (আপনার দুআর সাথে)আমার প্রতিপালকের অভিমুখী হয়েছি, যাতে তিনি আমার এই প্রয়োজন পূর্ণ করেন। হে আল্লাহ! তুমি আমার ব্যাপারে ওঁর সুপারিশ (বা দুআ) এবং ওঁর সুপারিশ কবুল করার ব্যাপারে আমার দুআ কবুল কর।'

এইরূপ দুআর ফলে লোকটি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিল। *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সঃ জামে' ১২৭৯নং)*

এই তিন প্রকার অসীলা ছাড়া আর কোন অসীলায় আল্লাহর নিকট নাজাত অথবা অন্য কোন অভীষ্ট লাভের আশায় প্রার্থনা করা যায় না। অন্য কথায় এ তিন অসীলা ছাড়া কোন অসীলা অসীলাই নয়। তাই নবী-রসূল, আলী-ফাতেমা, হাসান-হুসাইন, অলী বা কোন বুযুর্গের ব্যক্তিত্ব, মান বা মর্যাদার অসীলায়, অথবা আরশ-কুরসী বা অন্য কোন মখলুক বা সৃষ্টির অসীলায় মুসলিম প্রার্থনা করতে পারে না, নাজাতও পেতে পারে না। নাজাতের অসীলা কেবল ঈমান ও আমল।

বলা বাহুল্য, মৃত কোন ব্যক্তির অসীলায় দুআ করা যাবে না। যেহেতু মৃত শুনতে পায় না এবং কারো জন্য দুআও করে না। নবী-শহীদ প্রমুখ মহান আল্লাহর নিকট বিশেষ জগতে জীবিত আছেন। এ জগতের কোন আহবান তাঁরা শুনতে পান না।

এ জন্যই উমার ﷺ বৃষ্টি-প্রার্থনার দুআর সময় নবী ﷺ-এর কবরে যাননি। বরং তিনি তাঁর চাচা আব্বাস ﷺ-কে নিয়ে দুআ করেছেন,

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমরা আমাদের নবীর (দুআর) অসীলায় তোমার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করতাম, তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দিতে। এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার (দুআর) অসীলায় তোমার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করছি, তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দাও।

আর তার ফলে বৃষ্টি হয়েছে। *(বুখারী ১০১০নং)*

এ কথা বিদিত যে, নবী ﷺ-এর চাচার চাইতে তাঁর মর্যাদা বেশি। তবুও উমার ﷺ তাঁর কাছে যাননি। কেননা, তিনি জানতেন, তিনি ইহজগতে তাঁদের মাঝে নেই, তাঁকে

তাঁদের সমস্যা শোনানো সম্ভব নয়, তিনি আর তাঁদের জন্য দুআ করতে পারেন না।

তাছাড়া এ ছিল মৃত কোন ব্যক্তির দুআকে অসীলা বানানোর কথা, কোন মৃত ব্যক্তির সত্তা বা মর্যাদাকে অসীলা বানিয়ে দুআ করা আরো অবৈধ।

কিন্তু সঊদী আরবের ছাপা মাআরিফুল কুরআনের ৫পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, 'কোন বান্দাই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাকেও অভাব পূরণকারী মনে করবে না। অপর কারো নিকট প্রার্থনার হাত প্রসারিত করা যাবে না। অবশ্য কোন নবী বা কোন অলীর বরাত দিয়ে প্রার্থনা করা এ আয়াতের (ইয়্যাকা নাস্তাঈন-এর) মর্মবিরোধী নয়!'

অথচ এ ব্যাপারে মুফতী সাহেবের নিকট সহীহ দলীল নেই। আর নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর অসীলায় আদম নবী ﵇-এর ক্ষমা-প্রার্থনার হাদীস, যাতে বলা হয়েছে, আদম যখন পাপ করেন, তখন তিনি বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! মুহাম্মাদের অসীলায় আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রে দাও।' আল্লাহ বললেন, 'হে আদম! তুমি মুহাম্মাদকে চিনলে কীভাবে, অথচ আমি এখনো তাকে সৃষ্টিই করিনি? আদম বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি যখন আমাকে তোমার হাত দিয়ে সৃষ্টি কর এবং আমার মাঝে তোমার রূহ ফুঁকো, তখন আমি মাথা তুলে দেখি, আরশের পায়ায় লেখা আছে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। তখন আমি জানি যে, তুমি তোমার নামের পাশে সেই ব্যক্তির নামই যোগ করেছ, যে তোমার সবচেয়ে প্রিয়তম সৃষ্টি।' আল্লাহ বললেন, 'আমি তোমাকে ক্ষমা ক'রে দিলাম। আর মুহাম্মাদ না হলে আমি তোমাকে সৃষ্টিই করতাম না।' *(হাকেম প্রমুখ, সিঃ যয়ীফাহ ২৫নং)*

উক্ত হাদীসটি জাল ও গড়া হাদীস। পক্ষান্তরে আদম-হাওয়ার পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার দুআ আমরা কুরআন থেকে জানতে পারি, তাঁরা বলেছিলেন,

{رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٢٣) الأعراف

অর্থাৎ, তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।' *(আ'রাফ ঃ ২৩)*

*অনেক যুক্তিবাদী বলে, 'কোন বাদশার কাছে কোন আবেদন পেশ করতে হলে সরাসরি তাঁর নিকট পৌঁছনো যায় না। বরং তাঁর দারোয়ান, সিপাই কিংবা কোন মন্ত্রীর অসীলা বা সাহায্য নিতে হয়। অনুরূপভাবে কোন আদালতে মুকাদ্দামা পেশ হলে সরাসরি হাকীমের সাথে কোন যোগাযোগ সম্ভব হয় না। বরং নিরপরাধ প্রমাণ করতে উকীল ধরার প্রয়োজন হয়। কারণ, রাজা বা হাকীমের স্থান এত উচ্চে যে, তাদের সাথে সাধারণ লোকের সরাসরি সাক্ষাৎ করা, কোন আবেদন পেশ করা বা কোন কথা বলা মুশকিল ও অসম্ভব। অতএব আল্লাহ যিনি সকল রাজাদের রাজা, সকল হাকীমদের হাকীম তাঁর নিকট কোন প্রিয় নবী বা অলীর অসীলা ছাড়া সাধারণ মানুষের কোন আবেদন পৌঁছানো কী করে সম্ভব? কোন অমাত্যের সহায়তা বিনা যেমন রাজার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হতে হয়, উকীল না ধরে যেমন, মামলা-মুকাদ্দামায় হেরে যেতে হয়, তেমনি বিনা কোন নবী-অলীর অসীলায় আল্লাহর রহমত, অনুগ্রহ ও জান্নাত থেকে বঞ্চিত হতে হয়।'*

কিন্তু মানুষের মন এত নিচ যে, সে সেই বিশাল ন্যায়পরায়ণ সুবিচারক দয়ালু বাদশার

শানে এ ধরনের ধারণা রাখে এবং তাঁকে দুনিয়ার কোন জালেম, স্বৈরাচারী ও অহঙ্কারী রাজার সঙ্গে তুলনা করে, যে প্রজাদের অবস্থা বুঝে না। তার ও প্রজাদের মাঝে কত অন্তরাল, দুয়ার ও দারোয়ান, কত দেহরক্ষী ও অন্তরায় নির্ধারিত করে। প্রজাদের সাথে কোন মাধ্যম বিনা কথা বলা তার নিয়ম নয়। কখনো বা রাজাকে কখনো বা মাধ্যমকে (অসীলাকে) উপঢৌকন বা ঘুষ ইত্যাদি দিয়ে কোন বিষয়ে রাজি করাতে হয়।

দুনিয়ার হাকীম অপরাধীদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানতে-বুঝতে পারে না। সে ঠিক সেই মত বিচার করে, যে মত উকীল তাকে শোনায়। কখনো বা ঘুষ দ্বারা মিথ্যা মামলা সাজানো হয়। অপরাধী নিরপরাধ এবং নিরপরাধ অপরাধী সাব্যস্ত হয়।

অতএব এই রাজা ও হাকীমের সাথে সেই মহান বাদশার তুলনা! যিনি বিনা কোন মাধ্যমে সকলের অবস্থা জানতে পারেন। যাঁর দরবারে ঘুষ-তোষণের বালাই নেই! যাঁর আদালতে বিন্দু পরিমাণ যুলুম নেই!

এ নীচমনা মানুষ কাকে কার সাথে তুলনা করে! আল্লাহর তা'যীম, ভয়, ভক্তি প্রেম সব যে ধূলিসাৎ হয় এই ধারণাতে!

একজন বাদশাহ নিজ প্রজাদের সাথে সরাসরিভাবে কথা বলেন। প্রজারা তাদের আবেদন বিনা কারো বাধায় সরাসরি বাদশাহর দরবারে পেশ করতে পারে। বাদশাহ তাদের নিবেদন সরাসরিই মঞ্জুর করেন। আর অপর একজন বাদশাহ যিনি প্রজা থেকে দূরে থাকেন। কোন মাধ্যম, পেশকার বা একান্ত সচীব ছাড়া তাঁর কাছে কোন আবেদন পেশ করা বা প্রজাদের নিজের কোন অবস্থা জানানো সম্ভব নয়। এই ছোট মনের মানুষের কাছে কে বেশী উত্তম?

এই মানুষই আবার উমার ﷺ-এর মতো বাদশার শতমুখে তা'রীফ করে, তাঁকে নিয়ে গর্ব করে। কারণ তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী বাদশাহ। মুসলিমদের খ্যাতনামা খলীফা। তাঁর মাঝে অহঙ্কার বা দাম্ভিকতা ছিল না। তাঁর দেহরক্ষী বা অন্যান্য আরক্ষী-প্রহরীও ছিল না। তিনি সকল মানুষের নিকটে থাকতেন। সবচেয়ে দুর্বল শ্রেণীর সাধারণ মানুষও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ক'রে কথা বলতে পারত। নিজের বেদনা-ব্যথা জানাতে পারত। বেদুইন পরিবেশের অমার্জিত মূর্খ কটুভাষী মানুষও বিনা কোন মাধ্যম ও পেশকার ছাড়াই তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আবেদন পেশ করতে পারত। খলীফা সরাসরি তার ফরিয়াদ শুনে প্রয়োজন মিটাতেন।

অতএব তাঁর কাছে এই ধরনের বাদশাহ ভালো, নাকি সেই ধরনের বাদশাহ, যার সাথে আল্লাহকে তুলনা করে এবং তাঁর উপমা দেয়? ন্যায়পরায়ণ সর্বজনপ্রিয় বাদশার প্রশংসা করে জালেম ও দাম্ভিক বাদশার সাথে মহামহিমান্বিত আল্লাহর তুলনা! জ্ঞান-বিবেকের আলো কোথায় এ শ্রেণীর মানুষের?

তাঁকে যদি হযরত উমারের সাথেও তুলনা করা হয় এবং তাঁর উপমা দেওয়া হয় তবে কাফের হতে হয়। সুতরাং কোন জালেম, দাম্ভিক ও গর্বোদ্ধত বাদশার সঙ্গে তাঁকে তুলনা করলে কোন্ পর্যায়ের কাফের হতে হয়, তা সহজেই অনুমেয়।

মোট কথা, মুসলিম কোন নবী, অলী বা বুযুর্গকে তার নাজাতের অসীলা বলে মনে করে না। বাদশার বাদশা তিনি সবার নিকটে, সবার সাথে। তিনি সরাসরি সবার আবেদন শুনে থাকেন। তাই তাঁকেই সরাসরি নিজের আবেদন, দুঃখ-জ্বালা, বেদনা-ব্যথা ও প্রয়োজন জানায়। তিনি সরাসরি তা মঞ্জুর করেন। তিনি বলেন,

{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} (١٨٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আর আমার দাসগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে। *(বাক্বারাহঃ ১৮৬)*

তিনি ইচ্ছা করলে বান্দাকে নাজাত দেবেন, নচেৎ কারো মর্যাদা বা যশের খাতিরে কাউকে নাজাত ও নিষ্কৃতি দিতে বাধ্য হবেন না। এর বিপরীত রকম বিশ্বাস রাখাই মহাপাপ।

পক্ষান্তরে কিয়ামতের কোর্টে কোন প্রকার ঘুস-বিনিময় বা মুক্তিপণের ব্যবস্থা নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (٢٥٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দান করেছি, তা থেকে তোমরা দান কর, সেই (শেষ বিচারের) দিন আসার পূর্বে, যেদিন কোন প্রকার ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না। আর অবিশ্বাসীরাই সীমালংঘনকারী। *(বাক্বারাহঃ ২৫৪)*

{يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ} (٤١) سورة الدخان

অর্থাৎ, সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসবে না এবং ওরা সাহায্য পাবে না। *(দুখানঃ ৪১)*

কিয়ামতের কোর্টে কোন উকালতি চলবে না। যেহেতু মহান আল্লাহই খোদ সর্ববিষয়ের উকীল। তিনি বলেন,

{ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ}

অর্থাৎ,এই তো আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনিই সব কিছুরই স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর উপাসনা কর। তিনি সব কিছুরই তত্ত্বাবধায়ক (উকীল)। *(আনআমঃ ১০২)*

কিয়ামতে কেউ কারো উকীল হতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{هَاأَنتُمْ هَـؤُلاء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً} (١٠٩) سورة النساء

অর্থাৎ, দেখ, তোমরাই পার্থিব জীবনে তাদের সপক্ষে বিতর্ক করেছ; কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে কে তাদের সপক্ষে কথা বলবে অথবা কে তাদের উকীল হবে? *(নিসাঃ ১০৯)*

এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ নবীও কারো উকীল নন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ} (٦٦) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তোমার সম্প্রদায় তো ওকে মিথ্যা বলেছে অথচ তা সত্য। বল, 'আমি

তোমাদের উকীল (কার্যনির্বাহক) নই।' *(আনআম ঃ ৬৬)*

{وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ} (١٠٧)

অর্থাৎ, আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা অংশী-স্থাপন করত না। আর তোমাকে তাদের জন্য রক্ষক নিযুক্ত করিনি এবং তুমি তাদের কার্যবাহী (উকীল)ও নও। *(আনআম ঃ ১০৭)*

অতএব উকীল ধরতে হলে আল্লাহকেই ধরতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا} (٩) سورة المزمل

অর্থাৎ, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই। অতএব তাঁকেই গ্রহণ কর উকীল (কর্মবিধায়ক)রূপে। *(মুযযাম্মিল ঃ ৯)*

তিনি অন্য উকীল ধরতে মানা করেছেন। তিনি বলেন,

{وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلاً} (٢)

অর্থাৎ, আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম ও তা(কে) করেছিলাম বানী ইস্রাঈলের জন্য পথ-নির্দেশক; (বলেছিলাম,) তোমরা আমাকে ব্যতীত অপর কাউকেও উকীলরূপে গ্রহণ করো না। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ২)*

যেহেতু মহান আল্লাহই উকীল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তিনি বলেন,

{وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا} (٣) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহর ওপর নির্ভর কর, উকীল হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। *(আহযাব ঃ ৩)*

তাছাড়া কিয়ামত-কোর্টে উকীলের প্রয়োজনই পড়বে না। যেহেতু যে প্রয়োজনে উকীল ধরা হয়, সে প্রয়োজন সেখানে বর্তমান থাকবে না।

দুনিয়ার হাকীম ঘটনা জানে না বা দেখে না বলেই উকীল ধরে সে ঘটনা তাকে জানাতে হয়। অথচ মহান আল্লাহ পাপ-পুণ্য সব কিছুর সম্যক দ্রষ্টা। তিনি বলেন,

{وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (٢٨٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। *(বাক্বারাহ ঃ ২৮৩)*

{إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } (١١٠) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা যা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। *(বাক্বারাহ ঃ ১১০)*

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (٧) سورة المجادلة

অর্থাৎ, তুমি কি অনুধাবন কর না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না, যাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে ষষ্ঠজন হিসাবে তিনি থাকেন

না; তারা এ অপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক এবং যেখানেই থাকুক না কেন, আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন জানিয়ে দেবেন তারা যা করে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। *(মুজাদালাহঃ ৭)*

তিনিই সর্বকর্মের সাক্ষী। তিনি বলেন,

{يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (٦) سورة المجادلة

অর্থাৎ, যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে একত্রে পুনরুত্থিত করবেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা তারা করত; আল্লাহ ওর হিসাব রেখেছেন, আর তারা তা ভুলে গেছে। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা (সাক্ষী)। *(মুজাদালাহঃ ৬)*

{قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا} (٩٦) سورة الإسراء

অর্থাৎ, বল, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট, নিশ্চয় তিনি তাঁর দাসদেরকে সবিশেষ জানেন ও দেখেন।' *(বানী ইস্রাঈলঃ ৯৬)*

তাঁকে ফাঁকি দিয়ে কোন কর্ম করা কিংবা ক'রে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তিনি বলেছেন,

{الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُاْ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٨) فَادْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ} (٢٩)

নিজেদের প্রতি যুলুম করতে থাকা অবস্থায় ফিরিশ্তাগণ যাদের প্রাণ হরণ করে, তারা আত্মসমর্পণ ক'রে বলবে, 'আমরা কোন মন্দ কর্ম করতাম না।' অবশ্যই! তোমরা যা করতে, সে বিষয়ে নিশ্চয় আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দরজাগুলিতে প্রবেশ কর সেথায় চিরস্থায়ী থাকার জন্য। দেখ অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট। *(নাহলঃ ২৮-২৯)*

সুতরাং তাঁর কোর্টে উকীলের কী প্রয়োজন? দুনিয়ার হাকীম অপরাধ দেখে না বা অপরাধী চেনে না বলেই উকীল ধরে তাকে বেওকুফ বানানো হয়, কিয়ামতের প্রত্যক্ষদর্শী হাকীমের সাথে কি সেই আচরণ সম্ভব?

অথবা উকীল ধরা হয় তখন, যখন অপরাধী নিজের কথা সরাসরি হাকীমকে বুঝাতে না পারার আশঙ্কা হয় অথবা হাকীম তার ভাষা না বোঝে। কিন্তু কিয়ামত-কোর্টের হাকীম তো সব শ্রেণীর কথা ও ভাষা বোঝেন। এমনকি মনের কথাও তিনি জানেন। তিনি বলেন,

{وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} (١٣) سورة الملك

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে, নিশ্চয় তিনি অন্তর্যামী। *(মুল্কঃ ১৩)*

সুতরাং সে উদ্দেশ্যেও উকীল ধরা বৃথা।

অথবা উকীল ধরা হয় তখন, যখন অপরাধী অপরাধের শাস্তি থেকে কোন প্রকারে মুক্তি পেতে যায়। যেমন দুনিয়ার অপরাধীরা উকীল ধরে। অতঃপর উকীল ছয়কে নয়

এবং নয়কে ছয় ক'রে সাজিয়ে-গুছিয়ে হাকীমের কাছে পেশ করে। আর হাকীম তার শোনা কথা অনুযায়ী বিচার করে। এখানে ধোঁকা চলে, জাল-জোচ্চুরি চলে। প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা চলে।

এক গরীব চাষী এক মহাজনের নিকট থেকে ৫০০ টাকা ঋণ নিয়েছিল। কয়েক বছর পার হলে তা পরিশোধ করতে না পারলে সুদে-আসলে ৫০০০ টাকায় পৌঁছে গেল। মহাজন তাগাদা করে এবং সুদের উপর সুদ বাড়িয়ে দেয়। এক সময় সে চাষীর নামে মামলা ক'রে দিল। কোর্টে তার বিচার হবে এবং টাকা পরিশোধ না করতে পারলে তার জেল হবে।

চাষী পড়ল বড় দুশ্চিন্তায়। তার হিতাকাঙ্ক্ষীরা তাকে বলল, 'উকীল ধর, না হলে পার পাবে না।' সুতরাং সে একজন উকীল ধরল। ব্যাপারটা জানিয়ে তাকে মামলায় জিতিয়ে দিতে আবেদন জানালো।

উকীল বলল, 'ঠিক আছে। আমি যা বলব, তুমি তাই করবে। হাকীম কিছু জিজ্ঞাসা করলে অথবা প্রতিপক্ষের উকীল বা আমি কিছু জিজ্ঞাসা করলে জবাবে কেবল "ব্যা" বলবে।'

চাষী তাতে রাজী হল। মামলা গেল কোর্টে। হাকীম জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি মহাজনের কাছে টাকা ঋণ করেছিলে?'

চাষী বলল, 'ব্যা!'

প্রতিপক্ষের উকীল বলল, 'মহামান্য বিচারপতি! ও বোবা নয়। ও ন্যাকামো করছে।' অতঃপর অনুমতি নিয়ে সে চাষীকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা বল তো, তোমার নাম কী?'

চাষী বলল, 'ব্যা!'

স্বপক্ষের উকীল বলল, 'মহামান্য বিচারপতি! ও একটি বোবা-ক্ষ্যাপা মানুষ। ও কেন ঋণ করতে যাবে? ওর নামে মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে।'

ব্যাপার বুঝতে না পেরে হাকীম মামলা খারিজ ক'রে দিল। জিত হয়ে গেল চাষীর।

কোর্টের বাইরে এসে উকীল বলল, 'তোমাকে মামলায় জিতিয়ে দিলাম, এখন আমার ফীটা দাও।'

চাষী তাকেও বলল, 'ব্যা!'

উকীল বলল, 'আরে! মেরী বিল্লী আওর মুঝীকো মেঁও! এবার ন্যাকামি রাখো, আমার ফী দাও।'

চাষী আবারও বলল, 'ব্যা!'

সুতরাং উকীলও নিজের ফী পেলো না।

পাঠক কি মনে করেন, এই শ্রেণীর উকালতি ও বিচার কিয়ামত-কোর্টে চলবে? কক্ষনোই না। সুতরাং উকীল ধরতে হবে কীসের জন্য? এবং দুনিয়ার এমন কোর্টের সাথে কিয়ামতের সেই কোর্টের তুলনা কীসের সাদৃশ্যে?

কিয়ামতে কেউ কারো উকালতি না করতে চেয়ে নবীগণ 'নাফ্সী-নাফ্সী' বলবেন। সুতরাং কোন অ-নবীর উপর উকালতির ভরসা কীভাবে রাখা যেতে পারে?

কার প্রতি উকালতির আস্থা রাখা যেতে পারে, অথচ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ﷺ নিজ আত্মীয়দেরকে বলেছেন, "হে কুরাইশদল! তোমরা আল্লাহর নিকট নিজেদেরকে বাঁচিয়ে নাও, আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট কোন উপকার করতে পারব না। হে বানী আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর দরবারে তোমাদের কোন উপকার করতে

পারব না। হে (চাচা) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর দরবারে আপনার কোন কাজে আসব না। হে আল্লাহর রসূলের ফুফু সাফিয়্যাহ! আমি আপনার জন্য আল্লাহর দরবারে কোন উপকারে আসব না। হে আল্লাহর রসূলের বেটী ফাতেমা! আমার কাছে যে ধন-সম্পদ চাইবে চেয়ে নাও, আমি আল্লাহর কাছে তোমার কোন উপকার করতে পারব না।" *(বুখারী-মুসলিম)*

আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল যার অর্থ হল, "তুমি তোমার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক কর।" *(শুআরা ঃ ২১৪)* তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরায়েশ (সম্প্রদায়)কে আহবান করলেন। সুতরাং তারা একত্রিত হল। অতঃপর তিনি সাধারণ ও বিশেষভাবে (সম্বোধন ক'রে) বললেন, "হে বানী আব্দে শাম্‌স! হে বানী কা'ব ইবনে লুআই! তোমরা নিজেদেরকে দোযখ থেকে বাঁচাও। হে বানী মুর্রাহ ইবনে কা'ব! তোমরা নিজেদেরকে দোযখ থেকে বাঁচাও। হে বানী আব্দে মানাফ! তোমরা নিজেদেরকে দোযখ থেকে বাঁচাও। হে বানী হাশেম! তোমরা নিজেদেরকে দোযখ থেকে বাঁচাও। হে বানী আব্দিল মুত্তালিব! তোমরা নিজেদেরকে দোযখ থেকে বাঁচাও। হে ফাতেমা! তুমি নিজেকে দোযখ থেকে বাঁচাও। কারণ, আমি আল্লাহর নিকট তোমাদের (উপকার-অপকার) কিছুরই মালিক নই। তবে তোমাদের সাথে (আমার) যে আত্মীয়তা রয়েছে তা আমি (দুনিয়াতে) অবশ্যই আর্দ্র রাখব। (পরকালে আমার আনুগত্য ছাড়া আত্মীয়তা কোন কাজে আসবে না।)" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন, ".....যাকে তার আমল পশ্চাদ্‌গামী করেছে (অর্থাৎ নেকীর কাজ করেনি) তাকে তার বংশ অগ্রগামী করতে পারবে না।" *(ঐ)*

আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلاَ أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (٣) سورة الممتحنة

অর্থাৎ, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোনই কাজে আসবে না। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফায়সালা ক'রে দেবেন। আর তোমরা যা কর, তিনি তা দেখেন। *(মুমতাহিনাহ ঃ ৩)*

সুতরাং রক্তের সম্পর্ক থাকলেও যদি কেউ কারো উকালতি করতে না পারে, তাহলে নযর-নিয়াযের শির্কী সম্পর্কের প্রতি কি আস্থা রাখা যাবে?

*আবার যদি কেউ মনে করে যে, আমরা পীর-পয়গম্বর বা দেবতাকে 'খোদা' বলে মানি না, শুধুমাত্র তাঁর আযাব থেকে নাজাতের বা বেড়া পার হবার অসীলা এবং সুপারিশকারী বলে মানি। খোদার কাছে তাঁদের মর্যাদা আছে, খোদা তাদের কথা সদা শুনে থাকেন। আমরা বাঁচার পথ চিনি না। তারা তাঁর সমীপে আমাদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা বা সুপারিশ করবেন। তিনি তা অগ্রাহ্য করবেন না। ফলে আমরা পার পেয়ে যাব। (বিনা কষ্টে ইষ্ট লাভ হবে)। তাই তাঁদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের উপাসনা, তাঁদের নামে নযর-নিয়ায নিবেদন করা।*

কি ধোঁকাব্যঞ্জক ধারণাই না বটে! এরূপ মানা যদি কোন দোষের না হয়, তাহলে মক্কার মূর্তিপূজক মুশরিকদের কী দোষ ছিল? তারাও তো কোন মূর্তিকে 'আল্লাহ' বলে মানত না, বরং তাদের কাছে শুধু আল্লাহর দরবারে নৈকট্য ও সুপারিশের আশা ক'রে তাদের পূজা করত। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ}

অর্থাৎ, জেনে রাখ, খাঁটি আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে, 'আমরা এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে।' ওরা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে, আল্লাহ তার ফায়সালা ক'রে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না, যে মিথ্যাবাদী, অবিশ্বাসী। *(যুমারঃ ৩)*

{وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (١٨)

অর্থাৎ, আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা করে, যা তাদের কোন অপকারও করতে পারে না এবং কোন উপকারও করতে পারে না। অথচ তারা বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বলে দাও, 'তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ, যা তিনি অবগত নন, না আকাশসমূহে, আর না পৃথিবীতে? তিনি পবিত্র এবং তারা যে অংশী করে, তা হতে তিনি উর্ধ্বে।' *(ইউনুসঃ ১৮)*

তবে তাদের সাথে ইসলামের দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ-বিগ্রহ কিসের ছিল? হতভাগ্য মানুষ যিনি নিকটে তাঁকে দূর ভেবে পুনরায় তাঁর নৈকট্য চায় অপরের সাহায্যে; যাদের কোন প্রকার ক্ষমতা নেই---না তাদেরকে মুক্তি দেবার, আর না-ই তাদের জন্য সুপারিশ করার। *(কুরআন ২৪/৩, ১০/১৮)* মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاء ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ} (٩٤) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তোমরা আমার নিকট নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছ, যেমন প্রথমবারে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম, তা তোমরা পশ্চাতে ফেলে এসেছ। তোমরা যাদেরকে (আমার) অংশী ধারণা করতে, সেই সুপারিশকারিগণকেও তোমাদের সাথে দেখছি না। তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্যই ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যা ধারণা করেছিলে, তাও উধাও হয়েছে। *(আনআমঃ ৯৪)*

সুতরাং মুসলিম তাঁর নৈকট্যের জন্য অপর কোন সৃষ্টির সাহায্য নেয় না। তাঁর কল্পনা করে তাঁর খেয়ালি প্রতিমা গড়ে পূজা তো দূরের কথা তাঁর কোনরূপ আকৃতির কল্পনাও মনে আনে না। কারণ, কোন কল্পনাই তার ধারে-কাছে পৌঁছতে পারে না। কোন কল্পিত রূপ তাঁর নেই। তাঁর মতো কিছুই নেই।

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (١١) سورة الشورى

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(শূরাঃ ১১)*

মানুষের কল্পনা-ধারণা তাঁকে ধরতেই পারে না। চায়ের পিয়ালায় একবিন্দু পানি

দেখে সেই বিশাল সিন্ধুর কল্পনাই হয় না। শুধু শুধু তাঁর পূজা হয়, অথচ যে আশায় পূজা হয় তার কিছুই পূরণ হয় না। পক্ষান্তরে আল্লাহর আসনে তাদেরকে সমাসীন করে অথবা অংশী স্থাপন করে তাঁর গযব ও লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। তাই সমস্ত আম্বিয়া (আঃ) ও মহাপুরুষদের আন্দোলন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ছিল এবং তাই ইসলামে মূর্তি বা ছবি তৈরী হারাম। আর তার জন্য মুসলিম আপন পিতা-মাতা বা কোন বুযুর্গের ছবি দেওয়ালে গেঁথে তাতে ফুল চড়ায় না, ধূপ-বাতি জ্বালায় না। তার সামনে ঝুঁকে মাথা নত ক'রে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে না, আশীর্বাদ চায় না। কারণ, এসব শির্ক এবং পৌত্তলিকতারই শামিল।

## অতিরঞ্জনে শির্ক

অতির কিছুই ভালো নয়। অতিরঞ্জনে জিনিসের আসলত্ব চাপা পড়ে এবং সেই অতিরঞ্জনে ক্ষতিও হয় বড়। অন্ধ ভক্তরা ভক্তিস্পদের ভক্তিতে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করে তাকে আব্দ্ থেকে মা'বূদের আসনে পৌঁছে দেয়। যেমন হয়েছে ঈসা ﷺ এর ক্ষেত্রে। খ্রিস্টানরা তাঁর প্রতি বাড়াবাড়ি করে তাঁকে আল্লাহর পুত্র ও আল্লাহ মেনে নিয়েছে। ফলে আল্লাহ ছেড়ে নবীর ইবাদত ও পূজা করে তারা।

নূহ ﷺ-এর জাতির মধ্যে অদ্দ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাস্র নামক পাঁচজন নেক ও সালেহ লোক ছিলেন। *(নূহ ঃ ২৩)* তাঁদের ইবাদত ও নেক আমলের কথা মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁদের গত হওয়ার পরও সেই প্রসিদ্ধি মানুষের মাঝে স্মরণীয় ছিল। কোন ইবাদত করার সময় লোকে তাঁদের ইবাদত স্মরণ করত। তাঁদের কথা মনে হলে যেন ইবাদতে অধিক মন বসত। তাই তারা তাঁদের কবর যিয়ারত করত। কিছুদিন পর তাঁদের কবরের ধারে-পাশে ইবাদত শুরু করল লোকে। সুযোগ পেয়ে শয়তান ওদের মনে আর এক নতুন কুমন্ত্রণা দিল যে, তাঁদের মূর্তি বানিয়ে যদি তারা তাদের মজলিসে (বৈঠকখানায়) স্থাপন করে, তাহলে তাঁদেরকে প্রায় সর্বক্ষণ নিকটে দেখে তাঁদের ইবাদতের কথা সর্বদা মনে পড়বে, ফলে তাদের ইবাদতে মনোযোগ বাড়বে। কিন্তু তারা এর পরিণাম বুঝতে পারল না। শয়তান কৃতার্থ হল। প্রতিমা বানিয়ে তাদের মজলিসে প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু তখন তাঁদের পূজা হত না। সে যুগের মানুষের মৃত্যুর পর পরবর্তী বংশধরদের মনে শয়তানী কুমন্ত্রণা পড়ল যে, এঁদেরকেই সম্মুখে রেখে তাদের পিতা-পিতামহরা ইবাদত করত; বরং এঁদেরই পূজা করত। তারা তাই সত্য ভেবে শুরু করল মূর্তিপূজা। আর তখন থেকেই সূচনা হল মূর্তিপূজার। *(বুখারী ৪৯২০নং)*

অনুরূপভাবে কোন অলীর তা'যীমে বাড়াবাড়ি করে প্রথমে তাঁর কবর যিয়ারতের ধুম পড়ে। তারপরই তার উপর মাযার তৈরী হয়। ভাবা হয় যে, মাযার নির্মাণ করে আলোকিত ও পরিচ্ছন্ন না রাখলে তাঁর যথার্থ তা'যীম হয় না। অতঃপর মনে করা হয় যে, তাঁর মাযারে গিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করলে তাঁর মর্যাদায় তিনি দুআ কবুল করে নেন। পরে ধারণা করা হয়, তিনিই আল্লাহর নিকট দুআ করে মানুষের দুঃখ মোচন করেন এবং সর্বশেষে মাত্রাতিরিক্তভাবে তা'যীম করতে গিয়ে মনে করা হয়, তিনিই সবকিছু দিতে পারেন। তাঁর নামে নযরানা বা কুরবানী পেশ করলে অভীষ্ট লাভ হয় ইত্যাদি। আর এইভাবে সূত্রপাত হয় কবর পূজার।

তাই আল্লাহ তাআলা ধর্মীয় কোন বিষয়ে মাত্রাধিক অতিরিক্ত ও বাড়াবাড়ি করতে এবং কোন বিষয়েয় সীমালঙ্ঘন করতে মুমিনদেরকে নিষেধ করলেন। *(কুরআন ৪/১৭১, ৫/৭৭)* আর তাঁর প্রিয় রসূল ﷺ ও তাঁকে নিয়ে অতিরঞ্জন এবং তাঁর সসীম (আব্দুহু ও রসূলুহু) তা'যীমের বেড়া অতিক্রম করে নাসারাদের পন্থাবলম্বন করতে নিষেধ ক'রে গেছেন। যাতে ক'রে তাঁকে নবুঅতী থেকে তুলে এলাহী আসনে সমাসীন না করা হয়।

তিনি বলেছেন,

((لاَ تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)).

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে নিয়ে (আমার তা'যীমে) বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খ্রিস্টানরা (ঈসা) ইবনে মারয়্যামকে নিয়ে করেছে। আমি তো আল্লার দাস মাত্র। অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহর দাস ও তাঁর রসূলই বলো।" *(বুখারী ৩৪৪৫, মুসলিম, মিশকাত ৪৮৯৭নং)*

সংসারে প্রত্যেকের নিজস্ব আসন আছে। মায়ের আসন ভিন্ন। স্ত্রীর আসন তার থেকে পৃথক। মায়ের আসন সবার থেকে উপরে। স্ত্রীর কাছে স্বামীর আসন স্বতন্ত্র। স্বামীর অন্যান্য আত্মীয়দের স্থান আলাদা। তাদের স্ব-স্ব আসন বা স্থান থেকে কাউকে মাত্রাতিরিক্তভাবে উর্ধ্বে বাড়িয়ে দিলে সর্বনাশ ঘটে। যদি স্ত্রীকে মায়ের আসন ও স্বামীর কোন আত্মীয়কে (দেবর ইত্যাদিকে) স্বামীর আসন দেওয়া হয়, তাহলে নিশ্চয় সংসারে আগুন লাগে। মা বা স্বামী তা কোনদিনই সহ্য করে না। অনুরূপভাবে কোন সৃষ্টিকে স্রষ্টার আসনে, নবী, অলী বা আব্দকে মা'বুদের আসনে অধিষ্ঠিত করলে অবশ্যই স্রষ্টা মা'বুদ তা কোনদিনই সহ্য করবেন না।

তদনুরূপ বাদশার কোন প্রজা যদি বাদশাহর বর্তমানে কোন অমাত্য বা ভৃত্যকে অথবা সাধারণ কোন প্রজাকে তাঁর আসন দেয়, বাদশাহর মত তার তা'যীম ও খাতির করে, তার জয়গান গায়, তাকে রাজস্ব প্রদান করে, রাজভক্তির ন্যায় তাকে অতিভক্তি করে, তবে নিশ্চয় তা রাজদ্রোহিতা বলে গণ্য হবে। আর এরূপ বিদ্রোহীকে রাজা কোন দিন ক্ষমা করবেন না। তেমনি রাজাধিরাজ আল্লাহকে ছেড়ে যদি তার কোন প্রিয়জন অথবা সৃষ্টির নামে জয়গান গাওয়া হয়, নযরানা পেশ করা হয়, সিজদা করা হয়, তাঁর মত ভক্তি করা হয়, তবে তা নিঃসন্দেহে আল্লাহ-দ্রোহিতা হবে।

ভক্তি ও শ্রদ্ধার অতিরঞ্জনে যেমন সৃষ্টিকে স্রষ্টার আসন দেওয়া হয়, যেমন অবস্থা নাসারাদের; যারা ঈসা ﷺ-কে আল্লাহর আসনে বসিয়েছে। ঠিক তেমনিই অভক্তি ও অশ্রদ্ধার অতিরিক্ততায় মান্যকে ঘৃণ্যের আসন দেওয়া হয়, যেমন, অবস্থা ইহুদীদের; যারা ঈসা ﷺ-কে (বিনা পিতায় জন্ম বলে) 'জারজ' বলে অভিহিত করে। কিন্তু মুসলিম যার যে আসন, তাকে সে আসনে রাখে। না তার উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত করে, আর না-ই তার নিম্নে অবতারণ করে। কারণ, অতিরঞ্জনই পূর্ববর্তী বহু উম্মতকে ধ্বংস করেছে। *(আহমাদ ১/২১৫, ইবনে মাজাহ ৩০২৯নং)*

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ আমাদের মত রক্ত, মাংস ও অস্থির গড়া মানুষ ছিলেন। আমাদের মত পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়েছিল। আমাদের মত তিনি খেতেন, পান করতেন। সুস্থ-অসুস্থ থাকতেন। বিস্মৃত হতেন, স্মরণ করতেন। বিবাহ-শাদী করেছেন, তাঁর একাধিক স্ত্রী ছিল। তিনি সন্তানের জনক ছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য

করতেন। দুঃখ-শোক, ব্যথা ও যন্ত্রণা অনুভব করতেন। তাঁর প্রস্রাব-পায়খানা হত এবং তা অপবিত্র ছিল। তাঁর নাপাকীর উযূ-গোসলের প্রয়োজন হত। *(তিরমিযী ২৪৯১নং)* জীবিত ছিলেন, ইন্তিকাল করেছেন। মানুষের সকল প্রকৃতি ও প্রয়োজন তাঁর মাঝে ছিল।

তিনি ও সকল নবীই মানুষ ছিলেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ} (٩١) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা দান করেনি, যখন তারা বলে, 'আল্লাহ মানুষের নিকট কিছুই অবতীর্ণ করেননি।' *(আনআমঃ ৯১)*

{قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَعلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ } (١١) إبراهيم

অর্থাৎ, তাদের রসূলগণ তাদেরকে বলল, '(সত্য বটে) আমরা তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ ক'রে থাকেন; আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদের নিকট প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের কাজ নয়। আর মু'মিনদের উচিত, কেবল আল্লাহর উপরই নির্ভর করা। *(ইব্রাহীমঃ ১১)*

মহান আল্লাহ তাঁর শেষনবী ﷺ-কে বলেছেন,

{قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} (١١٠) سورة الكهف

অর্থাৎ, তুমি বল, 'আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ; আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য; সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে।' *(কাহফঃ ১১০)*

{قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ} (٦) سورة فصلت

অর্থাৎ, বল, আমি তো কেবল তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি (অহী) প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্য (মাত্র) একমাত্র উপাস্য। অতএব তাঁরই পথ অবলম্বন কর এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য। *(হা-মীম সাজদাহঃ ৬)*

{وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ} (٣٤) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, আমি তোমার পূর্বে কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হয়ে থাকবে? *(আম্বিয়াঃ ৩৪)*

মুশরিক ও কাফেররা আম্বিয়াগণকে মানুষ বলে অস্বীকার করত। তাই তারা কখনো

নবী ﷺ-কে গায়েবের খবর কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করত। আল্লাহ বলেন, সে খবর তার কাছে নেই, আমার কাছে। *(আ'রাফ ঃ ১৮৭)*

কখনো বলত, 'কখনোই তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে প্রস্রবণ উৎসারিত করবে। অথবা তোমার খেজুরের বা আঙ্গুরের এক বাগান হবে, যার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় নদী-নালা প্রবাহিত করবে। অথবা তোমার ধারণা মত আকাশকে খন্ড-বিখন্ড করে আমাদের উপর ফেলবে। অথবা আল্লাহ ও ফিরিশ্তাদেরকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করবে। অথবা তোমার একটি স্বর্ণ-নির্মিত গৃহ হবে। অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে---কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণ আমরা কখনোও বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ তুমি আমাদের প্রতি এক গ্রন্থ অবতীর্ণ না করবে, যা আমরা পাঠ করব।'

মহান আল্লাহ নবী ﷺ-কে বলেন,

{قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَرًا رَّسُولاً} (٩٣) سورة الإسراء

'বল, "পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক। আমি তো কেবল একজন মানুষ, একজন রসূল মাত্র।" *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৯০-৯৪)*

বলা বাহুল্য, মুশরিকরা তাঁকে মানুষ তথা নবী বলে মানত না। তাই মানুষের সাধ্যে যা নয়, তাই তাঁকে করতে বলত। একজন মানুষ 'রসূল' হতে পারেন---এ কথায় তারা অবাক হত এবং তা অসম্ভব মনে করত। যার ফলে নবীকে মিথ্যাবাদী ধারণা করত। *(কুরআন ৭/৬৩-৬৪, ৬৯, ৩৬/১৫)*

তার নবীর জন্য মানুষ হওয়াকে দোষাবহ মনে করত। তাই বলত, 'মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দেবে?' *(কুরআন ৬৪/৬)* বলত, 'এ কেমন রসূল, যে আহার করে এবং হাটে-বাজারে চলা-ফেরা করে?' *(কুরআন ২৫/৭)* তারা তাদের সঙ্গী-সাথীদের বলত, 'এ তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, তোমরা যা আহার কর, সে তো তাই আহার করে এবং তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান করে। যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের অনুসরণ কর, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' *(কুরআন ২৩/৩৩-৩৪)*

পক্ষান্তরে কোন মানুষই তাঁর মতো (সমান) নয়। আমরা তাঁর মতো মানুষ নই। অতিপ্রাকৃত বিষয়ে কেউই তাঁর মতো নয়। তিনি একটানা রোযা রাখতেন। সাহাবীগণ তাঁর মতো রাখতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'এ বিষয়ে তোমরা আমার মতো নও। আমি তো রাত্রি অতিবাহিত করি, আর আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান।' *(মুসলিম ১১০৩, মিশকাত ১৯৮৬ নং)*

তাঁর দেহের ঘাম ছিল শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি। একদা তিনি উম্মে সুলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র ঘরে এসে শুয়ে ঘুমিয়ে গেলেন। তিনি ঘর্মাক্ত হলে উম্মে সুলাইম সেই ঘাম জমা করতে লাগলেন। তিনি জেগে উঠে তা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার উম্মে সুলাইম?' বললেন, 'আপনার ঘাম। আমাদের সুগন্ধিতে মিশিয়ে দেব। আর তা হবে শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি।' *(মুসলিম ৬২০১নং)*

তিনি বিশেষ ক'রে নামাযে সামনে যেমন দেখতেন, তেমনি পিছনেও দেখতেন। একদা এক নামাযের সালাম ফিরে তিনি বললেন, "তোমরা তোমাদের রুকূ ও সিজদাকে পরিপূর্ণরূপে আদায় কর। সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, আমার নিকট তোমাদের রুকূ, সিজদাহ ও বিনয়-নম্রতা অস্পষ্ট নয়। আমি আমার

পিঠের পিছন থেকে দেখতে পাই, যেমন সামনে দেখতে পাই। *(আহমাদ ৯৭৯৬, বুখারী ৪১৮, মুসলিম ৯৮৬, হাকেম ১/৩৬১, ইবনে খুযাইমা ৪৭৪, মিশকাত ৮৬৮নং)*

তাঁর চক্ষু নিদ্রাভিভূত হতো, কিন্তু হৃদয় নিদ্রাভিভূত হতো না। *(বুখারী ৮৫৯, ১১৪৭, মুসলিম ১৭৫৭, ১৮২৬, আবূ দাউদ ২০২, তিরমিযী ৪৩৯, নাসাঈ ১৬৯৭নং)*

তাঁর দেহ ও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন চুল, থুথু, তাঁর ব্যবহৃত জিনিস ইত্যাদি বর্কতময় ছিল। *(বুখারী, মুসলিম ৩২১৩নং)*

তিনি মহান আল্লাহর তরফ থেকে অন্ধকারে নিমজ্জিত পথভ্রষ্ট মানুষের জন্য প্রেরিত নূর (জ্যোতি বা আলো) ছিলেন। সেই নূর বা আলোতে জাহেলিয়াতের তমসাচ্ছন্ন যুগ ও সমাজ আলোকিত হল। অন্ধকারে দিশাহারা মানুষ সেই আলোকবর্তিকায় সরল পথের দিশা পেল। তাঁর দেহ নূরানী ছিল, কিন্তু তিনি নূর বা নূর থেকে সৃষ্টি ছিলেন না। মহান আল্লাহর সৃষ্টি বৃত্তান্তে একমাত্র ফিরিশ্তাই নূর থেকে সৃষ্টি। আর নবী মুস্তফা ﷺ ফিরিশ্তাও ছিলেন না। *(কুরআন ৬/৫০)* সর্বপ্রথম আল্লাহপাক আরশ ও কলম সৃষ্টি করেন। *(আহমাদ ৫/৩১৭)* নূরে মুহাম্মাদী আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি নয়। পক্ষান্তরে যে হাদীসে নূরে মুহাম্মাদীর কথা বলা হয়েছে, তা জাল বা বাতিল হাদীস।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ} (١٥) سورة المائدة

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর নিকট হতে জ্যোতি ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। *(মায়িদাহ ঃ ১৫)*

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا} (١٧٤) النساء

অর্থাৎ, হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসে পৌঁছেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি। *(নিসা ঃ ১৭৪)*

এ আলো, জ্যোতি বা নূর থেকে উদ্দেশ্য আল-কুরআন। উদ্দেশ্য নবী ﷺ নয়। অন্য আয়াতে তার ব্যাখ্যা রয়েছে,

{فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (٨) سورة التغابن

অর্থাৎ, অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও যে জ্যোতি আমি অবতীর্ণ করেছি, তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। *(তাগাবুন ঃ ৮)*

যদি এ সত্ত্বেও কেউ বলে, রসূলকেই জ্যোতি বুঝানো হয়েছে, তাহলে নিম্নের আয়াত প্রনিধানযোগ্য,

{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (١٥٧)

سورة الأعراف

অর্থাৎ, যারা নিরক্ষর রসূল ও নবীর অনুসরণ করে, যার উল্লেখ তওরাত ও ইঞ্জীল যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তুসমূহকে অবৈধ করে এবং যে তাদের ভার ও বন্ধন যা তাদের উপর ছিল (তা হতে) তাদেরকে মুক্ত করে। সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে জ্যোতি তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার অনুসরণ করে, তারাই হবে সফলকাম। *(আ'রাফঃ ১৫৭)*

উক্ত আয়াতে সব ধন্দ কেটে যাবে ইন শাআল্লাহ।

মানুষের মত তাঁর দেহের ওজন ছিল। *(মিশকাত ১১৪৭, ৫৭৭৪ নং)* তাঁর শরীরের ছায়া ছিল। বলা হয়, তাঁর নূরের ঝলকে দেহের ছায়া অপসারিত হত। কিন্তু তা সত্য হলে, তাঁর গৃহে কোন প্রদীপ বা আলোর প্রয়োজন পড়ত না। অথচ তাঁর সমস্ত বিবিগণই স্ব-স্ব প্রকোষ্ঠে প্রদীপ ব্যবহার করতেন। [২]

তিনি বিনা 'আয়ন' বা 'আ'-এর 'আরব' (অর্থাৎ রব!) ছিলেন না। ছিলেন না বিনা 'মীম' বা 'ম'-এর আহমাদ (অর্থাৎ আহাদ!)। 'রব' ও 'আহাদ' তো আল্লাহ তাআলা। আর তিনি তো তাঁর 'আব্দ' ও 'রসূল' ছিলেন। তাঁকে যে আল্লাহর আরশে আসীন করে অথবা 'যিনি মুহাম্মাদ, তিনিই খোদা' মনে করে, সে পাক্কা মুশরিক এবং নাসারার মত কাফের। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ} (٧٢) سورة المائدة

অর্থাৎ, তারা নিঃসন্দেহে অবিশ্বাসী (কাফের), যারা বলে, 'আল্লাহই মারয়্যাম-তনয় মসীহ।' অথচ মসীহ বলেছিল, 'হে বনী ইস্রাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপাসনা কর। অবশ্যই যে কেউ আল্লাহর অংশী করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্ত্ নিষিদ্ধ করবেন ও দোযখ তার বাসস্থান হবে এবং অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।' *(মায়িদাহঃ ৭২)*

তিনি না হলে জগৎ সৃষ্টি হত না। অথবা 'সে ফুল যদি না ফুটিত, কিছুই পয়দা না হইত। না করিত আরশ-কুর্সী জলীল রব্বুল' বলে যে কথা বা হাদীস লোক মাঝে প্রসিদ্ধ আছে, তা ভ্রান্ত এবং জাল বা গড়া হাদীস। অতিরঞ্জনকারীরা ভক্তদের মনোরঞ্জনের খাতিরে কালিমাকে নয়নাঞ্জন বলে এরূপ হাদীস গড়ে লোক মাঝে প্রচার করেছে।

যাঁরা আল্লাহর পথে নিহত হন (শহীদ হন), তাঁরা মৃত নন, বরং জীবিত। *(কুরআন ২/১৫৪)* তাঁরা মরেও অমর থাকেন। এ ক্ষণস্থায়ী জীবন হারিয়ে তাঁরা অনন্ত সুখের জীবন পান। তবে সে জীবনের কথা আমাদের বোধগম্য নয়।

নবী করীম ﷺ কবরে বারযাখী জীবনে জীবিত আছেন। যেখানে তিনি অতিশয় শান্তির সামগ্রী লাভ করেছেন, যা আল্লাহ জাল্লা শা'নুহ তাঁর তাবলীগের প্রতিদান স্বরূপ

---

*([২]) প্রকাশ থাকে যে, তাঁর চেহারার নূরে হযরত আয়েশার (রাঃ) সূচ কুড়ানোর হাদীস শুদ্ধ নয়।*

তাঁকে প্রদান করেছেন। পার্থিব জীবনের মত তিনি জীবিত নন। বরং সে জীবন ইহকাল ও পরকালের মধ্যবর্তী জীবন, মধ্যকাল যাকে 'হায়াতে বারযাখ' বলে।

অতএব অন্যান্য আম্বিয়ার মত তিনিও ইহলোক হতে ইন্তিকাল করেছেন। *(কুরআন ২১/৩৪, ৩৯/৩, ৫৫/২৬)* সাহাবায়ে কেরাম ﷺ তাঁর গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে তাঁর উপর জানাযার নামায পড়েছেন। অতঃপর মা আয়েশার (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হুজরায় সমাধি খনন ক'রে তাঁকে সমাধিস্থ করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি যদি পার্থিব জীবনের মত জীবিত থাকতেন, তাহলে নিশ্চয় সাহাবাগণ তাঁকে জীবিত সমাধিস্থ করতেন না।

যদি না তিনি ইন্তেকাল করতেন, তাহলে মুসলিম জাহানে প্রাণের চেয়ে প্রিয়তম নবী বিয়োগে সে হৃদয়-বিদারক শোক ও বেদনার ছায়া নেমে আসত না এবং আজ পর্যন্ত মুসলিম জাহানে এ নিকৃষ্টতম দুরবস্থা দেখা দিত না।

স্নেহময়ী কন্যা ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যখন পিতার নিকট তাঁর মৃত্যু আসার খবর শুনলেন, তখন তিনি কেঁদে উঠলেন। পুনরায় গুপ্তভাবে তিনি কন্যাকে তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর সাথে তাঁর (কন্যারই) প্রথম সাক্ষাৎ হবার (অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর) কথা জানালেন, তখন তিনি হেসে উঠলেন। কিন্তু তিনি যদি মৃত্যুর পরেও পার্থিব জীবনে জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনি কাঁদতেন কেন? আবার মরণের পর তাঁর সাথে তাঁর প্রথম দেখা হবে শুনে খুশী হতেন কেন? *(আহমাদ ৬/২৮২)*

তিনি জীবিত নেই বলেই ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রথম খলীফা হযরত আবূ বাক্‌র ﷺ-এর নিকট পিতার মীরাস চেয়েছিলেন। *(বুখারী ৪২৪০, আবূ দাউদ ২৯৬৮-নং)*

সাহাবায়ে কেরাম ﷺ তাঁকে হারিয়েছিলেন বলেই খেলাফতের জন্য একত্রে জমায়েত হয়ে বিভিন্ন বাগ্‌বিতন্ডার পর আবূ বাক্‌র ﷺ-কে খলীফা নিযুক্ত করেন।

তিনি যদি জীবিত থাকতেন এবং দুনিয়া ও দুনিয়ার মানুষের সাথে যদি তাঁর কোন আলাপ ও সম্পর্ক থাকত, তাহলে তৃতীয় খলীফা হযরত উষমান ﷺ এবং চতুর্থ খলীফা হযরত আলী ﷺ-এর যুগে মুসলিম জাহানে যে অঘটন ঘটেছিল তা ঘটত না। ফায়সালা ও নিষ্পত্তির জন্য নিশ্চয় সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিঈনে ইযামগণ তাঁর সমাধির নিকট এসে তাঁর পরামর্শ ও আজ্ঞা নিতেন। তিনি জীবিত থাকলে সে রক্তক্ষয়ী ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে কেউ নিজের প্রাণ দিত না।

বলা বাহুল্য তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাঁর পবিত্র আত্মা বা রূহকে আল্লাহপাক 'আ'লা ইল্লিয়ীন' সর্বোৎকৃষ্ট উচ্চস্থানে স-সম্মানে স্থান দিয়েছেন।

ইহজগৎ থেকে ইন্তেকালের পর যেহেতু মানুষের সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, তাই তিনি না কারো জন্য ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারেন, আর না কারোর মসীবত বা দুঃখজ্বালা বিদূরিত করতে পারেন।[৩] অথচ তিনিই আল্লাহর সৃষ্টিরত্ন, প্রিয় খলীল, মুস্তাফা ও মুজতাবা। তবুও তিনি তাঁর আব্দ্। আব্দ্ ও মা'বূদের আসন সদা ভিন্ন। দুঃখজ্বালা দূর করা তো মা'বূদের কাজ মাত্র।

উহুদ যুদ্ধে তাঁর চেহারা মুবারক রক্তাক্ত হল। তিনি কাফের যোদ্ধাদের জন্য বদ্দুআ করলেন। আল্লাহর তরফ থেকে জবাব এল,

{لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ } (١٢٨)

---

*(৩) অবশ্য সালামের জবাব ও নবীদের নামায পড়ার কথা স্বতন্ত্র।*

"তোমার করণীয় কিছু নেই, তিনি তাদের তওবা গ্রহণ করতে পারেন, আবার শাস্তিও দিতে পারেন।" *(আলে ইমরানঃ ১২৮)*

যখন "তোমার স্বজনবর্গকে তুমি সতর্ক ক'রে দাও" *(কুরআন ২৬/২১৪)* ---এই আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন আল্লাহর রসূল ﷺ সকল আত্মীয়-স্বজনকে ডেকে বললেন, "ওহে কুরাইশ দল! (তাওহীদ ও ইবাদত দ্বারা) নিজে নিজের প্রাণ বাঁচাও। আমি আল্লাহর দরবারে তোমাদের জন্য কিছু করতে পারব না। ওহে বনী আব্দে মানাফ! আমি আল্লাহর দরবারে তোমাদের কোন কাজে আসব না। হে (চাচা) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব! আল্লাহর কাছে আপনার কোন উপকারে আসব না। হে ফুফু সফিয়্যাহ! আমি আল্লাহর দরবারে আপনার কোন সহযোগিতা করতে পারব না। হে বেটি ফাতেমা! যত ইচ্ছা আমার কাছে ধন-সম্পদ চেয়ে নাও। আমি আল্লাহর সমক্ষে তোমার কোন সাহায্য করতে পারব না।" *(বুখারী ২৭৫৩ নং)*

অর্থাৎ, তাঁর হিসাব ও আযাব হতে তিনি তাঁদের কাউকেও নিষ্কৃতি দিতে পারবেন না। একমাত্র নিজ নিজ ঈমান ও আমলই সকলকে মুক্তি দেবে।

বলা বাহুল্য, এইরূপ যদি আল্লাহর খলীলের হয় যে, তিনি না তাঁর বিনা অনুমতিতে কারোর জন্য সুপারিশ করতে পারবেন, না পারবেন কাউকে তাঁর আযাব থেকে বাঁচাতে। আর না-ই আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কাউকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবেন। তাহলে অন্যান্য নবী এবং অলী-পীরদের কী হাল হতে পারে? মহান আল্লাহ বলেন,

{يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} (١٩) سورة الإنفطار

"সেদিন একে অপরের জন্য কোন কিছু করার সামর্থ্য থাকবে না এবং সমস্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।" *(ইনফিত্বারঃ ১৮)*

আবূ তালেবের মৃত্যুর সময় আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, "চাচা! আপনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই) বলুন, আমি কিয়ামতে তা দলীলস্বরূপ আল্লাহর সামনে পেশ করে তাঁর আযাব থেকে রক্ষা করার সুপারিশ করব।" কিন্তু পার্শ্বেই আব্দুল্লাহ বিন আবি উমাইয়া ও আবূ জাহল বসেছিল, তারা তাঁকে স্ব-ধর্ম ত্যাগ করতে বাধা দিলে আবূ তালেব কালেমা পড়তে অস্বীকার করলেন। মহানবী ﷺ বললেন, "যতক্ষণ না আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, ততক্ষণ আমি আপনার জন্য আল্লাহর নিকট 'ইস্তিগফার' (ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকব।"

কিন্তু আল্লাহর তরফ থেকে উত্তর এল,

{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (١١٣) سورة التوبة

"নবী এবং মুমিনদের জন্য সঙ্গত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও বা তারা আত্মীয়-স্বজন হয়; যখন এ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ওরা দোযখবাসী।" *(তাওবাহঃ ১১৩)*

আবূ তালেবের ব্যাপারে আরো অবতীর্ণ হল,

{إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} (٥٦)

"(হে নবী!) তুমি যাকে প্রিয় মনে কর, তাকে হেদায়াত করতে (সৎপথে আনতে)

পার না। [৪] বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনতে পারেন। আর তিনিই ভাল জানেন কারা সৎপথের অনুসারী।" *(ক্বাস্বাস ঃ ৫৬)*

আল্লাহর রসূল ﷺ একবার মায়ের কবর যিয়ারতে গেলেন। সঙ্গে কিছু সাহাবাও ছিলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি কেঁদে উঠলেন। সাহাবাগণ কাঁদার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি আল্লাহর নিকট আম্মার (আব্বার) কবর যিয়ারতের এবং ইস্তিগফারের (ক্ষমা প্রার্থনা করার) অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ তাঁদের জন্য ইস্তিগফারের অনুমতি দিলেন না। আল্লাহর রসূল ﷺ এর মনে প্রশ্ন জাগল যে, হযরত ইব্রাহীম ﷺ তো তাঁর পিতার জন্য (মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও) ইস্তিগফার করেছিলেন। আল্লাহর তরফ থেকে উত্তর এল,

{وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ } (١١٤) سورة التوبة

"ইব্রাহীম তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল এবং তা (ইস্তিগফার) তাকে দেওয়া আল্লাহর একটি প্রতিশ্রুতির জন্য সম্ভব হয়েছিল। অতঃপর যখন এ তার নিকট সুস্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন ইব্রাহীম তার সম্পর্কে নির্লিপ্ত হয়ে গেল। নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিল কোমল হৃদয় ও সহনশীল।" *(তাওবাহ ঃ ১১৪, তফসীর ইবনে কাষীর ২/৩৯৩)*

অতএব মহান আল্লাহ এবং তদীয় রসূলের নিজস্ব ঘোষণা যে, তিনি আল্লাহর সৃষ্টির সেরা খলীল হওয়া সত্ত্বেও কাউকে হিদায়াত করতে, কারো বালা-মসীবত দূর করতে, কারো পাপ খন্ডন করতে, কাউকে আযাব থেকে মুক্তি দিতে পারবেন না। যদি তাই সম্ভব হত, তাহলে আপন স্নেহময়ী জননী, শ্রদ্ধাস্পদ পিতা, পিতৃব্য এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে রক্ষা করতেন। [৫] সুবহানাল্লাহ! তাঁর শান তাঁর হিকমতকে মানুষ নিজ কল্পনায় আনতে পারে না। *(ফাতহুল মাজীদ ১৬৮ পৃঃ)*

মোট কথা সকল মঙ্গলামঙ্গলের মালিক আল্লাহ। রসূল ﷺ তার মালিক নন। তিনি রসূল ﷺ-কে বলেন,

{قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا (٢١) قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا} (٢٢) سورة الجن

"বল, আমি তোমাদের কোন ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক নই। বল, আমাকে কেউই আল্লাহর পাকড়াও থেকে কখনোই বাঁচাতে পারবে না এবং আমি কখনো আল্লাহর প্রতিকূলে কোন আশ্রয় পেতে পারি না।" *(জ্বিন ঃ ২১-২২)*

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহর রসূল ﷺ সম্পর্কে এই বিশ্বাস যে, তিনি গায়েব জানতেন না। নিজস্ব এখতিয়ারে কারো মঙ্গলামঙ্গল সাধন করতে পারেন না। কারো বালা-মসীবত দূর করতে পারেন না। তাঁর অসীলায় দুআ করতে পারা যায় না। তিনি মানুষ ছিলেন

---

([৪]) *কাউকে সৎপথে আনা কেবল আল্লাহর কাজ। আল্লাহর রসূল সৎপথ প্রদর্শন ক'রে থাকেন। (কুরআন ৪২/৫২)*

([৫]) *পিতৃব্য আবূতালেব যেহেতু মহানবী ﷺ এর তবলীগে বড় সাহায্য করেছিলেন, তাই তাঁর সুপারিশে তাঁর কিছু আযাব হাল্কা করা হবে।*

এবং নূর বা আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্টি ছিলেন না। তিনি হাযির-নাযির নন। ইত্যাদি আকীদাহ রাখার ফলে তাঁর শান ও মর্যাদায় কোন কমি আসে না। তাঁর আসন তো বহু উপরে। তবে নিশ্চয় আল্লাহর সমতুল্য নয়। কারণ, এ সমস্ত কাজ ও গুণ তো শুধুমাত্র মহান আল্লাহর। এর বিপরীত আকীদায় তাঁকে আল্লাহর সমকক্ষ মানা হয়। অথচ আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নেই। অতিরঞ্জনে এরূপ বিপরীত আকীদাহ রাখলে আল্লাহর শান অবশ্যই কম করা হয়।

বলা বাহুল্য কোন অলী-আওলিয়ার ব্যাপারে অতিরঞ্জিত বিশ্বাস রাখা, তাঁরা পার্থিব জীবনের ন্যায় জীবিত আছেন মনে করা। তাঁরা আহবানকারী ভক্তের আশা পূর্ণ করতে পারেন, রোগ ও বিপদমুক্ত করতে পারেন, ধন ও সন্তান দান করতে পারেন, তাঁরা অদৃশ্যের (গায়বী) খবর জানেন ইত্যাদি বিশ্বাস করা শির্ক। কোন অলীর ত্যক্ত বস্তুর মাধ্যমে তাবার্রুক (বরকত) গ্রহণ, জীবিত, প্রকৃত অথবা কল্পিত ওলির এঁটো বা ব্যবহৃত কোন জিনিস ব্যবহার ক'রে বর্কত ও কল্যাণের আশা করা ইত্যাদিও শির্ক।

তাঁরা আল্লাহর অলী হলেও, তাঁদের হাতে কারামত প্রকাশ পেলেও, তাঁদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ক'রে তাঁদেরকে আল্লাহর আসন দেওয়া অথবা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করা অবশ্যই শির্ক।

## তাবীয-কবচে শির্ক

কোন মসীবত বা বিঘ্ন নিবারণ করার জন্য, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, জ্বিন বিতাড়ন বা ঘর বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তাবীয (কবচ বা মাদুলি, কোন ধাতু নির্মিত) বালা, নোয়া বা সুতো ইত্যাদি ব্যবহার করা মুমিনের ঈমান অসম্পূর্ণতার সাক্ষ্য। এ সব ব্যবহার করা ব্যবহাকারীর বিশ্বাসানুযায়ী শির্কে আকবরও হতে পারে; শির্কে আসগরও।

তাবীয, নোয়া ইত্যাদিকে ঔষধের সাথে তুলনা করা মহা ভুল। কারণ, আল্লাহ-পাক প্রত্যেক রোগের প্রতিষেধক ঔষধ দিয়েছেন এবং তা ব্যবহার করার অনুমতিও দিয়েছেন। ঔষধের প্রতিক্রিয়া ক্ষমতা আছে। কিন্তু তাবীয বা বালার মসীবত দূর করার সাথে কোন সম্পর্কই নেই, তার মধ্যে সে শক্তিও নেই। বিপদ-বালাই দূর করার ক্ষমতা শুধু আল্লাহর হাতে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (١٠٧) سورة يونس

অর্থাৎ, যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তাহলে তিনি ছাড়া তার মোচনকারী আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার মঙ্গল চান, তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান ক'রে থাকেন। আর তিনি চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(ইউনুসঃ ১০৭)*

শরীয়তের ব্যবস্থা-পত্রানুসারে পথ্য ও ঔষধ ব্যবহার করলে দৈহিক আপদ-বালাই দূর হয় এবং আত্মিকও।

তিনি প্রত্যেক বস্তুর পশ্চাতে কোন না কোন কারণ বা হেতু সৃষ্টি করেছেন, যার সম্মিলনে কোন কিছু সংঘটিত হয়ে থাকে। কিছু তো শরয়ী (বিধিগত) এবং কিছু সৃষ্টিগত প্রাকৃতিক (বৈজ্ঞানিক) হেতু। এই দুটি হেতু ছাড়া কোন জিনিসের প্রতিক্রিয়াতে

মু’মিনের প্রত্যয় জন্মাতে পারে না।[১]

তাই কোন আরোগ্য-আশায় ব্যবহার্য বস্তুর মাঝে যদি ঐ দুটি হেতুর কোনটি না থাকে, তাহলে তা ব্যবহার করা বা তাতে আরোগ্য লাভের আশা রাখা অথবা ভরসা করা শির্ক হবে। অতএব যে বস্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বা অভিজ্ঞতায় অথবা শরীয়তী ফায়সালায় রোগের প্রতিকারক, প্রতিষেধক ও বিঘ্ননিবারক বলে চিহ্নিত হয়েছে, সে বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকে কেবলমাত্র ধারণা ও অন্ধবিশ্বাসে অব্যর্থ ঔষধ মনে করা ও তা ব্যবহার করা বৈধ নয়।

যে সমস্ত তাবীয নক্সা বানিয়ে সংখ্যা দ্বারা লিখা হয়, কোন ফিরিশ্তা, জ্বিন কিংবা শয়তানের নাম দ্বারা তৈরী করা হয় অথবা কোন তেলেস্মাতি জাদুবিদ্যার সাহায্য নিয়ে অথবা কোন ধাতু, পশু-পাখীর হাড়, লোম বা পালক কিংবা গাছের শিকড় দিয়ে বানানো হয়, তা ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে শির্ক।

অবশ্য কুরআনী আয়াত দ্বারা লিখিত তাবীয প্রসঙ্গে উলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে তাও ব্যবহার না করাটাই সঠিক। কারণ, প্রথমতঃ আল্লাহর রসূল ﷺ তাবীয ব্যবহারকে শির্ক বলেছেন। তাতে সমস্ত রকমেরই তাবীয উদ্দিষ্ট হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, কুরআনী আয়াত দ্বারা লিখিত তাবীয ব্যবহারকারী গলায়, হাতে কিংবা কোমরে বেঁধেই প্রস্রাব-পায়খানা করবে, স্ত্রী-মিলন করবে, মহিলারা মাসিক অবস্থায় ও অন্যান্য অপবিত্রতায় ব্যবহার করবে। যাতে কুরআন মাজীদের অসম্মান ও অমর্যাদা হবে।

তৃতীয়তঃ, যদি এরূপ তাবীয ব্যবহার বৈধ করা যায়, তাহলে অ-কুরআনী তাবীযও ব্যবহার করতে দেখা যাবে। তাই এই শির্কের মূলোৎপাটন করার মানসে তার ছিদ্রপথ বন্ধ করতে কুরআনী তাবীয ব্যবহারও অবৈধ হবে।

চতুর্থতঃ, নবী করীম ﷺ ঝাড়-ফুঁক করেছেন, করতে আদেশ ও অনুমতি দিয়েছেন এবং তাঁর নিজের উপরেও ঝাড়-ফুঁক করা হয়েছে। অতএব যদি কুরআনী তাবীয ব্যবহার জায়েয হত, তাহলে নিশ্চয় তিনি এ সম্পর্কে কোন নির্দেশ দিতেন। অথচ কুরআন ও সুন্নায় এমন কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। *(ফাতাওয়া ইবনে বায ২/৩৮৪)*

অনুরূপভাবে কোন লকেটের উপর ‘আল্লাহ’ বা ‘মুহাম্মাদ’ বা কোন কুরআনী আয়াত বা দুআ লিখে ব্যবহার করাও এই পর্যায়ে পড়ে।

মুসলিম যেমন নিজেকে কিংবা তার শিশুকে বদনজর, জ্বিন-ভূত বা রোগ-বালাই হতে বাঁচাবার জন্য তাবীয ব্যবহার করে না, (বরং তার জন্য যথাযথ নববী দুআ ব্যবহার করে,) তেমনি তার বাড়ি, গাড়ি, পশু, ক্ষেতের ফসল বা গাছের ফলাদিকে বদনজর বা অন্যান্য আপদ হতে বাঁচাবার জন্য মুড়ো ঝাঁটা, তার, ছেঁড়া নেকড়া, জাল বা জুতো, লোহা, তামা, কোন পশুর মুন্ড বা হাড়, মাটির ভাঙ্গা হাঁড়ি, ভাঙ্গা ঝুড়ি, আমড়ার আঁঠি, ইত্যাদি ব্যবহার করে না। তদ্রূপ লগনধরা বর-কনের হাতে বা কপালে সুতো বাঁধা, (সাধারণতঃ বদনজর বা জ্বিন ইত্যাদি থেকে রক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে) সঙ্গে সর্বদা লোহা (যাঁতি বা কাজল লতা) রাখা, বিবাহের পর দাম্পত্যের মঙ্গল বা স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনী ভেবে স্ত্রীর (এয়তীর প্রতীকরূপে) হাতে চুড়ি, শাঁখা বা কোন অলঙ্কার

---

[১] *জ্ঞাতব্য যে, যাদু, ঐন্দ্রজালিক ও শয়তানী প্রতিক্রিয়াও ইসলামে স্বীকৃত।*

(অনুরূপভাবে স্বামীর সাথেও আংটি) রাখা জরুরী ভাবা, ছেলেদের খতনা করার পর তাদের পায়ে বা হাতে লোহা বাঁধা, মৃতের গোসল দেওয়ার পর তার ময়লাদি ফেলতে যাওয়ার সময় সঙ্গে লোহা রাখা, আঁতুড় ঘরে লোহা, মুড়ো ঝাঁটা বা ছেঁড়া জাল ইত্যাদি রাখা, কোন খাবার জিনিস বাড়ির বাইরে গেলে তাতে লোহা বা লঙ্কা প্রভৃতি রাখা, গাড়িতে ছেঁড়া জুতা বাঁধা ইত্যাদি---যাতে শরয়ী বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন যুক্তি বা হেতু থাকে না তা---ব্যবহার করা শির্কের শ্রেণীভুক্ত।

আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, নিশ্চয় (মন্ত্র দ্বারা) ঝাড়ফুঁক, তাবীয-কবচ ও যোগ-যাদু ব্যবহার শির্ক। *(আবূ দাঊদ ৩৩৮-৫নং)*

উক্ববাহ বিন আমের ؓ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট (বাইআত করার উদ্দেশ্যে) ১০ জন লোক উপস্থিত হল। তিনি ন'জনের নিকট থেকে বাইয়াত নিলেন। আর মাত্র একজন লোকের নিকট হতে বাইআত নিলেন না। সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি ন'জনের বাইআত গ্রহণ করলেন, কিন্তু এর করলেন না কেন?' উত্তরে তিনি বললেন, "ওর দেহে কবচ রয়েছে তাই।" অতঃপর সে নিজ হাতে তা ছিড়ে ফেলল। সুতরাং তার নিকট থেকেও বাইআত নিলেন এবং বললেন, "যে ব্যক্তি কবচ লটকায়, সে ব্যক্তি শির্ক করে।" *(আহমাদ, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪৯২নং)*

ইবনে মাসউদ ؓ-এর পত্নী যয়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, "এক বুড়ি আমাদের বাড়ি আসা-যাওয়া করত এবং সে বাতবিসর্প-রোগে ঝাড়-ফুঁক করত। আমাদের ছিল লম্বা খুরো-বিশিষ্ট খাট। (স্বামী) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ যখন বাড়িতে প্রবেশ করতেন, তখন গলা-সাড়া বা কোন আওয়াজ দিতেন। একদিন তিনি বাড়িতে এলেন। (এবং অভ্যাসমত বাড়ি প্রবেশের সময় গলা-সাড়া দিলেন।) বুড়ি তাঁর আওয়াজ শোনামাত্র লুকিয়ে গেল। এরপর তিনি আমার পাশে এসে বসলেন। তিনি আমার দেহ স্পর্শ করলে (গলায় ঝুলানো মন্ত্র-পড়া) সুতো তাঁর হাতে পড়ল। তিনি বলে উঠলেন, 'এটা কী?' আমি বললাম, 'সুতো-পড়া; বাতবিসর্পরোগের জন্য ওতে মন্ত্র পড়া হয়েছে।' এ কথা শুনে তিনি তা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, 'ইবনে মাসউদের বংশধর তো শির্ক থেকে মুক্ত। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "নিশ্চয়ই মন্ত্র-তন্ত্র, তাবীয-কবচ এবং যোগ-যাদু ব্যবহার করা শির্ক।"

যয়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, 'কিন্তু একদা আমি বাইরে বের হলাম। অকস্মাৎ আমাকে অমুক লোক দেখে নিল। অতঃপর আমার যে চোখটা ঐ লোকটির দিকে ছিল সেই চোখটায় পানি ঝরতে লাগল। এরপর যখনই আমি ঐ চোখে মন্ত্র পড়াই, তখনই পানি ঝরা বন্ধ হয়ে যায়। আর যখনই পড়াই না, তখনই পানি ঝরতে শুরু করে। (অতএব বুঝা গেল যে, মন্ত্রের প্রভাব আছে।)'

ইবনে মসউদ ؓ বললেন, 'ওটা তো শয়তানের কারসাজি। যখন তুমি (মন্ত্র পড়িয়ে) ওর আনুগত্য কর, তখন সে ছেড়ে দেয় (এবং তোমার চোখে পানি আসে না)। আর যখনই তুমি তার আনুগত্য কর না, তখনই সে নিজ আঙ্গুল দ্বারা তোমার চোখে খোঁচা মারে (এবং তার ফলে তাতে পানি আসে; যাতে তুমি মন্ত্রকে বিশ্বাস কর এবং শির্কে লিপ্ত হয়ে পড়)। তবে যদি তুমি সেই কাজ করতে, যা আল্লাহর রসূল ﷺ করেছেন, তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম ও মঙ্গল হত এবং অধিকরূপে আরোগ্য লাভ করতে। আর তা এই যে, চোখে পানি ছিটাতে এবং বলতে,

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سُقْمًا.

*(ইবনে মাজাহ ৩৫৩০ নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৩১নং)*

সমীক্ষা চালালে দেখা যাবে যে, মুসলিমদের অনেক শিশুদের গলায় তাবীয ঝুলছে, বরং এক সাথে একাধিক তাবীয ঝুলতে নজরে আসছে। আর বড়দের হাতে-কোমরে তো আছেই।

শিশুদের দুধ-তোলা রোগ, বদ-নজর লাগার রোগ, উড়ো-জ্বর প্রভৃতি দূর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের তাবীয ব্যবহার করা হয়।

নব-যুবকদের স্বপ্নদোষ বন্ধ করার জন্য মাদুলী, বড়দের বাত-ব্যথা বা অন্য কোন রোগ দূর করার জন্য তাবীয, মামলায় জেতার জন্য, প্রেমে সফলতা লাভের জন্য, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম সৃষ্টির জন্য, জ্বিন-ভূতের ভয় দূর করার জন্য, বিপদ ও শনির (?) হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য, আরো কত কীসের কবচ-মাদুলী ব্যবহার করা হয়।

আর যে তাবীয ব্যবহার করে, তা খুলে ফেলতে বললে তারা বিপদ ও অসফলতার আশঙ্কা করে। যার অর্থ হল, তারা তার উপর ভরসা করে এবং তাকে রোগমুক্তিদাতা অথবা বিপদমুক্তির কারণ মনে করে। আর সেটাই হল শির্ক।

মহান আল্লাহ ঠিকই বলেছেন,

{وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ} (١٠٦) سورة يوسف

অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করে; কিন্তু (মুশরিক হয়ে) তাঁর অংশী স্থাপন করে। *(ইউসুফঃ ১০৬)*

## ঝাড়-ফুঁকে শির্ক

মুসলিম শরয়ী হেতুতে যথার্থ বিশ্বাস রাখে। কুরআনী আয়াত বা (সহীহ) দুআয়ে রসূল দ্বারা ঝাড়ফুঁকে রোগী সুস্থ হতে পারে। বিশেষ করে বিষাক্ত জন্তুর দংশনে, বদ-নজরে ও শয়তান দূরীকরণার্থে ঝাড়-ফুঁক কার্যকরী। যেমন, মুসলিম বিশ্বাস রাখে কুরআনী আয়াত ও দুআর শক্তি, প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার উপর এবং আল্লাহর সৃষ্টি প্রত্যেক পদার্থের নিজস্ব ধর্ম ও প্রকৃতিগত গুণের উপর। যেখানে আল্লাহরই আদেশে তাঁর অনুগত ফিরিশ্তাগণ বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সাধন ক'রে থাকেন। যেমন, হারাম-কার্যে এবং যোগ-যাদু প্রভৃতির প্রতিক্রিয়াতে শয়তান সাহায্য ক'রে থাকে।

ঝাড়-ফুঁক ইসলামে স্বীকৃত। রসূল ﷺ ঝাড়ফুঁক করেছেন এবং তাঁর উপর করা হয়েছে। *(মুসলিম ২১৯১, ২১৯২, ২১৮৬নং)*

কুরআন কারীমের শেষ সূরা দু'টি ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্র বলেই প্রসিদ্ধ আছে।

যখন নবী ﷺ-কে যাদু করা হল, তখন জিব্রাঈল ﵇ এই দুই সূরা নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। আর বললেন যে, এক ইয়াহুদী (লাবীদ বিন আ'সাম) আপনাকে যাদু করেছে। আর সেই যাদুর বস্তু যারওয়ান কুয়ায় রাখা হয়েছে। তিনি আলী ﵁-কে পাঠিয়ে তা উদ্ধার করলেন। (তা ছিল একটি চিরুনী, কয়েকটি চুল, একটি সুতো। তাতে দেওয়া ছিল এগারোটি গিরা। এ ছাড়া একটি নর খেজুর গাছের শুকনো মোছা এবং মোমের একটি পুতুল ছিল; যাতে কয়েকটি সুচ ঢুকানো ছিল।) জিব্রাঈল ﵇-এর

নির্দেশে তিনি উক্ত দুই সূরা থেকে এক একটি আয়াত পাঠ করলেন এবং তার সাথে একটি করে গিরা খুলতে লাগল এবং সুচও বের হতে লাগল। শেষ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে সমস্ত গিরাগুলি খুলে গেল এবং সুচগুলিও বের হয়ে গেল। এরপর তিনি সঙ্গে সঙ্গে আরোগ্য লাভ করলেন। *(বুখারী ৩২৬৮, মুসলিম ২ ১৮৯নং)*

একদা আবু হাবেস জুহনী ﷺ-কে নবী ﷺ বললেন, "হে আবু হাবেস! আমি তোমাকে উত্তম ঝাড়-ফুঁকের কথা বলে দেব না কি, যার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনাকারীরা আশ্রয় প্রার্থনা ক'রে থাকে?" তিনি বললেন, 'অবশ্যই বলে দিন।' মহানবী ﷺ এই সূরা দুটিকে উল্লেখ ক'রে বললেন, "এ সূরা দুটি হল মুআব্বিযাতান (ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্র)।" *(সহীহ নাসাঈ, আলবানী ৫০২০নং)*

নবী ﷺ মানুষ ও জ্বিনের বদ নজর থেকে (আল্লাহর) নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। যখন এই দুটি সূরা অবতীর্ণ হল, তখন থেকে তিনি ঐ দুটিকে প্রত্যহ পড়ার অভ্যাস বানিয়ে নিলেন এবং বাকী অন্যান্য (দুআ) বর্জন করলেন। *(সহীহ তিরমিযী, আলবানী ২ ১৫০ নং)*

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি সাবেত (রাহিমাহুল্লাহ)কে বললেন, 'আমি কি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মন্ত্র দ্বারা ঝাড়ফুঁক করব না?' সাবেত বললেন, 'অবশ্যই।' আনাস ﷺ এই দুআ পড়লেন, "আল্লাহুম্মা রাব্বান্না-স, মুযহিবাল বা'স, ইশফি আন্তাশ শা-ফী, লা শা-ফিয়া ইল্লা আন্ত, শিফা-আল লা য়্যুগা-দিরু সাক্বামা।" অর্থাৎ, হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক! তুমি কষ্ট দূর কর এবং আরোগ্য দান কর। (যেহেতু) তুমি রোগ আরোগ্যকারী। তুমি ছাড়া আরোগ্যকারী আর কেউ নেই। তুমি এমনভাবে রোগ নিরাময় কর, যেন তা রোগকে নির্মূল ক'রে দেয়। *(বুখারী)*

অতএব মুসলিমও ঝাড়ফুঁক করতে পারে। কিন্তু এর বৈধতার জন্য তিনটি শর্ত আছে।

প্রথমতঃ যেন তা কুরআনী আয়াত, (সহীহ) দুআয়ে রসূল অথবা আল্লাহর আসমা ও সিফাত (নাম ও গুণাবলী) দ্বারা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, আরবী ভাষায় এবং তার অর্থ বোধগম্য হয়।

তৃতীয়তঃ যেন রোগী ও ঝাড়ফুঁককারী এই বিশ্বাস রাখে যে, ঝাড়ফুঁকের (অনুরূপভাবে ঔষধের) নিজস্ব কোন শক্তি বা তাসীর নেই। বরং (তা আল্লাহর দানে) আরোগ্য তাঁর ইচ্ছা ও তকদীরের উপর হয়। অতএব কোন ফিরিশ্তা, জ্বিন বা কোন দেবতার (যেমন, ষাট বা ষষ্টি মায়ের) নামের যিক্র নিয়ে অথবা কোন অর্থহীন মনগড়া হিজিবিজি মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা বা করানো শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

রসূল ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ)).

"নিশ্চয়ই মন্ত্র-তন্ত্র, তাবীয-কবচ এবং যোগ-যাদু ব্যবহার করা শির্ক।" *(ইবনে মাজাহ ৩৫৩০ নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৩১নং)*

একদা তিনি সাহাবাগণকে বললেন,

((اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ)).

"তোমরা তোমাদের ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্রগুলি আমার নিকট পেশ কর। ঝাড়-ফুঁক করায় দোষ নেই; যতক্ষণ তাতে শির্ক না থাকে।" *(মুসলিম)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কিছু পান করবে, তখন সে যেন

পানপাত্রে নিঃশ্বাস না ছাড়ে অথবা তাতে ফুঁ না দেয়।" *(বুখারী ৫৬৩০, মুসলিম ২৬৭, আবূ দাঊদ ৩৭২৮, তিরমিযী ১৮৮৮, ইবনে মাজাহ ৩৪২৯নং)*

কিন্তু কুরআন বা দুআ পড়া ফুঁকের যেহেতু পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে, তাই উলামাগণ বলেন, 'পড়া-পানি পান করাতে কোন দোষ নেই।'

বদ-নজর দূর করতে আরও একটি চিকিৎসা অনেকের নিকট 'শির্ক' মনে হতে পারে। অথচ তা সহীহ হাদীসে এসেছে এবং তা অবৈধ নয়। আর তা হল এই যে, যার নজর দ্বারা বদ-নজর লেগেছে সন্দেহ হয়, তার উযূ বা গোসল করা পানি দিয়ে রোগীকে গোসল করানো। তাতে বদ-নজর ভাল হয়ে যায়। *(ইবনে মাজাহ ৩৫০৯, মিশকাত ৪৫৬২নং)*

## যাদু করা শির্ক

যাদু সত্য। আল্লাহর নবী ﷺ-কে যাদু করা হয়েছিল।

যখন নবী ﷺ-কে যাদু করা হল, তখন জিব্রাঈল ﷺ এই দু'টি সূরা নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। আর বললেন যে, এক ইয়াহুদী (লাবীদ বিন আ'সাম) আপনাকে যাদু করেছে। আর সেই যাদুর বস্তু যারওয়ান কুয়ায় রাখা হয়েছে। তিনি আলী ﷺ-কে পাঠিয়ে তা উদ্ধার করলেন। (তা ছিল একটি চিরুনী, কয়েকটি চুল, একটি সুতো। তাতে দেওয়া ছিল এগারোটি গিরা। এ ছাড়া একটি নর খেজুর গাছের শুকনো মোছা এবং মোমের একটি পুতুল ছিল; যাতে কয়েকটি সুচ ঢুকানো ছিল।) জিব্রাঈল ﷺ-এর নির্দেশে তিনি উক্ত দুই সূরা থেকে এক একটি আয়াত পাঠ করলেন এবং তার সাথে একটি করে গিরা খুলতে লাগল এবং সুচও বের হতে লাগল। শেষ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে সমস্ত গিরাগুলি খুলে গেল এবং সুচগুলিও বের হয়ে গেল। এরপর তিনি সঙ্গে সঙ্গে আরোগ্য লাভ করলেন। *(বুখারী ৩২৬৮, মুসলিম ২১৮৯নং)*

যাদু কোন জিনিসের প্রকৃতি পরিবর্তন করতে পারে না; বরং নকল বা কৃত্রিম খেয়াল ও ধারণার জন্ম দেয়। প্রকৃতপক্ষে যা নয়, তা বোধ হয় বা মনে হয় মাত্র, যেমন জলাতঙ্ক রোগীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তাই যাদু-কৃত ব্যক্তি রশিকে সাপ মনে করে। যেমন যাদুকরদের লাঠি ও রশিকে মূসা ﷺ সাপ মনে করেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى } (٦٦) سورة طه

অর্থাৎ, মুসা বলল, 'বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর।' সুতরাং ওদের জাদুর প্রভাবে মূসার মনে হল, ওদের দড়ি ও লাঠিগুলো যেন ছুটাছুটি করছে। *(ত্বা-হাঃ ৬৬)*

যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি অকারণে ভয় পেয়ে থাকে। যা করেনি, তা করেছে মনে হয় ইত্যাদি।

যাদুর প্রতিক্রিয়া মস্তিষ্কে হয়। তাতে শারীরিক ক্ষতিও হয় এবং তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শয়তানী সহায়তায় হয়। তাই যাদু-বিদ্যা শিক্ষা মুসলিমের জন্য অবৈধ ও হারাম। জ্বিন ও শয়তান দ্বারা যাদু করা শির্কের শ্রেণীভুক্ত। কোন ঔষধ বা জড়িবটী দ্বারা হলে তা শির্ক না হলেও গোনাহে কাবীরা (মহাপাপ) হবে।

যে যাদুকর তার মন্ত্রবলে কোন জ্বিন বা শয়তানকে বশীভূত ক'রে যাদুর কাজে ব্যবহার করে, সে কাফের। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ} (١٠٢) سورة

البقرة

অর্থাৎ, 'আমরা (হারূত ও মারূত) পরীক্ষাস্বরূপ। 'তোমরা কুফরী করো না'---এ না ব'লে তারা (হারূত ও মারূত) কাউকেও (যাদু) শিক্ষা দিত না। *(বাক্বারাহ ঃ ১০২)*

ইসলামী আইনে তার শাস্তি হত্যা। *(তিরমিযী ১৪৬০নং)* যেমন, যে মনে করে যে, তার যাদু আল্লাহর অনুমতি ও ইচ্ছা বিনা ইষ্ট অথবা অনিষ্ট সাধন করতে পারে, সেও কাফের।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি (কোন বস্তু, ব্যক্তি, কর্ম বা কালকে) অশুভ লক্ষণ বলে মানে অথবা যার জন্য অশুভ লক্ষণ দেখা (পরীক্ষা) করা হয়, যে ব্যক্তি (ভাগ্য) গণনা করে অথবা যার জন্য (ভাগ্য) গণনা করা হয়। আর যে ব্যক্তি যাদু করে অথবা যার জন্য (বা আদেশে) যাদু করা হয়।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৫৪৩৫নং)*

রসূল ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ)).

"নিশ্চয়ই মন্ত্র-তন্ত্র, তাবীয-কবচ এবং যোগ-যাদু ব্যবহার করা শির্ক।" *(ইবনে মাজাহ ৩৫৩০নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৩১নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "সাতটি সর্বনাশী কর্ম হতে দূরে থাক।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তা কী কী?' তিনি বললেন, "আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু করা, ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ যে প্রাণ হত্যা করা হারাম করেছেন, তা হত্যা করা, সূদ খাওয়া, এতীমের মাল ভক্ষণ করা, (যুদ্ধক্ষেত্র হতে) যুদ্ধের দিন পলায়ন করা এবং সতী উদাসীন মুমিন নারীর চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।" *(বুখারী ২৭৬৬, মুসলিম ৮৯নং, আবূ দাঊদ, নাসাঈ)*

প্রকাশ থাকে যে, যাদু কাটার উদ্দেশ্যেও যাদু ব্যবহার করা যাবে না। কারণ, উভয় অবস্থাতেই তা শির্ক।

জ্বিন-ভূত, যাদুকর, যাদুকরী, ডাইন-ডাইনী ইত্যাদির ছোবল থেকে বাঁচার জন্য সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার ক'রে সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়া কর্তব্য। □

## গায়ব জানার শির্ক

ইলমে গায়ব বিনা কোন অসীলা বা মাধ্যমে গুপ্ত অদৃশ্য বা ভূত-ভবিষ্যতের খবর জানাকে বলে। এরূপ জ্ঞান কোন সৃষ্টির মধ্যে নেই। একমাত্র সৃষ্টিকর্তার আল্লাহই এ বিষয়ে সম্যক্ পরিজ্ঞাত।

কিন্তু যদি কেউ কোন অসীলার মাধ্যমে কোন অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান লাভ ক'রে থাকে, তবে তা গায়বী খবর জানা নয়। অতএব যদি কেউ ফিরিশ্তার সাহায্যে (আম্বিয়াগণের জন্যই নির্দিষ্ট) অদৃশ্য বা ভূত-ভবিষ্যতের খবর বলে থাকেন, তবে তা ইলমে গায়েব নয়। তাই আম্বিয়াগণ গায়েব জানতেন না। কারণ, তাঁদের সমস্ত খবর আল্লাহর তরফ থেকে জিব্রীল ﷺ কর্তৃক ওহী মারফত পরিবেশিত হত।

অনুরূপভাবে কেউ কোন জ্বিন বা শয়তানের সাহায্যে অদৃশ্যের খবর বলে থাকলে তাও গায়েব জানা বা বলা নয়। যেমন, কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আমাদের দৃশ্যে নেই। আমরা যদি তার সম্পর্কে কোন খবর যার কাছে জ্বিন আসে এমন ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করি এবং

সেই জ্বিন ঐ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে চিনে থাকে এবং ইতিমধ্যে তাকে দেখে থাকে কিংবা তার সম্পর্কে শুনে থাকে ও তার মানুষ সঙ্গীকে খবর দেয় এবং সে আমাদেরকে ঐ ব্যক্তির খবর জানায়, তাহলে তা গায়েব বা অদৃশ্যের খবর নয়, বরং দৃশ্যের খবর।

পক্ষান্তরে জ্বিন দৃষ্ট বা শ্রুত বিষয়ের তত্ত্ব ব্যতীত অদৃষ্ট-পূর্ব বা অশ্রুতপূর্ব কোন ভূত-বর্তমান অথবা ভবিষ্যতের তত্ত্ব জানতে বা জানাতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ}

(١٤) سورة سبأ

অর্থাৎ, যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন উই পোকাই জ্বিনদেরকে তার মৃত্যুর বিষয় জানাল; যা সুলাইমানের লাঠি খাচ্ছিল। যখন সুলাইমান মাটিতে পড়ে গেল, তখন জ্বিনেরা বুঝতে পারল যে, ওরা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকত, তাহলে ওরা এতকাল লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না। *(সাবা' ঃ ১৪)*

বলা বাহুল্য, কারো কিছু চুরি হয়ে গেলে চোরের সন্ধান দেওয়া কোন জ্বিনের পক্ষেও সম্ভব নয়। তবে চুরির সময়ে যদি জ্বিন সেখানে বর্তমান থেকে চোরকে দেখে ও চিনে থাকে অথবা চোর সম্বন্ধে কারো কাছে শুনে থাকে, তবে হয়তো বলতে পারে। আর তা গায়বী তথ্য নয়।

তদনুরূপ যন্ত্রযোগে কোন অদৃশ্যের সন্ধান জানা গেলে তাও গায়েব জানা নয়। যেমন, গর্ভবতীর গর্ভে কী সন্তান আছে, তা যন্ত্রের দ্বারা বুঝা গেলে তা অদৃশ্য জ্ঞান নয়।

তেমনি দীর্ঘ পরীক্ষা, সমীক্ষা বা অভিজ্ঞতার ফলে যে খবর পরিবেশন করা হয়, তাও গায়বী খবর নয়। যেমন, চন্দ্র ও সূর্যের উদয়াস্ত ও গ্রহণ, জোয়ার-ভাটা ইত্যাদির নির্দিষ্ট সময়াদি জানা গায়েব জানা নয়। আবার এই ধরনের তথ্যের বা হিসাবের খবরে ভুল-ভ্রান্তিও ঘটে থাকে।

বহু গণকের কথা যা রটে, তার কিছু না কিছু সত্য ঘটে। হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা যখন আসমানে পৃথিবীর কোন ঘটনার ফায়সালা করেন, ফিরিশ্তারা সে কথা শুনেন যেন পাথরের উপর শিকল পড়ার শব্দ। তাতে তাঁরা ঘাবড়ে যান বা মূর্ছিত হন। তাঁদের ঘাবড়ানি বা মূর্ছা দূর হলে একে অপরকে প্রশ্ন করেন, 'আল্লাহ কী বললেন বা কী ফায়সালা করলেন?' বলেন, 'সত্য।' ফিরিশ্তাগণের আপোসের আলোচনায় নিম্ন আসমানের ফিরিশ্তামন্ডলীও শামিল হন। তার কিছু চুরি-ছুপে শয়তান জ্বিন শুনে নেয় এবং তারাও একে অপরকে আপোসের মধ্যে জানিয়ে থাকে। আকাশের ধারে-পাশে শুনতে গেলে উল্কা ছুটে এসে বাধা দেয়। আল্লাহ পাক আকাশকে অবাধ্য শয়তান হতে হিফাযতে রেখেছেন। ফলে সে উর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না। *(কুরআন ৩৭/৭-১০)*

কিছু শয়তান সেই খবর পৃথিবীতে তাদের সহচর গণকদের মনে পৌঁছে দেয়। গণকরা তাদের অনুমান ও ধারণার আরো শত মিথ্যা জুড়ে বিশদভাবে প্রচার করে। ফলে যা সত্য তা সত্য ঘটে, কিছু আন্দাজও সঠিক হয়ে যায় এবং অধিকতরই মিথ্যা ও অবাস্তব। *(কুরআন ২৬/২২১-২৩, বুখারী ৪৭০১)*

অতএব কিছু প্রকৃত সত্য ঘটিতব্য খবর, গণক কোন শয়তানের মাধ্যমে জানতে পারে। সুতরাং তাও তার গায়েব জানা নয়। তেমনি অনুমান ও ধারণাও গায়েব জানা

নয়। তা কখনো ঠিক হতেও পারে; কিন্তু বেশীর ভাগ ভুলই হয়ে থাকে।

গায়েবের চাবি পাঁচটি, যা কোন প্রকারে আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানতে পারে না ঃ-

১। বিশ্ব কখন ধ্বংস হয়ে মহাপ্রলয় দিবস কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে।

২। বৃষ্টি কখন, কোথায় এবং কী পরিমাণে হবে। আবহাওয়ার পূর্ববার্তায় বৃষ্টি হবার পূর্বে যন্ত্রের সাহায্যে কিছু লক্ষণ ধরে বর্ষণের সম্ভাবনা বলা হয় মাত্র এবং অনুমান ক'রে তার স্থান ও পরিমাণ ঘোষণা করা হয়। তা ইলমে গায়ব নয়। সে খবর কখনো সঠিক হয়, আবার কখনো ভুল।

৩। গর্ভবর্তী গর্ভের ভ্রূণ, গর্ভাশয়ে অবস্থানকাল, আয়ু, আমল, রুযী, ভাগ্য এবং আকৃতি প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে সে ছেলে না মেয়ে, বিকলাঙ্গ না পূর্ণাঙ্গ, সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যবান ইত্যাদি বিষয়। আকৃতি আসার পর অথবা কোন সমীক্ষার ফলে কোন নির্দিষ্ট লক্ষণ দ্বারা কোন যন্ত্রের সাহায্যে তার লিঙ্গ, অঙ্গ-বিকৃতি ইত্যাদি নির্ধারণ করা ইলমে গায়ব নয়। *(ফাতওয়াল লাজনাহ ২/১১৬, ফাতওয়া ইবনে উষাইমীন ৩/৭৭)*

৪। কে আগামী কাল (ভবিষ্যতে) কী করবে, কী ঘটবে ইত্যাদি। হয়তো পরিকল্পনা ও মনস্থ ক'রে কেউ বলতে পারে যে, কাল সে বাজারে যাবে বা মাঠে যাবে। কিন্তু সে জানে না যে, হঠাৎ ক'রে তাকে হাসপাতাল যেতে হবে অথবা ঘরেই থাকতে হবে।

৫। কে কোথায় মরবে। জলে-স্থলে, না শূন্যে, ঘরে, বাইরে, স্বদেশে না বিদেশে। এ সমস্ত বিস্তারিত সঠিক ও নিখুঁত বিবরণ আল্লাহ ব্যতীত কোন নবী , অলী, জ্বিন, কারো জ্ঞান, বিজ্ঞান আদৌ বলতে পারে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (٣٤)

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর নিকটেই আছে কিয়ামত (সংঘটিত হওয়ার) জ্ঞান, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন জরায়ুতে যা আছে। কেউ জানে না আগামী কাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ দেশে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত। *(লুক্বমান ঃ ৩৪)*

জ্ঞানের সাগর মহানবী ﷺ মহান আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত বহু 'গায়বী খবর' জানতেন এবং জানাতেন। সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর তিনি সংক্ষিপ্ত কথায় প্রকাশ ক'রে গেছেন। ভূত-ভবিষ্যতের অনেক খবর তিনি প্রশ্নের উত্তরেও বলতেন। তিনি যে খবরই দিয়েছেন তা সূর্যবৎ সত্যরূপে ঘটেছে, বাস্তবে বর্তমানে ঘটছে এবং ভবিষ্যতে ঘটবে।

ইসরা' ও মি'রাজ ভ্রমণের পরে মুশরিকরা তা মিথ্যা মনে ক'রে সত্যতার প্রমাণ চেয়ে তাঁকে বায়তুল মাক্বদেসের নকশা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে, তিনি মক্কা থেকেই তার ছবি দেখে পূর্ণরূপ বর্ণনা দিয়েছিলেন। বদর যুদ্ধের পূর্বেই কোরাইশদলের কার কোথায় বধ্যভূমি হবে, তার নাম ও স্থান চিহ্নিত করেছিলেন। *(মিশকাত ৫৮৭১নং)* খায়বারের এক ইয়াহুদী মহিলা তাঁকে আমন্ত্রিত করে বিষ-মিশ্রিত মাংস খেতে দিয়েছিল, তা তিনি জানতে পেরেছিলেন। *(মিশকাত ৫৯৩১নং)* মুসলিমদের গুপ্ত রহস্য ও যুদ্ধ-প্রস্তুতি সম্বলিত এক

গোপন পত্র সহ এক মহিলা মুশরিকদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে মক্কার পথে যাচ্ছিল, তার খবর জানিয়ে সাহাবা পাঠিয়ে তা প্রতিহত করেছিলেন। মুতা অভিযানে জা'ফর ও যায়দের ﷺ শহীদ হওয়ার সংবাদ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেউ ফিরে আসার পূর্বেই মদীনায় অবস্থান করেই সকলকে জানিয়েছিলেন। *(বুখারী ৩৬৩০নং)* তাঁর ইন্তিকালের পর আহলে বায়তের মধ্যে ফাতিমার (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রথম মৃত্যু হবে, তা জানিয়েছিলেন। ইত্যাকার বহু বিষয়ের ভবিষ্যৎ ও অদৃশ্যের খবর তিনি জেনেছিলেন ও জানিয়েছিলেন। কিন্তু এ সব কিছু অহী (জিবরীল, স্বপ্ন বা ইলহাম) মারফৎ।

গায়বের খবর বলা হয়, বিনা কোন মাধ্যম বা অসীলায় জানা অদৃশ্য বা ভূত-ভবিষ্যতের খবরকে। আল্লাহর রসূল ﷺ গায়েব জানতেন না। আল্লাহ জাল্লা যিক্রুহ অহীর মাধ্যমে তাঁকে যা জানিয়েছেন, তাই তিনি জানতেন। নিজস্ব শক্তিতে গায়বী বা অদৃশ্যের খবর জানা একমাত্র সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর সিফাত (গুণ)। এতে তাঁর কোন শরীক নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ} (٥٩) سورة الأنعام

"তাঁর নিকটেই গায়বের চাবি, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না।" *(আনআমঃ ৫৯)*

{وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّهِ فَانْتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ} (٢٠) سورة يونس

"তারা বলে, তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করা হয়নি কেন? সুতরাং তুমি বলে দাও, 'অদৃশ্যের খবর শুধুমাত্র আল্লাহই জানেন। অতএব তোমরা প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় থাকলাম।" *(ইউনুসঃ ২০)*

{وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} (١٢٣) سورة هود

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই এবং তাঁরই কাছে সব কিছু প্রত্যাবর্তিত হবে, সুতরাং তুমি তাঁর উপাসনা কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। আর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক উদাসীন নন।" *(হূদঃ ১২৩)*

{وَلِلّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (٧٧) سورة النحل

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই এবং কিয়ামতের ব্যাপার তো চক্ষুর পলকের ন্যায়; বরং তার চেয়েও সত্বর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" *(নাহলঃ ৭৭)*

{قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} (٢٦) سورة الكهف

"তুমি বল, তারা কতকাল ছিল আল্লাহই জানেন, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অজ্ঞাত বিষয়ের (গায়বের) জ্ঞান তাঁরই।" *(কাহফঃ ২৬)*

{قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ} (٦٥)

"বল, আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে

না এবং ওরা কখন পুনরুত্থিত হবে, তা ওরা জানে না।" *(নামল ঃ ৬৫)*

কোন নবীই গায়ব জানতেন না। নূহ ﷺ তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন,

{وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللّهُ خَيْرًا اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ} (٣١)

অর্থাৎ, আর আমি তোমাদেরকে বলছি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধন-ভান্ডার আছে। আমি অদৃশ্যের কথাও জানি না। আর আমি এটাও বলি না যে, আমি ফিরিশ্তা। আর যারা তোমাদের চোখে হীন, আমি তাদের সম্বন্ধে এটা বলি না যে, আল্লাহ কখনো তাদেরকে কোন মঙ্গল দান করবেন না; তাদের অন্তরে যা কিছু আছে, তা আল্লাহ উত্তমরূপে জানেন। (এরূপ বললে) আমি অবশ্যই যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।' *(হূদ ঃ ৩১)*

মহান আল্লাহ শেষনবী ﷺ-কে বলতে আদেশ করেছেন,

{قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ} (٥٠) سورة الأنعام

"বল, আমি তোমাদের এ বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধনভান্ডার আছে। অদৃশ্য (গায়বী বিষয়) সম্বন্ধেও আমি অবগত নই এবং তোমাদেরকে এ কথাও বলি না যে, আমি ফিরিশ্তা। আমার প্রতি যা অহী (প্রত্যাদেশ) হয়, আমি শুধু তারই অনুসরণ করি।" *(আনআম ঃ ৫০)*

{قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (١٨٨) سورة الأعراف

"বল, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা ব্যতীত আমার নিজের ভালো-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি গায়বের খবর জানতাম, তাহলে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী।" *(আ'রাফ ঃ ১৮৮)*

{قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ} (٩) سورة الأحقاف

"বল, --- আমি জানি না, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে। আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। আমি এক সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।" *(আহক্বাফ ঃ ৯)*

{قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا (٢٥) عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ

وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا} (٢٧) سورة الجن

"বল, আমি জানি না, তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কি আসন্ন, না আমার প্রতিপালক এর জন্য কোন দীর্ঘ মিয়াদ স্থির করবেন। তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না। তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত; সে ক্ষেত্রে আল্লাহ রসূলের অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন।" *(জ্বিনঃ ২৫-২৭)*

তিনি তাঁর নবী ﷺ-কে পূর্বযুগের কিছু ইতিহাস জানিয়ে বলেছেন,

{تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ} (٤٩) سورة هود

"এ সমস্ত অদৃশ্যলোকের সংবাদ আমি তোমাকে ঐশীবাণী দ্বারা অবহিত করেছি; যা এর পূর্বে তুমি জানতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানত না।" *(হূদঃ ৪৯)*

অতঃপর আল্লাহর সম্মানিত আব্দ্ ও রসূলের জবানী প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

((وَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ)).

"আমি আল্লাহর রসূল। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমার জানা নেই যে, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে।" *(বুখারী ২৬৮৭নং, আহমাদ ৬/৪৩৬)*

একদা হযরত জিবরীল ﷺ তাঁকে কিয়ামত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন,

((مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ)).

"এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত জিজ্ঞাসক অপেক্ষা অধিক অবগত নয়।" *(বুখারী, মুসলিম ৮, আবূ দাউদ ৪৬৯৫, তিরমিযী ২৬১৩, মিশকাত ২নং)*

এক বিবাহ-আসরে রসূল ﷺ-এর উপস্থিতিতে কতকগুলি ছোট ছোট বালিকা (মার্জিত) গীত গাচ্ছিল। এক ছত্রে তারা বলল, 'আমাদের মাঝে এমন নবী আছেন, যিনি আগামী কালের খবর জানেন।' তা শুনে তিনি বললেন, "এটা বলো না, পূর্বে যা বলছিলে তাই বল।" *(বুখারী ৫১৪৭, মুসলিম ৩১৪০ নং)*

প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র চরিত্রে কলঙ্ক রটলে তিনি মর্মাহত হলেন। গায়বের খবর জানলে রটা খবরে তিনি কর্ণপাত করতেন না। অতঃপর পবিত্রতার সাক্ষ্য নিয়ে সূরা নূরের কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হলে নিঃসন্দেহে তিনি বুঝলেন যে, আয়েশা পবিত্রা। *(বুখারী ২৬৬১, মুসলিম ২৭৭০নং)*

তিনি স্ত্রী যয়নাবের নিকট প্রত্যহ মধু পান করতেন। সপত্নী আয়েশা ও হাফসা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) পরামর্শ করলেন যে, তাঁদের নিকট তিনি এলে প্রত্যেকেই তাঁকে বলবেন, 'আপনার নিকট মাগাফীর (এক প্রকার গাছ হতে নিঃসৃত মিষ্ট আঠালো রস) এর গন্ধ পাচ্ছি। আপনি মাগাফির খেয়েছেন।' বললেনও তাই। তিনি তাঁদের এ কথায় বিশ্বাস করে (যয়নাবের নিকট) মধু খাওয়া হারাম করলেন। যার উপর আয়াত অবতীর্ণ হল,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (١)

"হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন, তুমি তোমার স্ত্রীদের খুশী করার জন্য তা অবৈধ করছ কেন?" *(তাহরীম ঃ ১, বুখারী ৫২৬৭নং)*

সুতরাং তিনি গায়েব জানলে স্ত্রীদের কথায় হালালকে হারাম করতেন না।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ} (٣) التحريم

"স্মরণ কর, নবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে কিছু বলেছিল। অতঃপর তার সে স্ত্রী তা অন্যকে বলে দিয়েছিল এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন। নবী এ বিষয়ে তার সে স্ত্রীকে কিছু বলল এবং কিছু বলল না। নবী যখন তা তাকে জানাল, তখন সে বলল, 'আপনাকে কে অবগত করল?' নবী বলল, 'আমাকে অবহিত করেছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক্ অবগত।" *(তাহরীম ঃ ৩)*

আল-কুরআনের এই ঘটনা থেকেও বুঝা যায় যে, তিনি গায়েব জানতেন না। যেহেতু যিনি গায়বের খবর জানেন এবং সব খবর রাখেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা অনর্থক যে, 'আপনাকে কে অবগত করল?' বা 'আপনি কীভাবে জানলেন?'

হিজরতের সফরে তিনি রাহবার সাথে নিয়েছিলেন। গায়বের খবর জানলে তার দরকার হতো না।

৬ষ্ঠ হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায় চৌদ্দশ সাহাবায়ে কিরাম সহ উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা যাত্রা করেন। কিন্তু মক্কার সন্নিকটে হুদাইবিয়া নামক স্থানে কাফেররা নবী করীম ﷺ-কে বাধা দেয় এবং তাঁকে উমরাহ করা থেকে বিরত রাখে। তিনি উযমান ﷺ-কে স্বীয় প্রতিনিধি হিসাবে মক্কায় পাঠান। যাতে তিনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা ক'রে তাদেরকে মুসলিমদের উমরাহ করার অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু উযমান ﷺ-এর মক্কা গমনের পর তাঁর শহীদ হওয়ার গুজব রটে যায়। তাই নবী ﷺ উযমান ﷺ-এর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সাহাবায়ে কিরামদের কাছে 'বাইআত' (শপথ) গ্রহণ করেন। যেটাকে 'বায়আতে রিযওয়ান' বলা হয়। পরে এ গুজব ভুল প্রমাণিত হয়। মহানবী ﷺ গায়বের খবর জানলে তা হতো না।

এক সফরে মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হার হারিয়ে গেল। একদল সাহাবার খোঁজাখুঁজির পরও তা পাওয়া গেল না। অবশেষে কুচ করার সময় উটের নিচে তা পাওয়া গেল। তিনি গায়েব জানলে অনর্থক খোঁজাখুঁজিতে সময় নষ্ট করতেন না।

তবুক অভিযানে তাঁর এক উট নিরুদ্দেশ হল। যায়দ বিন নুসাইব মুনাফিক বলল, 'মুহাম্মাদ নবী হওয়ার দাবী ক'রে আসমানের খবর বলে দেয়, অথচ তার উট কোথায়, তা তার জানা নেই!' তিনি বললেন, "এক ব্যক্তি এই কথা বলে। আল্লাহর কসম! তিনি যা জানান, তা ব্যতীত আমার অন্য কিছু জানা নেই। *(আসাহহুস সিয়ার ৩২৪পৃঃ)*

অনুরূপভাবে তিনি গায়েব জানলে বি'রে মাউনায় ৭০ জন কারী শহীদ হতেন না এবং তাঁর অন্যান্য সকল বিপদ থেকে বাঁচার পথ পূর্বেই জানতে পারতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আমি তো একজন মানুষ। আর তোমরা (ঝগড়া-বিবাদ ক'রে) ফায়সালার জন্য আমার নিকট আসো। হয়তো তোমাদের কেউ কেউ অন্যের

তুলনায় অধিক বাক্‌পটু। আর আমি তার কথার ভিত্তিতে তার পক্ষে ফায়সালা করি। সুতরাং আমি যদি কাউকে তার (মুসলিম) ভায়ের হক তার জন্য ফায়সালা ক'রে দিই, তাহলে আসলে আমি তার জন্য আগুনের টুকরা কেটে দিই।" *(বুখারী)*

এতদ্ব্যতীত আরো বহু পাক্কা দলীলের ভিত্তিতেই আহলে সুন্নাহ উপরোক্ত আক্বীদাহ রাখে। তাই ফাতাওয়া কাযীখান (৪/৪৬৯)তে বলা হয়েছে, 'ইলমে গায়েবের দাবীদার কাফের।' শারহে ফিকহে আকবার (১৮৪পৃঃ)তে বলা হয়েছে, 'আম্বিয়াগণ গায়েবের খবর জানতেন না।' দুর্রে মুখতার (১/১৭) এবং মুক্বাদ্দামাহ হিদায়াহ (১/৫৯)তে বলা হয়েছে, 'ইলমে গায়েব আল্লাহ ছাড়া আর কোন মখলূকের নেই।'

পক্ষান্তরে গায়েব জানা নবুঅতের পরিপূরক কোন অংশ বা বিষয় নয়। তিনি গায়েব জানতেন না বললে তাঁর মর্যাদা ও নবুঅতের কোন প্রকার হানি হয় না। যেহেতু গায়েব জানা একমাত্র আল্লাহর গুণ ও বৈশিষ্ট্য। তাই তাতে কোন ফিরিশ্তা, নবী, অলী বা অন্য কেউ শরীক নয়। সেহেতু এই আকীদা প্রমাণ ও পোষণ করা এবং বিশ্বাস রাখা মহানবী ﷺ-এর প্রতি কোন প্রকার বেয়াদবি নয়। বরং তাঁর ও তাঁর নির্দেশের প্রতি যথার্থ আদব এবং আল্লাহর তাওহীদের উপর পূর্ণ ঈমান।

## গণক ও জ্যোতিষীর কথায় বিশ্বাস

কোন মুমিন নিজ ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ জানার জন্য কোন পীরবাবা, ফকীরবাবা, গণক বা জ্যোতিষীর কাছে যায় না। হারিয়ে যাওয়া জিনিসের খোঁজে অথবা কোন অদৃশ্য খবর জানার উদ্দেশ্যে কোন জ্বিন-বাবা বা জ্বিন-বিবির নিকট আসে না। তাদের অদৃশ্য খবরে ও ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাসও করে না। কারণ, তাতে সে ঈমান থেকে খারিজ হয়ে যায়।

হাফস্বাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

(( مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوماً )) .

'যে ব্যক্তি গণকের নিকট এসে কোন (গায়বী) বিষয়ে প্রশ্ন করে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হয় না।' *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন,

((مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ)).

"যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট উপস্থিত হয়ে (সে যা বলে তা) বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ-এর অবতীর্ণ জিনিসের সাথে কুফরী করে।" *(আহমাদ ২/৪০৮, ৪৭৬, আবূ দাউদ ৩৮০৪, তিরমিযী, সহীহ ইবনে মাজাহ ৫২২নং)*

অর্থাৎ কুরআনকেই সে অবিশ্বাস ও অমান্য করে। কারণ, কুরআনে বলা হয়েছে, সকল প্রকার ভূত-ভবিষ্যৎ ও অদৃশ্যের খবর একমাত্র আল্লাহই জানেন।

{وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ} (٥٩) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তাঁরই নিকট অদৃশ্যের চাবি রয়েছে; তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। *(আন্‌আম ঃ ৫৯)*

{قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ

يُبْعَثُونَ} (٦٥)

অর্থাৎ, বল, 'আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং ওরা কখন পুনরুত্থিত হবে (তাও) ওরা জানে না।' *(নামল ঃ ৬৫)*

আল্লাহ তাআলা তারকারাজিকে আকাশমন্ডলীর সৌন্দর্য ও সুশোভনতার উপকরণ, গোপনে আসমানী তথ্য সংগ্রহকারী শয়তান দলকে বিতাড়িত করার জন্য তাদের প্রতি ক্ষেপণীয় অস্ত্র (উল্কা)স্বরূপ এবং অন্ধকারে জল ও স্থলপথের পথিকদের জন্য পথ নির্দেশক ও দিক নির্ণায়ক স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন।

তিনি বলেন,

{وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } (٩٧) سورة الأنعام

অর্থাৎ, আর তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে তোমরা তা দিয়ে স্থলে ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ পাও। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছেন। *(আনআম ঃ ৯৭)*

{وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ } (١٦) سورة النحل

অর্থাৎ, আর (স্থাপন করেছেন) পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহও; এবং ওরা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়। *(নাহল ঃ ১৬)*

{إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (٦) وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧) لاَ يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلإِ الأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨) دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (٩) إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ} (١٠) سورة الصافات

অর্থাৎ, আমি তোমাদের নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং একে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে রক্ষা করেছি। ফলে, শয়তানরা ঊর্ধ্ব জগতের কিছু শ্রবণ করতে পারে না। ওদের ওপর সকল দিক হতে (উল্কা) নিক্ষিপ্ত হয়; ওদেরকে বিতাড়নের জন্য। আর ওদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেউ গোপনে হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড তার পশ্চাদ্ধাবন করে। *(স্বাফ্ফাত ঃ ৬-১০)*

{وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ} (٥) سورة الملك

অর্থাৎ, আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং ওগুলোকে করেছি শয়তানদের প্রতি ক্ষেপণাস্ত্র স্বরূপ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। *(মুলক ঃ ৫)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি জ্যোতিষ বিদ্যার কিছু অংশ শিক্ষা করল, সে আসলে যাদু বিদ্যার একটি অংশ শিক্ষা করল। বিধায় জ্যোতিষ বিদ্যা যত বেশী পরিমাণে শিক্ষা করবে, অত বেশী পরিমাণে তার যাদু বিদ্যা বেড়ে যাবে।" *(আবূ দাউদ)* আর বিদিত যে, যাদু প্রয়োগ করা শির্ক।

গ্রহনক্ষত্রাদির গতি-স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে শুভাশুভ নিরূপণ করা যায় না।

পৃথিবীর মঙ্গলামঙ্গল ঘটনাঘটনের সাথে তাঁর এই সৃষ্টি-বিচিত্রের কোন সম্পর্ক নেই। তাই মুসলিম জ্যোতিষবিদ্যার শুভাশুভ বিচারে বিশ্বাসী নয়। বৃষ্টি-বর্ষা ও ফল-ফসলের বিধাতাও আল্লাহই। কোন রাশিচক্রের বলে না বৃষ্টি হয়, না ফসল ফলে। সব কিছু তাঁরই ইঙ্গিতে ঘটে থাকে, মানুষ অনুমান ও ধারণা করে মাত্র।

যায়েদ ইবনে খালেদ ﷺ বলেন, একদা হুদাইবিয়াতে রাতে বৃষ্টি হলে আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ানোর পর নবী ﷺ সকলের দিকে মুখ ক'রে বসে বললেন, "তোমরা জান কি, তোমাদের প্রতিপালক কী বলেন?" সকলে বলল, 'আল্লাহ ও তদীয় রসূল ভাল জানেন।' তিনি বললেন, "আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কিছু বান্দা মু'মিন হয়ে ও কিছু কাফের হয়ে প্রভাত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি বলেছে যে, 'আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায় আমাদের উপর বৃষ্টি হল', সে তো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী (মু'মিন) ও নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী (কাফের)। আর যে ব্যক্তি বলেছে যে, 'অমুক অমুক নক্ষত্রের ফলে আমাদের উপর বৃষ্টি হল', সে তো আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী (কাফের) এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী (মু'মিন)।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

অনুরূপ কারো হস্তরেখা দেখে ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ নিরূপণ, দৈহিক কোন লক্ষণ যেমন, টেরা চক্ষু, জোড়া ভ্রূ, কূপ-গাল, ছয় আঙ্গুল, তিল, জড়ুল প্রভৃতি দেখে ভাগ্য বা চরিত্র বিচার, 'আবজাদি' হিসাব জুড়ে, ফালনামা খুলে, শুভাশুভের অক্ষর বা হরফ নির্দিষ্ট করে চক্ষু বুজে হাত দিয়ে, ফালকাঠি টেনে, বা পাখী উড়িয়ে ভাগ্য-ভবিষ্যৎ বা যাত্রা-কর্ম ইত্যাদির শুভাশুভ নির্ধারণ জাহেলিয়াতি ও মূর্খতা। ইসলাম এ সবকে সমর্থন করে না। মুসলিম এসবে বিশ্বাস করে না। তদনুরূপ হাত চালিয়ে, বদনা ঘুরিয়ে সাপ দেখা, চোর ধরা বা কিছু বলাও অনুমান মাত্র।

প্রকাশ থাকে যে, পূববর্তী কোন কোন নিদর্শন ও লক্ষণাদি দেখে আনুমানিক আবহাওয়ার খবর বলা শির্কের পর্যায়ভুক্ত নয়। □

## অশুভ লক্ষণ মানা

মুসলিম কোন বস্তু বা ঘটনা বিশেষকে অশুভ লক্ষণ বলে মানে না। তার অন্তরে থাকে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা। কোন কিছুকে অশুভ ধারণায় সে কোন কাজে পিছপা হয় না। কোন বছর, কোন মাস কোন দিনই তার অশুভ নয়। কোন স্থান, প্রাণী বা ব্যক্তি বিশেষের কারণে কোন অমঙ্গল আসে না।

অবশ্য এমন নাম যার অর্থ মনে ভয় ও অশুভ ধারণার সৃষ্টি করে তেমন নামকে মুসলিম ঘৃণা করে। কারণ, ব্যক্তির উপর নামের তাসীর ইসলামে স্বীকৃত। *(বুখারী ৬১৯০নং)*

মঙ্গলামঙ্গল তো আল্লাহরই হাতে, তাঁর ইচ্ছাতেই এসে থাকে। তাই সে বলে না ও বিশ্বাস রাখে না যে, অমুক মাসে বিবাহ নেই, অমুক দিনে ধান দিতে নেই, বাঁশ কাটতে নেই, যাত্রা নেই ইত্যাদি। সকাল বেলায় অমুক দেখলে সারাদিন অমঙ্গলে কাটে। অমাবস্যায় অমুক করলে অমুক হয় ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে ঘোড়া, গরু, মহিষ প্রভৃতির ক্ষেত্রে কপাল চাঁদা হলে অশুভ ধারণা, কুকুরের কান্নাসুরে ডাক শুনে বা দাঁড় কাকের 'কা-কা' শুনে কোন দুর্ঘটনা বা আচমকা বিপদ আসন্ন ভাবা, কারো এক চক্ষু দেখলে ঝগড়া হবে ভাবা, বামচক্ষু লাফালে

নোকসান হবে মনে করা মুসলিমের জন্য উচিত নয়।

তবে সময়ে কোন ভালো ও হৃদয়ের উৎফুল্লতাদায়ক কথাকে শুভ লক্ষণ বলে মানতে পারে। কারণ, তাতে তার মনোবল সুদৃঢ় হয় এবং কাজে উৎসাহ পায়। উদাহরণ স্বরূপ একজন কোন অফিসে চাকুরীর জন্য আবেদন পত্র পেশ করেছে। কিন্তু তা মঞ্জুর বা গৃহীত হবে কি না, তা নিয়ে তার মনে খুবই সংশয় সঞ্চিত হয়েছে এবং তার ফল জানার জন্য বিশেষভাবে প্রতীক্ষা করছে। সেই উদ্দেশ্যে যাবার পথে ঐ বিষয়ের কোন ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সাথে সাক্ষাৎ হল। তার নাম জিজ্ঞেস করলে বলল, 'মনযুরুল হক।' তখন তার শুভ ধারণা হল যে, নিশ্চয় আল্লাহ চাইলে তার দরখাস্ত মঞ্জুর হবে। অনুরূপভাবে সঙ্কট ও সমস্যার পথে কোন স্থানের নাম সমাধানপুর শুনলে সমাধানের আশা করা, ব্যবসার পথে মুনাফার কথা শুনলে লাভ হওয়ার আশা করা নিন্দনীয় নয়।

তবে বাজারের নাম 'লাভপুর' হলেই যে সেখানে কোন নোকসান হবে না এবং কারো নাম 'হুদা' হলে যে সে 'বেহুদা' এবং 'আব্দুল্লাহ' বা 'মুতীউর রহমান' হলেই যে সে 'চোর' হবে না---তা নয়।

অশুভ বা কুলক্ষণীয় যদি কিছু হয় তবে তা, গৃহ, স্ত্রী এবং ঘোড়া। *(মুসলিম ২২২৫নং)* কিন্তু এসবও কুলক্ষণ নয়। অথবা এ সবের কুলক্ষণ বলতে বাহ্যিক ক্ষতির কথা ধরা যায়। যেমন, স্ত্রীর কুলক্ষণ ঃ তার বন্ধ্যাত্ব ও চরিত্রহীনতা, গৃহের কুলক্ষণ ঃ সঙ্কীর্ণতা ও প্রতিবেশীর কদাচরণ এবং ঘোড়ার কুলক্ষণ ঃ তার পৃষ্ঠে চড়তে না দেওয়া ও মন্দ আচরণ করা প্রভৃতি।

কোন বস্তু বিশেষকে অশুভ বা কুলক্ষণীয় বলে মানা বা বিপদ আসার কারণ মানায় আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা হয়। অথচ মুসলিম আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখতে আদিষ্ট হয়েছে। তাই কিছু দেখে বা শুনে বিপদের আশঙ্কা না করা, আল্লাহর উপর ভরসা রাখা এবং আল্লাহ তাকে বিপদগ্রস্ত করবেন না---এই ধারণা করাই আল্লাহর প্রতি সুধারণা। অন্যথা কুধারণা ও পাপ।

অমূলক বিশ্বাস ও কুধারণার শির্ক যেমন, কোন বিশিষ্ট মাস, দিন, ক্ষণ বা স্থানে অযথা অশুভ আশা ও ধারণা রাখা। যেমন, অমাবস্যায় অমুক হয়, রবিবারে বাঁশ কাটলে জ্বর হয়। বৃহস্পতিবার অমুক করতে হয় বা তার বিকাল ও সন্ধ্যা অশুভ। মলমাসে কোন শুভ কাজ নেই। অমুক দিনে যাত্রা নেই ইত্যাদি মনে করা।

অমুকের মুখ, খালি কলসী, কালি হাঁড়ি বা অন্য কিছু দেখে, কারো নাম, কাক, কুকুর বা অন্য প্রাণীর ডাক শুনে অমঙ্গলের আশঙ্কা করা। পিছু ডাকলে, ডাইনের শিয়াল বাঁয়ে গেলে যাত্রা অশুভ হয় অথবা কাজ সফল হয় না মনে করা। অমুক জিনিস রাত্রে বা সকালে বের করতে বা দিতে বা বেচতে নেই ইত্যাদি ভাবা।

আরো হাস্যকর অসার (মেয়েলি) বিশ্বাস যেমন, কাস্তে দ্বারা মাটিতে আঁক দিলে দেনা হয়। শিশুর কান মললে তার হায়াত কমে যায়। মিথ্যা বললে আয়ু ক্ষয় হয়। শরকাঠি বা বাম হাত দ্বারা আঘাত করলে (আঘাতপ্রাপ্ত শিশু) কৃশ হয়ে (শুকিয়ে) যায়। কোমরে পা ঠেকলে ব্যথা হয়। বালিশে পা পড়লে ঘাড়ে ব্যথা হয়। শাক ডিঙ্গালে জিভে ব্যথা হয়। ঘরে ভাঙ্গা আয়না রাখলে গরীব হতে হয়।

নাপাক অবস্থায় গাছে হাত দিলে গাছ মারা যায়। মুখে মিষ্টি নিয়ে কোন ফলগাছ লাগালে তার ফল তিক্ত হয় না। খেল (কাদা মাখামাখি) খেললে, আখের বোঝার উপর বসলে বা ব্যাঙের বিয়ে দিলে বৃষ্টি হয়। বাম চোখ লাফালে নোকসান ও ডান চোখ

লাফালে লাভ হয়। বামের শিয়াল ডাইনে গেলে অথবা তার বিপরীত গেলে লাভ অথবা নোকসান হয়। গলায় খাদ্য বা পানীয় লাগলে কোন আত্মীয় স্মরণ করে। প্রথম ডিমে নোড়া বুলালে মুরগী নোড়ার মত বড় বড় ডিম দেয়। চালুন বুলালে তার ছিদ্র সমান অসংখ্য ডিম পাড়ে। শিশুর ভাঙ্গা দাঁত পানিতে ফেললে অথবা ইঁদুরের গর্তে দিলে মাছ বা ইঁদুরের মত সরু সরু দাঁত হয়![৭] ভালুকের পিঠে চাপলে বা তার লোম ব্যবহার করলে ভালুক-জ্বর দূর হয়। যাত্রা পথে বাড়ি থেকে বের হতে কেউ পিছু ডাকলে যাত্রা শুভ হয় না বা কাজ সিদ্ধ হয় না ইত্যাদি অযৌক্তিক বিশ্বাস।

কাপড় নিচোরা পানি পায়ে নিলে অসুখ ছাড়ে না, তালপাতার পাখা ঘুরানোর সময় কারো গায়ে লাগলে অসুখ হয়। (তার জন্য মাটিতে ঠেকাতে হয়।) কশে ঘা (শালকী) হলে শালিক পাখির পায়ের ধুলোয় ভাল হয়। মাথায় মাথায় ঠোকা গেলে এবং দ্বিতীয়বার না ঠুকলে শিং গজায়! দুই হাঁটু গেড়ে ভাত খেলে মা-বাপের মাথা খাওয়া হয়, আমানিতে হাত ধুলে মরার সময় ছেলে নিজ মা-বাপের মুখ দেখতে পায় না। কোন কথা চালাকালীন কেউ হাঁচলে অথবা টিকটিকি আওয়াজ দিলে কথার সত্যায়ন হয়। দুই মুরগী মুখোমুখি হলে, হাত হতে (চিরুনী, বাটি বা অন্য) কিছু পড়লে অথবা গৃহের ছাদে বা চালে কাকে আদার খাওয়ালে বাড়িতে কুটুম আসে।

শাহাদৎ আঙ্গুলে চুন লাগাতে নেই, রাতে নখ কাটতে নেই, চুল আচঁড়াতে নেই, আয়না দেখতে নেই। রাতের বেলায় চাল চিবিয়ে খেতে নেই, রাতে আঙ্গুল ফোটাতে নেই। সন্ধ্যাবেলায় ভাত খেতে নেই। (কারণ সে সময় মওতারা খায়।) ভাদ্র মাসে ঝাঁটা কিনতে নেই, গোয়ালে মাটি দিতে নেই। অগ্রহায়ণ মাসে কুকুর-বিড়ালকে ছি করতে নেই। ঝুড়ি-ঝাঁটা বাইরে রাখতে নেই। ধানের ধুলো ঝাড়তে নেই। (আহা ধানের ধুলো পায় কে?) খাবার জিনিস ঝাঁটা করে ঝাড়তে নেই। (যেহেতু মা লক্ষ্মীকে ঝাঁটা মারা হয় তাই!) পরীক্ষা দিতে যাবার আগে ডিম খেতে নেই। (খেয়ে পরীক্ষা দিলে ডিমের মত নম্বর অর্থাৎ জিরো পাবে।)

অন্ধকারে বসে বা দাঁড়িয়ে অথবা হাঁটতে হাঁটতে কিছু খেলে বা পান করলে, মৃতব্যক্তির পাশে আহার করলে, ভাঙ্গা পাত্রে আহার করলে, পরিহিত কাপড়ে হাত মুছলে, পরিহিত কাপড় সিলাই করলে, ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখলে, ঝাড়ু দিয়ে ঘরের মধ্যে ময়লা জমা রাখলে, খাওয়া শেষে হাঁড়িকুড়ি না ধুয়ে রাখলে, ওযু করার সময় অহেতুক কথা বললে, হেঁটে হেঁটে দাঁতন করলে, তেলাঅতের সিজদায় দেরী করলে, ময়লা কাপড় বা ছেঁড়া জুতা-খড়ম ব্যবহার করলে, গুপ্তস্থানের লোম ৪০ দিনের বেশী ছেড়ে রাখলে অথবা তা কাঁচি দ্বারা পরিষ্কার করলে, পানিতে প্রস্রাব করলে, উলঙ্গ হয়ে গোসল করলে, জানাযার আগে আগে হাঁটলে, বিনা ওযূতে হাঁটতে হাঁটতে দরূদ শরীফ পড়লে পরিবারে ও জীবনে অশান্তি নেমে আসে ধারণা করা।

দাঁত দিয়ে নখ কাটলে, রাত্রিকালে একাকী ভ্রমণ করলে, বাম হাতে কোন জিনিস আদান-প্রদান করলে হৃদয় পাষাণ হয়ে যায় ধারণা রাখা।

হেলান দিয়ে আহার করলে, ঘাড়ের পশম কামিয়ে ফেললে, উকুন পেয়ে জীবিত

---

*([৭]) অনেক মা তার শিশুকে এই বলতে শিখিয়ে দেয়, 'ও মাছ বা ইঁদুর! আমার মোটা দাঁতটা নাও, আর তোমার সরু দাঁতটা দাও!' এর ফলে গায়রুল্লাহর কাছে চেয়ে শির্ক করে। মাছ বা ইঁদুরের কি দাঁত দেওয়ার ক্ষমতা আছে?*

ছেড়ে দিলে স্মৃতিশক্তি লোপ পায় মনে করা ইত্যাদি।

মূসা ﷺ ও তাঁর অনুগামীদেরকে অশুভ ধারণা করত ফিরআউন। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَـذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللّهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} (١٣١) سورة الأعراف

অর্থাৎ, যখন তাদের কোন কল্যাণ হত, তারা বলত, 'এতো আমাদের প্রাপ্য।' আর যখন কোন অকল্যাণ হত, তখন তা মূসা ও তার সঙ্গীদেরকে অশুভ কারণরূপে মনে করত। শোন! তাদের অশুভ আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা জানে না। *(আ'রাফ ঃ ১৩১)*

সামূদ জাতি তাদের নবী স্বালেহ ﷺ-কে বলেছিল,

{اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ} (٤٧) النمل

অর্থাৎ, 'তোমাকে ও তোমার সঙ্গে যারা আছে, তাদেরকে আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি।' (স্বালেহ) বলল, 'তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহর এখতিয়ারে, বস্তুতঃ তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।' *(নামল ঃ ৪৭)*

ব্যক্তি নিয়ে এই শ্রেণীর অশুভ ধারণা এ যুগের লোকেরাও ক'রে থাকে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি (কোন বস্তু, ব্যক্তি, কর্ম বা কালকে) অশুভ লক্ষণ বলে মানে অথবা যার জন্য অশুভ লক্ষণ দেখা (পরীক্ষা করা) হয়, যে ব্যক্তি (ভাগ্য) গণনা করে অথবা যার জন্য (ভাগ্য) গণনা করা হয়। আর যে ব্যক্তি যাদু করে অথবা যার জন্য (বা আদেশে) যাদু করা হয়।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৫৪৩৫নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কিছুকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করা শির্ক। কিছুকে কুপয়া মনে করা শির্ক, কিছুকে কুলক্ষণ মনে করা শির্ক। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার মনে কুধারণা জন্মে না। তবে আল্লাহ (তাঁরই উপর) তাওয়াক্কুল (ভরসার) ফলে তা (আমাদের হৃদয় থেকে) দূর ক'রে দেন।" *(আহমাদ ১/৩৮৯, ৪৪০, আবূ দাউদ ৩৯১০, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪৩০নং)*

## প্রভাবহীনকে প্রভাবশালী বলে বিশ্বাস

মহান সৃষ্টিকর্তা সকল জিনিসকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি কোন কোন জিনিসের মধ্যে প্রভাব রেখেছেন। কোনটাতে রেখেছেন প্রকৃতিধর্মী (বৈজ্ঞানিক) প্রভাব, আর কোনটাতে রেখেছেন শরয়ী (সহীহ দলীল-ভিত্তিক প্রমাণিত) প্রভাব। তিনিই শয়তানকে শয়তানী প্রভাব খাটাতে অনুমতি দিয়েছেন।

তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই নিয়ন্ত্রণকর্তা। এ কথা মক্কার মুশরিকরাও বিশ্বাস করত। তিনি বলেন,

{قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ} (٣١)

অর্থাৎ, তুমি বল, 'তোমাদেরকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী হতে রুযী দান করে কে? অথবা কর্ণ ও চক্ষুসমূহের মালিক কে? আর মৃত হতে জীবন্ত এবং জীবন্ত হতে মৃত বের করে কে? আর সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে কে?' তারা বলবে, 'আল্লাহ।' অতএব তুমি বল, 'তাহলে কেন তোমরা সাবধান হও না?' *(ইউনুসঃ ৩১)*

তিনিই কোন বস্তুতে প্রভাব রেখেছেন, আবার কোন বস্তুতে রাখেননি। সুতরাং তিনি যে জিনিসে কোন প্রভাব রাখেননি, সে জিনিসকে প্রভাবশালী মনে করা শির্ক। যদি কেউ মনে করে তা রোগ থেকে মুক্তি লাভের অথবা বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের কারণ, তাহলে তার শির্ক, ছোট শির্ক। যেহেতু শরয়ী বা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত নয় যে, মহান আল্লাহ তাতে সেই কারণ সৃষ্টি করেছেন।

পক্ষান্তরে যদি কেউ ধারণা করে, সেই জিনিসই স্বপ্রভাবে রোগ বা বিপদ থেকে মুক্তি দিতে পারে, তাহলে তার শির্ক, বড় শির্ক। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصَيبُ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (١٠٧) سورة يونس

অর্থাৎ, যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তাহলে তিনি ছাড়া তার মোচনকারী আর কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার মঙ্গল চান, তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান ক'রে থাকেন। আর তিনি চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(ইউনুসঃ ১০৭)*

এই শ্রেণীর প্রভাবশালী ধারণার কিছু শির্ক নিম্নরূপ ঃ-

অনেকে ধারণা করে, তাবীযে রোগ ভালো হয়, জ্বিন বিতাড়িত হয়। ফলে তাদের দেহে তাবীয থাকলে তাদের মনে বল থাকে। আর না থাকলে দুর্বল ও ভীত হয়। বরং তা খুলে ফেললে বিপদ হওয়ার বা রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার বিশ্বাস থাকে। এমন বিশ্বাস অবশ্যই শির্ক।

তাবীযের নক্সা, কা'বা বা তার দরজার ছবি, মসজিদে নববী বা সবুজ গম্বুজের ছবি, বায়তুল মাক্বদিস বা ক্বুব্বাতুস স্বাখরার ছবি, কোন মাযারের অথবা কবরের ছবি দোকানে টাঙ্গিয়ে রাখলে খদ্দের বেশি হয়, গাড়িতে রাখলে এক্সিডেন্ট হয় না, দেওয়ালে রাখলে বাড়িতে বালা-মুসীবত আসে না, সঙ্গে রাখলে মানুষের ভালবাসা পাওয়া যায়, অমুক জায়গায় মুরগী মানত মানলে মুরগীর রোগ হয় না, ফল মানলে ফলন ভাল হয় ইত্যাদি বিশ্বাস অনুরূপ শির্ক।

অনেক চাষী মুখে মিষ্টি (গুড় বা চিনি) নিয়ে (ঝিঙা, শসা প্রভৃতির) বীজ বপন করে এবং ধারণা করে যে, তাতে ফল তেতো হবে না, বরং মিষ্টি হবে।

তিন দিনের কনে বিদায়ের সময় শ্বশুর বাড়িতে নিজের হাতে মিষ্টি বিতরণ করে এবং ধারণা করে যে, বউ বাড়িতে 'মিষ্টি' হয়ে থাকবে। এমন ধারণা নিশ্চয় শির্ক।

বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য দুআ আছে, নামায আছে। কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ কারো মাথায় পানি ঢাললে বৃষ্টি হয় ধারণা করে। রাগী মানুষের মাথায় পানি বা কাদা দিলে, তার বাড়ির

চুলো ভাঙলে, পুকুরের পাঁক বা কাদা নিয়ে 'খেল' খেললে (মাখামাখি ও ছুড়াছুড়ি করলে) বৃষ্টি হয় মনে করে। আখের বোঝার উপর বসলে পানি হয় বিশ্বাস করে। এমন বিশ্বাস নিশ্চয় শির্ক। পরন্তু অপরকে খামোখা উত্যক্ত করা মহাপাপ। কিন্তু নির্বোধের গোবধে আনন্দ হয় বড়।

অনেকে ধারণা করে, অমুক রাশির ফলে বৃষ্টি হয়। অথচ তারকারাজিকে বৃষ্টি-অনাবৃষ্টি বা পৃথিবীর কোন ঘটনাঘটনের প্রভাবশালী কারণ মনে করা শির্ক।

কোন অলীর ত্যক্ত বস্তুর মাধ্যমে তাবার্রুক (বর্কত) গ্রহণ। জীবিত, প্রকৃত অথবা কল্পিত ওলির এঁটো বা ব্যবহৃত কোন জিনিস ব্যবহার ক'রে বর্কত ও কল্যাণের আশা করা শির্ক।

মসজিদের দেওয়াল, মিম্বর বা ধূলা স্পর্শ করে গায়ে মেখে বর্কত বা আরোগ্যলাভের আশা করা শির্ক।

মসজিদের গেটে পানি হাতে দাঁড়িয়ে থেকে মুসল্লীদের ফুঁক অথবা থুথুর বর্কত নেওয়া ও রোগ মুক্তির আশা রাখা শির্ক। তাছাড়া পানপাত্রে নিজের নিঃশ্বাস ছাড়তে নিষেধ করা হয়েছে হাদীসে, তাহলে অপরের নিঃশ্বাস পানিতে দিয়ে তা পান করা কি বাঞ্ছনীয় হতে পারে? অবশ্য কুরআন পাঠের পর ফুঁক দেওয়া পানিতে কুরআনী বর্কত থাকে। সুতরাং সে কথা স্বতন্ত্র। যেমন যে থুথু ও মাটির সাথে ঝাড়-ফুঁকের দুআ থাকে, সে থুথু ও মাটি ফোঁড়া ইত্যাদির উপরে লাগিয়ে আল্লাহর কাছে আরোগ্য কামনা করা শির্ক নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ এই শ্রেণীর চিকিৎসা করেছেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنهَا : أنَّ النَّبيَّ ﷺ ، كَانَ إِذَا اشْتَكَى الإنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ ، قَالَ النَّبيُّ ﷺ بِأُصْبُعِهِ هكَذا ـ وَوَضَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة الرَّاوِي سَبَّابَتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَها ـ وَقَالَ: ((بِسمِ اللّٰهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا ، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا ، يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا ، بِإِذْنِ رَبِّنَا)). متفقٌ عَلَيْهِ

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, যখন কোন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট নিজের কোন অসুস্থতার অভিযোগ করত অথবা (তার দেহে) কোন ফোঁড়া কিংবা ক্ষত হত, তখন নবী ﷺ নিজ আঙ্গুল নিয়ে এ রকম করতেন। (হাদীসের রাবী) সুফয়ান তাঁর শাহাদত আঙ্গুলটিকে যমীনের উপর রাখার পর উঠালেন। (অর্থাৎ, তিনি এভাবে মাটি লাগাতেন।) অতঃপর দুআটি পড়তেন ঃ 'বিসমিল্লাহি তুরবাতু আরযিনা, বিরীক্বাতি বা'যিনা, য়্যুশফা বিহী সাক্বীমুনা, বিইযনি রাব্বিনা।' অর্থাৎ, আল্লাহর নামের সঙ্গে আমাদের যমীনের মাটি এবং আমাদের কিছু লোকের থুথু মিশ্রিত করে (ফোঁড়াতে) লাগালাম। আমাদের প্রতিপালকের আদেশে এর দ্বারা আমাদের রুগী সুস্থতা লাভ করবে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

হজ্জ-উমরাহ করতে এসে অনেক হাজী শিশুসম নিষ্পাপ হওয়ার পরিবর্তে মুশরিক হয়ে বাড়ি ফেরে। তারা কা'বার রুকনে শামী বা অন্যান্য দেওয়াল, গেলাফ, মাক্বামে ইব্রাহীম স্পর্শ ক'রে তাবার্রুক গ্রহণ করে। কা'বার দরজার বিপরীত দিকে দেওয়ালের এক উঁচু জায়গা 'উরওয়া বুসকা' ধরে তাবার্রুক গ্রহণ করে, বৃষ্টি হলে অতিরিক্ত সওয়াব বা বর্কতের আশায় তওয়াফ করে। মীযাবের পানি গায়ে মেখে বা পান ক'রে তাবার্রুক গ্রহণ করে। ধন-বৃদ্ধির আশায় যমযমের পানিতে টাকা-পয়সা ভিজায়। মক্কা-

মদীনার মাটি বর্কতের আশায় সঙ্গে এনে বাড়িতে রাখে বা কোন বর্কতের আশায় ব্যবহার করে। এ সবই একই পর্যায়ের শির্ক।

অনেক মানুষ ধারণা করে, মক্কা-মদীনার মাটি পবিত্র এবং সুগন্ধময়। কিন্তু এ কথা হয়তো তারা জানে না যে, মল-মূত্র পড়লে সব জায়গারই মাটি অপবিত্র হয় এবং সুগন্ধি মিশিয়ে দিলে যে কোন মাটিই সুগন্ধময় হয়ে ওঠে। তাছাড়া মক্কা-মদীনার মাটির প্রকৃতি সুগন্ধ নয়।

মৃতব্যক্তির পা তলে দাঁড়াতে নেই মনে করা অথবা দাঁড়াতে ভয় করা। মৃতব্যক্তির তাহারতের (পবিত্রতার) জন্য ব্যবহৃত খিরকা (বস্ত্রখন্ড) ইত্যাদি দূরে ফেলতে গিয়ে (কোন বিপদের আশঙ্কায়) সঙ্গে লোহা রাখা। লোয়ানো পানি ডিঙ্গালে কোন ক্ষতির আশঙ্কা করা। বর্কতের আশায় বা আযাব মাফ হওয়ার আশায় কোন পীর বা অলীর সুপারিশ নামা (!) বা শাজারানামা অথবা তাঁর অন্য কিছু কাফনের ভিতরে রাখা। কোন অলীর কবরের পাশে কবর দেওয়ার জন্য দূর থেকে লাশ বহন করা। মসজিদের ভিতরে বা পাশে কবর দেওয়া। এমন সকল ধারণা শির্ক। কেবল ধারণাবশে কৃত আচারে কবরের আযাব মাফ হবার নয়।

মুর্দার গোসলে ব্যবহৃত সাবান, দাফন কাজে ব্যবহৃত অতিরিক্ত বাঁশ ও দাফনে ব্যবহৃত অতিরিক্ত কাপড় ব্যবহার করলে অমঙ্গল হয় মনে করা অথবা ব্যবহার করতে ভয় করা।

কোন কল্যাণের আশায় জানাযার খাটকে ফুল ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত করা। সৌন্দর্যখচিত বা কালেমা অথবা আয়াত লিখিত মখমলের চাদর দ্বারা লাশ ঢাকা। লাশের উপর বা কবরের উপর ফুল দেওয়া। পুষ্পমাল্য দ্বারা শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া। জানাযার সাথে পতাকা বহন করা। কোন খাদ্যদ্রব্য বা পয়সা ছিটানো। জানাযা সহ কোন অলীর কবর তওয়াফ করা। লাশের বুকে মাটি রাখা। কবরের চার কোণে ও মাঝে খেজুর ডাল গাড়া। (অবশ্য পশুর নষ্ট করা থেকে বাঁচাতে কাঁটা ইত্যাদি রাখা দূষণীয় নয়।) কবরের পাশেই মাটির পাত্র (ব্যবহার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও) ছেড়ে আসা। বিশ্বাস রাখা যে, কবরের মাটি বাড়লে হালে আবার কেউ মরবে! এগুলিও অমূলক শির্কী বিশ্বাস।

অমাবস্যার রাতে মরা খারাপ বা অশুভ মনে করা। দাফন করা থেকে ফিরে এসে হাত-মুখ না ধুয়ে বাড়ি প্রবেশ করলে বা কাউকে স্পর্শ করলে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা করা। কোন অমঙ্গলের আশঙ্কায় মুর্দার দম যাওয়ার স্থানে কয়েক দিন ধরে লাতা দেওয়া, বাতি ও ধূপ জ্বালিয়ে রাখা।

কোন অমঙ্গলের আশঙ্কায় মৃতের ব্যবহৃত পোশাকাদি সদকাহ করা শির্ক। কিন্তু অলংকার বা ঘড়ি ইত্যাদি দামী জিনিস সদকাহ করে না স্বার্থপর চালাক বিশ্বাসী। তখন অমঙ্গলের বিশ্বাস থাকে না মনে। আঁতে ঘা পড়লে, ভূতের ভয় থাকে না কারো।

কবরস্থানের গাছ-পালাকে পবিত্র মানা এবং তা কাটলে কোন ক্ষতি হয় মনে করা বা কাটতে ভয় করা শির্ক। কোন মঙ্গলের আশায় কবরে বাতি জ্বালানো শির্ক; যে বাতি দ্বারা মৃত অথবা জীবিত কেউই উপকৃত হয় না।

বর কর্তৃক কনেকে পয়গামের অঙ্গুরী পরানো এবং ভবিষ্যতে তা তাদের দাম্পত্য-সুখের কারণ ভাবা ও খুলে ফেললে অমঙ্গলের আশঙ্কা করা, কোন নির্দিষ্ট দিনে বা মাসে বিয়ে শুভ বা অশুভ মনে করা। বিয়ের কথা (সম্বন্ধ) চলাকালীন কনে ডিম ভাঙ্গলে বিয়ে ভেঙ্গে যাবে ভাবা। কোন মঙ্গলের আশায় বর-কনের গায়ে হলুদ দেওয়া। (অবশ্য এই

সময়ে দেহের রঙ উজ্জ্বল করার উদ্দেশ্যে গায়ে হলুদ মাখলে ভিন্ন কথা।) হাতে সুতো বাঁধা। সাথে যাঁতি, কাজললতা বা কোন লোহা রাখা। কনের মাথায় শিবতেল ঢালা। ঢিকি মঙ্গলা। আলমতলায় লাতা ও সিন্দুর দেওয়া। ছেলে বিয়ে করতে যাবার সময় গাড়িতে চড়লে পর্দা ক'রে ছেলের পায়ে মায়ের তেল দিয়ে জিজ্ঞাসা করা, 'বাবা! কোথায় চললে?' ছেলে বলে, 'মা! তোমার জন্য দাসী আনতে চললাম।' (এটি খুবই ধ্রুব সত্য কথা। ঘরে ঘরে বধূ-নির্যাতনই এর সাক্ষি।) অনুরূপ বিদায়ের সময় মুখে দুধ ভাত দেওয়া। বিজোড় টাকার দেনমোহর বাঁধা। দেনমোহরের কিছু টাকা বাকি রাখতে হয়, (আর পণের টাকা কড়ায় কড়ায় আদায় ক'রে দিতে হয়) মনে করা। দেনমোহরের গয়না ও কাপড়াদি কাঁসের থালায় আনা। বিয়ে পড়ানোর সময় ঐ থালায় দেন মোহরের জেওরাদির সাথে পান-সুপারি রাখা। এই অনুষ্ঠানে কনেকে উল্টো করে সায়া-ব্লাউজ পরানো। বরকে অর্ধ গ্লাস শরবত ও অর্ধ পান খেতে দেওয়া এবং অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট অর্ধ শরবত ও পান কনেকে খেতে দেওয়া। বিয়ে বিদায় না হওয়া পর্যন্ত ঝাঁড়ু না দেওয়া। বধূ বরণের সময় তেল-ফুল বা মিষ্টি ব্যবহার। নববধূকে প্রথম দিনেই শ্বশুর বাড়িতে খেতে নেই মনে করা। বাসর ঘরে একই প্লেটে স্বামী-স্ত্রী ভাত খেতে স্ত্রীর প্লেট ধরে থাকা। বধূর বিদায়কালে বড়দের পা ছুঁয়ে সালাম এবং মিষ্টান্ন বিতরণ। দুধ ইত্যাদি দিয়ে বাসর ঠান্ডা। এ সবই কোন মঙ্গলের আশায় অথবা অমঙ্গলের আশঙ্কায় করা বিদআতী শির্ক।

গর্ভিণীকে সাত-ভাত ও পাঁচভাজা খাওয়ানো। ভ্রূণ নষ্ট হওয়ার ভয়ে বিভিন্ন তাবীয-নোয়া বাঁধা। কোন শরয়ী বা বৈজ্ঞানিক হেতু বিনা অন্য কোন হেতু বা কারণে সন্তান অন্ধ বা বিকলাঙ্গ হবে ভাবা। প্রসব হতে কষ্ট হলে প্রসূতির জাঙ্গে তাবীয বাঁধা। প্রসব হওয়ার সময় প্রসূতিগৃহে ছেঁড়া জাল, মুড়ো ঝাঁটা, লোহা ইত্যাদি রাখা। নবজাত শিশুকে চল্লিশ দিন অতিবাহিত না হওয়ার পূর্বে ঘর হতে বের করলে ক্ষতি হয় মনে করা। নজর লাগার ভয়ে বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে শিশুর আঙ্গুল কামড়ানো। শিশুর কপালের পাশে বা গালে কালির ফোঁটা দেওয়া ইত্যাদি শির্ক।

তবে হ্যাঁ, বদ-নজর লাগা সত্য। প্রত্যেক সুন্দরের প্রতি নজরের আকর্ষণ আছে। সুতরাং সেই আকর্ষণ যাতে সৃষ্টি না হয়, তার জন্য চেহারার সৌন্দর্য বিকৃত করার উদ্দেশ্যে কালো শ্রীহীন ফোঁটা দিলে দোষের হবে না। বরং তাতে বদ-নজর আকৃষ্টই হবে না। এ ব্যাপারে উষমান ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একজন সুন্দর শিশুর ব্যাপারে বলেছেন, যাকে বদ-নজর লাগত,

دَسِّمُوا نُونَتَه ، لئَلا تُصيبه العَيْن.

অর্থাৎ, ওর থুতনিতে (বা চিবুকে) কালি লাগিয়ে দাও, যাতে বদ-নজর না লাগে। *(শারহুস সুন্নাহ, বাগাবী, যাদুল মাআদ ৪/১৫৯)*

অনেক মা ধারণা করে, কুলোতে বসে বাচ্চা ছিঁকলে তার অসুখ ছাড়ে না। এমন ধারণা শির্ক।

ঘর বন্ধ করা। ঘর থেকে জ্বিন বা বালা-মুসীবত দূর করার জন্য তার চার কোণে মাটির ভাঁড়, লোহা ইত্যাদি পোঁতা, বাঁশের ডগায় আয়না বাঁধা ইত্যাদি শির্ক।

বদ-নজর দূর করতে তাবীয, নোয়া, সুতো, ছেঁড়া জাল বা জুতো, মুড়ো ঝাঁটা, ভাঙ্গা হাঁড়ি প্রভৃতি ব্যবহার। গাছে ভাঙ্গা হাঁড়ি ও গাড়িতে ছেঁড়া জুতো বাঁধা। ফসল-ক্ষেতে

মানুষের আকারে কোন মূর্তি গাড়া।[৮] তাবীয-গন্ডা, লোহা ও তামার তার, শঙ্খ ও জীবশাঁখ প্রভৃতি আরোগ্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা। কোন পাখীর হাড়, পালক, কোন পশুর লোম প্রভৃতির তাবীয বাঁধা।

খাওয়ার সময় কেউ তাকিয়ে দেখলে পেটে যন্ত্রণা বা নজর লাগার ভয়ে কিছু খাবার মাটিতে ফেলা।

নতুন গরু মহিষ ক্রয় করলে তার পা ধুয়ে তেল (!) দেওয়া। গরুর পায়ে ঝাঁটা ঠেকাতে নেই মনে করা। গরু মারা গেলে তার মুখে দূর্বাঘাস রাখা। গাভিন গায়ের গলায় আমড়ার আঁটি, চাবিকাঠি, কড়ি, চামড়া ইত্যাদি বাঁধা। সদ্যোজাত বাছুরের গলায় লাতাকানি বাঁধা, গরু পরবের (?) দিন গরু-ছাগলের গায়ে রঙিন ছাপ দেওয়া।

কোন অমঙ্গলের আশঙ্কায় পিঁয়াজ-রসুনের ছাল না পোড়ানো। ধানের রাস ও পাটার উপর খড়ের আঁটি রাখা। গোলার নীচে ঘুঁটে রাখা। মাপার শেষে কিছু চাল ফিরিয়ে নিয়ে বর্কতের আশা। কসাইদের গোশ্তে গোশ্ত্ মেরে বর্কতের আশা। ধান-চাল পাছুড়তে কুলো খালি না করা। ঘরের মুদুনী তুলতে সিন্দুর ব্যবহার। ছেলে ঘুমাবার সময় কাউকে কোদাল দিলে তাতে পানি দিয়ে দেওয়া। ছেলে কোলে থাকলে কোদাল কুড়ুল হাতে বহন না করা।

মাথায়-মাথায় ঠুকাঠুকি হলে শিং গজায় ধারণা করা, এক চোখ দেখালে ঝগড়া হয়, বাম চোখ লাফালে লাভ ও ডান চোখ লাফালে নোকসান হয় ধারণা করা। ইত্যাদি এক একটি শির্কী অমূলক বিশ্বাস।

অমুক স্থানে প্রেমিক-প্রেমিকার নাম লিখলে, অমুক স্থানে ফুল খেলে অথবা কচ্ছপে রুটি খেলে প্রেম পাকা হয়, অমুক জায়গায় গোসল করলে অমুক রোগ ভাল হয়, অমুক জায়গায় কুমিরে মানত-করা মোরগ খেলে সন্তানহীনের সন্তান হয় ইত্যাদি বিশ্বাস করা শির্ক।

ঘর হতে কেউ বের হওয়ার পর ঝাড়ু না দেওয়া। তাতে অকল্যাণ হবে ধারণা করা শির্ক।

মাঝে-মধ্যে মদীনার হুজরার খাদেম আহমাদের (মিথ্যা) স্বপ্ন লিখে প্রচার করা হয়। তাতে কিছু পাপের শাস্তি উল্লেখ ক'রে বলা হয়, যে তা ছেপে প্রচার করবে, তার লাভ ও উন্নতি হবে। আর যে তা অবজ্ঞা করবে বা ছিঁড়ে ফেলবে, তার ছেলে বা বউ মারা যাবে। এ কথা বিশ্বাস করা শির্ক।

এইভাবে যে জিনিসে আসলেই কোন প্রভাব নেই, সেই জিনিসে তা অন্ধভাবে বিশ্বাস ক'রে নেওয়ায় শির্ক হয়।

বলাই বাহুল্য যে, সমীক্ষা করলে দেখা যাবে, অমুসলিম তো দূর কী বাত, মুসলিমদের মাঝে মহান আল্লাহর এই বাণী কত সত্য!

{وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ} (١٠٦) سورة يوسف

অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করে; কিন্তু (মুশরিক হয়ে) তাঁর অংশী স্থাপন করে। *(ইউসুফঃ ১০৬)*

---

*([৮]) প্রকাশ যে মূর্তি গাড়া হারাম। তা যদি ক্ষেতে পাখী বিতাড়নের উদ্দেশ্যে হয় এবং প্রকৃতপক্ষে তা ফলপ্রসূ ও জরুরী হয় তবে মস্তক না গড়া উচিত।*

## বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণে গায়রুল্লাহর হাত

এ বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হয় মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কর্তৃকই। তাঁর এ কাজে কেউ শরীক নেই। তাঁর আদেশে নির্দিষ্ট ফিরিশ্তাগণ বিভিন্ন তত্ত্বাবধান ক'রে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ} (٢)

অর্থাৎ, আল্লাহই স্তম্ভ ছাড়া আকাশমন্ডলীকে ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছেন; তোমরা তা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে বশীভূত করেছেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্ট মিয়াদে আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার। *(রা'দঃ ২)*

এ কথা সে যুগের মুশরিকরাও বিশ্বাস করত। মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ} (٣١)

অর্থাৎ, তুমি বল, 'তোমাদেরকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী হতে রুযী দান করে কে? অথবা কর্ণ ও চক্ষুসমূহের মালিক কে? আর মৃত হতে জীবন্ত এবং জীবন্ত হতে মৃত বের করে কে? আর সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে কে?' তারা বলবে, 'আল্লাহ।' অতএব তুমি বল, 'তাহলে কেন তোমরা সাবধান হও না?' *(ইউনুসঃ ৩১)*

মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিও তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। তিনি বলেছেন,

{إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا} (٤١) سورة فاطر

অর্থাৎ, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে (ধরে) স্থির রাখেন, যাতে ওরা কক্ষচ্যুত না হয়। ওরা কক্ষচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কেউ ওগুলিকে (ধরে) স্থির রাখতে পারে না। তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। *(ফাত্বিরঃ ৪১)*

তাঁর হাতেই ঋতুর পরিবর্তন, দিবারাত্রির আবর্তন। তিনি বলেন,

{قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاء أَفَلَا تَسْمَعُونَ (٧١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ} (٧٢) سورة القصص

অর্থাৎ, বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ যদি রাত্রির অন্ধকারকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তাহলে আল্লাহ ছাড়া এমন কোন উপাস্য আছে কি, যে

তোমাদের দিবালোক দান করতে পারে? তবুও কি তোমরা কর্ণপাত করবে না?’ বল, ‘তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ যদি দিনকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তাহলে আল্লাহ ছাড়া এমন উপাস্য আছে কি, যে তোমাদের জন্য রাত্রির আবির্ভাব ঘটাবে; যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার। তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না?’ *(ক্বাস্বাস্ব ঃ ৭১-৭২)*

কিন্তু বর্তমান যুগের বহু মুশরিকের বিশ্বাস যে, বিশ্ব-পরিচালনার কোন কোন কর্মে কোন কোন (গওস, কুতুব, আব্দাল) বুযুর্গের হাত আছে। অনেকে অমুসলিমদের অনুকরণে কাউকে পানির দায়িত্বশীল পীর, কাউকে ঘুমের দায়িত্বশীল দেবী (ষাট), কাউকে বসন্ত রোগের দেবী মেনে তাদের প্রতি ভক্তি ও ভয় প্রকাশ করে!

অনেকে বুঝে-না বুঝে প্রাকৃতিক অবস্থাবিশেষকে গালি দেয়। অথচ সেই গালিতে থাকে শির্ক ও কুফরী। মহানবী ﷺ বলেন,

((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ)).

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আদম সন্তান যুগকে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়, অথচ আমিই যুগ (এর বিবর্তনকারী), আমার হাতেই দিবা-রাত্রি। আমিই তা আবর্তন ক’রে থাকি।” *(বুখারী ৪৮২৬, মুসলিম ৬০০০নং)*

((الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا وَسَلُوا اللَّهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا)).

অর্থাৎ, তোমরা বায়ুকে গালি দিয়ো না। যেহেতু তা আল্লাহ তাআলার আশিস; যা রহমত আনে এবং আযাবও। বরং তোমরা আল্লাহর নিকট ওর মঙ্গল প্রার্থনা কর এবং ওর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, সঃ জামে’ ৭৩১৬নং)*

এই জন্য মুসলিম যুগ, জামানা কিংবা প্রাকৃতিক কোন অবস্থাকে গালি দেয় না। কোন বিপদ ও বিপর্যয়ে যুগ, কাল, মেঘ, বৃষ্টি, ঝড় বা তুফানকে দোষারোপ করে না। কারণ, আল্লাহই বিশ্বের নিয়ন্তা, যুগের মালিক, যুগের বিবর্তন তিনিই ঘটান। প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ামক তিনিই। অতএব যুগ বা প্রকৃতিকে গালি দিলে,

(ক) তাকে গালি দেওয়া হয়, যে গালি খাওয়ার উপযুক্ত নয়। কারণ, যুগ বা প্রকৃতি তো আল্লাহর সৃষ্টি, তার কোন অপরাধ নেই। বরং সে তেমন চলে, যেমন তিনি চালান। তার কোন এখতিয়ারই নেই।

(খ) শির্ক করা হয়। কারণ, প্রকৃতিকে গাল-মন্দকারী তখনই গাল-মন্দ করে, যখন সে ধারণা করে যে, ইষ্ট-অনিষ্টের পিছনে প্রকৃতির হাত আছে। অথচ প্রকৃতি বা যুগের নিজস্ব কোন এখতিয়ার নেই।

(গ) সেই গালি পরোক্ষভাবে যুগ বা প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা, নিয়ন্তা, মালিক ও প্রতিপালককে লাগে। কারণ, তিনিই যুগ ও প্রকৃতি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ক’রে থাকেন। তাই যুগ বা প্রকৃতিকে গালি দিলে আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া হয়।

অবশ্য যুগ বলতে যদি কেউ যুগের মানুষকে বুঝায় এবং তার পরিস্থিতি বর্ণনা করে, যেমন বলে ‘যামানা বড় খারাপ, যুগ বড় ঘুষখোর।’ প্রকৃতি সম্বন্ধে পরিস্থিতি বর্ণনায় যেমন, ‘দুনিয়া বড় স্বার্থপর, সর্বগ্রাসী বা সর্বনাশী (গালির অর্থে নয়) বন্যা বা ঝড়, বিশ্রী

গরম' ইত্যাদি বলে, তাহলে তা দোষাবহ নয়।

মুমিন জানে যে, যে বিপদ আসে, তা তার কোন গোনাহের কারণে আসে। তাই সে যুগ বা প্রকৃতিকে গালি না দিয়ে নিজের আত্মাকে ভর্ৎসিত করে এবং তওবা করে। আর মুশরিক, কাফের, ফাসেক বা জাহেল করে এর বিপরীত।

□

## শয়তানের পূজা

অনেকে জানতে-অজান্তে শয়তানের পূজা ক'রে থাকে। আর তাতে সে বড় শির্ক করে। আসলে শয়তানের পূজা তখন হয়, যখন আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয়।

কেউ কোনদিন সরাসরি শয়তানের পূজা করে না। কিন্তু যখনই সে কোন গায়রুল্লাহর পূজা করে, তখনই শয়তানের পূজা হয়। যেহেতু শয়তানই মানুষকে পাপাচরণে উদ্বুদ্ধ করে এবং গায়রুল্লাহর পূজার জন্য আহবান করে। তাছাড়া আল্লাহর অবাধ্য হয়ে যারই বাধ্য হওয়া যায়, আসলে তারই পূজা করা হয়।

এই জন্যই মহান আল্লাহ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন এবং তার ইবাদত বা পূজা বর্জন করতে বলেছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (٦٠) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ} (٦١) سورة يس

অর্থাৎ, হে আদম সন্তান-সন্ততিগণ! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু এবং আমারই দাসত্ব কর। এটিই সরল পথ। *(ইয়াসীন ঃ ৬০-৬১)*

মূর্তিপূজার মাধ্যমে শয়তানের পূজা হয় বলেই ইব্রাহীম ﷺ নিজ পিতাকে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন,

{يَا أَبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا} (٤٤) سورة مريم

অর্থাৎ, হে আমার পিতা! শয়তানের উপাসনা করো না; নিশ্চয় শয়তান পরম দয়াময়ের অবাধ্য। *(মারয়্যাম ঃ ৪৪)*

পাপাচরণে শয়তানের অনুসরণ করলেও শয়তানের পূজা বা দাসত্ব হয়, সে কথা আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} (١٢١) سورة الأنعام

অর্থাৎ, যার যবেহকালে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তা তোমরা ভক্ষণ করো না। কেননা, তা পাপ। আর নিশ্চয় শয়তান তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়। যদি তোমরা তাদের কথামতো চল, তাহলে অবশ্যই তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে। *(আন্আম ঃ ১২১)*

অবশ্য তার অনুগত দাসদের উপরই তার আধিপত্য থাকে, যারা তাকে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে শরীক করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ } (١٠٠) سورة النحل

অর্থাৎ, তার আধিপত্য শুধু তাদেরই উপর, যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহর অংশী করে। *(নাহলঃ ১০০)*

আর এই ভাবেই সকল গায়রুল্লাহর পূজারী আসলেই শয়তানের পূজারী। এমনকি যারা (দেবদূত) ফিরিশ্তার পূজা করত, তারাও আসলে জ্বিন-শয়তানদেরই পূজা করত। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (٤٠) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ} (٤١) سبأ

অর্থাৎ, যেদিন তিনি এদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং ফিরিশ্তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'এরা কি তোমাদেরই পূজা করত?' ফিরিশ্তারা বলবে, 'তুমি পবিত্র মহান! আমাদের সম্পর্ক তোমারই সাথে; ওদের সাথে নয়। বরং ওরা তো পূজা করত জ্বিনদের এবং ওদের অধিকাংশই ছিল তাদেরই প্রতি বিশ্বাসী। *(সাবা' ঃ ৪০-৪১)*

## অন্ধানুকরণে শির্ক

মুসলিম সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে। সর্দার নির্বাচিত করে ও তার আনুগত্য করে। কিন্তু সর্ব বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ ও তদীয় রসূল ﷺ-এর (কিতাব ও সহীহ সুন্নাহর) অনুকরণ করে। অজানা বিষয়ে সলফে-সালেহীনদের (সাহাবা ও তাবেয়ীন), মুহাদ্দিসীন, আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীন ও উলামাদের অনুকরণ করে। কিন্তু কারো অন্ধানুকরণ করে না। কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশের উপর কারো নির্দেশ ও রায়কে অনুকরণীয় বলে মনে করে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (٥٩) النساء

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (ও উলামা)দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। *(নিসা ঃ ৫৯)*

সুতরাং যা আল্লাহ ও রসূল হারাম করেছেন, কারো রায় মতে তা হালাল মনে করে না এবং যা হালাল করেছেন, কারো কথা মোতাবেক তা হারাম ভাবে না। কারণ, এরূপ অনুকরণ শির্কের পর্যায়ভুক্ত।

মহান আল্লাহ খ্রিস্টানদের সম্বন্ধে বলেছেন, □

{اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} (٣١) سورة التوبة

অর্থাৎ, তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পন্ডিত-পুরোহিতদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারয়্যামের পুত্র মসীহকেও। অথচ তাদেরকে শুধু এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র একক উপাস্যের উপাসনা করবে, যিনি ব্যতীত (সত্য) উপাস্য আর কেউই নেই, তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র। *(তাওবাহঃ ৩১)*

অর্থাৎ, তারা পন্ডিত-পুরোহিতদের পূজা করত না। কিন্তু যখন তারা তাদের জন্য কোন জিনিসকে হালাল করত, তখন তারা তা হালাল গণ্য করত এবং যখন তারা তাদের জন্য কোন জিনিসকে হারাম করত, তখন তারা তা হারাম গণ্য করত। অথচ হারাম-হালাল বিধান দেওয়ার অধিকারী একমাত্র মহান আল্লাহ।

আদী বিন হাতেম ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-এর মুখে উক্ত আয়াত শুনে আরজ করলাম যে, ইয়াহুদী-নাসারারা তো নিজেদের আলেমদের কখনো ইবাদত করেনি, তাহলে এটা কেন বলা হয়েছে যে, তারা তাদেরকে 'রব' বানিয়ে নিয়েছে? তিনি বললেন, "এ কথা ঠিক যে, তারা তাদের ইবাদত করেনি। কিন্তু এটা তো সঠিক যে, তাদের আলেমরা যা হালাল করেছে, তাকে তারা হালাল এবং যা হারাম করেছে ,তাকে তারা হারাম বলে মেনে নিয়েছে। আর এটাই হল তাদের ইবাদত করা।" *(সহীহ তিরমিযী আলবানী ২৪৭১নং)*

অনুরূপভাবে বাপ-দাদার পরম্পরাগত কোন প্রথা, আচার বা রীতি-রেওয়াজ---যা ইসলামী শরীয়তের পরীপন্থী হয়---তার অনুকরণ করাও শির্কের শ্রেণীভুক্ত।

কোন ইমাম, বুযুর্গ বা হুজুরের তরীকায় মুক্তির পথ নেই। মুক্তির উপায় আছে একমাত্র তরীকায়ে মুহাম্মাদীতে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, আল্লাহর বিধান ছেড়ে অন্য বিধানের অনুসরণ করলে, অন্যের 'রায়'কে প্রাধান্য দিলে শির্ক হয়। আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} (١٢١) سورة الأنعام

অর্থাৎ, যার যবেহকালে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তা তোমরা ভক্ষণ করো না। কেননা, তা পাপ। আর নিশ্চয় শয়তান তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়। যদি তোমরা তাদের কথামতো চল, তাহলে অবশ্যই তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে। *(আনআমঃ ১২১)*

তাই আল্লাহর আদেশ হল,

{اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ} (٣)

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাক। *(আ'রাফঃ ৩)*

আরও এক শ্রেণীর 'দাদুপন্থী' মানুষ আছে, যারা বাপ-দাদার পদাঙ্কানুসরণ করে, যদিও তা আল্লাহর বিধান-বিরোধী। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ} (١٧٠) سورة البقرة

অর্থাৎ, আর যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার তোমরা অনুসরণ কর।' তারা বলে, '(না-না) বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে (মতামত ও ধর্মাদর্শে) পেয়েছি, তার অনুসরণ করব।' যদিও তাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎ পথেও ছিল না। *(বাক্বারাহ ঃ ১৭০)*

আরও এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা পরিবেশের মানুষের অন্ধানুকরণ করে। তাই তারা বলে, 'আজকাল আর কেউ মেনে চলে না। কে আর মানছে?' ইত্যাদি। তার মানে, 'লোকে যেহেতু মানে না, তাই আমিও মানি না।' বিপরীত ফলস্বরূপ 'লোকে যেটা মেনে চলে, সেটাই আমার বিশ্বাস, সেটাই আমার দ্বীন!'

অথচ মহান আল্লাহ বলেন,

{فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (٤٤) سورة المائدة

অর্থাৎ, সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াত নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করো না। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই অবিশ্বাসী (কাফের)। *(মায়িদাহ ঃ ৪৪)*

{يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا} (١٠٨) سورة النساء

অর্থাৎ, এরা মানুষকে লজ্জা করে (মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করে), কিন্তু আল্লাহকে লজ্জা করে না (তাঁর দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে পারে না) অথচ তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন, যখন রাত্রে তারা তাঁর (আল্লাহর) অপছন্দনীয় কথা নিয়ে পরামর্শ করে। আর তারা যা করে, তা সর্বতোভাবে আল্লাহর জ্ঞানায়ত্ত। *(নিসা ঃ ১০৮)*

এই শ্রেণীর লোকেদেরকে যখন কবরে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তোমার দ্বীন কী' ইত্যাদি, তখন তারা বলবে, 'দুনিয়ায় লোকদেরকে যা বলতে শুনেছি, তাই বলেছি, এখন আমি জানি না।' *(সিঃ সহীহাহ ১৩৯১নং)*

আরও এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা নিজেদের খেয়াল-খুশী ও প্রবৃত্তিকে 'মাবূদ' বা উপাস্য বানিয়ে নেয়। ফলে তাদের মন যা বলে, তারা তাই করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا} (٤٣) سورة الفرقان

অর্থাৎ, তুমি কি দেখ না তাকে, যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে। *(ফুরক্বান ঃ ৪৩)*

{أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} (٢٣) سورة الجاثية

অর্থাৎ, তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজের উপাস্য ক'রে নিয়েছে? আল্লাহ জেনেশুনেই ওকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং ওর কর্ণ ও হৃদয় মোহর ক'রে দিয়েছেন এবং ওর চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহ মানুষকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? *(জাষিয়াহঃ ২৩)*

{فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (٥٠) سورة القصص

অর্থাৎ, অতঃপর ওরা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য ক'রে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না। *(ক্বাস্বাস্বঃ ৫০)*

এ হল প্রবৃত্তিপূজা বা মনের ইবাদত। আল্লাহ জীবন দান করেছেন, প্রবৃত্তি এবং মনও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এই প্রবৃত্তি ও মন যদি তার খালিক ও মালিকের অনুগত না হয়, অন্য কথায় মানুষ যদি তার প্রবৃত্তি ও মনের বশবর্তী হয়, আল্লাহর অনুশাসনের বেড়া ডিঙ্গিয়ে যদি সে মন ও প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দেয় এবং মন যেমন বলে তেমনি চলে, অথচ চলা উচিত ছিল, যেমন তার সৃষ্টিকর্তা বলেন। মন যা হালাল ও বৈধ ভাবে, তাই খায় ও করে এবং যা হারাম ও অবৈধ (অরুচিকর) ভাবে, তা খায় না বা করে না। তাহলে ঐ মন ও প্রবৃত্তিকে আল্লাহর আসনে বসানো হয় এবং নিজ কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা হয়।

সুতরাং মন-পূজারীরা যে এক এক শ্রেণীর মুশরিক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

## বিচার ও রাষ্ট্র-পরিচালনায় শির্ক

বৈয়াক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিধানদাতা একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। তাঁর বিধানে অন্য কেউ শরীক নেই। তাঁর বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান শ্রেষ্ঠ নয়, অন্য কোন বিধানে সুখ নেই, শান্তি নেই, নিরাপত্তা নেই। বিশ্বশান্তি আছে একমাত্র বিশ্বশান্তি-দূতের বিধানেই। সমগ্র মানব-জাতির জন্য শান্তির পথ হল শেষনবীর পথ। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ } (١٠٧) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু করুণা রূপেই প্রেরণ করেছি। *(আম্বিয়াঃ ১০৭)*

যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই বিধান দেওয়ার অধিকারী, তাঁর বিধানই নির্ভুল। মানুষের মন-গড়া বিধান নির্ভুল হতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (٥٤) سورة الأعراف

অর্থাৎ, জেনে রাখ, সৃষ্টি করা এবং নির্দেশদান তাঁরই কাজ। তিনি মহিমময় বিশ্ব প্রতিপালক। *(আ'রাফঃ ৫৪)*

সৃষ্টির শাসনে কেবল তাঁরই হুকুম চলবে, তাঁরই আইন মানুষ মানতে বাধ্য। বিশুদ্ধভাবে সকল ইবাদত তাঁরই জন্য, বিধানও তাঁরই পক্ষ থেকে।

{إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ}

অর্থাৎ, বিধান দেওয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া আর কারোই উপাসনা করবে না। এটাই সরল-সঠিক দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়। *(ইউসুফঃ ৪০)*

এই কথা ইয়াকূব ﷺ বলেছিলেন,

{إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ} (٦٧) سورة يوسف

অর্থাৎ, বিধান আল্লাহরই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করলাম এবং যারা নির্ভর করতে চায় তারা আল্লাহরই উপর নির্ভর করুক।' *(ইউসুফঃ ৬৭)*

সর্বশেষ নবীও সেই কথা বলেছেন,

{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}

অর্থাৎ, তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন---ওর মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট। বল, 'তিনিই আল্লাহ---আমার প্রতিপালক; আমি ভরসা রাখি তাঁরই ওপর এবং আমি তাঁরই অভিমুখী।' *(শূরাঃ ১০)*

আল্লাহর হুকুম মানতে হবে এবং তাঁর হুকুমের উপর অন্য কারো হুকুমকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (ও উলামা)দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। *(নিসাঃ ৫৯)*

অন্যের ফতোয়া, ফায়সালা, বিচার, হুকুম বা বিধানকে প্রাধান্য দিলে শির্ক হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} (٣١) سورة التوبة

অর্থাৎ, তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পন্ডিত-পুরোহিতদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মারয়্যামের পুত্র মসীহকেও। অথচ তাদেরকে শুধু এই আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র একক উপাস্যের উপাসনা করবে, যিনি ব্যতীত (সত্য) উপাস্য আর কেউই নেই, তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র। *(তাওবাহঃ ৩১)*

আদী বিন হাতেম ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসে জানা গেছে যে, আলেম-উলামা বা পাদ্রী-

পুরোহিতদের তৈরি করা বিধান মেনে নিলে শির্ক হয়। অনুরূপ ক্ষমতাসীন দলের রচিত বিধান মেনে নিলেও শির্ক হয়।

দ্বীন-বিষয়ে কিছু রচনা করা শির্কের পর্যায়ভুক্ত। যেহেতু সে বিধান দেওয়ার অধিকার কেবল আল্লাহরই।

{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٢١) سورة الشورى

অর্থাৎ, এদের কি এমন কতকগুলি অংশী (উপাস্য) আছে, যারা এদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন ধর্মের, যার অনুমতি আল্লাহ এদেরকে দেননি? চূড়ান্ত ঘোষণা না থাকলে এদের বিষয়ে তো ফায়সালা হয়েই যেত। নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারীদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে। *(শূরা ঃ ২১)*

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিধান অপেক্ষা আর কার বিধান সৃষ্টির জন্য উত্তম ও মঙ্গলময় হতে পারে? তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারকর্তা, ফায়সালাদাতা।

{إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ} (٥٧) سورة الأنعام

অর্থাৎ, কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই; তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী।' *(আনআম ঃ ৫৭)*

{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (٥٠) سورة المائدة

অর্থাৎ, তবে কি তারা প্রাগ-ইসলামী (জাহেলী) যুগের বিচার-ব্যবস্থা পেতে চায়? খাঁটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর? *(মায়িদাহ ঃ ৫০)*

আল্লাহ-বিরোধী বহু আইন রয়েছে দুনিয়াতে। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সেই সব আইন মেনে চলেছে বহু স্বার্থপর মানুষ। আল্লাহর আইন অমান্য করতে প্ররোচনা দিচ্ছে দানব ও মানব শয়তানের দল। আর অধিকাংশ মানুষই শয়তানের শিষ্য। আর তাদের কথা মেনে চললে শির্ক হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}

অর্থাৎ, নিশ্চয় শয়তান তার বন্ধুদেরকে তোমাদের সাথে বিবাদ করতে প্ররোচনা দেয়। যদি তোমরা তাদের কথামত চল, তাহলে অবশ্যই তোমরা অংশীবাদী হয়ে যাবে। *(আনআম ঃ ১২১)*

গায়রুল্লাহ রচিত বিধানের অনুসরণ করলে মুসলিম মুশরিকে পরিণত হয়। কিন্তু শয়তান তাকে অনুপ্রাণিত ক'রে তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী বানায়।

মহান আল্লাহ বলেন,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا}

অর্থাৎ, তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা ধারণা (ও দাবী) করে যে, তোমার প্রতি যা

অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে তারা বিশ্বাস করে? অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়; যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। *(নিসাঃ ৬০)*

অথচ তাগূতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত কেউ 'মু'মিন' হতে পারে না। তাগূতের অনুসরণ বর্জন না করলে কারো ঈমান মজবুত হতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (٢٥٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, সুতরাং যে তাগূতকে (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য বাতিল উপাস্যসমূহকে) অস্বীকার করবে ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করবে, নিশ্চয় সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙ্গার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। *(বাক্বারাহঃ ২৫৬)*

নির্দ্বিধায় শরয়ী বিচার না মানা পর্যন্ত কেউ 'মুসলিম' হতে পারে না। মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে বলেন,

{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} (٦٥) سورة النساء

অর্থাৎ, কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাসী (মু'মিন) হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়। *(নিসাঃ ৬৫)*

শরয়ী বিচার-ফায়সালা মান্য করার ব্যাপারে মু'মিনদের কোন অন্য এখতিয়ার থাকতে পারে না। যেহেতু আল্লাহ বলেন,

{إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٥١) سورة النور

অর্থাৎ, যখন বিশ্বাসীদেরকে তাদের মধ্যে মীমাংসা ক'রে দেওয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা তো কেবল এ কথাই বলে, 'আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।' আর ওরাই হল সফলকাম। *(নূর ঃ ৫১)*

অবশ্য মুনাফিকরা শরয়ী আইন মানতে চায় না, বরং অপরে যাতে না মানে, সেইরূপ বাধা সৃষ্টি করে। মহান আল্লাহ তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে বলেন,

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا} (٦١) سورة النساء

অর্থাৎ, তাদেরকে যখন বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রসূলের দিকে এস।' তখন তুমি মুনাফিক (কপট)দেরকে তোমার নিকট থেকে মুখ একেবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবে। *(নিসাঃ ৬১)*

শরয়ী আইন চালু করতে ও মানতে কোন মুসলিমের ভয় পাওয়া উচিত নয়। কারণ ইসলামী সংবিধানকে যারা অচল ভাবে, বস্তাপচা জ্ঞান করে, সেকেলে ধারণা করে অথবা মানুষের মনগড়া আইন তার চাইতে ভাল মনে করে, সে মুসলিম থাকে না। মহান

আল্লাহ বলেন,

{فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (٤٤) سورة المائدة

অর্থাৎ, সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াত নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করো না। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই অবিশ্বাসী (কাফের)। *(মায়িদাহ ঃ ৪৪)*

মহান আল্লাহর বিধান ও ফায়সালায় কেউ শরীক নয়। তাঁর কোন মন্ত্রী নেই, অংশী নেই, পরামর্শদাতা নেই, উপদেষ্টা নেই। মুসলিম তাতে তাঁর শরীক করলে মুশরিক হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا} (٢٦) سورة الكهف

অর্থাৎ, তিনি ছাড়া তাদের অন্য কোন অভিভাবক নেই; তিনি কাউকেও নিজ কর্তৃত্বের শরীক করেন না।' *(কাহফ ঃ ২৬)*

তাঁর বিধান ও ফায়সালায় হস্তক্ষেপ করা, সমালোচনা করা, পুনর্বিবেচনা করার অধিকার কারো নেই। তিনি বলেন,

{وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (٤١) سورة الرعد

অর্থাৎ, আল্লাহ আদেশ করেন। তাঁর আদেশের সমালোচনা (পুনর্বিবেচনা) করার কেউ নেই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর। *(রা'দ ঃ ৪১)*

বলা বাহুল্য, আইনের উৎস জনগণ নয়। আইনের উৎস কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ।

## কিয়ামে শির্কের গন্ধ

নামায আল্লাহর জন্য। তার সিজদা, রুকু ও কিয়াম (একনিষ্ঠ হয়ে দন্ডায়মান) জুলুস (একাগ্রচিত্তে উপবেশন) ইত্যাদি আল্লাহরই জন্য। মহান আল্লাহ বলেন,

{حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} (٢٣٨) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হও; বিশেষ ক'রে মধ্যবর্তী (আসরের) নামাযের প্রতি। আর আল্লাহর সম্মুখে বিনীতভাবে খাড়া হও। *(বাক্বারাহ ঃ ২৩৮)*

অতএব কারো আত্মার তা'যীম বা শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের উদ্দেশ্য অথবা কোন মৃত কিংবা জীবিত বুযুর্গ বা মান্যবর মানুষের সামনে অথবা কোন জিনের উদ্দেশ্যে নীরবতা পালন ক'রে একাগ্রচিত্তে দন্ডায়মান হওয়া অথবা কারো সন্তুষ্টি সাধনে একাগ্রচিত্তে উপবেশন (যোগাসন) করা বা ধ্যান করা শির্কের পর্যায়ভুক্ত।

মুসলিম পছন্দ করে না যে, তার তা'যীমের জন্য কেউ তার সামনে দন্ডায়মান হোক; যেমন আল্লাহর রসূল ﷺ তা অপছন্দ করতেন। শায়খ বা মুদার্রিস হয়ে ছাত্রের নিকট 'কিয়াম' আশা করে না। যেমন সে নিজে কোন শ্রদ্ধাভাজনকে দেখলে তাঁর তা'যীমের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ায় না। যেমন সাহাবাগণ প্রিয় নবী ﷺ-এর উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াতেন না।

আনাস বিন মালেক ؓ বলেন, "ওঁদের (সাহাবাদের) নিকট রসূল ﷺ অপেক্ষা অন্য কেউ অধিক প্রিয় (ও শ্রদ্ধেয়) ছিল না। কিন্তু ওঁরা যখন তাঁকে দেখতেন, তখন তাঁর

জন্য উঠে দাঁড়াতেন না। কারণ এতে তাঁর অপছন্দনীয়তার কথা তাঁরা জানতেন।” *(আহমাদ ও তিরমিযী)*

আবূ উমামাহ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ একটি লাঠির উপর ভর দিয়ে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে আমরা উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমাদেরকে বললেন, “তোমরা দাঁড়ায়ো না; যেমন অনারব (পারস্যের) লোক তাদের বড়দের তা’যীমে উঠে দাঁড়ায়।” *(আবূ দাউদ ৫২৩০, ইবনে মাজাহ ৩৮৩৬নং, হাদীসটির সনদ যয়ীফ; কিন্তু অর্থ সহীহ, দেখুন ঃ সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৩৪৬নং, অবশ্য সহীহ হাদীসে নামাযের ভিতরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।)*

রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, লোক তার জন্য দন্ডায়মান হোক, সে যেন নিজ বাসস্থান জাহান্নামে ক’রে নেয়।” *(আহমাদ)*

মহানবী ﷺ নিজ জীবদ্দশায় নিজের জন্য কিয়াম পছন্দ করতেন না। তাঁর ইন্তিকালের পর কি তা নিজের জন্য পছন্দ করবেন? তাঁর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে লোকেরা দরূদ ও সালাম পড়ে, সে দাঁড়ানো ঐ নিষিদ্ধ কিয়াম নয় এবং তা নিষিদ্ধ কিয়ামের জন্য দলীলও নয়।

যেমন বিদআতী-মীলাদ শেষে তাঁর তা’যীমের জন্য কিয়াম ক’রে দরূদ পড়াও নিষিদ্ধ কিয়ামের পর্যায়ভুক্ত। বরং তাতে নবী ﷺ সেখানে হাযির হন---এ কথার বিশ্বাস রাখা অতিরিক্ত বিদআত। যেহেতু তিনি আছেন মধ্যকালে। আর মধ্যকাল ও ইহকালের মাঝে আছে পরকাল-ব্যাপী যবনিকা।

অবশ্য আগন্তুক কোন মেহমানের সহায়তা ও অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে প্রত্যুত্থান করে উপবেশন করা দূষণীয় নয়। *(বুখারী ৬২৬২নং)*

তদনুরূপ মুসাফাহা ও মুআনাকা করার উদ্দেশ্যে এবং বৈঠকে স্থান প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে উঠে বসাও নিষিদ্ধ নয়।

## ছোট শির্ক

কিছু শির্ক আছে, যাতে সরাসরি আল্লাহর ইবাদতে কাউকে শরীক না করা হলেও পরোক্ষভাবে হয়, প্রকাশ্যভাবে শির্ক না হলেও গুপ্তভাবে হয়, বাহ্যিক আমলে না হলেও আভ্যন্তরিকভাবে মনের ভিতরে হয়। এমন শির্ককে ‘ছোট শির্ক’ বলা হয়।

যেমন সুনাম, সুখ্যাতি, প্রশংসা, প্রসিদ্ধি, অর্থ, পদ ইত্যাদি লাভের জন্য কোন ইবাদত বা দ্বীনী কাজ করা। একে ‘রিয়া’ বা লোক-দেখানি কাজও বলে।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ-

বেনামাযী জামাই নামাযী শ্বশুরবাড়ি গেছে। বউ বলল, ‘তুমি নামায পড় না, বাড়ির লোকে ছিঃছিঃ করে।’ সুতরাং সে শ্বশুরবাড়ির লোককে দেখিয়ে নামায পড়তে শুরু করল।

বেনামাযী চাকর এক নামাযী লোকের চাকরি করে। লোকটি বলল, ‘তুমি যদি নামায পড়, তাহলে ১০০ টাকা বেশি বেতন দেব।’ সুতরাং টাকার লোভে চাকরটি নামায পড়তে লাগল।

ছোট শির্ককে দু’ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম হল ঃ লোককে দেখাবার বা শোনাবার উদ্দেশ্যে কোন ইবাদত করা। যেমন

লোককে দেখিয়ে সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে নামায পড়া, দান করা, হজ্জ করা, জিহাদ করা, পর্দা করা ইত্যাদি। লোককে শুনিয়ে সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে আযান দেওয়া, কুরআন পড়া, যিক্র করা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় হল ঃ দুনিয়া বা অর্থ-সম্পদ অথবা পদ-গদি লাভের উদ্দেশ্যে কোন ইবাদত করা। যেমন চাকরির লোভে দ্বীনী ইল্ম শিক্ষা করা, অর্থের লোভে ওয়ায-নসীহত করা, টাকা কামানোর উদ্দেশ্যে কুরআন পড়া ইত্যাদি।

কোন সহীহ আমলে এমন নিয়তের ভেজাল অনুপ্রবেশ করলে সে আমল পন্ড হয়ে যায়। যেহেতু আমল কবুলের প্রথম ও প্রধান শর্ত (ইখলাস)টাই বিলীন হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} (١١٠)

অর্থাৎ, সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে।' *(কাহফ ঃ ১১০)*

{مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ، أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}

অর্থাৎ, যারা শুধু পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা করে, আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মসমূহ (এর ফল) পৃথিবীতেই পরিপূর্ণরূপে প্রদান ক'রে দিই এবং সেখানে তাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না। এরা এমন লোক যে, তাদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই, আর তারা যা কিছু করেছে, তা সবই পরকালে নিষ্ফল হবে এবং যা কিছু করে থাকে, তাও নিরর্থক হবে। *(হূদ ঃ ১৫-১৬)*

আল্লাহ পাক হাদীসে কুদসীতে বলেন, "আমি শির্ক হতে সমস্ত শরীকদের চেয়ে বেপরোয়া। যে কেউ এমন আমল করে, যাতে সে আমার সাথে অপরকে শরীক (অংশী) করে, আমি তার শির্ক-সহ তাকে প্রত্যাখ্যান করি।" *(মুসলিম)*

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের নিকট এলেন। তখন আমরা কানা দাজ্জাল নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, "আমি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলে দেব না কি, যা আমার নিকট তোমাদের জন্য কানা দাজ্জাল অপেক্ষাও অধিক ভয়ানক?" আমরা বললাম, 'অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "গুপ্ত শির্ক; আর তা এই যে, এক ব্যক্তি নামায পড়তে দাঁড়ায়। অতঃপর অন্য কেউ তার নামায পড়া লক্ষ্য করছে দেখে সে তার নামাযকে আরো অধিক সুন্দর ক'রে পড়ে।" *(ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ২৭ নং)*

মাহমূদ বিন লাবীদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে অধিক যে জিনিসের ভয় হয় তা হল ছোট শির্ক।" সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ছোট শির্ক কী জিনিস?' উত্তরে তিনি বললেন, "রিয়া (লোকপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আমল)। আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ যখন (কিয়ামতে) লোকেদের আমলসমূহের বদলা দান করবেন তখন সকলের উদ্দেশ্যে বলবেন, 'তোমরা তাদের নিকট যাও, যাদেরকে প্রদর্শন ক'রে দুনিয়াতে তোমরা আমল

করেছিলে। অতঃপর দেখ, তাদের নিকট কোন প্রতিদান পাও কি না!” *(আহমাদ, ইবনে আবিদ্দুনয়্যা, বাইহাকীর যুহদ, সহীহ তারগীব ২৯ নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি লোককে শোনাবার জন্য (সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে) আমল করবে, আল্লাহ তার সেই (বদ নিয়তের) কথা সারা সৃষ্টির সামনে (কিয়ামতে) প্রকাশ ক’রে তাকে ছোট ও লাঞ্ছিত করবেন।” *(ত্বাবারানী, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ২৩ নং)*

আবূ হুরাইরাহ ؓ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, “ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম ও উত্তম পোশাকের গোলাম (দুনিয়াদার)! যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহলে সে সন্তুষ্ট হয়। আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়।” *(বুখারী)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি এমন কোন জ্ঞান অর্জন করল, যার দ্বারা আল্লাহ আয্যা অজাল্লার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা সে কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে অর্জন করল, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধ পর্যন্ত পাবে না।” *(আবূ দাঊদ)*

আরও এক শ্রেণীর তাওহীদ-বিরোধী ছোট শির্ক আছে, তবে তা নিয়তগত নয়, বরং কর্মগত। যেমন ঃ-

গায়রুল্লাহর নামে কসম খাওয়া।

আল্লাহর সমতুল্য ক’রে অন্যকে যোগ ক’রে কথা বলা। যেমন ‘আল্লাহ আর আপনি যা চান, তাই হবে’, ‘আল্লাহ আর অমুক না থাকলে আমি মারা যেতাম’ ইত্যাদি বলা।

রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে সুতো, তাবীয ইত্যাদি ব্যবহার করা।

অবশ্য নিয়তের ফলে এগুলি বড় শির্কও হতে পারে। যদি প্রভাবে উক্ত সকল জিনিসকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করে।

## কথায় শির্ক

মুসলিম জানে যে, আল্লাহর গুণের কাছে সৃষ্টির গুণ কিছুই নয়। তাঁর ইচ্ছা ও কোন সৃষ্টির ইচ্ছা সমান নয়। সৃষ্টির ঘটনাঘটনে কেবল মাত্র তাঁরই ইরাদা-ইশারা চলে; আর কারো নয়। তাই মুমিন কোন মান্য মানুষকে বলে না যে, ‘আল্লাহ ও আপনি যা চেয়েছেন, তাই হয়েছে’ কিংবা ‘আল্লাহ ও আপনি যা ইচ্ছা করবেন, তাই হবে।’ কারণ, মানুষের হাতে তদবীর আছে আর তকদীর আছে আল্লাহর হাতে। অতএব দু’টিকে সমান করলে শির্ক হয়ে যাবে। *(মিশকাত ৪৭৭৮-নং)*

অনুরূপভাবে ‘আল্লাহ ও আপনার ফযলে আমার কাজটা উদ্ধার হল। আল্লাহ ও আপনার অনুগ্রহে চাকরী পেয়েছি। আমার যা হয়, তা আল্লাহ জানেন, আর আমি জানি। আমার উপরে আল্লাহ আর নিচে দশ ছাড়া কেউ নেই। অমুকের হুকুম খোদার হুকুমের সমান।’ ইত্যাদি বলা কথায় শির্ক। যেহেতু আল্লাহ একাই যা চান, তাই হয়। শুধু তাঁরই ফযল ও অনুগ্রহে সব কিছু হয়। আল্লাহর জানা ও মানুষের জানা সমান নয়। আর আল্লাহই বান্দার জন্য যথেষ্ট।

তবুও যদি তাঁর শুক্র আদায়ের সাথে মানুষেরও শুক্র আদায় করতে হয় (যেহেতু তার হাতে তদবীর থাকে), তাহলে এরূপ বললে শির্কের ভয় থাকে না, ‘আল্লাহ তারপর আপনি যা ইচ্ছা করবেন, তাই হবে। আল্লাহ তারপর আপনার ফযলে আমার কাজটা উদ্ধার হল। আল্লাহ তারপর আপনার অনুগ্রহে আমি চাকুরী পেয়েছি। আমার যা হয়

আল্লাহ জানেন, তারপর আমি জানি। আমার উপরে আল্লাহ তারপর নিচে দশ ছাড়া আর কেউ নেই।'

বলা বাহুল্য, মুমিন আল্গা জিভে কথা বলে না, বরং শরীয়ত কর্তৃক আঁটা জিভে কথা বলে। নচেৎ কথায় কথায় কখন সে শির্ক করে বসবে তা সে নিজেই টের পাবে না। কারণ, মহানবী ﷺ বলেন,

((الشِّرْكُ فِيْ أُمَّتِيْ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا)).

অর্থাৎ, শির্ক (বিশেষতঃ ছোট শির্ক ও কথায় শির্ক) পাথরের উপরে পিপীলিকার চলন চেয়েও অধিক গুপ্ত বিষয়। *(সঃ জামে' ৩৭৩০নং)*

যা চলতে থাকে অথচ বুঝতে পারা যায় না। তাই মুসলিমের উচিত, এ ধরনের শির্ক থেকে সাবধান থাকা এবং তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ.

***অর্থঃ-*** হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জেনে শুনে তোমার সাথে শির্ক করা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং যে শির্ক না জেনে করে ফেলি, তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। *(সঃ জামে' ৩৭৩১নং)*

□

# নাম রাখায় শির্ক

মুসলিম আল্লাহর সমতুল্য কাউকে মনে করে না। কারো এমন নামও রাখে না যাতে আল্লাহর সমকক্ষতা বুঝায় বা শির্কের গন্ধ পাওয়া যায়। যেমন, আব্দুন নবী, আব্দুর রসূল, (অর্থাৎ নবী বা রসূলের বান্দা বা দাস) শাহানশাহ (রাজাধিরাজ)। কারণ, মানুষ আল্লাহরই বান্দা বা দাস, রাজাধিরাজ তো একমাত্র তিনিই।

অনুরূপভাবে নবী-বখ্শ, রসূল-বখ্শ, আলী-বখ্শ, হোসেন-বখ্শ, পীর-বখ্শ, মাদার-বখ্শ (অর্থাৎ, নবী, রসূল, আলী, হোসেন, পীর বা মাদারের দান) ইত্যাদি নাম রাখাও শির্ক। কারণ, সন্তান দান তো আল্লাহই ক'রে থাকেন।

তেমনি গোলাম নবী, গোলাম রসূল, গোলাম মোস্তফা, গোলাম মর্তুজা (মুর্তাযা), গোলাম পীর ইত্যাদির অর্থ যদি ('সিফাত-মওসূফ' বা গুণবাচক না হয়ে 'মুযাফ-মুযাফ ইলাইহে' বা সম্বন্ধপদ হয় এবং তার মানে) নবী বা পীরের গোলাম বা বান্দা হয়, তাহলে তাও শির্কের পর্যায়ভুক্ত। কারণ, মানুষ আল্লাহরই বান্দা, সমস্ত বন্দেগী তাঁরই।

তদনুরূপ যে নাম আল্লাহর নয় তার পূর্বে আব্দ্ (আব্দুল) যোগ ক'রে নাম রাখাও ঐ পর্যায়ে পড়ে যেমন, আব্দুল মা'বূদ, আব্দুল গওস, আব্দুল কালাম ইত্যাদি।

মানুষ কেবল আল্লাহর বান্দা ও দাস, অন্য কারো নয়। এই জন্য সে দুআয় বলে থাকে,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ.....

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমি তোমার দাস, তোমার দাসের পুত্র ও তোমার দাসীর পুত্র......। *(মুসনাদে আহমদ ১/৩৯১)*

আর আল্লাহ বলেন,

{يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ } (٥٦) سورة

العنكبوت

অর্থাৎ, হে আমার মু'মিন বান্দাগণ! আমার পৃথিবী প্রশস্ত; সুতরাং তোমরা আমারই উপাসনা কর। *(আনকাবূত ঃ ৫৬)*

{أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا} (١٠٢) سورة الكهف

অর্থাৎ, যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার দাসদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? আমি সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নাম। (কাহফ ঃ ১০২)

{فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي} (٣٠) سورة الفجر

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। *(ফাজ্‌র ঃ ২৯-৩০)*

আল্লাহর দেওয়া সন্তানের ব্যাপারে মানুষ যে শির্ক ক'রে থাকে, সে সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

{هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنْ الشَّاكِرِينَ (١٨٩) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} (١٩٠)

অর্থাৎ, তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। অতঃপর যখন সে তার সাথে মিলন করে, তখন সে এক লঘু গর্ভ ধারণ করে এবং এ নিয়ে সে (চলা-ফেরা ক'রে) কাল অতিবাহিত করে। অতঃপর তার গর্ভ যখন গুরুভার হয়, তখন তারা উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, 'যদি তুমি আমাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান কর, তাহলে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।' সুতরাং তিনি যখন তাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন, তখন তারা তাদেরকে যা দেওয়া হয়, সে সম্বন্ধে আল্লাহর অংশী করে। কিন্তু তারা যাকে অংশী করে, আল্লাহ তা অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে। *(আ'রাফ ঃ ১৮৯-১৯০)*

উক্ত আয়াতে শরীক করার অর্থ এমন নামকরণ করা, যাতে শির্ক হয়; যেমন ইমাম বখ্‌শ, গোলাম পীর, আব্দুর রসূল, বান্দা (বন্দে) আলী ইত্যাদি। যাতে প্রকাশ হয় যে, এই সন্তান অমুক সাহেবের দান অথবা তার দাস। 'নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক।' অথবা এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, আমি অমুক পীরের মাযারে গিয়েছিলাম, আর সেখান থেকেই এই সন্তান লাভ হয়েছে। অথবা সন্তান লাভের পর কোন মৃত ব্যক্তির নামে নযর-নিয়ায দেওয়া। অথবা সন্তানকে কোন মাযারে নিয়ে গিয়ে তার মাথা সেখানে ঠেকানো; এই ধারণায় যে, তারই বর্কতেই এই সন্তান হয়েছে। এই সকল কর্মই আল্লাহর সাথে শরীক করার পর্যায়ভুক্ত; যা দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যেও বিস্তার লাভ করেছে।

অতঃপর পরবর্তী আয়াতসমূহে শির্কের খন্ডন ক'রে মহান আল্লাহ বলেছেন,

أَيُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ (١٩١) وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ (١٩٢) وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لاَ يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاء عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ (١٩٣) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (١٩٤) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُواْ شُرَكَاءكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلاَ تُنظِرُونِ} (١٩٥) الأعراف

অর্থাৎ, তারা কি এমন বস্তুকে অংশী-স্থাপন করে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না? বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্ট। ওরা তাদের কোন প্রকার সাহায্য করতে পারে না এবং ওদের নিজেদেরও নয়। তোমরা তাদেরকে সৎপথের দিকে আহবান করলে ওরা তোমাদের অনুসরণ করবে না। তোমরা ওদেরকে আহবান কর অথবা চুপ ক'রে থাক, তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে আহবান কর, তারা তো তোমাদেরই মত দাস। তোমরা তাদেরকে আহবান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক্। তাদের কি চলার পা আছে? তাদের কি ধরার হাত আছে? তাদের কি দেখার চোখ আছে? কিংবা তাদের কি শোনার কান আছে? বল, 'তোমরা তোমাদের ঐ অংশীদেরকে ডাক, অতঃপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো না। *(আ'রাফঃ ১৯১-১৯৫)*

অর্থাৎ, যখন তারা জীবিত ছিল, তখন তারা তোমাদেরই মতো মানুষ ছিল। আর এখন (ওদের মৃত্যুর পর) তোমরা তাদের তুলনায় বেশি 'কামেল' (সাবলম্বী)। কারণ, তারা দেখতে পায় না, তোমরা দেখতে পাও। তারা শুনতে পায় না, তোমরা শুনতে পাও। তারা কারো কথা বুঝতে পারে না, আর তোমরা বুঝতে পার। তারা উত্তর দিতে সক্ষম নয়, তোমরা উত্তরদানে সক্ষম। এখান হতে প্রমাণিত যে, মুশরিকরা যাদের মূর্তি তৈরী ক'রে ইবাদত করত, তারাও আল্লাহর বান্দা মানুষই ছিল। যেমন নূহ ﷺ-এর পাঁচ মূর্তি সম্পৃক্ত ঘটনায় সহীহ বুখারীতে এ কথা স্পষ্ট যে, তাঁরা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা ছিলেন। ইহ-জগৎ ত্যাগ করার পর তাদের নিকট এখন এ সবের কিছুই নেই। মৃত্যুর সাথে সাথেই দেখা, শোনা, ধরা ও চলার শক্তি শেষ হয়ে গেছে। এখন তাদের দিকে সম্পৃক্ত কাঠ বা পাথর নির্মিত মূর্তি অথবা গম্বুজ, আস্তানা ও খানকা রয়েছে; যা তাদের কবরের উপর বানানো হয়েছে। আর এভাবেই বিনা পুঁজির (মৃত বুযুর্গের) ব্যবসা রমরমা হয়ে আছে। কবি বলেন, 'আগার চে পীর হ্যায় আদম, জওয়াঁ হ্যায় লাত অ মানাত।' অর্থাৎ, আদম যদিও বুড়িয়ে গেছেন, যুবক আছে লাত ও মানাত! *(আহসানুল বায়ান)*□

# পরিশিষ্ট

সুদীর্ঘ উপস্থাপনা পাঠ করার পর আশা করি পাঠক শির্কের সুবিস্তৃত বেড়াজাল সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পেয়েছেন। সে জালে যদি আপনিও কোনভাবে জড়িয়ে থাকেন, তাহলে মুক্তির পথ খুঁজবেন---এই আমাদের কামনা। দুনিয়ায় পূজার স্রোত শতমুখী। শতভাবে চলছে শির্কী কর্মকান্ড। কবি বলেছেন,

'অপূজ্য পূজিত হয় বিশ্বপতি ছাড়া,
জীব-শ্রেষ্ঠ নর হয় সত্য জ্ঞান-হারা।
চলিছে পূজার স্রোত দিবায় নিশায়,
দ্বীন ও ঈমান-ত্যাগী স্রষ্টা বিধাতায়।
রিপুর পূজক কেহ শক্তি উপাসক,
লোভের পূজারী কেহ ইন্দ্রিয় সেবক,
গাছের পূজারী কেহ, কেহ পাথরের,
কবর-পূজক কেহ লোভী মানতের।
ইচ্ছার পূজক কেহ আত্মসুখ প্রয়াসী,
বিলাস-ব্যসনে কেহ মত্ত দিবানিশি।
শঠ ব্যবসায়ী কেহ নামের পূজক,
যশান্বেষী কেহ, কেহ প্রাধান্য সাধক।
ছবি মূর্তি পূজে কেহ ভক্তি অর্ঘ দানে,
জড় ও জীবে পূজে কেহ সভয় জ্ঞানে,
দেশের পূজক কেহ দেশ নায়কের,
কেহ পূজে প্রাণ ভয়ে যুক্তি অপরের।'

আপনিও যদি জানতে অথবা অজান্তে কোন পূজারী হয়ে থাকেন, তাহলে তওবা ক'রে ঈমান নবায়ন করুন। নচেৎ আপনিও যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুশরিক দলের অন্তর্ভুক্ত হন, তাহলে নির্ঘাত সর্বনাশ অনিবার্য।

মহান আল্লাহ সতর্ক ক'রে বলেন,

{لاَ تَجْعَل مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولاً} (٢٢) سورة الإسراء

অর্থাৎ,আল্লাহর সাথে অপর কোন উপাস্য স্থির করো না; করলে নিন্দিত ও নিঃসহায় হয়ে যাবে। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ২২)*

{وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا} (٣٩) سورة الإسراء

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহর সাথে কোন উপাস্য স্থির করো না, করলে তুমি নিন্দিত ও আল্লাহর অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৩৯)*

আল্লাহ আপনাকে, আমাকে, আমাদের সকলকে শির্কমুক্ত হওয়ার তওফীক দান করুন।

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ نَعْلَمُ.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

সমাপ্ত